গাথা

অর্থাৎ

ভার্গব বেদের সার-স্বরূপ জরথুস্ত্র উপনিষত্

(মূলজেন্দ্ হইতে বাংলায় প্রথম অনূদিত)

"এতদ্ বৈ ভূয়িষ্ঠং ব্রহ্ম যদ্ ভৃগ্বঙ্গিরসঃ"
গোপথ ব্রাহ্মণ—১-৩-৪

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

রুদ্র-মন্দির (বৈদিক গুরুদ্বারা)

বারাকপুর রোড, পোঃ বারাসত

ভারত-প্রকাশ-ভবন

২৪-বি, বুধু ওস্তাগার লেন, কলিকাতা-৯

(১) একেশ্বর বাদ (Monotheism)

যদি স্যুর্ বহবো লোকে শাস্তারো দণ্ডধারিণঃ।
কস্য স্যাতাম্ ন বা কস্য মৃত্যুশ্ চামৃতং এব চ ॥

ভাগবত-৬-৩-৩৫

যদি জগতের অনেকগুলি অধিপতি থাকিত, তবে কে বাঁচিবে, কে মরিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা থাকিত না। [একজন ঈশ্বর বলিলেন "মার", একজন ঈশ্বর বলিলেন "ছাড়", কাহার হুকুম টিকিবে ?]

(২) নিরাকারোপাসনা (An-Iconism)

মনসা কল্পিতা মূর্তির্ নৃণাং চেন্ মোক্ষ-সাধনী।
স্বপ্ন লব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্ তদা ॥

মহানিবর্বাণতন্ত্র-১৪-১

যদি কল্পনাদ্বারাই কার্য সিদ্ধ হইত (কল্পিত মূর্তি ঐশ্বরিক শক্তির আধার হইত) তবে মানুষ নিজকে রাজা কল্পনা করিয়া রাজা হইয়া যাইতে পারিত।

(৩) সাম্যবাদ (Caste-less caste)

কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভঃ শোকশ্ চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো বিভিদ্যতে ॥

শান্তিপর্ব-১৮৬-৭

যখন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র উভয়ে সমানভাবেই কাম-ক্রেধ-লোভ-মোহ ইত্যাদির অধীন, তখন পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ রাখিবার কী সার্থকতা আছে ?

(৪) শুদ্ধি-প্রথা (Proselytisation)

শতাভিষেকাত্ যত্ পুণ্যং পুরশ্চর্য্যা শতৈরপি।
তস্মাত্ কোটি গুণং পুণ্যং একস্মিন্ কৌলিকে কৃতে ॥

মহানির্বাণ তন্ত্র-১৪-১৮৮

একজন অনার্যকে যদি আর্যকুলে (আর্যসংঘে) আনা যায়, তাহা শত্ স্নান এবং শত পুরশ্চরণ হইতে অধিক কল্যাণজনক।

(৫) বিশ্বপ্রেম (Brother-hood of man)

কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ খশাঃ।
শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাত্ তান্ বিনা কো অন্যং অর্চয়েত্ ॥

মহানির্বাণ তন্ত্র-১৪-১৭৭

কিরাত হউক, পুলিন্দ হউক, যবন হউক, কাহাকেও বাদ দিবে না। সকলকেই বৈদিক সংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে।

মজ্‌দার আবির্ভাব

(১) ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে গিরঃ,
ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধাব্‌নে ;
অষাঢ়ায় সহমানায় বেধসে
তিগ্মায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ ॥

(ঋগ্বেদ-৭-৪৬-১)

আত্মরতি রুদ্রের ধনু দৃঢ়, বাণ ক্ষিপ্র। তিনি অজেয় এবং জয়শালী। তাঁহার স্তব কর, এবং স্তব শোন। রুদ্রই বেধা (মজ্‌দা)।

(২) বিদুস্‌ তে বিশ্বা ভুবনানি তস্য,
তা প্রব্রবীষি বরুণায় বেধস্‌। (ঋগ্বেদ-৪-৪২-৭)

সকল জগত্‌ই তাঁহাকে জানে। বরুণকে বেধা (মজ্‌দা) বলিয়াও ডাকে। [বৈদিক শব্দের অন্ত্য 'স্' বিকল্পে লোপ হয়। স্নোর্ অন্তয়োর লোপঃ। বেধ, বেধা, বেধাঃ তিনটিই শুদ্ধ]

(৩) অয়ং দেবানাম্‌ অসুরো বিরাজতি,
বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
ততস্‌ পরি ব্রহ্মণা শাশদানঃ
উগ্রস্য মন্যোর্‌ উদ্‌ ইমং নয়ামি ॥

(আঙ্গিরসবেদ-১-১০-১)

এই অসুর (অহুর) বরুণ দেবদের উপর আধিপত্য করেন। বরুণের আদেশ অমোঘ। স্তবদ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিয়া আমি উগ্রামন্যুকে (অংগ্রমন্যু= তমোগুণ কে) উত্‌সাদিত করিব।

(৪) আ যো বিবায় সচথায় দৈব্যঃ,
ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্‌-তরঃ।
বেধা অজিন্বন্‌ ত্রিষধস্থম্‌ আর্য্যম্‌
ঋতস্য ভাগে যজমানম্‌ আভজত্‌ ॥

(ঋগ্বেদ-১-১৬৫-৫)

যখন মহত্তর বিষ্ণু, মহত্‌ ইন্দ্রকে আত্মসাত্‌ করিলেন, তখন বেধা (মজ্‌দা) ত্রিষধ-নিবাসী আর্য্যদিগকে জয় করিয়া লইলেন। তাহারা ন্যায়নিষ্ঠা গ্রহণ করিল।

(৫) ততঃ ব্রহ্মা নমশ্‌ চক্রে দেবায় হরিমেধসে।
ধর্মং চাগ্র্যং স জগ্রাহ সরহস্যং সসংগ্রহম্‌॥

শান্তিপর্ব-৩৪৮-৩০

ব্রহ্মা তখন হরিমেধাকে (অহুর মজ্‌দাকে) নমস্কার করিলেন, এবং রহস্য ও শাখাসহ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিখিয়া লইলেন।

দেবযান এবং পিতৃযান

(১) হিরণ্য হস্তঃ অসুরঃ সুনীথঃ
সুমৃড়ীকঃ স্ববান্ যাতু অর্বাঙ্।
অপসেধন্ রক্ষযো যাতুধানান্
আস্থাদ্ দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥

ঋগ্বেদ-১-৩৫-১০

রুদ্র সত্ পথের চালক এবং আনন্দের দাতা। প্রচুর ঋদ্ধি হাতে আত্মরতি তিনি এখানে আসুন। তাঁহার মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করিয়া, তিনি প্রতিদিন রাক্ষস এবং যাদুকরদিগকে তাড়াইয়া দেন। রুদ্র দেবও বটেন, অসুরও বটেন।

(২) মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহা মোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥

চণ্ডী-৭৭

তিনি মহাবিদ্যা, মহামেধা, মহাস্মৃতি। আবার সর্বগুণা তিনি মায়া মোহও বটেন। হে দুর্গে, তুমি মহা দেবীও বট, মহা অসুরীও বট।

(৩) যজ্ঞৈর্ অথর্বা প্রথমঃ পথস্ ততে।
ততঃ সূর্য্যঃ ব্রতপা বেন আজনি ॥

ঋগ্বেদ-১-৮৩-৫

প্রথম অথর্বান (জরথুস্ত্র) ধর্মপন্থা স্থাপন করিলেন। পরে সূর্য্যবংশীয় সত্য-সন্ধ বেন (রামচন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিলেন।

(৪) যে দেবযানাঃ পিতৃযানাশ্চ লোকাঃ,
সর্বান্ পথঃ অনৃণা আক্ষিয়েম।

আঙ্গিরস বেদ-৬-১১৭-৩

দেশে দেশে দেবযান এবং পিতৃযানের যত শাখা ভেদ আছে, তাহার সকলগুলিই আচরণ করিয়া, আমি কর্তব্যের কিছু বাকী রাখিব না।

যুক্ত-বেণী

I গায়ত্রী (জীবন-সঙ্গীত)

(১) দৈবী (হিন্দু)

ওঁ—তত্ সবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্—ওঁ।

.নি বাহিরে জগতের সৃষ্টিকর্তা, সেই রুদ্রই আমাদিগকে অন্তরে চৈতন্য-শক্তি দিয়াছেন। বরেণ্য জোতিঃস্বরূপ তাঁহার ধ্যান দ্বারাই আমরা জীবনের সার্থকতা লাভ করিব।

(২) আসুরী (পার্শী)

হোঁ—যথা অহু বর্য্যো অথা রতুস্,
অষাত্ চিত্ হচা।
বংহেউস্ দজ্দা মনংহো স্যওথননাম,
অংহেউস্ মজ্দাই।
ক্ষথ্রং চ অহুরাই আ,
যিম্ দ্রিগুব্যো দদত্ বাস্তারেম্—হোঁ।

ধর্মাচরণ দ্বারা, রুদ্রেরও সেবা করিবে, রতুর (গুরুর) ও সেবা করিবে। রতু-ই মজ্দা লাভের নিমিত্ত আমাদের (১) প্রজ্ঞাকে এবং (২) অনপেক্ষাকে দৃঢ় করেন। রতুই সাধুদের ত্রাণকর্তা।

II সত্র (যৌথ-পূজা = Congregational prayer)

দর্শ-পৌর্ণমাস

(১) পিতৃযান (শিবপূজা)—অমাবস্যা

যত্ তে দেবা অকৃণ্বন্ ভাগধেয়ম,
অমাবাস্যে সংবসন্তো মহিত্বা।
তেনা নো যজ্ঞং পিপৃহি বিশ্ববারে
রয়িং নো ধেহি সুভগে সুবীরয্॥

আঙ্গিরস বেদ-৭-৭৯-১

অমাবস্যা সত্রের প্রশস্ত দিন বটে।

(২) দেবযান (বিষ্ণু পূজা)—পূর্ণিমা

পৌর্ণমাসী প্রথমা যজ্ঞিয়াসীত্
অহ্নাং রাত্রীনাং অতিশর্বরেষু।
যে ত্বাম্ যজ্ঞের যজ্ঞিয়ে অর্ধযন্তি
অমী তে নাকে সুকৃতঃ প্রবিষ্টাঃ॥

আঙ্গিরস বেদ-৭-৮০-৪

পৌর্ণমাসী সত্রের জন্য প্রশস্ত।

ঘণ্টাপথঃ

I অহ্‌ন-বতী গাথা (আস্থরী-গায়ত্রী ছন্দঃ)

II উস্তবতী গাথা (আস্থরী-পংক্তি ছন্দঃ)

III স্পেন্তা মন্যু গাথা (আসুরী-পংক্তি ছন্দঃ)

IV বহুক্ষথ্রম গাথা (আসুরী-উষ্ণিক্ ছন্দঃ)

V বহিস্তা ইষ্টি গাথা

গাথা

মুখবন্ধ

যক্ষ্ব৷ মহে সৌমনসায় রুদ্রম্।
নমোভির্ দেবং অসুরং দুবস্য ॥

ঋগ্বেদ-৫-৪২-১১

মহত্ সৌমনসের (আনন্দের) জন্য, রুদ্রকে যজন কর। (যজস্ব=যজ্ স্ব=যক্ষ্ব)। তিনিই দেব (হিন্দুর আরাধ্য); তিনিই অসুর (পার্শীদিগের আরাধ্য—অহুর)। নমস্কার দ্বারা তাঁহার সেবা কর (দুবস্য)।

—*—

গাথা পার্শীদিগের গুরুগ্রন্থ (স্বাধ্যায়)। হিন্দুদের যেমন গীতা, শিখদের যেমন জপজী, বৌদ্ধদের ধম্মপদ, জৈনদের মূলসূত্র, (উত্তরাধ্যয়নসূত্র), খ্রীষ্টানের বাইবেল, মুসলমানের কোরাণ, পার্শীদের নিকট তেমন গাথা। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ পার্শীই গাথার কয়েকটি শ্লোক প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকেন। সাংসারিক দৃষ্টিতে গাথার আবৃত্তিদ্বারা পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতির সহিত বর্তমান যুগের পার্শীদের সংযোগ অক্ষুন্ন থাকে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে পার্শীরা মনে করেন যে মহেশ্বর মজ্দার দর্শনলাভের নিমিত্ত গাথাই শ্রেষ্ঠ সহায়ক।

জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। বেদ তিনভাগে বিভক্ত; যজুস্, ঋক্, এবং সাম, অথবা গদ্য, পদ্য, এবং গান (পূর্বমীমাংসা-২-১-৩২)। তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া বেদের একটি নাম ত্রয়ী (গীতা-৯-২১)। বেদের যাহা পরিশিষ্ট, তাহার নাম অথর্ব-বেদ। অথর্ববেদকে সঙ্গে ধরিয়া বেদের সংখ্যা বলা হয় চার—ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব। তন্মধ্যে ঋগ্বেদই মুখ্য বেদ, অপর সংহিতাগুলিকে ঋগ্বেদের সহচর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ক্রমে মনান্তরে পর্য্যবসিত হইল। দেবপূজকগণ "অসুর" শব্দের কদর্থ করিলেন—বলিলেন অসুর বলিতে বুঝা যায় দানব অথবা রাক্ষস। অসুর পূজকগণ "দেব" শব্দের কদর্থ করিলেন—বলিলেন দেব বলিতে বুঝা যায় দানব অথবা রাক্ষস। তাই কাহাকেও জঘন্য বলিয়া প্রতিপাদিত করিতে হইলে আমরা বলি "এ একটা অসুর", আর কাহাকে ও জঘন্য বলিয়া প্রতিপাদিত করিতে হইলে পার্শীরা বলেন —"এ একটা দেব (দিব)"। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে একদিন "দেব" এবং "অসুর" এই দুইটী শব্দই সমান সম্মানসূচক ছিল। ঋগ্বেদ দেব এবং অসুর এই উভয় বিশেষণকেই স্তুত্যর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন! ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, অগ্নি প্রভৃতি যে কোন ও নামেই পরমেশ্বরকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সকলকেই অসুর বলিয়া সম্মান করা হইয়াছে। একটী ঋকে (৫-৪২-১১) দেখিতে পাই পরমেশ্বর রুদ্রকে যুগপত্ দেব এবং অসুর বলা হইয়াছে।

কিন্তু ক্রমেই বিভেদ বাড়িতে লাগিল। ভার্গব বেদ অথবা উপস্থায় আমরা দেখিতে পাই, বলা হইতেছে "নাইসিমো দএবো" (যস্ন ১২-১), অর্থাত্ দেবদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি। আঙ্গিরস বেদ বলিতেছেন "যস্যাং দেবা: অসুরান্ অভ্যবর্তয়ন্" (১২-১-৫) যে প্রদেশে দেবগণ অসুরদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যজুর্বেদ তো মতান্তরের কারণটা স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন;

যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানাঃ
অসুরাঃ সন্তঃ স্বধয়া চরন্তি।
পরা পুরো নি পুরো যে ভরন্তি
অগ্নিস্ তান্ লোকাত্ প্রণুদাতি অস্মাত্॥

যজুস্ বেদ-২-৩০

যাহারা রূপ (আকার) ছাড়িয়া দিয়া, অসুর (নিরাকারবাদী) হইয়া, কেবল স্ব-ধাকে (স্ব-ভাবকে, আত্ম-গুণকে) অবলম্বন করিয়া বিচরণ করেন, তাহারা পশ্চাতে, সম্মুখে, কিম্বা পার্শ্বে, যথায়ই

পার্শীদিগের যাহা বেদ, তাহার নাম ছান্দ উপস্থা (জেন্দ আবেস্তা)। উপস্থা গ্রন্থও চারি খণ্ডে বিভক্ত—যস্ন, যস্ত, বিশ্বরতু এবং বিদেবদাত। যস্নে মন্ত্রের, যস্তে উপাখ্যানের, বিশ্বরতুতে স্তোত্রের, এবং বিদেবদাতে বিধি নিষেধের প্রাধান্য। ইহাদের মধ্যে যস্নই মুখ্য গ্রন্থ; অন্যান্য সংহিতাগুলিকে যস্নের সহচর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভাব এবং ভাষায় উপস্থা গ্রন্থ বেদেরই সমকক্ষ। ভাষা এত প্রকট, যে যস্ন সংহিতাকে অথর্ব বেদের অপরার্ধ করিলে তাহা অসঙ্গত হয় না।

অথর্ব বেদের অপর নাম ভৃগ্ব্-অঙ্গিরসী সংহিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ -১-৩-৪)। *ইহা হইতে অনুমিত হয়, যে ইহার প্রথম ভাগ (অর্থাত্ ভৃগু খণ্ড), অসুর দিগের পুরোহিত মহর্ষি ভৃগুর ভাবধারার বাহক; এবং ইহার দ্বিতীয় ভাগ (অর্থাত্ অঙ্গিরস-খণ্ড) দেবদিগের পুরোহিত মহর্ষি অঙ্গিরসের (বৃহস্পতির) ভাবধারার বাহক। উপস্থা গ্রন্থেই যখন আমরা মহর্ষি ভৃগু-সমর্থিত অসুরোপাসনার সন্ধান পাই, তখন উপস্থাকেই অথর্ব বেদের ভার্গব খণ্ড মনে করা সমীচীন নহে কি?

বেদের অপর নাম ছন্দস্। বৈদিক ব্যাকরণে একটি বার্তিক আছে "স্নোর্ অন্তয়োর্ লোপঃ"। অর্থাত্ অনেক শব্দের অন্তিম স্-কার এবং ন্-কার বিকল্পে লুপ্ত হয়। তাই তমস্ এবং তম, নভস্ এবং নভ, ধর্মন্ এবং ধর্ম, উভয় রূপই শুদ্ধ। অতএব ছন্দস্ এবং ছন্দ তুল্যার্থক; অর্থাত্ ছন্দ শব্দের অর্থ ও বেদ। 'উপস্থা' শব্দের অর্থ মন্ত্র। পাণিনি 'উপান্ মন্ত্র করণে' (১-৩-২৫) এই সূত্রদ্বারা উপস্থা পদ সিদ্ধ করিয়াছেন। "ছান্দ উপস্থার" অর্থ বৈদিক মন্ত্র। উপস্থা শব্দটী এত প্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যে এই একটী শব্দের জন্য অর্ধমাত্রা লাঘব প্রিয় ব্যাকরণকারকে একটী পৃথক্ সূত্র রচনা করিতে হইয়াছিল।

---

*Bloom Field—Hymns of the Atharva Veda—Introduction P. 26.

র ...ন সংহিতা উপস্থাগ্রন্থের প্রাচীনতম মন্ত্রসমূহের সমষ্টি। ইহা
।। ...অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে ১৭টি অধ্যায়, জগতের আদিম
ব ...র্তা, মানব জাতির অন্যতম মহাবিনায়ক, ধর্মরাজ (prophet)
...তম জরথুস্ত্রের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সতেরটী অধ্যায়ের নাম
...থা,' যেমন ভীষ্মপর্বের আঠারটী অধ্যায়ের নাম গীতা। মহাভারতের
...র যেমন গীতা, গাথাও সেইরূপ যস্নের সার। চিরঞ্জীব ধর্মরাজ
...থ... ...স্ত্রের শ্রীমুখবাণী বিধায় গাথার মন্ত্রগুলি আজও সাধককে
...রিতে পারে, ভক্তের হৃদয়ে অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার
মহত্ ...
... পড়িয়া ত্রিতাপদগ্ধ মানব আজও শান্তি পাইতে
...রে। গাথার মন্ত্রগুলি নিরর্থক শব্দরাশি হইয়া পড়ে নাই—মরিয়া
...য় নাই। মানবকে শান্তি দিবার শক্তি, ইহাদের আজও আছে।
...থা প্রাণবান সত্য, জীবন্ত মন্ত্র। কোন নিষ্ঠাবান ভক্ত পার্শীর
...স্পর্শে আসিলে ইহা উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আবির্ভাব কাল

ধর্মরাজ জরথুস্ত্র কোন যুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা
...রভাবে নির্ণীত হয় নাই, তবে এটা সুনিশ্চিত যে বেদ এবং
...স্থার রচনা কাল পরস্পর সংবদ্ধ। ঋগ্বেদের রচনার অব্যবহিত
...রই যস্নসংহিতা রচিত হইয়াছিল ইহা মনে করিবার প্রচুর কারণ
...য়াছে।

ঋগ্বেদের যুগে পরমেশ্বরকে "দেব" এবং "অসুর" এই উভয়
...শেষণেই বিশেষিত করা হইত। মনে হয় দেব শব্দের অর্থ ছিল
...ত্যক্ষ, অর্থাত্ সাকার। আর অসুর শব্দের অর্থ ছিল অপ্রত্যক্ষ,
...াত্ নিরাকার। অর্থ যাহাই থাকুক একদল লোক পরমেশ্বরকে
...ব" বলিতে ভালবাসিতেন, এবং অপর একদল তাঁহাকে "অসুর"
...তে ভালবাসিতেন। রুচিভেদ হইতে বুদ্ধি ভেদ জন্মিল, মতান্তর

থাকুন না কেন, হে অগ্নি, তুমি তাহাদিগকে এই স্থান হইতে তাড়াইয়া দাও।

অসুর পূজার সুসংহত প্রচলন ঘটিয়াছিল মহারতু জরথুস্ত্রের অনুশাসনের ফলে। আমরা উপস্থা (ফ্রবরদিন যস্ত-১০) হইতে জানিতে পারি যে অথর্বান জরথুস্ত্রই দেবযস্নকে খণ্ডিত করিয়া মজ্‌দা-যস্ন প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। মজ্‌দা-যস্নের অপর নাম অহুর-ত্‌কেশ (অহুর-দীক্ষা)। স্পিতম জরথুস্ত্রের অনুগামী পার্শীগণই অহুরোপাসক। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে ঋগ্বেদের (ঋগ্বেদোক্ত দেবযস্নের) পরে, কিংচ অন্যান্য বেদগুলি সংকলিত হইবার পূর্বেই মহারতু জরথুস্ত্র ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কেহ কেহ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতককে ধর্মরাজ জরথুস্ত্রের আবির্ভাবকাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত একেবারে অবিশ্বাস্য। কারণ তাহা হইলে বেদ সংহিতাকেও খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের রচনা (অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক) বলিয়া গণ্য করিতে হয়। অথর্বান জরথুস্ত্রকে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে টানিয়া নামাইবার এই যে অপচেষ্টা, ইহা উত্‌কট সেমিতিক-প্রীতির ফল মাত্র। বাইবেলে উল্লেখিত নবীদেরও পূর্ববর্তী কালে যে একজন শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর (Prophet) আবির্ভূত হইয়া ন্যায়নিষ্ঠার (Righteousness) ভিত্তিতে একটী উচ্চাঙ্গের ধর্মপন্থা স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে তাহাদের মন কিছুতেই রাজী হয় না। জরথুস্ত্রকে খ্রীষ্টের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ আলেকজেন্দারের আক্রমণের সময় ইরাণদেশে জরথুস্ত্রধর্ম প্রচলিত ছিল, ইহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। তাহা যখন হইরার নয়, তখন অথর্বান জরথুস্ত্রকে অন্তত হজরত মুসার পরবর্তী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেও তাহারা কতকটা সান্ত্বনা পান। পারসিক সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকার ডক্টর ই, জি, ব্রাউন, সেমিত-প্রেমিকদের

অগ্রণী। বার্থলমিউ, হেগ প্রভৃতি বেদবিদ্যা-বিশারদ প্রা... গবেষণায় ভগবান জরথুস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হওয়ায়, ... সাহেব মনে বড় ব্যথা পাইয়াছেন। তাহার মনের সেই ব্যথা ... গোপন করিতে পারেন নাই।* পরন্তু বেদ এবং উ... সমসাময়িকত্ব সম্বন্ধে এই সব ধুরন্ধর পণ্ডিতদের যুক্তিজাল ... করিতে সমর্থ হন নাই।

বেদ এবং উপস্থার ভাষার সাদৃশ্য অনস্বীকার্য্য। "The affinity of the oldest form of the Avesta language with the dialect of the Vedas, is so great in syntax, vocabulary, diction, metre and poetic style, that by the mere application of phonetic law, whole Avesta stanzas, may be translated word for word into Vedic, so as to produce verses, correct not only in form, but in poetic spirit (Macdonell—Vedic Mythology—p. 7)

অথর্বান্ জরথুস্ত্র বৈদিক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠ মহর্ষি (মন্ত্রদ্রষ্টা)। অতএব বেদের রচনাকাল হইতেই আমরা মহারতু জরথুস্ত্রের আবির্ভাবকালের অনুমান করিতে পারি।

যজুর্বেদে যে সকল ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটীর নাম বলা হইয়াছে 'আসুরী' গায়ত্রী, 'আসুরী' উষ্ণিক্, 'আসুরী' পংক্তি। এই সকল ছন্দের প্রচুর প্রয়োগ গাথায় পাওয়া যায়। যথা—

আসুরী গায়ত্রী = অহুন বইতী (যস্ন ২৮-৩৪)

আসুরী ত্রিষ্টুভ = উস্তবইতী (যস্ন-৪৩-৪৬)

আসুরী পংক্তি = স্পেন্তা মইন্যু (যস্ন ৪৭ ৫০)

---

* Browne—Literary History of Persia Vol. I, p. 29

...াসুরী উষ্ণিক্ = বোহু ক্ষথ্রম্ (যস্ন-৫১)

থাকুন গাথায় ইহাদের প্রয়োগ প্রচুর বলিয়াই, (হয়ত গাথা হইতে তাড়াই ...ীত হইয়াছে বলিয়াই) ইহাদের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ত... ...াসুরী"। ইহা হইতেও অনুমান করা যায় যে যজুর্বেদ সংকলিত ...ইবার পূর্বেই গাথা রচিত্ত হইয়াছিল। *

অনুশ... জা... যস্ন (অ (উপস্থা গ্রন্থে তাঁহাকে "অথর্বান্" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন—"উস্তা নো, জাতো স্পিতমো জরথুস্ত্রো, যো অথ্রবান্" (ফ্রবরদিন যস্ত—৯৩)—আমাদের মহাসৌভাগ্য, যে স্পিতম জরথুস্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অথ্রান্। অতএব মহারতু জরথুস্ত্রকে অথর্ববেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরূপে গণনা করা অসঙ্গত নহে।

আমাদের দেশে যাহারা প্রাচীনপন্থী, তাহারা হয়ত বলিবেন যে বেদ অপৌরুষেয়—কোনও কালে ইহা রচিত হয় নাই, কিম্বা কোটি কোটি বর্ষ পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাহাদের এই ধারণার উপর ইতিহাস গঠন করা চলে না। বেদ অপৌরুষেয় বলিতে ইহাই বুঝায়, যে কোনও মানুষ নিজে বুদ্ধির সাহায্যে বেদে বর্ণিত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি লাভ করিতে পারে নাই; পরমেশ্বর রুদ্র দয়া করিয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, তাই এই মন্ত্রগুলি তিনি দেখিয়াছেন।

যথোচিত কালে যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করিবার জন্য বৈদিক ঋষিগণ নক্ষত্রের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নক্ষত্রগণের তাত্কালিক অবস্থানের বর্ণনা আছে। ইহাকে ভিত্তি করিয়া লোকমান্য তিলক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ছয় হাজার বত্সর পূর্বে, বেদের প্রাচীনতম মন্ত্র নিবিদগুলি রচিত হইয়াছিল। *

---

* Haug—Essays on the Religion of the Parsis —p 271 (ii) Bannerjee Sastri—Asura India p. 20

* Tilak—Orion-p-206

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তথাগত গৌতমবুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার হাজার বত্সর পূর্বে, অর্থাত্ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতককে পণ্ডিতগণ মহাভারতের যুদ্ধের কাল, অর্থাত্ শ্রীকৃষ্ণের কাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার হাজার বত্সর পূর্বে, অর্থাত্ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশ শতক, ভগবান রামচন্দ্রের আবির্ভাবের কাল। ইহারও একহাজার বত্সর পূর্বে, অর্থাত্ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চত্রিংশ শতককে ভগবান জরথুস্ত্রের আবির্ভাবকাল বলিয়া গণ্য করিবার হেতু আছে।

মহাভারতে (শান্তিপর্ব ৩৩৯-৮৪) উল্লিখিত আছে যে ত্রেতাযুগের আদিতে ভগবান পশুরাম, কিংচ ত্রেতাযুগের অন্তিম ভাগে ভগবান রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। [শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দ্বাপরের অবসান ঘটিয়া, কলির প্রবৃত্তি হয়।] একটী যুগের স্থায়িত্ব যদি কমপক্ষে একহাজার বর্ষও গণনা করা হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণের এক হাজার বর্ষ পূর্বে রামচন্দ্র, এবং রামচন্দ্রের একহাজার বর্ষ পূর্বে পশুরামের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া গণ্য করাযায়। আর ভগবান জরথুস্ত্রকে পশুরাম অর্থাত্ পারস্যদেশের রাম বলিয়া মনে করিলে আমরা এই কালেই উপস্থিত হই।

লোকমান্য তিলকের গণনা অনুসরণ করিয়া আমরা খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ হইতে ৪০০০ বত্সরকে সত্যযুগ বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি। এই সময় বিষুব সংক্রান্তি পুনর্বসু নক্ষত্রে সংঘটিত হইত। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বত্সর হইতে ২৫০০ বত্সরকে ত্রেতা যুগ বলা যায়। এই সময় বিষুব সংক্রান্তি মৃগশিরা নক্ষত্রে সংঘটিত হইত। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ হইতে ১৪০০ বত্সর দ্বাপর যুগ। এই সময় বিষুব সংক্রান্তি কৃত্তিকায় সংঘটিত হইত। তারপর হইতে কলিযুগ, বিষুব সংক্রান্তি অশ্বিনী নক্ষত্রে সংঘটিত হইতে আরম্ভ করিল। (Tilak—Orion-p. 210)

ভগবান জরথুস্ত্র, রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ, সকলেই ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান পুরাণগুলিতে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বংশলতা দেওয়া আছে। ঐ সকল বংশলতা আলোচনা করিয়া

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ, পণ্ডিত প্রবর পার্জিটার তাহার প্রসিদ্ধ "Ancient Indian Historical Tradition" গ্রন্থে একটা তুলনাত্মক তালিকা দিয়াছেন। ঐ তালিকা হইতে জানা যায় যে পুরাণের মতে ভগবান রামচন্দ্র বৈবস্বত মনু হইতে ৪১ পুরুষে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবস্বান ভাস্করের দুই পুত্র—বৈবস্বত মনু, কিংচ বৈবস্বত যম। ভগবান জরথুস্ত্র জন্মগ্রহণ করেন বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা বৈবস্বত যমের বংশে। সুপণ্ডিত জাকসন সাহেব তাহার Zaroaster—The Prophet of Ancient Iran গ্রন্থে, ১৮ পৃষ্ঠায় যে তালিকা দিয়াছেন তাহা হইতে জানাযায়, যে মহারাজ মন্যুশ্রী বৈবস্বত যম হইতে ২৭ পুরুষ অধস্তন, এবং ভগবান জরথুস্ত্র মন্যুশ্রী হইতে ১৪ পুরুষ অধস্তন। অর্থাত্ ভগবান জরথুস্ত্র বৈবস্বত যম হইতে ৪১ পুরুষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন পুরাণশাস্ত্রে ভগবান জরথুস্ত্রকেই পর্শু´রাম নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পর্শু´-রাম, অর্থাত্ পর্শু´ দেশের রাম। বৈদিক যুগে পারস্য দেশের নাম ছিল পর্শু´। "শতং অহং তিরিন্দিরে সহস্রং পর্শাব্ আদদে" (ঋগ্বেদ-৮-৬-৪৬); আমি তিরিন্দির দেশে একশতটী, এবং পর্শু´দেশে একহাজার গবী লাভ করিয়াছি। বিহিস্তান শিলালিপিতে পারসীকগণ নিজদিগকে পার্স´ (=পার্শব) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Hodivala—Parsis of Ancient India p. 3) সুতরাং বেদের পর্শু´ শব্দ পারস্যকে বুঝায়, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। পর্শু´-রাম ছিলেন হৈহয় বংশীয় কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুনের সমসাময়িক। পার্জিটার সাহেবের তালিকা অনুযায়ী কার্তবীর্য অর্জুন বৈবস্বত মনু হইতে ত্রিশ পুরুষ পরবর্তী। ইহা হইতেও ভগবান জরথুস্ত্রের আবির্ভাব কাল কতকটা অনুমান করা যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১-২-৫ [১-৭]) আমরা দেখিতে পাই

দেবোপাসকগণ এবং অসুরোপাসকগণ (হিন্দুগণ এবং পার্শীগণ) পরস্পর বিতর্ক করিতেছেন। পার্শীগণ বিষ্ণুর পূজা মানিয়া লইলেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (২-১) দেখিতে পাই এই বিতর্ক ঘোরতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিতণ্ডা হইয়াছিল উদ্‌গীথ অথবা প্রণবের রূপ লইয়া। হিন্দুমতে অ-উ-ম্ এই তিনটা বর্ণদ্বারা প্রণব গঠিত, ইহার নাম ওঁ-কার। পার্শীমতে হ-উ-ন্ এই তিনটী বর্ণদ্বারা প্রণব গঠিত, ইহার নাম হোন্-বর (A-hun-var)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে উদ্‌গীথই প্রণব, এবং "ওঁ" তাহার রূপ (১-৫)। উদ্‌গীথের সাহায্যে দেবগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত অসুরগণ প্রণবকে ভিন্ন করিয়া দিল ("বিবিধুঃ" —ছান্দোগ্য-১-২)।

হোন্-কে আমরা দেখিতে পাই তন্ত্রশাস্ত্রে "হুং"-রূপে। তথায় ইহা কুণ্ডলিনী জাগরণের মন্ত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—"হুংকারোচ্চারণেনৈব সমুত্থায় পরাং শিবাম্" (গন্ধর্বতন্ত্র-১১-৭৫) শিবপুরাণে বলা হইয়াছে যে অ-কার নিষ্ক্রিয় শিব, আর হ-কার ক্রিয়াশীলা শক্তি।

অকারঃ সর্ববর্ণাগ্র্যঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ।
হকারঃ ব্যোমরূপঃ স্যাত্ শক্ত্যাত্মা সংপ্রকীর্তিতঃ॥

কৈলাস সংহিতা ১১-৩৯

বর্গের অল্পপ্রাণ বর্ণ (প্রথম এবং তৃতীয়) হ-কার যোগেই মহাপ্রাণ বর্ণে (দ্বিতীয় এবং চতুর্থে) পরিণত হয়।

যথা—ক্ + অ = ক   ক্ + হ = খ
গ্ + অ = গ   গ্ + হ = ঘ

উ-কার তো উভয় প্রণবের মধ্যেই সাধারণ। 'ম' এবং 'ন' এর মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প। বেশী পার্থক্য অ-কার এ হ-কারে। তন্মধ্যে হ-কার অধিক শক্তিশালী বলিয়াই হয়ত অসুরেরা বেশী পরাক্রান্ত।

প্রণব উপনিষদ্ কিন্তু বলেন। ওঁ-কারে লাগিয়া থাকিয়াই দেবগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন।*

["ওঁ" এবং "হোন্" দুইটীকেই গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধগণ বলেন—

ওঁ মণিপদ্মে, হোন্।

আমরাও হিন্দু ও পার্শী দুইটী প্রণবকেই গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি— ওঁ তত্, সত্, হোঁ]

অতঃপর হিন্দু এবং পার্শীদের আরাধনার মন্ত্র পৃথক্ হইয়া গেল। মহাভারতে দেখিতে পাই—

ভৃগুভির্ অঙ্গিরোভিশ্চ হুতং মন্ত্রৈঃ পৃথগ্-বিধৈঃ।

বনপর্ব-২২৩-১৪

ভৃগুর শিষ্য অসুর পূজকগণ, এবং বৃহস্পতি শিষ্য দেবপূজকগণ, যদিও একই সত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিলেন।

ইহা হইতেও বুঝা যায়, যে উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণ যুগের পূর্বেই ভগবান জরথুস্ত্র আবির্ভূত হইয়া মজ্দা-যস্ন স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

মজ্দা-যস্ন স্থাপনের হেতু

মহারতু জরথুস্ত্র কী কারণে দেবযস্ন পরিত্যাগ করিয়া মজ্দা-যস্ন রূপ পৃথক্ পন্থা স্থাপন করিলেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থিত হয়। অবতার পুরুষগণের আবির্ভাবের কারণ গীতায় বলা হইয়াছে "পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" (গীতা ৪-৮)।

বেদের রক্ষাই অবতার গ্রহণের মুখ্য হেতু, ইহা প্রখরভাবে বুঝাইবার জন্য পুরাণে বলা হইয়াছে যে মনুষ্যেতর যোনিতেও যে সব অবতার জন্মিয়াছিলেন, তাহাদেরও প্রধান লক্ষ্য ছিল বেদের রক্ষা। ইহা স্মরণ করিয়া জয়দেব্ গাহিয়াছেন—

---

*Bloomfield—Atharva Veda and Gopatha Brahmana—p. 109

প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবান্ অসি বেদম্।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রম্ অখেদম্॥

বৈদিক ধর্মধারার রক্ষা এবং প্রসারই ছিল ক্ষাত্রোপেত ব্রাহ্মণ জমদগ্নি জরথুস্ত্রের আবির্ভাবের হেতু। তত্কালে উত্তরদিক্ হইতে তুরাণদের (মঙ্গোলীয় কিম্বা চীনদের) এবং পশ্চিমদিক্ হইতে পণিদিগের (ফিনিসীয় কিম্বা সেমিতিকদের) অতর্কিত আক্রমণে আর্য্যজাতি বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল। মহারতু জরথুস্ত্র তাই তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে প্রয়াস করিলেন। এই সংঘের নাম দিলেন তিনি মঘ—

যূজেম্ মজ্দা ফ্রাক্ষ্ণেে,
মজোই মগাই আ পইতি-জানতা।

যস্ন-২৯-১১

এই সংঘভুক্ত সজ্জন দিগকে বলা হইত মাঘ।
আঙ্গিরস বেদে মঘের উল্লেখ আছে।

পৃশ্নিং বরুণ দক্ষিণা দদাবান্।
পুনর্ মঘ ত্বম্ মনসা চিকিত্সীঃ॥

(অথর্ব) আঙ্গিরসবেদ-৫-১১-১

বাইবেলে মাঘদিগের উল্লেখ আছে। হিব্রুদের তুরাতে (Old Testamant—Jeremiah, 39-3) বর্ণনা আছে যে যখন সম্রাট্ নেবুকাদনেজার জেরুসালেম নগরে প্রবেশ করেন, তাহার সঙ্গে একজন মাঘ পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন। খ্রীষ্টানদিগের ইঞ্জিলে (New Testament, St. Mathew, 2-1) বর্ণনা আছে যে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পর, কয়েকজন মাঘ সজ্জন বেথলহাম নগরে উপস্থিত হইয়া শিশু যীশুকে অভিবাদন করিয়া গিয়াছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের সুসংবাদ তাহারাই প্রথম জানিতে পারেন।

সংঘবন্ধনের মূলকথা হইল ব্যষ্টিগুলিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করা।

তদানীন্তন আর্য্যসমাজে যাহারা দেবযস্নের অনুরাগী ছিলেন, তাহাদের প্রভাবে এমন কতকগুলি প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, যাহারা ঐক্য স্থাপনের পরিপন্থী। তাই মহারতু জরথুস্ত্র দেবযস্ন পন্থার রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। অথর্বান জরথুস্ত্রই ধর্মরাজ্যে প্রথম Protestant (প্রতীবাদী)—জগতের সকল ধর্ম সংস্কারকগণের পুরোধা। বৈদিক ঋষি তাহাকে "তত-নুষ্টি" (যিনি প্রচলিত প্রথা অপনোদন করেন—বিপ্লববাদী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অপাপ শক্রম্ ততনুষ্টিং উহতি।
তনুশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ॥

ঋগ্বেদ-৫-৩৪-৩

"ইন্দ্র সেই শুভ্রতনু ততনুষ্টিকে বিপর্য্যস্ত করিলেন, যে ততনুষ্টি মঘের অধিপতি এবং কবের সখা।" যে কয়টী বিশেষণ এখানে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই মহারতু জরথুস্ত্রের লক্ষণ। তিনি দেবযস্নের বিরোধী ছিলেন বলিয়া ইন্দ্রের অপ্রিয়; তাঁহার গাত্রবর্ণ অত্যন্ত শুভ্রছিল বলিয়া জেন্দ্‌সাহিত্যে তাহার সদাতন বিশেষণ "স্পিতম" (শ্বেতম অর্থাত্ শ্বেততম); তিনি মঘনামক সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যিনি মজ্‌দা যস্নের প্রধান সহায়ক বহ্লীকের অধিপতি সেই সম্রাট বিষ্টাশ্ব [গাথায় যাহাকে 'কব' (=কবি) বিষ্টাস্প বলিয়া বলিয়া খ্যাপিত করা হইয়াছে, (যস্ন—৫১-১৫)] তাহার সখা। ঋগ্বেদের এই পংক্তিটীর যদি কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকিয়া থাকে, তবে ইহা যে মহারতু জরথুস্ত্রের বর্ণনা, তাহাতে সংশয় কম। অপর পক্ষে উপস্থা সাহিত্যে (ফ্রবরদিন যস্ত্-৯০) বলা হইয়াছে যে মঘবান জরথুস্ত্রই সর্বপ্রথম দেবযস্নের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

জাতীয় ঐক্য সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে মহারতু জরথুস্ত্র প্রথমেই বহুদেববাদ (polytheism) খণ্ডন করিয়া পরমেশ্বর রুদ্রের অদ্বয়ত্ব

তারস্বরে রটনা করিলেন। "মজদাও সখারে মইরিস্তো" (যস্ন-২৯-৪) —মজ্‌দাই একমাত্র উপাস্য। ভারতে ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া মহর্ষি শ্বেতাশ্বতর বলিলেন "একো হি রুদ্রো, ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ"— রুদ্র একজনই, দ্বিতীয় একজন রুদ্র নাই। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্- ৩-২)। যদিও ঋগ্বেদ উগ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন,

একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ॥

ঋগ্বেদ-১-১৬৪-৪৬

"সাধকগণ অগ্নি যম মাতরিশ্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তাঁহাকে ডাকেন বটে, কিন্তু পরমেশ্বর একজনই।"

এবং আরও বলিয়াছেন "একো হি রাজা জগতো বভূব"(১০- ১২১-৩) কিংচ "ভূতস্য জাতঃ পতির্ এক আসীত্ (১০-১২২-১), তথাপি অনভিজ্ঞ লোকেরা মনে করিত যে ঈশ্বর হয়ত অনেকগুলি, নতুবা ভিন্ন ভিন্ন নামের কী প্রয়োজন ছিল? এইরূপ সংশয় যাহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, বহুবিধ নাম প্রত্যাখ্যান করিয়া মহারতু জরথুস্ত্র বলিয়া দিলেন যে পরমেশ্বরের নাম একটী মাত্র, এবং সেই নামটি হইল "মজ্‌দা"।

যে আন্ নামেনী মজ্‌দাও শ্রাবী অহুরো যস্ন—৪৫-১০
'অহুর মজ্‌দা, এই নামে যিনি বিখ্যাত'।

পরমেশ্বরকে বুঝাইবার জন্য অথর্বান জরথুস্ত্র মজ্‌দা ব্যতীত অপর কোনও নাম প্রয়োগ করেন নাই।

যাহা একেশ্বরবাদের মুখ্য সমর্থক বলিয়া কথিত হয়, সেই কোরাণেও পরমেশ্বর রুদ্রকে "রব" "রহমান" প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে (কোরাণ—সুরা ১৭-১১০)।

এমন কি কথিত আছে যে একসময় হজরত মহম্মদ, পরমেশ্বরকে আরবদের ন্যায় "আল্লা"নামে ডাকিবেন, কিম্বা ইহুদি-দিগের ন্যায়

"রহমান" নামে ডাকিবেন, এই সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন।* কিন্তু মহারতু জরথুস্ত্র একমাত্র মজ্‌দা নাম ব্যতীত অন্য কোনও নামের কথা চিন্তা করেন নাই।

অগ্নিবত্‌ উজ্জ্বল রুদ্রকে ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রে স্বর্গের "অসুর মহস্‌" বলা হইয়াছে—

ত্বম্‌ অগ্নে রুদ্র অসুরঃ মহস্‌ দিবঃ। ঋগ্বেদ—২-১-৬

"অসুর মহস্‌"কে অহুর মজ্‌দার অনুরণন মনে করিলে, বলা যায় যে অহুর মজ্‌দা নাম ভারতেও প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। হ-কার সহজেই জ-কারে পরিবর্তিত হয়—যথা সংস্কৃত হস্ত=জেন্দ জস্ত; সংস্কৃত অহম=জেন্দ অজেম্‌। তাই বিপরীত ক্রমে "মজস্‌" ও "মহসে" পরিণত হইয়া থাকিবে।

আসিরিয়ার সম্রাট্‌ অসুর বনিপালের লেখমালায় "অস্‌মর মজস্‌" নামক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

Religion of Rigveda p. 71.

মনে হয় অহুর মজ্‌দা, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে, "অস্‌মর মজস্‌" এই নামে সমস্ত সেমিতিক জগতে পূজিত হইতেন।

মহারতু জরথুস্ত্র মূর্তিপূজার ও প্রবল প্রতিবাদী ছিলেন। পরমেশ্বর রুদ্রকে উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা,
পশ্যত্য অচক্ষুঃ স শৃণোত্য অকর্ণঃ॥

শ্বেতাশ্বরতর—৩-১৯

তাঁহার হাত নাই, তবু ধরেন; পা নাই, তবু চলেন; চক্ষু নাই, তবু দেখেন; কাণ নাই, তবু শোনেন।

যাহারা মূর্তিপূজা করেন, তাহারাও জানেন যে রুদ্র নিরাকার। তাহাদের বক্তব্য এই যে প্রারিপ্সুর পক্ষে মন স্থির করিবার জন্য কোন ও মূর্তির ধ্যান খুব সহায়ক। দার্শনিক দৃষ্টি হইতেও বলা

*Sell—Historical Development of the Koran p. 56

চলে, যে যিনি সকল রূপের ভিতরই বর্ত্তমান, তিনি সাধকের হিতার্থে সাধকের অভীপ্সিত রূপ গ্রহণ করিতে পারেন না, এমন কথা বলিয়া রুদ্রের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়া বিভ্রান্তি মাত্র। এই যুক্তিতে কোনও ত্রুটি নাই। কেবল এই কথা বলা চলে যে ব্যক্তিগত জীবনে মূর্তিপূজার আবশ্যকতা থাকিলেও, জাতীয় জীবনে মূর্তিপূজা প্রচলিত করিতে গেলে, সেই চেষ্টাদ্বারা জাতীয় সংহতি খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। যেখানে যৌথ-পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে, তথায় কেহ যদি কালীর, কেহ দুর্গার, কেহ বিষ্ণুর, কেহ শিবের, মূর্তি স্থাপন করিতে চান, তবে তাহা নিয়া বাদ-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। যাহারা জাতিকে সংঘবদ্ধ করিতে চান, তাহারা যৌথ-পূজাকে (সত্র অথবা congregational worship-কে) তাহার আবিশ্যিক অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিংচ এই যৌথ পূজা যাহাতে নিষ্কণ্টক হয়, অনৈক্যের বীজ যাহাতে তথায় লুক্কায়িত না থাকে, এই অভিপ্রায়ে তাহারা মূর্তিপূজা পরিহার করিতেই উপদেশ দেন। মহারাজ জরথুস্ত্র তাই বলিলেন,

কদা অজেন্ মূর্তেম্ অহ্যা মগহ্যা

যস্ন—সূক্ত-৪৮-১০

কবে আমি সংঘ হইতে মূর্তিপূজা দূর করিয়া দিতে পারিব ?

অথর্বান জরথুস্ত্র যাহাকে বলিতেন "অহুর মজ্‌দা" মহাভারত তাহারই নাম দিয়াছে "হরি-মেধস্"। "অহুর" (= অসুর) শব্দটা তখন নিন্দার্থে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই পূজার পাত্রকে "অহুর" বলিতে ব্যাসদেব সংকোচ বোধ করিলেন। তিনি অহুর শব্দের পরিবর্তে পূজার্থে ব্যবহৃত সম-ধ্বনিক "হরি" শব্দকে বাছিয়া নিলেন। হরি শব্দ আসিয়া অহুর শব্দের স্থান দখল করিল। আর মেধস্ শব্দ যে মজ্‌দা শব্দের রূপান্তর, তাহা নেদস্ (নেদীয়স্ = নিকটতর) হইতে 'নজ্‌দ'-এর ('নজদিক'-এর) উত্‌পত্তি হইতেই

প্রতীত হইবে। সংস্কৃত-সাহিত্যে হরি-মেধস দেবতার উল্লেখ বড়ই বিরল। মহাভারতে ৩।৪ বার, কিংচ বিষ্ণুপুরাণে একবার হরি-মেধসের উল্লেখ আছে। মনে হয় তিনি বিদেশ হইতে (খোরাসান হইতে পঞ্জাবে) আসিয়াছেন ; তখন পর্যন্ত domiciled (ধামস্থ) হইতে পারেন নাই, সকলের নিকট পরিচিত হন নাই।

এই হরি-মেধস্ দেবতাকে নিরাকার ভাবেই পূজা করা হইত :—

"অদৃশ্যেন হৃতো ভাগো দেবেন হরিমেধসা।"

শান্তিপর্ব—৩৩৬-১৪

হরিমেধস দেব অদৃশ্য থাকিয়াই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন।

মহাভারতের এই বাক্যটী সেই সাক্ষ্য বহন করে।

আরও একটু দূরে সরিয়া আসিলে আমরা দেখিতে পাইব যে হরিমেধস্ দেবতার সরল নাম করা হইয়াছে "সত্য নারায়ণ"। শান্তিপর্বের যে সাতটী অধ্যায়ে হরিমেধসের বিবরণ আছে, তাহাদের নাম নারায়ণীয় অধ্যায়। তাই অল্প-পরিচিত 'হরিমেধসে'র পরিবর্তে, সুপরিচিত 'নারায়ণ' আসিয়া সহজেই স্থান গ্রহণ করিল। তবে এই নারায়ণের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, ইনি যে হরিমেধসের স্থলবর্তী নব নারায়ণ, সেই সংস্কারটা স্মৃতিতে ক্ষীণভাবে বর্তমান থাকায়, এই নারায়ণকে, "সত্য" এই অবিচ্ছেদ্য বিশেষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইল! সত্য নারায়ণ পূজাও নিরাকারের উপাসনা। ইহার পূজাপদ্ধতিতে (সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে) "পীর" এবং "শিরনী" শব্দের বহুল প্রয়োগ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যে এই পূজার উত্পত্তিতে পারসিক প্রভাব, অর্থাত্ মহারতু জরথুস্ত্রের গাথার প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে।*

---

* স্কন্দপুরাণ—রেবাখণ্ড-২২৩-২৩৬ অধ্যায়ে সত্যনারায়ণ পূজার পদ্ধতি বিবৃত আছে।

বহুদেববাদের বিরুদ্ধে এবং মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যিনি দরকার মনে করিয়াছিলেন, তিনি যে বর্ণভেদ প্রথার সমর্থন করিবেন না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ বর্ণভেদের প্রাবল্য জাতীয় ঐক্যের বিশেষ পরিপন্থী। মহারতু জরথুস্ত্র বলিলেন যে 'লোকটী ব্রাহ্মণ, কিম্বা ক্ষত্রিয়, কিম্বা বৈশ্য, ইহা প্রধান কথা নহে ; প্রধান কথা এই যে সে ন্যায়নিষ্ঠ কিনা, ধর্মপরায়ণ কিনা' (যস্ন-সূক্ত-৩৩-৩)। ইহার তাত্পর্য এই যে বর্ণগত পার্থক্য তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। একটী মাত্র বর্ণস্থাপন করাই ছিল তাঁহার সংকল্প। আর মহারতু জরথুস্ত্র ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল যোদ্ধা। ক্ষত্রিয়ের প্রশংসা করিয়া তিনি বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণ কিম্বা বৈশ্য, কী করিতে পারে ? ক্ষত্রিয়ই যথার্থ সমাজ রক্ষক" (যস্ন-সূক্ত-৪৯-৭)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ধর্মরাজ জরথুস্ত্র একটী মাত্র বর্ণ-ই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আর সেই বর্ণটী তাঁহার মতে হইবে, জপ-তপৈক সম্বল নিরীহ ব্রাহ্মণ নহে, তেজ-বীর্য্য-দীপ্ত পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়। তাঁহার প্রেরণায় ক্ষাত্রধর্মী পারসিকেরা একদা এত পরাক্রান্ত হইয়াছিল, যে ইউরোপ তখন এসিয়ার ভয়ে কম্পিত থাকিত— ম্যারাথন এবং থার্মপলি তাহার সাক্ষী। ভারতবর্ষে কিন্তু শৌর্য্য-প্রধান ক্ষত্রিয় অপেক্ষা, ক্ষান্তি প্রধান ব্রাহ্মণের আদর বেশী ছিল। তাই বিষ্ণুর প্রমুখ অবতার হওয়া সত্ত্বেও ভগবান পশুরামের পূজা পদ্মপুরাণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

নোপাস্যং হি ভবেত্তস্য শক্ত্যাবেশান্ মহাত্মনঃ।

পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ড-৯৩-৩৯২

শক্তির আধিক্য তাঁহাতে ছিল, এই জন্য তিনি (পশুরাম) উপাসনার পাত্র নহেন।

পরন্তু পদ্মপুরাণের এই বিধান সঙ্গত কিনা, আজ আমাদিগকে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ জাতীয় জীবনে ক্ষাত্রধর্মের বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দার্শনিক বিচারেও ভারত এবং ইরাণের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষণীয়। যে শক্তির মাধ্যমে মহেশ্বর মজ্‌দা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন, ভারতের মতে তাহা ত্রিধা বিভক্ত—সত্ব, রজস্ এবং তমস্। জরথুস্ত্র রজোগুণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে মৌলিক গুণ দুইটি—সত্ব (স্পেন্ত) এবং তমস্ (অংগ্র), রজোগুণ একটি মিশ্রগুণ মাত্র—উভয়ের সংমিশ্রণের ফল। এস্থলে বক্তব্য এই যে ঋগ্বেদে আমরা দুইটী শক্তির উল্লেখই দেখিতে পাই—সাধ্রীচী (প্রত্যক্=Centrepetal) এবং বিষুচী (পরাক্=Centrefugal)। তৃতীয় কোনও শক্তির উল্লেখ তথায় নাই।

স সধ্রীচীর স বিষুচীর বসানঃ।
আ বরীবর্তি ভুবনেষু অন্তঃ॥ ঋগ্বেদ—১০-১৭৭-৩

সাধনা-রাজ্যে অথর্বান জরথুস্ত্র কর্মযোগ (চরিত্র গঠন) এবং ভক্তিযোগের (ভগবত্-প্রেমের) উপর অধিক জোর দিয়াছেন। ধ্যান-যোগ (সাক্ষি আত্মায় অবস্থান) কিম্বা জ্ঞানযোগের (ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য-চিন্তার) প্রাধান্য দেন নাই। অষার (কর্তব্য-নিষ্ঠার) উল্লেখ তো গাথার প্রায় প্রতিটী ঋকেই পাওয়া যায়। আর "চিস্তি" অথবা রাগাত্মিকা ভক্তিকে তো গাথার বিশেষত্ব বলিয়া বলা যাইতে পারে। ইহাই পরবর্তিকালে সূফীপন্থারূপে প্রকাশিত হইয়া ধর্মজগতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

স্পেন্তা অমেষার (পুণ্য-প্রয়োগ) বিচার, গাথা প্রোক্ত সাধনা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্র-যোগ অর্থ প্রকৃষ্ট যোগ, অর্থাত্ প্রকৃষ্ট উপায়। ইহারা সংখ্যায় সাত। বেদান্তের ষট্-সম্পত্তি কিম্বা যোগবাশিষ্ঠের সপ্তভূমির সহিত ইহাদের তুলনা চলিতে পারে।

অমেষা স্পেন্তাগুলি তিনটী স্তরে বিভক্ত :—

(১) নৈতিক (Ethical) (২) আধ্যাত্মিক (Spiritual) এবং (৩) ঔপাসনিক (Religious)।

First being, then well-being—প্রাণে বাঁচলে তো ধর্ম করবে। নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ (মুণ্ডক-৩-২-৪)—দুর্বল জনের ধর্মলাভ হয় না। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ত্বের ভিতর দিয়াই ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছিতে হয়। ক্ষমা তাহারই সাজে, প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহার আছে। তাই ভগবান পর্শুরামের পূজা পুনঃ প্রচলিত করিতে হইবে, অথর্বান জরথুস্ত্রকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া আবাহন করিয়া নিয়া আসিতে হইবে।

সমাজ গঠনে ভারত এবং ইরাণের পার্থক্য ঘটিল। ভারতে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের প্রথা প্রচলিত। মহারতু জরথুস্ত্র স্থাপিত করিলেন একটী মাত্র আশ্রম, অর্থাত্ গৃহস্থাশ্রম, এবং একটী মাত্র বর্ণ, অর্থাত্ ক্ষত্রিয় বর্ণ। তিনি বর্ণভেদ প্রথা লোপ করিয়া দিলেন, এবং শত্রু হইতে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে ক্ষাত্রধর্মের উপর জোর দিলেন। জরথুস্ত্র প্রবর্তিত সমাজ-সংস্থাই জগতে অধিক প্রচলিত। ইসলাম তো তাহা অবিকল গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।

Mahammad did not know that he had boírrwed many Zaroastrian ideas, he believed that their source was Jewish, and was unaware that the Koran was, so to speak, a second edition of the Zend Avesta (Dozy).

Cloud field—Persian Literature—p. 33.

মহারতু জরথুস্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত পারস্য বর্ণভেদ তুলিয়া দিয়াছিল। মদ্রের (Media) রাজা শল্যকে 'বিদ্রূপ করিয়া কর্ণ বলিতেছেন "তোমাদের দেশে আজ যে ব্রাহ্মণ, কাল সে ক্ষত্রিয়, পরশু বৈশ্য।"

তত্র বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা ততো ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বাহিকস্ ততো ভবতি নাপিতঃ।

কর্ণপর্ব—৪৬-৬

প্রথম স্তরে আছে তিনটী প্রয়োগ—অষা, বহু-মনস্ এবং ক্ষথ্র। ষা শব্দটী সংস্কৃত ঋত শব্দের প্রতিরূপ। ইহার তাত্পর্য্য ায়নিষ্ঠা অর্থাৎ সর্বভূতে সম দর্শন। কোন কাজটী ন্যায্য কোনটী ন্যায্য, বহু মনস্ অথবা প্রজ্ঞাই (consciene) তাহা আমাদিগকে লিয়া দেয়। আর প্রজ্ঞার অনুমোদিত পথে চলিবার শক্তি দেয় মামাদিগকে ক্ষথ্র (অনপেক্ষা কিম্বা নিষ্কামনত্ব)।

দ্বিতীয় স্তরে আছে তিনটী অমেষা—আরমতি, সূর্বতাতি, এবং অমৃতাতি। আরমতি অর্থ, আস্তিক্য-বুদ্ধি অথবা শ্রদ্ধা আর=হাঁ, মতি=বুদ্ধি]। এই শ্রদ্ধা সাধারণ (general) শ্রদ্ধা,—অর্থাত্ সংশয়বাদ (secpticism) এবং নাস্তিক্যবাদের (atheism) প্রত্যাখ্যান। বিশিষ্টভাবে (concretely) আরমতির দুইটি রূপ—আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। প্রথমটীর নাম সূর্বতাতি (অধ্যাত্মতা)। উর্বন্ = আত্মন্, সু + উর্বন্ + তাতিল = সূর্বতাতি। দ্বিতীয়টীর নাম অমৃতাতি (অমৃতত্ব=ব্রহ্মনিষ্ঠা)। ঈশ্বরে বিশ্বাসই অমৃতত্বলাভের উপায় বলিয়া ইহাকে বলা হইয়াছে অমৃতাতি।

উপরোক্ত ছয়টী প্রযোগ আয়ত্ত করিতে পারিলে সাধক মজ্দার মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে যে অমেষার প্রয়োজন, তাহার নাম শ্রুষ (শুশ্রূষা=সেবা করিবার জন্য উত্কর্ণ হইয়া থাকা), অথবা ভক্তি।

নৈতিক জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া, আধ্যাত্মিক জীবনের ভিতর দিয়া কেমনে ভগবদ্-ভক্তিতে পৌঁছিতে হয়, মহারতু জরথুস্ত্র পুণ্য-প্রয়োগ- (অমেষা স্পেন্তা) গুলির সাহয্যে তাহা আমাদিগকে সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ধর্মরাজ জরথুস্ত্রের গাত্রের বর্ণ ছিল অত্যন্ত শুভ্র। এই জন্য উপস্থায় তাহাকে "স্পিতম" (স্পিততম=শ্বেততম) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পশুরামের বর্ণও ছিল শুভ্র।

First being, then well-being—প্রাণে বাঁচলে তো ধর্ম করবে। নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ (মুণ্ডক-৩-২-৪)—দুর্বল জনের ধর্মলাভ হয় না। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ত্বের ভিতর দিয়াই ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছিতে হয়। ক্ষমা তাহারই সাজে, প্রতিবিধান করিবার শক্তি যাহার আছে। তাই ভগবান পশুরামের পূজা পুনঃ প্রচলিত করিতে হইবে, অথর্বান জরথুস্ত্রকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া আবাহন করিয়া নিয়া আসিতে হইবে।

সমাজ গঠনে ভারত এবং ইরাণের পার্থক্য ঘটিল। ভারতে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের প্রথা প্রচলিত। মহারতু জরথুস্ত্র স্থাপিত করিলেন একটী মাত্র আশ্রম, অর্থাত্ গৃহস্থাশ্রম, এবং একটী মাত্র বর্ণ, অর্থাত্ ক্ষত্রিয় বর্ণ। তিনি বর্ণভেদ প্রথা লোপ করিয়া দিলেন, এবং শত্রু হইতে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে ক্ষাত্রধর্মের উপর জোর দিলেন। জরথুস্ত্র প্রবর্তিত সমাজ-সংস্থাই জগতে অধিক প্রচলিত। ইসলাম তো তাহা অবিকল গ্রহণ করিয়া লইয়াছে।

Mahammad did not know that he had boirrwed many Zaroastrian ideas, he believed that their source was Jewish, and was unaware that the Koran was, so to speak, a second edition of the Zend Avesta (Dozy).

Cloud field—Persian Literature—p. 33.

মহারতু জরথুস্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত পারস্য বর্ণভেদ তুলিয়া দিয়াছিল। মদ্রের (Media) রাজা শল্যকে 'বিদ্রূপ করিয়া কর্ণ বলিতেছেন "তোমাদের দেশে আজ যে ব্রাহ্মণ, কাল সে ক্ষত্রিয়, পরশু বৈশ্য।"

তত্র বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা ততো ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বাহিকস্ ততো ভবতি নাপিতঃ।

কর্ণপর্ব—৪৬-৬

প্রথম স্তরে আছে তিনটী প্রয়োগ—অষা, বসু-মনস্ এবং ক্ষথ্র। ষা শব্দটী সংস্কৃত ঋত শব্দের প্রতিরূপ। ইহার তাত্পর্য্য ায়নিষ্ঠা অর্থাৎ সর্বভূতে সম দর্শন। কোন কাজটী ন্যায্য কোনটী অন্যায্য, বসু মনস্ অথবা প্রজ্ঞাই (consciene) তাহা আমাদিগকে লিয়া দেয়। আর প্রজ্ঞার অনুমোদিত পথে চলিবার শক্তি দেয় আমাদিগকে ক্ষথ্র (অনপেক্ষা কিম্বা নিষ্কামনত্ব)।

দ্বিতীয় স্তরে আছে তিনটী অমেষা—আরমতি, সূর্বতাতি, এবং অমৃতাতি। আরমতি অর্থ, আস্তিক্য-বুদ্ধি অথবা শ্রদ্ধা আর=হাঁ, মতি=বুদ্ধি]। এই শ্রদ্ধা সাধারণ (general) শ্রদ্ধা,—অর্থাত্ সংশয়বাদ (secpticism) এবং নাস্তিক্যবাদের (atheism) প্রত্যাখ্যান। বিশিষ্টভাবে (concretely) আরমতির দুইটি রূপ—আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। প্রথমটীর নাম সূর্বতাতি (অধ্যাত্মতা)। উর্বন্ = আত্মন্, সু + উর্বন্ + তাতিল = সূর্বতাতি। দ্বিতীয়টীর নাম অমৃতাতি (অমৃতত্ব=ব্রহ্মনিষ্ঠা)। ঈশ্বরে বিশ্বাসই অমৃতত্বলাভের উপায় বলিয়া ইহাকে বলা হইয়াছে অমৃতাতি।

উপরোক্ত ছয়টী প্রযোগ আয়ত্ত করিতে পারিলে সাধক মজ্দার মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে যে অমেষার প্রয়োজন, তাহার নাম শ্রৃষ (শুশ্রূষা=সেবা করিবার জন্য উত্কর্ণ হইয়া থাকা), অথবা ভক্তি।

নৈতিক জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া, আধ্যাত্মিক জীবনের ভিতর দিয়া কেমনে ভগবদ্-ভক্তিতে পৌঁছিতে হয়, মহাত্মা জরথুস্ত্র পুণ্য-প্রয়োগ- (অমেষা স্পেন্তা) গুলির সাহয্যে তাহা আমাদিগকে সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ধর্মরাজ জরথুস্ত্রের গাত্রের বর্ণ ছিল অত্যন্ত শুভ্র। এই জন্য উপস্থায় তাহাকে "স্পিতম" (স্পিততম=শ্বেততম) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পশুরামের বর্ণ ও ছিল শুভ্র।

গৌরং অগ্নি শিখাকারং তেজসা ভাস্করোপমম্।
ভার্গবং রামং আসীনং মন্দরস্থং যথা রবিম্॥

হরিবংশ—বিষ্ণুপর্ব—৩৯-২১

এই বংশটাই গৌর কান্তির জন্য বিখ্যাত। বংশের আদি পুরুষের নাম শুক্র। শুক্র=শুক্ল=শ্বেত। ইহারা সাকারোপাসনার বিরোধী ছিলেন। শুক্রের অপর নাম ভৃগু। তিনি অসুরোপাসকদের পুরোহিত—বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

তম্ বীক্ষ্য মুনিশার্দূলঃ ভৃগুঃ কোপসমন্বিতঃ।
সব্যং পাদং প্রচিক্ষেপ বিষ্ণোর্ বক্ষসি শোভনে॥

পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড—২৫৫-৪৮

জমদগ্নি ভৃগুর বংশধর। তাঁহার পুত্র পর্শু-রাম। তদানীং কখনও কখনও পুত্রগণ, পিতার উপাধির ন্যায়, পিতার নামের ও উত্তরাধিকারী হইতেন।* তাই বিশ্বরূপের (ত্বষ্টার) পুত্রও, বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হইত। পর্শু-রামকেও কখনও বা "ভৃগু", কখনও বা "জমদগ্নি" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জমদ্-অগ্নি আর জরত্-উষ্ট্র একই অর্থ বহন করে। জম ধাতুর অর্থ ভোজন করা। জমদ্-অগ্নি অর্থ যিনি আগুনকে খাইয়া ফেলেন। অর্থাত্ যিনি এত তেজস্বান্ যে অগ্নিও তাহার নিকট নিস্প্রভ মনে হয়। জরত্—উষ্ট্র শব্দটীরও সেই একই অর্থ। জরত্ অর্থ যিনি জীর্ণ করেন। উষ্ট্রশব্দের অর্থ যে অগ্নি (অথবা সূর্য্য) তাহা অগ্নিবত্ উজ্জ্বল ঊষা শব্দের ব্যুত্পত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। পর্শু-রাম জগত্কে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই যে তিনি সকল বর্ণকেই অস্ত্র ধারণ করাইয়াছিলেন—ক্ষত্রিয় নামক যুদ্ধজীবি পৃথক্ বর্ণের প্রয়োজন

---

*Macdonell—Vedic Mythology—P. 12.

রাখেন নাই। আর মাতৃহত্যা আখ্যানে রূপক ছলে ইহাই বলা হইয়াছে, যে তিনি রামচন্দ্রের মতন দেবীর উদ্বোধন করিয়া মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই, পিতৃভাবেই আরাধনা করিয়াছেন। জরথুস্ত্রের ঐতিহ্য পশু্রামের চিত্রের অন্তরাল হইতে উকি দিতেছে। কিন্তু তত্প্রোক্ত অমেষা স্পেন্তাগুলির তাত্পর্য্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মহাভারত "চিত্র-শিখণ্ডী" নাম দিয়া, তাহাদিগকে সাতজন ঋষিরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

যে হি তে ঋষয়ঃ প্রোক্তাঃ সপ্ত চিত্র-শিখণ্ডিনঃ।
তৈর্ একমতিভির্ ভূত্বা যত্ প্রোক্তং শাস্ত্রম্ উত্তমম্॥

শান্তিপর্ব—৩৩৫-২৮

তাই পশু্রাম অবতারের মহিমা আমরা উপলব্ধি করি নাই, এই গরিষ্ঠ পয়ম্বম-বরের অনুশাসনের উপযোগও আমরা করি নাই।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যায়ণ এবং আর্য্যাবর্ত ঘনিষ্ট সখ্য-সূত্রে সম্বদ্ধ। সপ্তসিন্ধু প্রদেশেই এই উভয় সত্যতা সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সাতটী শাখানদীসহ সিন্ধুনদের নাম সপ্তসিন্ধু। ইহার মধ্যে পাঁচটী শাখা—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা—পূর্বদিকে অর্থাত্ ভারতবর্ষে প্রবাহিত। দুইটী শাখা কুভা (কাবুল নদী) এবং গোমতী (গোমল নদী), ইরাণের অন্তর্গত গান্ধারে (আফগানিস্থানে) প্রবাহিত। সংস্কৃতের "স" অক্ষরটী জেন্দ ভাষায় "হ"-তে পরিবর্তিত হয়। জেন্দ আবেস্তায় "হফ্ত্-হিন্দ্" দেশ বিশেষে প্রশংসিত। 'হফ্ত্-হিন্দ্'ই সংক্ষিপ্ত হইয়া 'হিন্দ'-এ পরিণত হইয়াছে। তাহা হইতেই হিন্দু নামের উত্পত্তি।*

---

* ১। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—বেদান্ত ফেলোসিপ লেকচার।

গৌরং অগ্নি শিখাকারং তেজসা ভাস্করোপমম্।
ভার্গবং রামং আসীনং মন্দরস্থং যথা রবিম্॥

হরিবংশ—বিষ্ণুপর্ব—৩৯-২১

এই বংশটাই গৌর কান্তির জন্য বিখ্যাত। বংশের আদি পুরুষের নাম শুক্র। শুক্র=শুক্ল=শ্বেত। ইহারা সাকারোপাসনার বিরোধী ছিলেন। শুক্রের অপর নাম ভৃগু। তিনি অসুরোপাসকদের পুরোহিত—বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

তম্ বীক্ষ্য মুনিশার্দূলঃ ভৃগুঃ কোপসমন্বিতঃ।
সব্যং পাদং প্রচিক্ষেপ বিষ্ণোর্ বক্ষসি শোভনে॥

পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড—২৫৫-৪৮

জমদগ্নি ভৃগুর বংশধর। তাঁহার পুত্র পর্শু-রাম। তদানীং কখনও কখনও পুত্রগণ, পিতার উপাধির ন্যায়, পিতার নামের ও উত্তরাধিকারী হইতেন।* তাই বিশ্বরূপের (ত্বষ্টার) পুত্রও, বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হইত। পর্শু-রামকেও কখনও বা "ভৃগু", কখনও বা "জমদগ্নি" নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জমদ্-অগ্নি আর জরত্-উষ্ট্র একই অর্থ বহন করে। জম ধাতুর অর্থ ভোজন করা। জমদ্-অগ্নি অর্থ যিনি আগুনকে খাইয়া ফেলেন। অর্থাত্ যিনি এত তেজস্বান্ যে অগ্নিও তাহার নিকট নিস্প্রভ মনে হয়। জরত্—উষ্ট্র শব্দটীরও সেই একই অর্থ। জরত্ অর্থ যিনি জীর্ণ করেন। উষ্ট্রশব্দের অর্থ যে অগ্নি (অথবা সূর্য্য) তাহা অগ্নিবত্ উজ্জ্বল ঊষা শব্দের ব্যুত্পত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে। পর্শু-রাম জগত্কে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই যে তিনি সকল বর্ণকেই অস্ত্র ধারণ করাইয়াছিলেন—ক্ষত্রিয় নামক যুদ্ধজীবি পৃথক্ বর্ণের প্রয়োজন

*Macdonell—Vedic Mythology—P. 12.

রাখেন নাই! আর মাতৃহত্যা আখ্যানে রূপক ছলে ইহাই বলা হইয়াছে, যে তিনি রামচন্দ্রের মতন দেবীর উদ্বোধন করিয়া মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই, পিতৃভাবেই আরাধনা করিয়াছেন। জরথুস্ত্রের ঐতিহ্য পর্শুরামের চিত্রের অন্তরাল হইতে উকি দিতেছে। কিন্তু তত্‌প্রোক্ত অমেষা স্পেন্তাগুলির তাত্‌পর্য্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মহাভারত "চিত্র-শিখণ্ডী" নাম দিয়া, তাহাদিগকে সাতজন ঋষিরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

যে হি তে ঋষয়ঃ প্রোক্তাঃ সপ্ত চিত্র-শিখণ্ডিনঃ।
তৈর্ একমতিভির্ ভূত্বা যত্ প্রোক্তং শাস্ত্রম্ উত্তমম্॥

শান্তিপর্ব—৩৩৫-২৮

তাই পর্শুরাম অবতারের মহিমা আমরা উপলব্ধি করি নাই, এই গরিষ্ঠ পয়ঘম-বরের অনুশাসনের উপযোগও আমরা করি নাই।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যায়ণ এবং আর্য্যাবর্ত ঘনিষ্ট সখ্য-সূত্রে সম্বদ্ধ। সপ্তসিন্ধু প্রদেশেই এই উভয় সভ্যতা সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সাতটী শাখানদীসহ সিন্ধুনদের নাম সপ্তসিন্ধু। ইহার মধ্যে পাঁচটী শাখা—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা—পূর্বদিকে অর্থাত্ ভারতবর্ষে প্রবাহিত। দুইটী শাখা কুভা (কাবুল নদী) এবং গোমতী (গোমল নদী), ইরাণের অন্তর্গত গান্ধারে (আফগানিস্থানে) প্রবাহিত। সংস্কৃতের "স" অক্ষরটী জেন্দ ভাষায় "হ"-তে পরিবর্তিত হয়। জেন্দ আবেস্তায় "হফ্‌ত্-হিন্দ্" দেশ বিশেষে প্রশংসিত। 'হফ্‌ত্-হিন্দ্'ই সংক্ষিপ্ত হইয়া 'হিন্দ'-এ পরিণত হইয়াছে। তাহা হইতেই হিন্দু নামের উত্‌পত্তি।*

---

* ১। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—বেদান্ত ফেলোসিপ লেকচার।

মহারতু জরথুষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন পশ্চিম পারস্যে— তেহারণের নিকটবর্তী রজি-নগরে। পুরাণে প্রসিদ্ধ সম্রাট নহুষের ভ্রাতার নাম ছিল রজি। নহুষ পারস্য দেশে রাজত্ব করিতেন।*— তাই তিনি ইন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতেন। এই রজিই হয়ত রজিনগর স্থাপন করিয়াছিলেন। জরথুস্ত্রের তপস্যার স্থান আরও পশ্চিমোত্তরে, কাশ্যপ সমুদ্রের (Caspian sea) পশ্চিমস্থ আজর-বাজান (আর্য্যবীজ) প্রদেশে। তত্রত্য সবিলান পর্বতমালার উপরে, দরেজ নদীর তীরে, দীর্ঘ দশ বৎসর তপস্যা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি পূর্ব-পারস্যে ভ্রমণ করেন। বহ্লীকের অধিপতি সম্রাট বিষ্টাশ্ব তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। মহারতু জরথুস্ত্র বহ্লীকেই প্রথম ধর্ম-চক্র প্রবর্তন করেন এবং পরিণত বয়সে বহ্লীকেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

ভগবান জরথুস্ত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুরুষাশ্ব সম্রাট্ মনু্য শ্রী (Manu cihar) হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।*১। তখনও জন্মগত বর্ণভেদ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ঃ বিশ্বামিত্র ঋষি তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কেবল বিশ্বামিত্র নহেন, গৃৎসমদ, কক্ষীবান্, মৌদগল্য প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে বলা হইত "ক্ষত্রোপেত দ্বিজ"।*২। ইহারা কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন। তাই ইরাণে জরথুস্ত্র ক্ষত্রিয়, ভারতে পশুরাম ব্রাহ্মণ।

---

*Bannerjee Sastri—Asura India—p. 87

*১। Jackson—Zaroaster—The Prophet of Ancient Iran—p. 19

*২। Pargiter—Ancient Indian Historical Traditions (Chapter 23)

জরথুস্ত্রের পিতার নাম পুরুষাশ্ব, মাতার নাম দুগ্ধ-বা। সকল শিশুই ভূমিষ্ঠ হইয়া কাঁদিতে থাকে। জরথুস্ত্র জন্মিয়া হাসিতে-ছিলেন! ঐতিহাসিক প্লিনিও এই কিম্বদন্তী উল্লেখ করিয়াছিলেন। পনর বৎসর বয়সে ভগবান জরথুস্ত্রের উপনয়ন সংস্কার হয়। পার্শীগণ যজ্ঞসূত্র কটিদেশে ধারণ করেন। বাম স্কন্ধে ধারণ করিলে বলা হয় "উপবীত"; দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিলে বলা হয় "প্রাচীনাবীত", আর গলায় কিম্বা কটিদেশে ধারণ করিলে তাহার নাম হয় "নিবীত"।*

বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহারতু জরথুস্ত্র গৃহত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য উরুমিয়া হ্রদের নিকটবর্তী সবিলান পর্বতে চলিয়া যান। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। বহ্লীকের অধিপতি বিষ্টাশ্ব যখন মজ্‌দা-যস্ন গ্রহণ করেন তখন অথর্বান জরথুস্ত্রের বয়স ৪২ বৎসর। ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি যখন অগ্নি-মন্দিরে উপাসনায় রত ছিলেন, এমন সময় বৃত্রকশ নামীয় একজন তুরাণ দেশীয় দস্যু অসির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করে। পরবর্তী যুগে ব্যাধের হস্তে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর ন্যায়, পিশুনের হস্তে ভগবান জরথুস্ত্রের মৃত্যু অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা।

পেশোয়ার (পুরুষপুর) হইতে বহ্লীকের দূরত্ব মাত্র ৩৪ কিলোমিটার। অর্থাৎ একজন পেশোয়ারীর নিকট বহ্লীক যতটা পরিচিত, বারাণসী ততটা পরিচিত নহে। বহ্লীকে যে ধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গ অচিরেই আসিয়া ভারতে প্রবেশ করিল।*১।

ইরাণ দেশ (ইলাবৃত বর্ষ) তিনটী প্রদেশে বিভক্ত ছিল—পার্থব (Parthia) পর্শু (Persia) এবং মাধ্য (Media)। বেদে এই তিনটী প্রদেশেরই উল্লেখ আছে।

---

*Tilak—Orion—p. 146

*১। Griswold—The Religion of the Rig-veda p. 130

(১) দুর্ণাশেয়ং দক্ষিণা পার্থবানাং (ঋগ্বেদ-৬-২৭-৮)

পার্থবগণ যেরূপ প্রচুর দক্ষিণা দেন, তাহা অন্যের অসাধ্য।

(২) শতং অহং তিরিন্দিরে, সহস্রং পর্শাব্ আদদে

(ঋগ্বেদ-৮-৬-৪৬)

আমি তিরিন্দির দেশে একশত, কিংচ পর্শু দেশে একসহস্র গবী দক্ষিণা পাইয়াছি।

(৩) মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ (ঋগ্বেদ-১-১০৫-৮)

ইন্দুর যেমন তাঁতের সূতা কাটিয়া ফেলে, মাধ্যগণ সেইরূপ আমাকে (ইন্দ্রপূজককে) দংশন করিতেছে।

পার্থব, পর্শু, এবং মাধ্য (Parthia, Persia, and Media) এই তিনটী দেশকে মিলাইয়া বলা হইতে ত্রি-ষধ—three united states। সধ শব্দের অর্থ যাহা সহ (একত্র) অবস্থান করে—united.

ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে যে যখন ভারতীয় আর্য্যগণ, ইন্দ্রপূজার স্থলে বিষ্ণুপূজা প্রবর্তিত করিলেন, তখন ইরাণীয় আর্য্যগণ মজ্দা-পূজা গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আ যো বিবায় সচথায় দৈব্যঃ,
ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্-তরঃ।
বেধা অজিন্বন্ ত্রিষধস্থং আর্য্যম্
ঋতস্য ভাগে যজমানম্ আভজত॥

ঋগ্বেদ—১-১৫৬-৫

মহত্তর বিষ্ণু যখন মিলনের (একাত্মতার) জন্য, মহত্ ইন্দ্রের নিকট গেলেন, তখন বেধা (মজ্দা) ত্রিষধের আর্য্যদিগকে জয় করিয়া লইয়াছেন।

পার্থব, পর্শু, এবং মাধ্য এই তিনটী দেশের মধ্যে, পর্শুই প্রধান বলিয়া, সমগ্র দেশের নামই ক্রমে হইল পর্শু। ভারতীয়েরা বলিতেন "পর্শু" আর ইরাণীয়েরা বলিতেন "পার্স"। বিহিস্তান শিলালিপিতে দেশটী পার্স নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।* এই পার্সশব্দই কালক্রমে "পারস" এবং "পারস্য"-এ পরিণত হইয়াছে।

পর্শু শব্দটী এত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল যে কেবল দেশবাচক না হইয়া ইহা জাতিবাচকও হইয়াছিল। পাণিনিতে একটী সূত্র আছে "পর্শ্বাদি-যৌধেয়াদিভ্যঃ অন্-অঞৌ" (৫-৩-১১৭)। পর্শু শব্দের উত্তর অঞ্—প্রত্যয় যোগ করিলে পার্শব পদ সিদ্ধ হয়, এবং তাহার অর্থ হয় পর্শুদিগের দল। পাণিনি সূত্রের সম্প্রদায় পরম্পরাগত ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে পার্শবরা "আসুর" (অহুর মজ্দার উপাসক), আয়ুধজীবী (ক্ষাত্রধর্মী), এবং দল-বদ্ধ (মঘ নামক সংঘভুক্ত), ছিল। ইহা হইতে পার্শবরা যে পারসিক (পার্শী) এই ধারণা দৃঢ় সমর্থিত হয়।

বৈদিক যুগে দেখিতে পাই সম্রাট্ নহুষ এবং তাহার পুত্র যযাতি পারস্য দেশে রাজত্ব করিতেন।*১ পুরুরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠান পুর ছিল আফগানিস্থানে।*২

ঋগ্বেদে (৭-১৮-৭) পাঠানদিগকে "পক্থ" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাই 'পাখ্তুনি-স্থান' নামের মূল ইতিহাস।

রামায়ণ হইতে জানিতে পারি ভরতের মাতুলালয় ছিল কেকয় দেশে—অর্থাত্ ককেসাস পর্বতের নিকটবর্তী আর্মেণিয়ায়। ইহা একটা উদ্ভট কল্পনা নহে। দশরথের মৃত্যুর পর মাতুলালয় হইতে

---

*Hodivala—Parsis of Ancient India p. 3

*১ Bannerjee Sastri—Asura India p. 87

*২ উমেশচন্দ্র বটব্যাল—বেদ-প্রবেশিকা—পৃ-১৬

ভরতকে নিয়া আসিবার জন্য যে অমাত্যগণ কেকয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে বহ্লীক অতিক্রম করিয়া আরও অনেক উত্তর পশ্চিমে যাইতে হইয়াছিল।*১ কিন্তু আমরা এখন এমন কূপ-মণ্ডুক হইয়া পড়িয়াছি, যে ভারতের বাহিরেও যে বৈদিক আর্য্যগণ বাস করিতেন, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিনা। এমন দিন ছিল যখন এসিয়া মাইনরের অর্দ্ধেকটা গ্রীক আর্য্যদ্বারা, এবং অপর অর্দ্ধেক পারসিক আর্য্যদ্বারা অধ্যুষিত ছিল।*২ এবং তাহারা পরস্পর ঘনিষ্টভাবে মেলা-মেশা করিতেন। ঐতিহাসিকদের পিতৃস্থানীয় গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাসের বাড়ী ছিল এশিয়া মাইনরে। বৈদিক সংস্কৃতি তখন ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে উইনক্লার সাহেব, এসিয়া মাইনরে, আঙ্কারার নিকটবর্ত্তী বঘাজ্-কুই নগরে একটী শিলালিপি আবিষ্কার করেন। ইহা খ্রীষ্ট পূর্ব ১৪০০ শতকে লিখিত। ইহাতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, এবং নাসত্য (অশ্বিনী কুমারদ্বয়) দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া সন্ধিসর্ত্ত পালনের প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে।* বেদের স্তোত্র যে একদিন "গভীর ওঁ-কারে, সাম-ঝঙ্কারে" ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নিনাদিত হইত, এই শিলালিপিটী তাহার অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ।

মহাভারতের যুগে, নকুল সহদেবের মাতুল শল্যকে তো মহাবীর কর্ণ "আচার-বর্জিত" মদ্র-দেশের রাজা বলিয়া বিদ্রুপ করিয়াছেন। বেদে উল্লেখিত "মাধ্য" দেশ তখন "মদ্র" নামে অভিহিত হইতে

*১ Vaidya—Vedic India p. 294

*২ Wells—A short History of the World —Chap xxiii and xxiv

* Griswold—Religion of the Rigveda, p. 18

আরম্ভ করিয়াছে। মাদ্রী যখন পাণ্ডুর সহিত সহমরণে চিতা আরোহণ করেন, তখন কুন্তী তাহাকে অভিনন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন,

ধন্যা ত্বমসি বাহ্লিকী মত্তো ভাগ্যতরা তথা।

আদিপর্ব—১২৫-১১

মাদ্রীকে "বাহ্লিকী" বলিয়া সম্বোধন করায় বুঝা যায়, মদ্র এবং বহ্লীক সংলগ্ন প্রদেশ। পাণ্ডবগণ বিরাটের দেশে আত্মগোপনের সময় যখন অস্ত্রশস্ত্র লুক্কায়িত রাখিতেছিলেন, তখন নকুল শমীবৃক্ষ একটী মৃতদেহ ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিলেন,

কুলধর্ম্মো অয়ং অস্মাকং পূর্বৈর্ আচরিতো অপি চ।

বিরাট-পর্ব—৫-৩৩

ইহাকে কুলধর্ম বলিবার হেতু এই যে ইহা নকুল-সহদেবের মাতুল দেশের প্রথা। পার্শীরা মৃতদেহ দাহন করেনা, কিম্বা কবর দেয়না—কোনও উচ্চ স্থানে রাখিয়া দেয়, যাহাতে পক্ষীদের ভোগে লাগে।

মহাত্মা বিদুরও পারস্য দেশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার পত্নীকে মহাভারত তো স্পষ্ট ভাষায় "পারসবী কন্যা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অথ পারসবীং কন্যাং দেবকস্য মহীপতেঃ।
বিবাহং কারয়ামাস বিদুরস্য মহামতেঃ॥

আদিপর্ব—১১৪-১২

[পর্স্ু শব্দ হইতে পার্সব, এবং স্ত্রীলিঙ্গে পার্সবী হয়। পর্শু—পরশু, পর্স্ু, পরসু, সমার্থক]

গান্ধারী যে কান্দাহারের কন্যা তাহাতে সংশয় নাই।

জগতের আদিম বৈয়াকরণিক মহাত্মা পাণিনির বাস্থস্থান ছিল শলাতুর গ্রামে। এই জন্য হেমচন্দ্রসূরি তাহাকে "শালাতুরীয়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শালাতুর গ্রাম আফগানিস্থানে অবস্থিত।*১

মহাভারতে বর্ণিত ঘটনার সময় পর্য্যন্ত হিন্দু ও পার্শীতে কোনও সামাজিক প্রভেদ ছিলনা।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর কুরুগণ হীনবল হইয়া পড়িল। নাগরাজগণ তক্ষশিলায় রাজধানী স্থাপন করিয়া হস্তিনাপুর আক্রমণ করিল। কুরুরাজ পরীক্ষিত তাহাদের হস্তে নিহত হইলেন। পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয় নাগদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু কুরুগণ ক্রমেই দুর্বল হইতে লাগিলেন। হস্তিনাপুরে বাস করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। কুরুবংশের একটী শাখা হস্তিনাপুর হইতে তিনশত মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়া কৌশাম্বীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করিল।*(২) অপর একটী শাখা পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়া, পারস্যে পার্সিপোলিস (পার্শীপুর) নগরে রাজধানী স্থাপন করিল। এই বংশের সুবিখ্যাত সম্রাট নব কুরুকে (Cyrus) ইতিহাসকারগণ ঐতিহাসিক কালের প্রথম সম্রাট্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।*(৩) গ্রীকগণ বলিতেন Cyrus কিন্তু পারস্যের শিলালিপিতে তাহার নাম 'কুরুস্' (কুরুঃ), এবং হিব্রু সাহিত্যে "কোরেস"।

---

*(১) Foucher and Hargreves—Ancient Geography of Gandhara-p. 37

Maxmuller—History of Ancient Sanskrit literature—p. 340

*(২) Pargiter—Ancient Indian Historical Traditions p. 285

*(৩) Wells—A Short History of the World-p. 75

সম্রাট কুরু এসিয়া-মাইনরস্থ গ্রীক রাজা ক্রোশাসকে পরাভূত করিয়া সমগ্র এসিয়া-মাইনর দখল করিয়া লন। পরে তিনি কালদিয়ার রাজা বেলথেসরকে পরাভূত করেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৩৮ অব্দে সম্রাট কুরু বেলথসরের পুত্র রাজা নবনীদাসকে পরাজয় করিয়া সমগ্র বেবিলন সাম্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন।* কুরুর পুত্র কম্বেশ মিশর দেশকেও নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ কুরুর নাম বাইবেলেও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখিত হইয়াছে। বাইবেল তাহাকে "মশিয়াক" (ঈশ্বরের চিহ্নিত সেবক) বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে।*১ ইহার কারণ এই যে ইহুদি জাতি এবং ইহুদি ধর্ম ধ্বংস মুখে পতিত হইয়াছিল। কুরু তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

বাবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া, ইহুদিদের কেন্দ্রীয় মন্দির বিচূর্ণ করিয়া দেন, এবং সমগ্র ইহুদি-প্রধানদিগকে ধরিয়া আনিয়া বাবিলনে বন্দী করিয়া রাখেন। পৃথক্ জাতি হিসাবে ইহুদিদের আর বাঁচিবার আশা ছিল না। নবনীদাস হইতে বাবিলন জয় করিবার পর, সম্রাট্ কুরু ইহুদিদিগকে মুক্তি দান করিলেন। তাহারা বাবিলনে ফিরিয়া গিয়া নূতন জীবন পত্তন করিল।*২

ইহা খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০ সনের কথা। ইতিহাসকারগণ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতককে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং দেখাযায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক হাজার বত্সর পরে, কুরবংশের

---

*Wells—A Short History of the world-p. 73

*১Hang—Essays on the Religion of the Parsis p. 4

*২Macdonell—Lectures on Comparative Religion p. 129

গৌরব পুনরায় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে—তবে তাহা ভারতবর্ষে নহে, পারস্যে। ভারতবর্ষে সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ রাজার নাম করিতে হইলে বলিতে হয় বিম্বিসার। তখন বৌদ্ধযুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

নব কুরুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী সম্রাট্ দর্যবাহু (Darius) বিজয় গৌরব খ্যাপন করিয়া বলিতেছেন "অজেম্ দর্য্যবাহু, ক্ষত্তিয়ো বজ্রক, ক্ষত্তিয়ো ক্ষত্তিযানাম, ক্ষত্তিযো দহ্যুনাম্"*

আমি দর্য্যবাহু, প্রধান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ক্ষত্রিয়, সকল দেশের ক্ষত্রিয়।

বিহিস্তান পর্বত-গাত্রে উত্কীর্ণ এই শিলালিপির ভাষা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যে কৌরব দর্য্যবাহু, কৌরব দুর্যোধনের যোগ্য উত্তরাধিকারী বটেন। দুঃখের বিষয় একজন দিগ্বিজয়ী পারস্য সম্রাটের পক্ষে "ক্ষত্রিয়ত্বে"র দাবী, ভারত-ইরাণের ঐক্য সূচনায় কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কোনও ইতিহাস লেখকই তাহা আমাদিগকে খুলিয়া বলেন না। এই শিলালিপি হইতে মনে হয় পারস্যের কথিত ভাষা তখন সংস্কৃতের অনুরূপই ছিল।

দর্য্যবাহুর রাজত্বকালে পারস্যের সীমানা পূর্বে সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৯০ শতকে গ্রীসদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু এথেন্স জয় করিতে পারেন নাই। ম্যারাথনের গিরিসঙ্কটে ব্যূহ রচনা করিয়া এথেন্সবাসীগণ আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। ইহার দশ বত্সর পরে দর্য্যবাহুর সুযোগ্য পুত্র সম্রাট্ ক্ষয়ার্ষ (Xerexes) পুনরায় এথেন্স আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারও অল্পের জন্য গ্রীস দেশ রক্ষা পাইল। ইউরোপের বিরুদ্ধে এশিয়ার এই প্রথম অভিযান; বিশ্ববিশ্রুত ঘটনা। ম্যারাথন ও থার্মপলির আত্মরক্ষার কাহিনী ইউরোপের দেশে দেশে আজ ও কীর্তিত হইয়া থাকে।

---

*Ahl—Out-line of Persian Histoy p. 119

পারস্য কর্তৃক গ্রীস আক্রমণের গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার জন্য, তিনশত বত্সর পরে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬ অব্দে) মহাবীর আলেকজান্দার অগণিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পারস্যদেশ আক্রমণ করেন। পারস্য-দেশের তদানীন্তন রাজার নাম ও ছিল দর্য্যবাহু। তিনি এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। দর্য্যবাহু রণক্ষেত্রে নিহত হইলে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০ অব্দে পারস্যদেশ গ্রীসের অধীন হইয়া পড়িল।

ভারতে আসিয়া সেকেন্দরের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, এবং গ্রীসে ফিরিয়া যাইবার পথে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আলেকজান্দারের উত্তরাধিকারীদিগ হইতে, আফগানিস্থানের কতক অংশ কাড়িয়া লইয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত তাহার নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

ইহার পাঁচশত বত্সর পরে ২২৭ খ্রীষ্টাব্দে সাসান বংশীয় সম্রাট্ আর্তক্ষত্র (আর্দশীর পাবকান) পারস্যকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর প্রভাব হইতে মুক্ত করেন। এই বংশের শ্রেষ্ট সম্রাট্ নসীরবান (অনুশীর-রবান) ৫৩১ হইতে ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বকালে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তখন আরবদেশ পারস্যের অধীন ছিল। নসীরবানের প্রতিনিধি য়ামন-প্রদেশে ঘাটি করিয়া আরবদেশ শাসন করিত। নসীরবান ন্যায়-পরায়ণতার জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। তাই হজরত মহম্মদ গর্ব করিয়া বলিতেন "ন্যায়পরায়ণ নসীর বানের রাজত্বকালে আমার জন্ম হইয়াছে।"*

নসীরবান যখন রাজত্ব করিতে ছিলেন, তখন কনস্তান্তিনোপলের রোমক সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ান এথেন্সের বিশ্ববিদ্যালয়টি বিনষ্ট করিয়া দেন। জাষ্টিনিয়ানের পূর্ববর্তী সম্রাট্ কন্‌ষ্টেনটাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন (৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

---

* Browne—Literary History of Persia vol 1 p. 166

জাষ্টিনিয়ানের সময় সেমিতিক সংস্কারগুলি খ্রীষ্টান-গ্রীকদের র
সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তাই জাষ্টিনিয়ান মনে করিতেন
বাইবেলই একমাত্র সত্যগ্রন্থ ; অন্যান্য জাতির গ্রন্থ কেবল অপবি
প্রচার করে। তাহার ধারণা হইল যে এথেন্সের বিশ্ব-বিদ্যা
সক্রেটিশ, এরিষ্টটল, প্লাটো প্রভৃতি অখ্রীষ্টান পণ্ডিতদের দর্শন
প্রচার করিয়া কেবল জনসাধারণের অনিষ্টসাধন করিতেছে। তিনি
পরোপকার প্রবৃত্তি আর দমন রাখিতে পারিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়টি
ভাঙ্গিয়া দিলেন। এইরূপই হয়—যাহাদিগকে অবস্থার চাপে বাধ্য
হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেইসব পার্শী এবং হিন্দুর
উত্তর পুরুষেরাও, উপস্থা এবং বেদের মধ্যে ভ্রান্ত কুসংস্কার ব্যতীত
আর কিছুই দেখিতে পায় না। উপস্থা কিম্বা বেদের গৌরবে তাহারা
গর্ব বোধকরে না। পূর্ব পিতামহদের অমূল্য সম্পদ্‌কে বিদ্বেষের
চক্ষে দেখে, এবং বিনা কারণেই ইহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট
থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত হইয়া গেলে গ্রীক পণ্ডিতগণ এথেন্স
হইতে পলাইয়া আসিয়া পারস্যে আশ্রয় লইলেন। মহানুভব নসীরবান
জুন্দ-ই-শাপুর নামক নগরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রীক
বিদ্যা চর্চার উত্‌সাহ দিতেথাকিলেন।* নসীরবান ভারতের সংস্কৃতির
সহিতও সংযোগ রক্ষা করিতেন। তিনি পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থখানা সংস্কৃত
হইতে পহ্লবী ভাষায় অনূদিত করাইলেন।*২ এবং চতুরঙ্গ খেলা
(সতরঞ্চ=দাবা) ভারত হইতে পারস্যে আমদানি করিলেন।*৩
পারস্যদেশ তখন হিন্দু পার্শী গ্রীক কৃষ্টির, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য

---

(১) *Browne—Literay History of Persia vol. 1 p. 167

(২) *Maedonell—History of Sanskri Literature p. 417

(৩) *Browne—Literay History of Persia vol. 1 p. 110

র্য্যের, সঙ্গমতীর্থে পরিণত হইল। পারস্যের সেই গৌরবের দিন আর ফিরিয়া আসুক কোন আর্য্যসন্তান না ইহা কামনা করে?

ইহার ৬০ বৎসর পরে নসীরবানের উত্তর পুরুষ সম্রাট্ যজত-কীর্তি (Yajdigird) পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় খলিফা ওমরের সেনাপতি নোমান পারস্য আক্রমণ করে। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাহাবন্দের যুদ্ধে যজতকীর্তি পরাভূত, এবং পরে নিহত হন। আরবগণ পারস্যদেশ অধিকার করিয়া লইল; দেশের অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র দুই কোটি, ভারতের মতন ত্রিশ কোটি নহে। রাজশক্তির প্রবল আনুকূল্যে সমস্ত দেশটাই ক্রমে মুসলমান হইয়া গেল, এবং পারস্যের সহিত ভারতের সংযোগ ছিন্ন হইয়া গেল।

পারস্যের সহিত সংযোগ ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু মজ্দা যস্নের সহিত সংযোগ ছিন্ন হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা উগ্রপন্থী তাহাদের অত্যাচারে তিষ্টিতে না পারিয়া, কয়েকদল পার্শী ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কেহ বা আসিলেন স্থলপথে, কেহ বা আসিলেন জলপথে। জলপথে যাহারা আসিলেন, তাহারা প্রথমে দীউ দীপে অবতরণ করিলেন। পরে তাহারা প্রদেশের অধিপতি রাজা জয়াদিত্যের (যদুরাণার) অনুমতি লইয়া গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই উপনিবেশ স্থাপনের অদ্ভুত কাহিনী 'কিস্‌সা-এ-সঞ্জান' নামক পারসিক পদ্য গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথঠাকুর রচিত 'বোম্বাই-চিত্র' নামক পুস্তকে এই আখ্যায়িকার সারভাগ সংকলিত আছে। তথায় দেখিতে পাই পারসিক প্রধানগণ যদুরাণার নিকট সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের পরিচয় দিতেছেন—

"গৌরাঃ ধীরাঃ সুবীরাঃ বহুবলনিলয়াঃ পারসীকাস্ তে বয়ম্।"

সংস্কৃত শ্লোকে নিজেদের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য এই ছিল, যে যদুরাণা যেন উপলব্ধি করেন, যে পরিচ্ছদের পার্থক্য সত্বেও, হিন্দু

জাষ্টিনিয়ানের সময় সেমিতিক সংস্কারগুলি খ্রীষ্টান-গ্রীকদের র...
সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তাই জাষ্টিনিয়ান মনে করিতেন
বাইবেলই একমাত্র সত্যগ্রন্থ ; অন্যান্য জাতির গ্রন্থ কেবল অপবি...
প্রচার করে। তাহার ধারণা হইল যে এথেন্সের বিশ্ব-বিদ্যা...
সক্রেটিশ, এরিষ্টটল, প্লাটো প্রভৃতি অখ্রীষ্টান পণ্ডিতদের দর্শন
প্রচার করিয়া কেবল জনসাধারণের অনিষ্টসাধন করিতেছে। তিনি
পরোপকার প্রবৃত্তি আর দমন রাখিতে পারিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়টি
ভাঙ্গিয়া দিলেন। এইরূপই হয়—যাহাদিগকে অবস্থার চাপে বাধ্য
হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেইসব পার্শী এবং হিন্দুর
উত্তর পুরুষেরাও, উপস্থা এবং বেদের মধ্যে ভ্রান্ত কুসংস্কার ব্যতীত
আর কিছুই দেখিতে পায় না। উপস্থা কিম্বা বেদের গৌরবে তাহারা
গর্ব বোধকরে না। পূর্ব পিতামহদের অমূল্য সম্পদ্‌কে বিদ্বেষের
চক্ষে দেখে, এবং বিনা কারণেই ইহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট
থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিধ্বস্ত হইয়া গেলে গ্রীক পণ্ডিতগণ এথেন্স
হইতে পলাইয়া আসিয়া পারস্যে আশ্রয় লইলেন। মহানুভব নসীরবান
জুন্দ-ই-শাপুর নামক নগরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রীক
বিদ্যা চর্চার উত্‌সাহ দিতে থাকিলেন।* নসীরবান ভারতের সংস্কৃতির
সহিতও সংযোগ রক্ষা করিতেন। তিনি পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থখানা সংস্কৃত
হইতে পহ্লবী ভাষায় অনূদিত করাইলেন।*২ এবং চতুরঙ্গ খেলা
(সতরঞ্চ=দাবা) ভারত হইতে পারস্যে আমদানি করিলেন।*৩
পারস্যদেশ তখন হিন্দু পার্শী গ্রীক কৃষ্টির, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য

(১) *Browne—Literay History of Persia vol. 1 p. 167

(২) *Maedonell—History of Sanskri Literature p. 417

(৩) *Browne—Literay History of Persia vol. 1 p. 110

র্য্যের, সঙ্গমতীর্থে পরিণত হইল। পারস্যের সেই গৌরবের দিন আবার ফিরিয়া আসুক কোন আর্য্যসন্তান না ইহা কামনা করে?

ইহার ৬০ বৎসর পরে নসীরবানের উত্তর পুরুষ সম্রাট্‌ যজত-কীর্ত্তি (Yajdigird) পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময় খলিফা ওমরের সেনাপতি নোমান পারস্য আক্রমণ করে। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাহাবন্দের যুদ্ধে যজতকীর্ত্তি পরাভূত, এবং পরে নিহত হন। আরবগণ পারস্যদেশ অধিকার করিয়া লইল; দেশের অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র দুই কোটি, ভারতের মতন ত্রিশ কোটি নহে। রাজশক্তির প্রবল আনুকূল্যে সমস্ত দেশটাই ক্রমে মুসলমান হইয়া গেল, এবং পারস্যের সহিত ভারতের সংযোগ ছিন্ন হইয়া গেল।

পারস্যের সহিত সংযোগ ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু মজ্‌দা যস্নের সহিত সংযোগ ছিন্ন হয় নাই। মুসলমানদের মধ্যে যাহারা উগ্রপন্থী তাহাদের অত্যাচারে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, কয়েকদল পার্শী ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কেহ বা আসিলেন স্থলপথে, কেহ বা আসিলেন জলপথে। জলপথে যাহারা আসিলেন, তাহারা প্রথমে দীউ দীপে অবতরণ করিলেন। পরে তাহারা প্রদেশের অধিপতি রাজা জয়াদিত্যের (যদুরাণার) অনুমতি লইয়া গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। এই উপনিবেশ স্থাপনের অদ্ভুত কাহিনী ‘কিস্‌সা-এ-সঞ্জান’ নামক পারসিক পদ্য গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথঠাকুর রচিত ‘বোম্বাই-চিত্র’ নামক পুস্তকে এই আখ্যায়িকার সারভাগ সংকলিত আছে। তথায় দেখিতে পাই পারসিক প্রধানগণ যদুরাণার নিকট সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের পরিচয় দিতেছেন—

“গৌরাঃ ধীরাঃ সুবীরাঃ বহুবলনিলয়াঃ পারসীকাস্‌ তে বয়ম্‌।”

সংস্কৃত শ্লোকে নিজেদের পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য এই ছিল, যে যদুরাণা যেন উপলব্ধি করেন, যে পরিচ্ছদের পার্থক্য সত্বেও, হিন্দু

এবং পার্শী পরস্পর জ্ঞাতি—উভয়ের ধমনীতে একই শোণিত প্রবাহিত, উভয়ে একই ভাবধারার বাহক। সংস্কৃত এবং জেন্দ ভাষার নিবিড় সাদৃশ্য বশতঃ সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করা পার্শীদের পক্ষে সহজ ছিল। সুবিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ ডক্‌টর তারাপোরেবালা, তাহার গাথা গ্রন্থের অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে উভয় ভাষার সাদৃশ্য এত প্রবল, যে বৈদিক সংস্কৃত শব্দ একটু ভুল উচ্চারণ (mispronounce) করিলেই, উহা জেন্দে পরিণত হয়। সম্প্রতি কলিকাতার জারথুস্ত্র আঞ্জুমান গাথার একখানা নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে গাথার প্রত্যেকটী শব্দ পাণিনির সূত্রের সাহায্যে ব্যুত্‌পন্ন করা হইয়াছে। পাণিনির সূত্রদ্বারা যাহা অনুশাসিত, সেই ভাষাকে যে সংস্কৃত বলিয়া গণ্য করা হয় না, তাহার একমাত্র কারণ লিপির পার্থক্য। সংস্কৃত লিখিত হয় ব্রাহ্‌মী লিপিতে (বাম হইতে দক্ষিণে), জেন্দ লিখিত হয় খরোষ্ঠী লিপিতে (দক্ষিণ হইতে বামে)।

সংস্কৃত চর্চা পার্শীদিগের পক্ষে সহজ ছিল। তাই ধুরন্ধর পার্শী পণ্ডিত নর্য্যসংহ ধবল, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে, উপস্থা গ্রন্থকে সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। ডক্টর তারাপোরেবালা, তাহার গাথার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছিলেন "সংস্কৃত না জানিলে আবেস্তা ভাল করিয়া বুঝা যায়না। অতএব তুমি সংস্কৃত ভাষার চর্চা করিও।"

ভারতের সহিত মজ্‌দা-যস্নের সংযোগ ছিন্ন হয় নাই। ভারতের পবিত্র ভূমিতে বোম্বাইর নিকটবর্তী উদ্বাদা নগরে, "ইরাণ-শাহ" অগ্নি দিবানিশি প্রজ্বলিত থাকিয়া মজ্‌দা যস্নের গৌরব খ্যাপন করিতেছে। আশাকরা অযৌক্তিক নয়, যে ভারতীয়গণ যখন মজ্‌দা যস্ন ও দেবযস্নের—পিতৃযান ও দেবযানের—নিবিড় ঘনিষ্টতা (পরস্পরের অপরিহার্য্যতা) সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে, যখন বুঝিতে পারিবে যে পবিত্র বৈদিক অগ্নিকুণ্ড পার্শীরাই

আবহমান কাল হইতে নিরন্তর প্রজ্বলিত রাখিয়া আসিতেছে, বুঝিতে পারিবে যে পার্শীরাই যথার্থ অগ্নিহোত্রী, তখন ভারতের নগরে নগরে বিষ্ণু-মন্দিরের পাশে পাশেই মজ্‌দা-মন্দিরও নির্মিত হইয়া, হিন্দু-পার্শী-সখ্যের গৌরব খ্যাপিত করিয়া, আনন্দ কলরবে গাহিতে থাকিবে,

"মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম"

ঋগ্বেদ—৩-৫৫-১

সকল দেবতা এক মহতেই (মজ্‌দাতেই) সমাবিষ্ট।

মরেনা মরেনা, কভু সত্য যাহা,

শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে।

নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অধীর,

আঘাতে না টলে ॥

রবীন্দ্রনাথ (শিবাজী)

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অত্রি ব্রহ্মসংস্পর্শের আনন্দে বিহ্বল হইয়া, হিন্দু-পার্শী-মৈত্রীকে অভিনন্দন করিয়া, তারস্বরে বলিয়াছিলেন

যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্,

নমোভির্ দেবম্ অসুরং দুবস্য।

ঋগ্বেদ—৫-২৪-১১

সাকার ও নিরাকারোপাসনা, দুই-ই সত্য। তোমরা উভয়ে মিলিয়া রুদ্রের উপাসনা কর। সৌমনস লাভ করিতে পারিবে।

তাঁহার এই পূত আশীর্বাদ ব্যর্থ হইবার নয়। সত্যের মৃত্যু নাই। তাই দেখিতে পাই খ্রীষ্টিয় দশম শতকে (নাহাবান্দের যুদ্ধের তিনশত বত্‌সর পরে), পারস্যদেশে মজ্‌দা-যস্ন আবার

পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। খোরাসানে বসিয়া সিদ্ধযোগী আবুল খৈর (৯৬৭—১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) এই নবীন আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ করিতেছেন।* কালের প্রভাবে মজ্‌দা-যস্নকে অবশ্য নব-কলেবর গ্রহণ করিতে হইল। দেশটা তখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে। যে কেহ, বা যাহা কিছু কোরাণের অনুগত নহে, তাহার আর রক্ষা পাইবার উপায় নাই। খলিফা ওমরের আদেশে আলেকজেন্দ্রিয়ার বিপুল গ্রন্থাগার নিমিষে ভস্মীভূত হইয়া গেল। ওমর বলিলেন "এই গ্রন্থগুলি যদি কোরাণের অনুগত হইয়া থাকে, তবে ইহারা অনাবশ্যক—একা কোরাণই সত্য জানাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। আর ইহারা যদি কোরাণের বিপরীত হইয়া থাকে, তবে ইহারা মিথ্যার নিলয়, অতএব অবশ্য বিনাশনীয়। কোনও পক্ষেই ইহাদিগের বাঁচিয়া থাকিবার সার্থকতা নাই।"*২ বাধ্য হইয়া গাথার চিন্তিকে আরবিক পোষাক পরিতে হইল—ইহা যে কোরাণের অনুগত, তাহা দেখাইতে হইল, এবং আরবিক শব্দের আবরণে আত্মগোপন করিতে হইল।

আরবিকত্বের আবরণে লুক্কায়িত মজ্‌দা-যস্নের নামে সূফী-পন্থা। সূফ শব্দের অর্থ ঊণা (মেষ-লোম=wool)। ইহা সংস্কৃত শিফা (তন্তু) শব্দের সহিত সম্পৃক্ত। পার্শীগণ যে যজ্ঞোপবীত (জুন্নার=কুস্তি) ধারণ করেন, তাহা ঊর্ণা-সূত্র দ্বারা নির্মিত হয়। এই জন্য জরথুস্ত্র-পন্থীদের প্রচলিত নাম হইয়াছিল সূফী।

সূফীপন্থার উত্পত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। কেহ বলেন গ্রীক দর্শনের (Neo-Platonism) প্রভাবের ফলে ইহার উত্পত্তি হইয়াছে। কেহ বলেন ইহাতে ভারতের বেদান্ত দর্শনের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। কেহ বলেন ইরাণের জাতীয় ধর্মগ্রন্থ

---

*Nicholson—Studies in Islamic Mysticism p. 8]

*2 Levy—Persian Literature p. 16

ছান্দ উপস্থাই (জেন্দ আবেস্তা) ইহার মূল। মুসলমানরা বলেন সূফীধর্ম ইসলামেরই স্বাভাবিক পরিণতি।*

গভীর ভাবে আলোচনা করিলে, সূফীপন্থার মূল যে উপস্থাতেই নিহিত এই মতই সমীচীন মনে হয়। ভারতীয় কিম্বা গ্রীক দর্শনের প্রভাব হয়ত কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু সূফীপন্থার মূল-তত্বগুলি যখন উপস্থাতেই পাওয়া যায়, তখন উপস্থাকেই সূফীধর্মের নিদান বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

ইসলামের দাবী সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে যে আরব, তূর্ক, মিশর প্রভৃতি অন্য কোনও মুস্লিমদেশেই, সূফী ধর্মের উদ্ভব কিম্বা বিকাশ হয় নাই। অতএব পারসিকের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই সূফীধর্মের বীজ খুঁজিতে হইবে।

ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা এই যে, সূফীধর্মের প্রাণ রাগাত্মিকা ভক্তি, অথচ কোরাণে রাগাত্মিকা ভক্তির সদ্ভাব নাই বলিলেই চলে। রাগাত্মিকা ভক্তি অথবা রাগমার্গ বলিতে এই বুঝা যায় যে, ধূপদীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি বাহ্য উপকরণের অপেক্ষা না রাখিয়া, কেবল প্রেমদ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা; অর্থাত্ ঈশ্বরকে দয়িত (beloved) মনে করিয়া প্রেমের আবেগদ্বারা তাঁহার সহিত মিলনের চেষ্টা। বৈষ্ণবেরা বলেন প্রেমদ্বারা বিষ্ণুর সামরস্য লাভ, (প্রেম-বিবর্ত-বিলাস)। রবীন্দ্রনাথ সোজা কথায় বলিয়া দিয়াছেন "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।"

মহর্ষি মনসূর সূফীবাদকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, ব্রহ্মবাদকে উহার ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আন আল হক।"

এই বাণীটীর অর্থ কেহ কেহ করিয়াছেন 'আমিই ব্রহ্ম'। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মহারতু জরথুস্ত্রের ধর্মধারা ভক্তিযোগের

*Browne—Literary History of Persia, vol. 1, p. 418

পথ—জ্ঞান-যোগের (সোঅ্হং-বাদের) সাধনা নহে। সূফাধর্ম গাথোক্ত চিস্তিরই ব্যাখ্যা। সুতরাং আন-আল-হক' বাণীর তাত্পর্য্য "আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন" এরূপ নহে। ইহার তাত্পর্য্য "ব্রহ্মের সত্তা আমার মধ্যে আছে।" ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য সূফীরাজ জালাল বলিয়া দিলেন।

বুবদ 'আন আল হক' × দর লব এ-মনসুর নূর।
বুবদ 'আন আল্লাহ' × দর লব এ ফেরাউন জোর॥

মসনবী—২-৩০৫

মনসুরের মুখে 'আন আল হক' (আমাতে ব্রহ্ম আছেন); সত্যের জ্যোতি। আর ফেরাউনের মুখে "আন আল্লা" (আমিই ঈশ্বর) কেবল দম্ভমাত্র।

ইহা বেদান্তের "তত্ ত্বম্ অসি" বাক্যের ব্যাখ্যার কতকটা অনুরূপ। শঙ্কর বলেন, ইহার তাত্পর্য্য "তুমিই ব্রহ্ম"। রামানুজ বলেন ইহার তাত্পর্য্য "তুমি ব্রহ্মের" (তস্য ত্বম্ অসি)।

অবশ্য এই দুই ব্যাখ্যার কোনওটাই, ফেরাউনের ন্যায় দম্ভমূলক নহে—ফেরাউনের বাণী দানবের দর্প—গীতার "ঈশ্বরোঅ্হং অহং ভোগী, সিদ্ধোঅ্হং বলবান্ সুখী" (১৬-১৪) এর সহিত তুলনীয়। ফেরাউনের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নরকেই নিয়া যায়—পতন্তি নরকে অ্শুচৌ (গীতা—১৬-১৬)।

গুফ্ত্ ফেরাউন 'আন আল হক' × গস্ত্ পুস্ত্।
গুফ্ত্ মনসুর "আন আল হক' × ও বি-রুস্ত্॥

মসনবী— ৫-২০৩৫

ফেরাউন 'আন আল হক' বলিয়া অধঃপতিত হইল, এবং মনসুর "আন আল হক" বলিয়া মোক্ষ লাভ করিলেন।

মনস্থরের 'আন আল হক' বাণীর মধ্যে মহারতু জরথুস্ত্রের ভক্তিবাদের (প্রেম-বিবর্ত-বিলাসের) পুনরুজ্জীবনে সম্ভাবনায় উল্লসিত হইয়া সূফীবাদের শ্রেষ্ঠ কবি, বাণীর বরপুত্র হাফেজ বলিয়া উঠিয়াছেন—

কশদ নক্স এ-আন-আলহক
বর জমিন খুন।
চূন মনস্থর গর কশি
বর দার-অম ইম শব।

আমার (অর্থাত্ প্রত্যেক পারসিকের) রক্তকণায় 'আন আল হক' প্রবাহিত। যদি আমাকে মনস্থরের মতন্ শূলে চড়াইয়া দেও, তবে আমার শোণিত ধারা, জমিনের উপর কেবল 'আন আল হক' কথাগুলি আঁকিয়া যাইতে থাকিবে।

মরেনা মরেনা কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে।

তিনশত বত্সরের কলকোলাহল স্তব্ধ করিয়া দিয়া, মহারতু জরথুস্ত্রের অভয়বাণী—মজ্দা-মিলনের অকুণ্ঠ আশ্বাস—আবার পারসিকের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতে থাকিল—অরেদ্রো থ্বাবাংস্ হুজন্তুসে স্পেন্তো মজ্দা (যস্ন—সূক্ত ৪৩-৩)—হে মজ্দা, পুণ্যবান সাধক, ধর্মজীবনের ফলে, তোমার সাযুজ্য লাভ করে।

সুহরাবর্দি, ফজলউল্লা, শমস-এ-তাব্রেজ প্রভৃতি বহু সূফী সাধক তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে পারস্যদেশে সূফীবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।*

পরবর্তী সূফী সাধকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে

*Browne—Literary History of Persia (vol 1) p. 423

যদিও কোরাণে ব্রহ্মতত্ব কিম্বা রাগাত্মিকা ভক্তির স্ফুট উল্লেখ নাই, তথাপি ইহারা কোরাণের অনভিপ্রেত নহে। কোরাণের অনেক স্থলে ব্যঞ্জনায় ইহাদের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

কেহ কেহ এমনও বলিলেন যে ব্রহ্মতত্ব এবং রাগাত্মিকা ভক্তি-ই ইসলামের চরম লক্ষ্য। তবে হজরত মহম্মদ যে কোরাণে ইহাদের স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই তাহার কারণ এই যে সর্বসাধারণের এই সব উচ্চতত্ব গ্রহণের যোগ্যতা নাই। বুঝিবার ভুলে তাহারা এই তত্বের অপপ্রয়োগ করিতে পারে, এই আশঙ্কায়ই হজরত মহম্মদ সর্বসাধারণের নিকট এই তত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। কিন্তু উপযুক্ত অধিকারী পাইলেই তিনি সাধককে এই তত্ব শিখাইতে প্রস্তুত ছিলেন। হজরত আলিকে তিনি এই গূঢ় বিজ্ঞান শিখাইয়া দিয়াছিলেন।*

কালক্রমে কোরাণে স্পষ্ট উল্লেখ বিনাও সূফীবাদ ইসলামে প্রবেশ করিল, এবং সাধন-রাজ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া লইল।*

সূফীবাদের এই জয়যাত্রার প্রধান পুরোহিত যিনি, তাহার নাম ইমাম গজ্জলি। পারস্যের এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের বিচার পদ্ধতি এমন নিশ্চায়ক, যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহাকে সেণ্ট অগষ্টাইনের সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুশ্লিম উলেমাগণ, পারস্যের এই বরেণ্য সন্তানের উপাধি দিয়াছেন "হাজ্জত—এ—ইসলাম" অথবা ইসলামের প্রমাণ। ইহার তাত্পর্য্য এই যে গজ্জলির আবির্ভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত ইসলামের দার্শনিক ভিত্তি

---

*বরকতুল্লা—পারস্য প্রতিভা পৃ-১৪৪

*Abdul Hakim—Metaphysics of Rumi p. 113

সুপ্রতিষ্ঠিত, ছিলনা, ইমাম গজ্জলিই ইসলামে দার্শনিক ভিত্তি যোজনা করিয়া দিয়াছেন।*

দার্শনিকের গম্ভীর গদ্যে ইমাম গজ্জলি যে যুক্তিজাল স্থাপন করিয়াছেন, কাব্যের মনোহর ঝঙ্কারে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন সফীরাজ জালাল-উদ্ দীন রুমি। জালালের মসনবী ধর্মজগতে একখানা অপূর্ব গ্রন্থ। দর্শন ও কাব্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই, এক শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে, আর দেখিতে পাই জালালের মসনবীতে। ইসলাম জগতে মসনবী দ্বিতীয় কোরাণ (পারসিক ভাষার কোরাণ) বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।*

মসনবী এ মৌলভী এ মানবী।
হস্ত্ কোরাণ দর জবান এ পহ্লবী॥

মৌলভী জালাল-উদ্-দীনের মানবী (আধ্যাত্মিক) মসনবী, পহ্লবী ভাষায় লিখিত কোরাণ বটে।

ইহা কেবল অল্পশিক্ষিত মুসলমান পাঠকের অভিমত নহে, যিনি একাধারে দার্শনিক এবং কবি, সেই অসাধারণ মনীষী ডক্টর ইকবালও লিখিয়াছেন

রু-এ খুদ বিনামুদ পীর-ই হক সিরিস্ত্।
কি উ বা হরফ ই পহ্লবী কোরাণ নবিস্ত্॥

ইসরার এ খুদি—১১৪

---

*Zwemer—Ghazzali, a Muslim Seeker after God p. 21

*(i) Browne—Literary History of Persia vol. II, p. 519

(ii) Claudfield--Persian Literature p. 180

যে পূত চরিত্র পীর, পহ্লবী ভাষায় কোরাণ লিখিয়াছেন, তিনি আমাকে দেখা দিলেন।

মুসলমানের দৃষ্টিতে হজরত মহম্মদই শেষ নবী (খাতিম উল আনবিয়া)*1 তাহার পরে আর কোনও নবীর আবির্ভাব সম্ভাবনীয় নয়। তাই জালাল-উদ-দীন রুমিকে নবী বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ইহা বলা হইয়া থাকে, যে পয়ঘম্‌-বরের যাহা কার্য্য (খোদার বার্তা বহন করা) জালাল তাহা করিয়াছেন।*2

মন চী গোয়েম ওসফ এ আন আলি জনাব।
নিস্ত্ পয়ঘম-বর লেক দারদ কিতাব॥

সূয়ূতি

'আমি সেই মহাপুরুষের কী প্রশংসা করিব? তিনি পয়ঘম্‌-বর নন, কিন্তু গুরুগ্রন্থ দিয়া গিয়াছেন।'

মসনবী ইসলামিক জগতে শ্রেষ্ঠ গৌরবে অধিষ্ঠিত আছে। সকল ঐশ্লামিক ভাষায়ই—আরবী, তূর্কী, উর্দূতে—ইহার অনুবাদ এবং ভাষ্য আছে। পার্সী তো ইহার নিজস্ব ভাষা বটে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিকলসন ইংরেজি ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

মুসলমানসাধারণের নিকট মসনবীর আদর প্রচুর। আর সূফী সম্প্রদায় তো ইহাকে তাহাদের গুরুগ্রন্থ (Scripture) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

মসনবীর প্রকাশের পর হইতেই সূফীবাদ চারিদিকে বিপুলভাবে প্রচারিত হইতে থাকিল। এই মহাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। পঞ্চদশ শতকে ভারতে ইহার প্রধান বাহক

---

*1 কোরাণ—সুরা ৩৩-৪০

*2 Levy—Persian Literature p. 57

ছিলেন শেখ তকী। তিনি মাণিকপুরের অধিবাসী ছিলেন। মাণিকপুর প্রয়াগের অপর তীরবর্ত্তী ঝুঁসি গ্রামের সন্নিহিত। সূফীতত্ত্বে শিক্ষালাভের জন্য মহাত্মা কবীর কিছুকাল মাণিকপুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

মাণিক পুরহি কবীর বসেরি।
মদহতি শুনি শেখ তকী কেরি॥

বীজক—রমৈণি—৪৮-১

শেখ তকীর প্রশংসা শুনিয়া, কবীর গিয়া মাণিকপুরের বাসেন্দা হইয়াছিলেন।

সূফী সম্প্রদায়ের দুইটী প্রধান শাখা, (১) চিস্তি এবং (২) নক্সবন্দী। চিস্তি শব্দটী গাথার (যস্ন-৫১-১৮) চিস্তী হইতে অভিন্ন। ইহা আবার বেদের কীস্ত শব্দের (ঋগ্বেদ—৬-৬৭-১০) সহিত সম্পৃক্ত। চিস্তি সম্প্রদায়ে পারসিক প্রভাবই সমধিক; কিংচ তখনকার পারস্য মুসলমান হইয়া গিয়াছিল বলিয়া "হাল" "মকাম" "তজল্লি" প্রভৃতি অনেক আরবিক শব্দের প্রয়োগ ইহাদের পরিভাষায় আছে। নক্স-বন্দী সূফীগণ ধ্যানের সময় একটা নক্সার (চিত্রের—জ্যোবির্বিন্দুর) ধ্যান করিয়া থাকেন। ইহারা ভারতীয় সাধনাধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাই ইহাদের সাধনা প্রণালীতে প্রাণায়াম, অজপা-জপ, কুণ্ডলিনী-জাগরণ, ষট্ চক্র ভেদ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় সমাবেশ আছে।*

সুলতান মামুদের সভাপণ্ডিত ছিলেন পারস্যের বরেণ্য সন্তান আল বেরুণি। তিনি পাতঞ্জলের যোগসূত্র সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় অনূদিত করেন।†1 তখন হইতেই প্রাণায়াম, অজপাজপ

---

*Iqbal—Development of Persian Metaphysics p. 110

†1Weber—History of Indian Literature p. 239

প্রভৃতি সাধন প্রণালী সূফী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। এই প্রণালীতে অভ্যস্থ সাধকদিগকে সংগঠিত করিলেন বাহাউদ্দীন নামক একজন প্রসিদ্ধ সূফীনেতা। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে, নক্সবন্দী নামক পৃথক্ সূফী সম্প্রদায় স্থাপন করেন।[2] ভারতীয় নক্সবন্দী সূফীদিগের মুখপাত্র ছিলেন মহর্ষি কবীর। তিনি ভারতীয় পরিভাষা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেন। তাই স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় দিতে গিয়া, তিনি "সুফী" শব্দের পরিবর্তে "সন্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ গুরু হেয় জগত্‌কা × সন্তোঁ কে গুরু নহি।
অরঝি পরঝি মরিগয়ে × চারো বেদোঁমহি॥

সাখী—৫৮-১৫

'ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রমীদের গুরু (নেতা) বটেন, কিন্তু সূফীদিগের গুরু নহেন। ব্রাহ্মণ চার বেদের গণ্ডীতে আবদ্ধ আছেন (পঞ্চম বেদ "উপস্থা"র খবর রাখেন না)।

মহর্ষি কবীর সূফী-নেতা শেখ তকী হইতে সূফীবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু শেখ তকীর সহিত তাহার মতভেদ ঘটিল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে সূফীধর্মের যাহা প্রাণ,"দয়িতরূপে রুদ্রের উপাসনা", হিন্দু সাধকদের মধ্যে তাহা সবিশেষ প্রচলিত— বাত্‌সল্য, সখ্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি নানাবিধ রসে বিভক্ত। তদুপরি অজপা-জপ, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি গূঢ় সাধন প্রণালীতে ও, হিন্দু সাধকগণ অধিক অগ্রসর। ভগবল্লাভই যখন ধর্মসাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন হিন্দুশাস্ত্র হইতেও এ বিষয়ে, যাহা কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করাই উচিত, ইহাই হইল মহর্ষি কবীরের মত। শেখ তকী কিন্তু সূফীবাদের এতটা প্রসারের পক্ষপাতী

---

[2] Islamic Review—Septemler 1929 p. 323

ছিলেন না। তিনি মসনবীর সীমার মধ্যেই সূফীবাদ আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

হে শেখ তকী, তোমার এখনও একটু বুঝিবার বাকী আছে,

সখ্‌ত্‌ খুস-মস্ত্‌ ঈ, ওলে বু-উল হোসন।

পারাহ রাস্ত্‌ অস্ত্‌ তা বিবায়েদ শূদান॥

মসনবী—৪-৫০৪

হে সুধী, তুমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ, কিন্তু এখনও একটু পথ যাইতে বাকী আছে।

অনেকে বলেন যে মহাত্মা কবীর সাধু রামানন্দ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। প্রৌঢ় রামানন্দের দৃঢ় ভগবন্নিষ্ঠা বালক কবীরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, এবং বৈষ্ণব-দর্শনের অনেক গূঢ় রহস্য তিনি রামানন্দ হইতে শিখিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি রামানন্দ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। দীক্ষা গ্রহণের কথা যাহারা বলেন, তাহারা লক্ষ্য করেন না, যে রামানন্দের বিপুল প্রভাব সত্ত্বেও কবীরের সূফী আচারে নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণই ছিল। রামানন্দের সাকারোপাসনায় দৃঢ় প্রত্যয় এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় নিশ্চল অনুরাগ ছিল—হয়ত এই জন্যই, 'কবীরকে দীক্ষা দিতে রামানন্দ অস্বীকৃত ছিলেন, এবং একটা ছলনা অবলম্বন করিয়া কবীর দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন' এইরূপ একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। ধর্মাচরণের এই দুইটী প্রধান প্রথা বিষয়ে কবীর রামানন্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।*1 তিনি

---

*1 (i) অযোধ্যা সিংহ উপাধ্যায়—কবীর বচনাবলী

(ii) নাভাজীকৃত (হিন্দি) ভক্তমাল—(iii) Westcott—Kabir and the Kabir Panth p. 18

বর্ণভেদের তীব্র নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার প্রধান শিষ্য শ্রুত-গোপালের শালগ্রাম শিলাটী তুলিয়া নিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।*2 এ বিষয়ে ভারতীয় প্রথা অপেক্ষা পার্শী পন্থাই তিনি অধিক কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেন। সাকার নিষ্ঠা এবং বর্ণভেদ কবীর গ্রহণ করেন নাই; বরং হিন্দুদিগকেই তিনি নিরাকার নিষ্ঠা এবং বর্ণসাম্য গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে রামানন্দের অনুগত শিষ্য মনে করা বিভ্রম মাত্র।

সূফী-পন্থার প্রধান তত্বগুলির প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা থাকিলেও, শেখ তকীর সহিত সূফী-মণি কবীরের মতভেদ ঘটিল। শেখ তকী তাহার সংকীর্ণ দৃষ্টীভঙ্গি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। নিরাশ হইয়া কবীর একটু অবজ্ঞার সুরেই বলিয়া উঠিলেন

নানা নাচ নাচায়কে নাচহি নটকে ভেখ।
ঘট ঘট হেয় অবিনাশী শুনহু তকী তুম শেখ॥

বীজক—রমৈণি—৬৩

সকল মানুষের মধ্যে যে একই অবিনাশী রুদ্র লীলা করিতেছেন (হিন্দু পন্থায় যাহার প্রকাশ, সূফীপন্থায়ও যে তাহারই প্রকাশ) হে তকী, তুমি শেখ (ধর্মোপদেষ্টা) হইয়াও তাহা কেন ভুলিয়া যাইতেছ?

এথায় গুরুকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করাতে, শেখ তকীর সংকীর্ণতার প্রতি একটা বিদ্রুপের আমেজ আছে।

এই অবজ্ঞা শেখ তকী সহিতে পারিলেন না। দিল্লীর সম্রাট্ সেকেন্দর শাহ লোদী ছিলেন শেখ তকীর শিষ্য। শেখ তকী সেকেন্দর শাহের নিকট গিয়া নালিশ করিলেন যে কবীর কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহাকে শাসন করা প্রয়োজন। সেকেন্দর শাহ কবীরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ভগবত্

*2 শ্যামসুন্দর দাস—কবীর গ্রন্থাবলী—প্রস্তাবনা পৃ ১৮

কৃপায় শৃঙ্খলটী কোনও প্রকারে খুলিয়া গেল, কবীর বাচিয়া উঠিলেন। মহর্ষি কবীর একটী কবিতায় এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কবিতাটী শিখদিগের গুরুগ্রন্থে (আদি গ্রন্থে) সংগৃহীত আছে।

গঙ্গা গুসাইন গহির গম্ভীর × জঞ্জির বাঁধকর খরে কবীর।

গঙ্গকো লহর মেরী টুটি জঞ্জির × মৃগছালাপর বৈঠে কবীর ॥

সূফীমণি কবীরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাধক হাজার বৎসরেও একজন জন্মে কিনা সন্দেহ।* সেকেন্দরের অত্যাচার কবীর পন্থাকে নির্মূল করিতে পারে নাই।

মহামুনি নানক যে ধর্ম মত প্রচার করেন, মহর্ষি কবীরের বাণীকে তাহার আলম্বন বলা যাইতে। কবীরের বহু বাণী (সাখী ও শব্দ) আদিগ্রন্থে সংগৃহীত আছে। মনে হয়, কবীরের বাণীর প্রায় অর্ধেকটা আছে কবীর সম্প্রদায়ের গুরু গ্রন্থে (বীজকে), আর অর্ধেক আছে শিখ-সম্প্রদায়ের গুরু গ্রন্থে (আদিগ্রন্থে)। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে শিখ-সম্প্রদায়ের সহিত সূফীমণি কবীরের সম্পর্ক কত নিবিড়।

কবীরের সহিত নানকের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অতি কনীয়ান। কেবল একটী বিষয়ে—সমাজ-সংস্থা বিষয়ে—নানক পৃথক্ পথ অবলম্বন করিলেন। জালাল এবং কবীরের অধ্যাত্ম-সম্পদের প্রাচুর্য্য, ভগবত্-পিপাসু মুসলমানদের অনেককে সূফীপন্থায় আকৃষ্ট করিল। হিন্দুদের মধ্য হইতেও অনেকে আসিয়া কবীর পন্থায় প্রবিষ্ট হইল। ইহারা একই প্রথায় গুরু হইতে দীক্ষা নিত, একই আচার পালন করিত, একই সঙ্গতে মিলিত হইয়া, একই মন্ত্র পড়িয়া, যৌথ উপাসনা নিষ্পন্ন করিত। কিন্তু হিন্দু কবীর-পন্থী এবং মুসলমান কবীর পন্থীর পার্থক্য ঘুচিয়া যায় নাই।

*হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী—কবীর—(উপসংহার)

পাশাপাশি সংলগ্ন স্থানে হিন্দু সূফীরা তুলিতেন মঠ, আর মুসলমান সূফীরা তুলিতেন মসজিদ। যৌথ উপাসনার পরে হিন্দু সাধকরা ফিরিয়া যাইতেন মঠে, আর মুসলমান সাধকেরা ফিরিয়া যাইতেন মসজিদে। আজও মগহরে গেলে এই দৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মহামুনি নানক এই পার্থক্য তুলিয়া দিলেন। নানক পন্থায় প্রবিষ্ট হইলে, হিন্দুর নামও হইত শিখ, মুসলমানের নামও হইত শিখ, তাহাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য আর থাকিত না। তাহারা একসঙ্গে মিলিয়া, একই মন্ত্র পড়িয়া উপাসনা করিতেন, একসঙ্গে আহার বিহার করিতেন, এমনকি পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও আর কোনও বাধা রহিল না। ভারতের ইতিহাসে এই ব্যবস্থার ফল হইল সঙ্গীন। নানকের জপজী নব পর্য্যায়ে বৈদিক ধর্মের জয়যাত্রার তূর্য্যধ্বনি। যে সব মুসলমান সজ্জনের চিত্তে ভগবদ্-দর্শনের জন্য তীব্র আকাঙ্খা জন্মিত, ইসলামের বহিরঙ্গ আচার তাহাদিগকে তৃপ্ত রাখিত পারিত না, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভগবত্-সঙ্গ সম্ভোগের জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। তাহারা সহজেই সূফীপন্থায় প্রবিষ্ট হইয়া যাইতেন। চিস্তি আর নক্স-বন্দী সূফীর মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প—তাহা লঙ্ঘন করিতে কোনও চেষ্টার প্রয়োজন ছিলনা। আজ যে চিস্তি, কাল সে নক্সবন্দী, আর পরশু সে নানকের দলে ভিড়িয়া গিয়া শিখ হইয়া যাইত। উগ্রপন্থী মুসলমানগণ প্রমাদ গণিলেন। কবীরের বিরুদ্ধেই নালিশ চলিয়াছিল যে তিনি ইসলামের অবমাননা করিতেছেন, আর সেই অপরাধে সেকেন্দর শাহ লোদী তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। কবীর তো তবু কাঠামটা বজায় রাখিয়াছিলেন। মসজিদে ফিরিয়া যাইবার পর, মুসলমান যে মুসলমান, তাহা চেনা যাইত। নানক সে কাঠামটী তুলিয়া দিলেন। গুরুদ্বারে প্রবেশ করিয়া "এক ওঁ সত্‌নাম, কর্তা পুরুষ,

নির্ভয় নির্বৈর” এই মূলমন্ত্র পড়িয়া প্রার্থনা করিবার পর, মুসলমানকে আর মুসলমান বলিয়া চিনিয়া লইবার কোনও নিদর্শন রহিল না! উগ্রপন্থীগণ আরও উগ্র হইয়া উঠিলেন, যে কোনও উপায়েই হউক শিখ ধর্মের প্রসার রোধ করিতেই হইবে।

মহামুনি নানকের সময়েই শুদ্ধি প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রথমেই তাহা প্রবল আকার ধারণ করে নাই। চতুর্থ গুরু রামদাস প্রভু অমৃতসরে “হরিমন্দির” নির্মাণ করিয়া শিখ সমাজেকে একটা সাধারণ মিলন-কেন্দ্র দান করেন। পঞ্চম গুরু অর্জুন প্রভু শিখ গুরুদেব, এবং প্রসিদ্ধ সন্তদের বাণী সংগ্রহ করিয়া আদি গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহাই শিখদিগের গুরুগ্রন্থ (স্বাধ্যায়)। গুরু-গ্রন্থই ধর্মচক্রের মহান্ কেন্দ্র—সংঘবন্ধনের প্রধান আয়ুধ। সার্বজনীন গুরুগ্রন্থের সহায়তায় শিখ-সঙ্গত সজীব হইয়া উঠিল, শুদ্ধি প্রথা প্রাবল্য লাভ করিল।

জাহাঙ্গীর তখন ভারতবর্ষের সম্রাট্। তিনি তাহার আত্ম জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে “বিপাশা নদীর তীরস্থ গোবিন্দালয় গ্রামের অর্জুন নামক একজন ভণ্ড সাধু বহু লোককে ধর্ম ভ্রষ্ট করিতেছে। তাহার প্ররোচনায় পড়িয়া কেবল হিন্দুগণ নয়, বহু বহু মুসলমানও ধর্মভ্রষ্ট হইতেছে। এ অবস্থা অসহনীয়।” তিনি লাহোরের রাজ-প্রতিনিধিকে আদেশ দিলেন যে গুরু অর্জুনকে “জাসা করিয়া” (উত্‌কট যন্ত্রণা দিয়া) মারিয়া ফেলিতে হইবে।* কেবল প্রাণদণ্ডই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত দণ্ড নহে—জাসা করিয়া প্রাণে মারিতে হইবে। লাহোরের নবাব তো আদেশের অপেক্ষায় ছটফট করিতেছিলেন। তিনি গুরু অর্জুনকে ধরিয়া আনিয়া তপ্ত কটাহে অর্ধসিদ্ধ করিয়া রাভির জলে ডুবাইয়া দিলেন। মহেশ্বর মজ্‌দার প্রিয় অনুচর আবার মজ্‌দার নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন।

---

*Kartar Sinha—Life of Guru Govinda Sinha p. 11

জাগতিক বিচারে এই রূপই হয়। যিনি আদি গ্রন্থের ন্যায় একখানা বিরাট আধ্যাত্মিক গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, যাঁহার রচিত "সুখমনী" নামক ভক্তি-সংহিতা আবৃত্তি করিয়া সহস্র সহস্র হিন্দু এবং শিখ, আজও বিপদ-আপদ শান্তি ও শক্তি সংগ্রহ করে, তিনি হইলেন ধর্মদ্রোহী, আর যিনি নূরজাহানকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য, তাহার স্বামী শের আফগানের হত্যা সাধন করাইয়াছিলেন তিনি হইলেন ধর্মরক্ষক। গুরু অর্জুনের ন্যায় একজন নিষ্কলুষ ধর্মনেতার এইরূপ বীভৎস হত্যা কাণ্ড, পাইলেটের আদেশে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের হত্যার সহিতই কেবল তুলিত হইতে পারে। অন্যত্র তাহার তুলনা নাই।

উগ্রপন্থী মুসলমানদের অত্যাচার চলিতেই থাকিল। সম্রাট ঔরংজেব নবমগুরু তেঘবাহাদুরকে দিল্লীতে ডাকিয়া নিয়া বিকল্প দিলেন, "ইসলাম গ্রহণ অথবা শিরশ্ছেদ"। "শির দিয়া, পর সর নাহি দিয়া" (মাথা দিলাম, পরন্তু ধর্ম দিলাম না) বলিতে বলিতে তেঘবাহাদুর হাসিমুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ দেখিলেন যে উগ্রপন্থী মুস্লিমদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে শিখদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। নতুবা শিখ-সঙ্গত অবলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাই ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দের (১৬২১ শকাব্দের) পহেলা বৈশাখ সিংহ-চক্র স্থাপন করিয়া, তিনি শিখদের হাতে কৃপাণ তুলিয়া দিলেন। যে কোনও শত্রুর সম্মুখীন হইবার শক্তি শিখগণ অর্জন করিল।

গোবিন্দ সিংহ কোনও নূতন ধর্মমত প্রচার করেন নাই। গুরু নানকের মতই তাঁহার মত, গুরু অর্জুন সংকলিত গুরুগ্রন্থই তাঁহার গুরুগ্রন্থ। নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ-সঙ্গত রক্ষার জন্যই তিনি অসি ধারণ করিয়াছিলেন।

নানকের বাণীগুলি জালাল ও কবীরের বাণীর সহিত একই সুরে বাঁধা। জালাল ও কবীরের বাণীতে আমরা মহারতু জরথুস্ত্রের

গাথার প্রতিধ্বনিই শুনিতে পাই। সূফীমতের প্রচুর উপযোগ নানক করিয়াছেন বলিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মহামুনি নানককে সূফীবাদের আদিগুরু মহারতু খিজির দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া বলিয়া থাকেন।

নানকের বাণী বঙ্গদেশে বহন করিয়া আনেন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি গয়ার নিকটবর্তী আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে, নানক পন্থী উদাসী সাধু ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষালাভ করেন। তিনি প্রত্যহ আদিগ্রন্থের কতক অংশ নিজে পাঠ করিতেন, এবং তাঁহার আশ্রমে যেন প্রত্যহ আদিগ্রন্থের পাঠ হয় এরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারই আজ্ঞায়, তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য মজঃফরপুরের উকীল শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, আদিগ্রন্থ হইতে দুইটী মুখ্য অধ্যায়, (জপজী এবং সুখমনী), বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম অনূদিত করেন।

মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ তীর্থস্বামী মহারাজ ছিলেন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের একজন প্রিয় ভক্ত। গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে অনেকবার শান্তিপুরে নিজ বাটীতে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছেন। গোস্বামী প্রভুই তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে "ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ উভয়ই বটেন, কেবল ইহা বলিলেই সব বলা হইল না, ব্রহ্ম যুগপত্ নির্গুণ এবং সগুণ।" গোস্বামী প্রভুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকাও প্রেমানন্দস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রেমানন্দ তীর্থস্বামী মহারাজ "গাথা" পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিবার আদেশ আমাকে দিয়াছিলেন। 'জালাল, কবীর, এবং নানকে যে আমরা গাথার "চিস্তি"র প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, সূফীমত এবং শিখমতকে যে এক হিসাবে বৈদিক সাধনার ক্রমবিকাশ বলা যাইতে পারে, অন্তত পক্ষে গাথা-প্রোক্ত চিস্তি-সাধনার সহিত সূফী সাধনায় সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ট, তাহা বিচার

---

*Cunningham—The History of the Sikhs p. 56

করিবার সুবিধা পাঠক পায়, ইহাই হয়ত তাঁহার আদেশ দানের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল।

মহাত্মা কবীরই নবভারতের মুসলমান সমাজের যোগ্য দিশারী। যাহারা উগ্রপন্থী মুসলমান, তাহারা পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে, কিম্বা যাইবে। যাহারা ভারতে রহিয়া গিয়াছে, হিন্দুর সহিত অনর্থক কলহ করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই, ইহা ধরিয়া নিতে পারি। আমাদের সম্মানভাজন শিক্ষামন্ত্রী মহম্মদ চাগলার ন্যায়, এমন অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান আছেন, হিন্দুর সহিত সম্প্রীতিতে বাস করা যাহারা কাম্য বলিয়া মনে করেন। মহাত্মা কবীরই তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিতে পারেন—দিয়াছেন। একেশ্বরবাদ নিরাকারোপাসনা, জাতিভেদ-রাহিত্য প্রভৃতি প্রত্যয়, যাহা ইসলামের মূলতত্ব, মহাত্মা কবীর তাহা হইতে তিলমাত্রও বিচ্যুত হন নাই। বরং হিন্দুদিগকেই এই সব তত্ব গ্রহণ করাইতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি অনেক হিন্দু কবীরকে যুগাবতারের মর্য্যাদা দেয়, আর সকল হিন্দুই তাঁহাকে মধ্যযুগের মধ্যমণি বলিয়া সম্মান করে; এই অভিনন্দনের তাৎপর্য্য কি মুসলমান সমাজ উপলব্ধি করিবেনা? ইসলামের মূলতত্বের উপর হিন্দুদের বিরাগ নাই, যাহারা তাহা প্রচার করেন, তাহাদের উপরও বিরক্তি নাই। কিন্তু জবরদস্তি করিয়া প্রচারের যে চেষ্টা, তাহাই বিরোধ উৎপন্ন করে। আর কী বীভৎস সে জবরদস্তি! যাহারা মূলতত্ব বিসর্জন দিয়া কতকগুলি কদাচার আঁকড়িয়া থাকে, তাহারা ধর্মের উদ্দেশ্য কী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। যে ধর্মান্ধতা মানুষকে পশুতে পরিণত করে (ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আকাঙ্খায় অসহায় নারীর উপর দলবদ্ধ বলাৎকারের প্রেরণা জোগায়) তথায় ধর্মের লেশ মাত্র নাই—তাহা কেবল অধর্ম।

রৌঘনে কি আয়েদ চিরাঘ এ-মা কুশদ।
আব খ্বান অশ চুন চিরাঘ-রা কুশদ॥

মসনবী—১-১৬৩৮

যে তৈলে বাত্তি নিভিয়া যায়, তাহা তৈল নহে—জল।

কবীরের অবদান মুসলমানকে এরূপ অধঃপাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। এইজন্য কবীরের আদর্শকে স্মরণ রাখা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য, এবং এই আদর্শ স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানেরই কর্তব্য। জালাল ও কবীরের ব্যাখ্যার আলোকে বুঝিয়া না লইলে, কোরাণের বাণী মুসলমানকে বিভ্রান্ত করিতে পারে।

দর নবী ফরমুদ কি ইন কুরাণই জদল।
হাঁদি ই বাজে ও বাজেরা মুজল॥

মসনবী—৬—৬৫৬

'কোরাণ কাহাকেও সুপথে, কাহাকেও বা বিপথে চালিত করে'।

পক্ষান্তরে কোনও মুসলমানের সহিত ব্যবহার কালে, প্রত্যেক হিন্দুর মনে রাখা উচিত যে ঐ-মুসলমানটী একজন সম্ভাব্য কবীর-পন্থী; আঙ্গুর পাকিলেই আর টক থাকিবে না।

আব দর ঘুররা তুর্স বাশদ ও লেক।
চূন বা আঙ্গুরে রসদ শিরীন ও নেক॥

মসনবী—১—২৬০১

এরূপ করিতে পারিলে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ, এবং মুসলমানের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ একেবারে নির্মূল হইয়া যাইবে।

কবীর পন্থী মুসলমানে কোনও তিক্ততা বা কটুতা নাই। হিন্দুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ নাই—হিন্দুরও তাহার প্রতি বিদ্বেষ নাই। তাই আমার গুরুদেব বলিতেন "হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় কবীরে।"

কবীর বলিতেন 'খোদা যখন আমাকে মুসলমান বানাইয়াছেন, তাহাই আমার ভাল'। "জোঁর খুদাই তুরক মোহি করতা, আপৈ কটি কিন যাই""—শ্যামসুন্দর দাস, কঃ গ্রঃ—পৃ ২৪

কবীর মুসলমান ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেন নাই। মুসলমান থাকিয়াও কেমনে হিন্দুর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা চলে, সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন ; এই জন্য মদীয় গুরুদেব এ সম্পর্কে অপর কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া কবীরের নামই উল্লেখ করিতেন।

সূফীমণি কবীর গাথাপ্রোক্ত চিস্তির অন্যতর মুখ্য প্রচারক। মহারতু জরথুস্ত্রের অবদানের ধারকও বাহক বলিয়া কবীরের বাণী আমাদিগকে অহুর মজ্‌দার সান্নিধ্যে নিয়া যায়।

অহুর মজ্‌দাকে আমরা ছাড়িতে পারি নাই, ছাড়িতে পারি না। কারণ স্বয়ং বেদই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যিনি দেব, তিনিই অসুর ; রুদ্র দেবও বটেন, অসুরও বটেন।

দক্ষিণ ও বাম চক্ষুর ন্যায় তাহারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

চূন নিগাহ নূর এ দো-চশম-অম ও এক-অম।

ইকবাল ইসরার এ খুদি—৩৮৭

চক্ষুর সংখ্যা দুই, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এক। হিন্দু ও পার্শী, গণনায় দুই, কিন্তু উভয়ে মিলিয়া একই বৈদিক সাধনা।

মজ্‌দা পূজা আমরা ছাড়ি নাই। তবে যাহা অজ্ঞানে করিতেছি, তাহাই যাহাতে সজ্ঞানে করি, তজ্জন্যই এই প্রয়াস।

শিবরূপে, হরিমেধস্‌ রূপে, সত্যনারায়ণ রূপে, যাহার আরাধনা আমরা করি, তিনি যে অহুর মজ্‌দা ব্যতীত আর কেহ নন, তাহা বুঝিয়া লইবার জন্যই এই উদ্যম।

তাহা যদি বুঝিতে পারি, তবে ম্যারাথন-থার্মপলির বিজয় অভিযানের গৌরব আমরা উপভোগ করিতে পারিব, রোমকসম্রাট ভেলারিণের পরাভবের কাহিনী আমাদিগকে নন্দিত করিবে, আর আরবিক শব্দের প্রাচুর্য্যহেতুক যে সূফীসাধকদিগকে আমরা পর বলিয়া মনে করিতেছি, বৈদিক সাধনার অন্যতর প্রধান বাহক জানিয়া, তাহাদিগকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারিব।

বৈদিক সাধনার বিভিন্ন শাখার মহাবিনায়কদের মূল বাণীর এক একটা চয়নিকা, বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা একদা আমার মনে জাগিয়াছিল।

বাসনার বেগে নিজের অযোগ্যতার কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ভরসার মধ্যে এই ছিল যে প্রথম যাত্রীর পদস্খলন সহৃদয় পাঠক নিজ হইতেই ক্ষমা করিয়া লইবেন।

সেই ভরসায়, শিখশাখার অন্তিম বিনায়ক দশমেশ গুরু গোবিন্দ সিংহের মূল গুরুমুখী বাণী, "জাপ অথবা গণচণ্ডী" নাম দিয়া, সানুবাদ প্রথম প্রকাশ করি। তত্‌পরে জৈন শাখার বিনায়ক মহাবীর বর্ধমানের মূল আর্ধ-মাগধী বাণী, "মূল-সূত্র" নাম দিয়া, সানুবাদ প্রকাশ করি। এই পুস্তক দুইটীতে ভ্রমপ্রমাদ প্রচুরই ছিল, তথাপি বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম অনুবাদ বলিয়া ইহারা একেবারে অনাদৃত হয় নাই। আজ আবার পার্শী শাখার বিনায়ক মহারতু জরথুস্ত্রের বাণী "গাথা", মূল জেন্দ হইতে অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। লেখকের অপাত্রতা বশতঃ, এবং প্রাথমিক অনুবাদ বলিয়া, ইহাতে ভুল ভ্রান্তির অভাব নাই। জরাজীর্ণ বৃদ্ধের অক্ষম প্রচেষ্টার ত্রুটিগুলি সহৃদয় পাঠক মর্ষণ করিবেন এই প্রার্থনা।

১৩২২ বত্‌সর পূর্বে (৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে) পারস্যের শেষ সম্রাট শাহানশাহ যজতকীর্তি নাহাবন্দের রণক্ষেত্রে আরব সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হন। পার্শীগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের একটী দল পলাইয়া আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লয়। উপস্থা-গ্রন্থ তাহারা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু পলাতকের জীবনে লেখা-পড়ার সুযোগ জোটে না। চর্চার অভাবে উপস্থার মর্মগ্রহণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উপস্থার মন্ত্র তাহারা আবৃত্তি করিতেন, কিন্তু অনেকেই অর্থ পরিগ্রহ করিতে

পারিতেন না। মোক্ষমূলরের উত্সাহে লরেন্স মিলস্ উপস্থাগ্রন্থ ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। বিশপ মৌল্টন বলিয়াছেন যে মিলসের ইংরেজি অনুবাদ কেহ বুঝিতে পারেনা। একজন ইংরেজের পক্ষেই যাহা দুর্বোধ্য, সেই অনুবাদের সাহায্যে গাথার মর্ম্মে প্রবেশ করা সুকঠিন ছিল।

সম্প্রতি ডক্টর তারাপোরেবালার বিখ্যাত অনুবাদ সে অভাব দূর করিয়াছে। উহা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে, গুজরাতী পত্রিকা "চেরাগ"-এর সম্পাদক, এ, এন বিলিমোরিয়া মহোদয় এবং বর্তমান লেখকের যুক্ত সম্পাদনায়, দেব নাগরী অক্ষরে মূলসহ গাথার একখানি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। Modern Review পত্রিকায় (September 1933) তাহার সমালোচনা দেখিয়া, চেরাগ আফিস হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, বিশিষ্ট মনীষী ডক্টর ভগবান দাস অযাচিতভাবে আমাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে বহুদিন যাবত্ই মুলগাথা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করিতেছিলেন। গাথা ইতঃপূর্বে কেবল জেন্দ এবং গুজরাতী লিপিতে মুদ্রিত থাকায়, তিনি তাহা পড়িতে পারেন নাই। আমাদের এই সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায়, মূল গ্রন্থ পড়িতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার Essential Unity of all Religions নামক পুস্তকে গাথা হইতে যতগুলি উদ্ধৃতি তিনি দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অনুবাদই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। কৃপা করিয়া তিনি আমার Ethical Conceptions of the Gatha নামক পুস্তকের একটী ভূমিকাও লিখিয়া দিয়াছিলেন। "আঙ্গিরস বেদের 'উগ্র মন্যু' শব্দটী (১-১০-১) গাথার 'অংগ্র মন্যু' শব্দের সংস্কৃতায়িত রূপ, (কারণ গাথায় 'অংগ্র মন্যু' অসংখ্যবার পাওয়া যায়, বৈদিক সাহিত্যে 'উগ্র মন্যু' শব্দ আর কোথায়ও নাই—তাই সংস্কৃতকেই

অধমর্ণ’ গণ্য করিতে হয়) এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে গাথা আঙ্গিরস বেদের পূর্ববর্তী” আমি এই মত প্রকাশ করাতে মহা-মহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী নিরতিশয় প্রীত হইয়া আমাকে গাথার আলোচনায় সর্বদাই উত্‌সাহিত করিতেন এবং কৃপা করিয়া আমার Prisni-Gatha নামক পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া-ছিলেন। তাই একটা ক্ষীণ আশা হয় যে অপর পাঠকগণও হয়ত আমার ত্রুটীগুলি উপেক্ষা করিবেন।

আর কেহ না হউক, অন্ততঃ রামকৃষ্ণ মিশনের পণ্ডিত সন্ন্যাসীবৃন্দ আমার এই অনুবাদকে অনাদর করিবেন না, ইহাই আমার আশা। সর্বধর্মসমন্বয় ছিল যে যুগাবতারের সংকল্প, জগতের একটা মৌলিক মূখ্যধর্মের গুরুগ্রন্থের সরল অনুবাদ তাঁহার ভক্তদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিবেনা, ইহা আমি মনে করিতে পরি না। বিশেষতঃ সেই মৌলিক মূখ্যধর্মটীকে যখন বৈদিক সাধনারই অন্যতর অঙ্গ বলিয়া বলা যাইতে পারে। অপরন্তু গাথার আশয়কে বেদানুগত (বেদান্ত সম্মত) বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস এই ব্যাখ্যায় করা হইয়াছে—যাহা অন্য অনুবাদে নাই। কথাটা খুলিয়া বলিয়া। গাথায় আছে (সূক্ত-২৮-১) যা ক্ষেবিষা গেউস্ চা উর্বাণেম্—যেন জগতের আত্মাকে (জগতের সকল জীবকে) তৃপ্ত করিতে পারি। ইউরোপীয় অনুবাদকদের প্রায় সকলেই গেউস্ (সং গোঃ) শব্দের অর্থ করিয়াছেন গো-মহিষাদি জীব জন্তু। Guthrie তো একটা অনুচ্ছেদই লিখিয়া ফেলিয়াছেন—The Armaitian Cow-cult. কিন্তু গো শব্দের অর্থ ‘জগত্‌’ করাই অধিক সঙ্গত।

৫১ সূক্ত ১২ ঋকে একটী শব্দ আছে “অস্ত”। ‘অস্ত’ শব্দের অর্থ যে ‘গৃহ’ হইতে পারে (নিঘণ্টু-৩-৪) কোনও অনুবাদকই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ২৮-৯ ঋকে প্রথম পংক্তিটী এই—অনাইস্ বাও নূইত্‌ অহূরা মজ্‌দা অষেম্ চা যানাইস্ জরণএমা (অনৈঃ বঃ নূইত্‌ অহূরা মজ্‌দা, অষং চ যানৈঃ জৃণামি)—হে অহূর মজ্‌দা, তোমাকে

এবং অষাকে এই স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতেছি। নিঘণ্টু ৩-১৯ মতে 'যা' ধাতুর অর্থ প্রার্থনা করা। সুতরাং "যান" শব্দের অর্থ গমন নহে, প্রার্থনা বা স্তোত্র। জৃ—ধাতুর (জরতে, জৃণাতি) বৈদিক অর্থ স্তব করা (নিঘণ্টু-৩-১৪; ইহারই অপর রূপ গৃণামি)। তাহা লক্ষ্য না করিয়া, জৃ-ধাতুর লৌকিক অর্থ (জীর্ণ করা, আহত করা) গ্রহণ করিয়া ডক্টর তারাপোরেবালা পর্য্যন্ত "জৃণাতি" র অর্থ করিয়াছেন "Provoke." যাহা এখানে মোটেই খাটেনা। এইরূপ আরও অনেক আছে। গাথায় দশবার বহ্ম (ব্রহ্ম) শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার অধিকাংশ স্থলেই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ, জগতের মূল কারণ নির্গুণ নির্বিশেষ তত্ত্ব। ডক্টর তারাপোরেবালা কোথায়ও এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি কোথায়ও বা বহ্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন মহিমা (Glory), কোথায়ও করিয়াছেন স্তুতি (Prayer) কোথাও করিয়াছেন বিধি (Law)। হয়ত তাহার মনে একটা আশঙ্কা হইয়াছিল (ইহা আমার অনুমান মাত্র) যে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া লইলে, গাথার ভক্তিবাদ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। আমরা দেখিতে পাই যে ভক্তিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অদ্বৈতবাদদ্বারা ভক্তিযোগ খণ্ডিত হয়, এ ধারণা অমূলক। ভগবান জরথুস্ত্র বর্ণভেদের নিন্দা করিয়াছেন (৩৩-৩)। ইহার ব্যঞ্জনা এই যে তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তাৎকালিক সমাজে বর্ণভেদ প্রচলিত ছিল। তিনি তিনি দেবপূজার নিন্দা করিয়াছেন ((৩২-৩) ইহার ব্যঞ্জনা এই যে তাঁহার পূর্ব হইতেই দেব পূজা বর্তমান ছিল।. মজ্‌দাকে "বৃত্রঘ্ন" বলিয়া তিনি দাবী করিয়াছেন (৪৪-১৬)। ইহার ব্যঞ্জনা যে বৃত্র-বধের কাহিনী তাঁহার অবিজ্ঞাত ছিল না। যেখানে ভাবের আদান-প্রদানের এতটা ঘনিষ্ঠতা, সেখানে ভগবান জরথুস্ত্র ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থটী জানিতেন না, কিম্বা সেই অর্থে (নির্গুণ ঈশ্বর—Impersonal God or Absolute) ইহার প্রয়োগ করেন নাই,

এরূপ ধারণা অযৌক্তিক*। এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা গাথার দার্শনিক গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় মাত্র।

আমি এমন স্থলে গতানুগতিক ব্যাখ্যা পরিহার করিয়াছি। আমার ব্যাখ্যা সঙ্গত হইয়াছে কিনা, তাহা পাঠকের বিবেচ্য। যদি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত নাও হয়, তথাপি বেদান্ত সম্মত একটা ব্যাখ্যা যে সম্ভবপর একথা বলার ধৃষ্টতা কি ক্ষমার্হ নহে ?

অর্থাভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতেছিলাম না। আমার দুইজন বন্ধু, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগীর সহায়তায় স্বধর্মনিষ্ঠ সুযোগ্য মন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয়ের আনুকূল্য লাভ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। তাহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গাথার রহস্য প্রচলিত পারসী ভাষায় প্রচার করিতে উদ্যত হইয়া সূফীরাজ জালাল লিখিয়াছেন।

আব এ-খিজির, আজ জো এ-লুত্‌ফ্‌ এ-আউলিয়া
মি খোরেম অয় তিষ্ণা ই গাফেল বি-আ ॥

মসনবী—৩-৪৩০৩

সন্তদিগের ব্যাখ্যা রূপ সরিত্‌ হইতে আমরা খিজিরের*২ (ভগবান জরথুস্ত্রের) অমৃতধারা পান করিতে যাইতেছি, হে তৃষ্ণার্ত পাঠক তুমিও আসিয়া ইহাতে যোগ দাও !

---

* আঙ্গিরসবেদ ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের তাদাত্ম্য খ্যাপন করিয়া, বলিয়াছেন—"যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুঃ…তে স্কম্ভং অনুসংবিদুঃ" (১০-৭-১৭)। যিনি জীবের ভিতর ব্রহ্মকে দেখেন তিনিই স্কম্ভকে [ব্রহ্মকে] জানিতে পারেন।

* মহর্ষি খিজির সূফীবাদের আদিগুরু (Nicholson—the Mystics of Islam P. 127).. মহর্ষি খিজিরই একমাত্র পয়গম্বর

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশাম্ এষঃ পুরাণার্কো অ্ধুনোদিতঃ॥

ভাগবত—১-৩-৪৪

মহারতু জরথুস্ত্র স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার অমর বাণী হইতেই আমরা তাহাকে জানিতে পারিব।

চূণ কি দর কুবাণ এ-হক বিগুরেখ্তি।
বা রবান এ আনবিয়া আ মেখ্তি॥

মসনবী—১-১৫৩৭

পয়গম্বরের বাণীর নিতিধ্যাসনই, পয়গম্বরের সহিত সাত্মতা লাভের উপায়।

মহারতু জরথুস্ত্রকেই জীবনরথের সারথি জানিয়া চিস্তী সাধক প্রেম বিগলিত হৃদয়ে বলিতে পারেন,

মাতা জরথুস্ত্রঃ পিতা জরথুস্ত্রঃ,
সখা জরথুস্ত্রঃ সখী জরথুস্ত্রঃ।
সর্বস্বং মে জরথুস্ত্রো দয়ালুর্
নান্যং জানে, নৈব জানে, ন জানে॥

যিনি সেমিতিক কুলোদ্ভূত না হওয়া সত্ত্বেও কোরাণে আদৃত হইয়াছেন (কোরাণ সুরা—১৮-৬৪)' হজরত মুসার গুরু বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায়, পদগৌরবে তিনি সকল পয়ঘম-বরের শীর্ষ-স্থানীয় (Lammens—Islam-P 125). খিজির শব্দের অর্থ সবুজ বর্ণ। তিনি হরিদ্বর্ণ আলখিল্লা পরিধান করিতেন বলিয়া 'পীর-ই-সবুজ' এই উপনামে অভিহিত হইতেন (Claud field—Persian Literature P. 217). জরত্-উস্ত্রকে কেহ কেহ "হরিত্ বস্ত্র"এর অনুধ্বনি বলিয়া মনে করেন। (ব=উ)। সূফীবাদের অমর উত্স বলিতে ইরাণের চিরঞ্জীব পয়ঘম্বর মহারতু জরথুস্ত্র ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝায় না। আর কাহার প্রতি ঐ বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে?

ভৃগু-রাম (পশু-রাম) এবং বেন-রাম (রামচন্দ্র) দ্বারা অনুপ্রাণিত ভার্গব-বেদ' এবং আঙ্গিরল-বেদের সমন্বয় কারক, পূর্ণঅবতার গোবিন্দের মহিমা স্মরণ করাইয়া বৈষ্ণব সাধক তাহাতে সাড়া দিয়া কলধ্বনি করেন,

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

ভৃগু রাম রঘু রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

ভারত এবং ইরাণের সাধনার সমন্বয় সাধক গোবিন্দের এই গুণগান জগতের সর্বত্র নিনাদিত হইতে থাকুক।

নগরে নগরে রুদ্র-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রের উদান, (পৃশ্নি ও গাথা) ঘোষিত হউক। এই উভয়ের সমন্বয়িত ঐক্যতানই শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য—ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, গীতা। গৃহে গৃহে গীতা রক্ষিত ও আদৃত হউক—হিন্দু পার্শী আবার জাগিয়া উঠিবে।

গোবিন্দের পাঞ্চজন্যই গোবিন্দ সিংহ নিনাদিত করিতেছেন—সকল জাতির জন্য বিলাইয়া দিতেছেন।

রুদ্র-মন্দিরই বৈদিক গুরু দ্বারা। এই মন্দিরে বিষ্ণু ও মজ্দা যুগপৎ অর্চিত হন। গোবিন্দ সিংহের গুরুদ্বারার সিংহদ্বার সকল জাতির জন্য উন্মুক্ত। ইহাই একবিশ্বতা (One world) স্থাপনের প্রধান সংস্থা।

ওঁ তত্ সত্ হোঁ

শ্রীযতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়

পরিচিতি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টপাধ্যায়কৃত অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, তাত্পর্য্য ও টীকা সম্বলিত "গাথা" নামক গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইল। অনুবাদকের বিশেষ আগ্রহ বশতঃ আমি এই বিষয়ে কিছু বলিতে অনধিকারী হইয়াও ২।১টি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পার্শীদিগের নিত্য পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ, আবেস্তার প্রথম খণ্ড, যস্ন নামক ৭২ অধ্যায়াত্মক মন্ত্রসংহিতার অন্তর্গত, ১৭ অধ্যায়ে বিভক্ত, অংশের প্রচলিত নাম গাথা। প্রসিদ্ধি আছে যে ইহা ধর্মরাজ জরথুষ্ট্রের স্বমুখ নিঃসৃত বাণী। সেই জন্য ইহাকে জরথুষ্ট্র-উপনিষদ্ রূপেও অনেকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহা কিয়দংশে শ্রীমদ্ভগবদগীতার অনুরূপ গ্রন্থ।

মুখবন্ধে অনুবাদক মহাশয় জরথুষ্ট্র, পারসিক ধর্ম, ও বৈদিক ধর্মের সহিত উহার সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রসঙ্গত ইহাও বলিয়াছেন যে আবেস্তার যস্ন-সংহিতাকে এক হিসাবে অথর্ব বেদের পূর্বার্দ্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, অর্থাত্ ভৃগ্বঙ্গিরসী সংহিতা বা অথর্ব-বেদের যেটা ভৃগু খণ্ড, তাহাই আবেস্তা। আর যেটা অঙ্গিরস খণ্ড, তাহাই প্রচলিত অথর্ব সংহিতা। মহর্ষি ভৃগু ছিলেন অসুর দিগের পুরোহিত। এবং মহর্ষি অঙ্গিরস (বৃহস্পতি) ছিলেন দেবগণের পুরোহিত। প্রথমটিতে আছে ভৃগুর ভাবধারা, এবং দ্বিতীয়টীতে আছে অঙ্গিরস বা বৃহস্পতির ভাবধারা। প্রসঙ্গতঃ অনুবাদক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয় যে দেবাসুরের যে বিরোধের কথা আমরা পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হই, তাহা বস্তুতঃ এই দুইটি সংস্কৃতি-গত ভাবধারারই বিরোধ।

এই সব বিষয়ে আমার কোনও ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের যোগ্যতা নাই ; বিশযজ্ঞগণ ইহার সবিশেষ আলোচনা করুন, ইহাই আমি ইচ্ছা করি।

যতীনবাবু পরশুরাম, হিন্দু প্রণব ও পার্শী প্রণব, হরি-মেধস্ দেবতা, একই সত্রে উপস্থিত ভৃগু-শিষ্যগণ ও বৃহস্পতি শিষ্যগণ যে

পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আহুতি দিয়াছিলেন, এই সব বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ গণের অনুসন্ধানের যোগ্য বিষয়। হয়ত এই আলোচনার ফলে একসময়ে আমাদের অতি প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। যতীন্দ্রবাবু বহু বত্সর যাবত্ এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল শরীরেও যথা সম্ভব অধিকাংশ সময় এই চর্চ্চাতেই তন্ময় থাকেন। যদি কোনো কোনো বিদ্বান্ এই বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিজের জীবনব্যাপী পরিশ্রম কৃতার্থ মনে করিবেন।

আমরা আশাকরি যতীনবাবু স্বয়ং দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া আরও নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিবেন, এবং তাহার এই সুদীর্ঘ কালের পরিশ্রম প্রসূত গ্রন্থ বিদ্বত্-সমাজে প্রচারিত এবং সমাদৃত হইবে।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

গাথার উপযোগ

শিক্ষিত হিন্দু এবং শিক্ষিত মুসলমান উভয়েই গাথায় আদর করিবেন এমন আশা করা যাইতে পারে। কারণ একদিকে গাথা, ছান্দ উপস্থা অথবা ভার্গব-বেদের সার ভাগ। কোনও বেদের সারতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করা হিন্দুর পক্ষে সাজে না। অপর পক্ষে মহারতু জরথুস্ত্র এবং হজরত মহম্মদের উদানের (message) মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয়ে প্রায় অভিন্ন। কতকগুলি আকস্মিক (accretive) আরবিক আচার বাদ দিলে, ইসলামকে মজ্‌দা-যস্নের সেমিতিক সংস্করণ বলিয়া মনে হইবে। তাই জরথুস্ত্র এবং মহম্মদের মধ্যে সম্মানের পার্থক্য করিতে যাওয়াও এক প্রকার পৌত্তলিকতা মাত্র। কারণ তাঁহাদের দিব্য উদানই জরথুস্ত্র কিম্বা মহম্মদের পয়ঘম-বরত্বের নিদর্শন। নতুবা 'কেবল ত্বক্‌-শ্মশ্রু-কেশ-রোম-দ্বারা বিচার করিলে মহম্মদ এবং মোসেলিমার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। গাথার যাহা দীন (একেশ্বরবাদ প্রভৃতি মৌলিক প্রত্যয়), তাহাই ইসলামের ও দীন; হজরত মহম্মদ ইহা কোরাণে শিখাইয়াছেন। গাথার মর্ম্মবাণী যে চিস্তি (রাগাত্মিকা ভক্তি), তাহাই ইসলামের সুফীবাদ; হজরত মহম্মদ ইহা হজরত আলিকে শিখাইয়াছিলেন। ইসলামের মূলতত্ত্বগুলি সবই গাথায় বিদ্যমান, এই জন্য গাথার প্রতি মুসলমানের একটা শ্রদ্ধা থাকাই স্বাভাবিক; শ্রদ্ধা না থাকা অসুস্থ মনের পরিচায়ক। গাথাই হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি বন্ধনের সেতু-স্বরূপ হইতে পারে। হজরত মহম্মদকে মহারতু জরথুস্ত্রের সুযোগ্য উত্তর-সাধক বলিয়া গণ্য করিলেই আর কোনও গোল থাকেনা!

হজরত মহম্মদ বারবার বলিয়াছেন যে কোনও নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে তিনি আসেন নাই (কোরাণ—৪১-৩, ৪৬-৮)।

আরও বলিয়াছেন যে পূর্ববর্ত্তী নবীগণ যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়া গিয়াছেন, আরবদের নিকট আরবিক ভাষায় তাহা বুঝাইয়া বলিবার জন্যই তাহার আগমন (কোরাণ—৪-১৩৪, ৬-৯২, ১০-৩৮, ১২-১, ১২-১১১, ২৮-৫২, ৪১-২, ৪১-৪৩, ৪৬-১২)

এই সকল নবীদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও, কোরাণে নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কাহাকে কাহাকেও নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। (কোরাণ—৪-১৬২, ৪০-৭৮)

প্রত্যেক জাতির ভিতরই পয়ঘম-বর আসিয়াছেন (কোরাণ—১০-৪৮)।

তাহারা সেই সেই জাতির নিজ নিজ ভাষায়ই ভগবত্‌-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন (কোরাণ—১৪-৪)।

জাতীয় গুরুগ্রন্থে শ্রদ্ধা রাখিয়াই সকলে পরমার্থ লাভ করিতে পারে (কোরাণ—৪৫-২৭)।

কোরাণের এই যুক্তি-পূর্ণ বাণী মানিয়া লইয়া, এবং গাথা-প্রোক্ত দীন এবং চিস্তির সহিত, ইসলামের দীন এবং সুফীবাদের অভেদ লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনের ওকিং মসজিদের প্রসিদ্ধ ইমাম খ্বাজা কামাল-উদ্-দীন বলিয়াছেন "Muhammad *brought again* the wisdom which had become lost after the departure of Zarathustra. He sang the same "praises of Ahura" and re-produced the same "wise sayings of Mazda" in the shape of the Zuran." (Islam and Zaroastrianism p. 38).

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে পার্শী-দীনের সহিত ইসলামের কোনও বিবাদ থাকেনা।

জালালের মসনবীর মাধ্যমেই এই সম্প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে। মহর্ষি জালাল পারসী ভাষায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, মহর্ষি কবীর আবার হিন্দী ভাষায় তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মসনবীকে মুসলমানগণ "দ্বিতীয় কোরাণ" বলিয়া মনে করেন। কবীরকে হিন্দুগণ যুগাবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং গাথাকে ভিত্তি করিয়া, জালাল ও কবীরের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে।

জালাল ও কবীর, হিন্দুকে একেশ্বরবাদ এবং মূর্তিপূজা রাহিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন; যাহাতে পূজা অর্চা একটা খেলায় পর্য্যবসিত না হয়। তাঁহারা মুসলমানকে, ব্রহ্মবাদ এবং রাগাত্মিকা ভক্তি শিখাইয়া দিবেন; যাহাতে ধর্মসাধনা একটা বীভত্‌স গুণ্ডামিতে পরিণত না হয়।

মসজিদে জালালের বাণী আস্বাদিত হয়, গুরুদ্বারায় কবীরের। জালাল ও কবীরের কীর্তন আরও একটু প্রখর করিয়া তুলিতে পারিলে, মসজিদ এবং গুরুদ্বারার দূরত্ব ক্রমেই কমিয়া আসিবে; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সেই কীর্তনে যোগ দিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। যেখানে প্রেম এবং আনন্দ, তথায়ই রুদ্র* বাস করেন,—যথায় বিদ্বেষ এবং বিষাদ, তাহা হইতে তিনি অনেক দূরে। প্রেমানন্দের দিব্যাবদান আমাদের জয়যাত্রার পতাকা হউক।

ওঁ তত্‌ সত্‌ হোঁ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

---

*রুদ্র (রুদ্-র) তিনি, যিনি জীবের জন্য রোদন করেন,—পিত-মাতা-পতি-পত্নীর প্রেমে ব্যাকুল হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন।

ইন্দ্র (ইন্দ্-র) তিনি যিনি এই প্রেম বর্ষণ করেন।

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ"

রুদ্র+ইন্দ্র (ঋগ্বেদ—২-৩৩-৩)

অথর্বণঃ জরথুশ্‌ত্রস্য

গাথা

[THE HYMNS OF ATHARVAN ZARATHUSHTRA]

——::——

রুদ্র-ষ্টোমঃ

তম্ উ ষ্টুহি যঃ সু-ইষুঃ সু-ধন্বা
যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।
যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্
নমোভির্ দেবম্ অসুরম্ দুবস্য॥

ঋগ্বেদ—৫-৪২-১১

তাঁহারই স্তব কর যাঁহার (হস্তে) সুন্দর ধনু এবং সুন্দর বাণ আছে। আবার (ব্যথা-নাশক) সর্ববিধ ঔষধও যিনি দিতে পারেন। মহা সৌমনসের (শান্তির) জন্য রুদ্রকে যজন কর, নমস্কার দ্বারা পূজা কর। রুদ্রই দেব (সাকার), রুদ্রই অসুর (নিরাকার)।

[ন্যায় এবং প্রেমেই রুদ্রের বিশিষ্ট প্রকাশ। তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর (দণ্ডধর) প্রভু, আবার ব্যথা-নাশের জন্য কোমল প্রেমময় বন্ধু (ভিষক্), ইহাই তাঁহার বিলক্ষণ মহিমা। সাকার ও নিরাকার দুই ভাবেই (হিন্দু ও পার্শী দুই ভাবেই) তাঁহার উপাসনা করা চলে।]

মজ্‌দাও সখারে মইরিশ্‌তো ।

যস্ন ২৯-৩

মজ্‌দাই একমাত্র পূজ্যতম ।

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ ।

শ্বেতাশ্বতর—৩-২

রুদ্র একক। তিনি দ্বিতীয়ের অপেক্ষা রাখেন না।

তা প্রব্রবীষি বরুণায় বেধস্ ।

ঋগ্বেদ—৪-৪২-৭

তাই তাহারা বরুণকে বেধস্ (মজ্‌দা) বলিয়া অভিহিত করে।

মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ ।

ঋগ্বেদ—৩-৫৫-১

সকল দেবের অসুরত্ব (দেবত্ব) একা মহতেই (মজ্‌দাতেই) বর্তমান।

যস্ ত্বা দএবেংগ্ অপরো মষ্যাংস্ চা,
তরে মাংস্তা যোই ঈম্ তরে মন্যন্তা,
অন্যেংগ্ অহ্‌মাৎ যে হোই অরেম্ মন্যাতা,
সওস্যন্তো দেংগ্ পতোইস্ স্পেন্তা-দএনা,
উর্বথো বরাতা পতা বা মজ্‌দা অহুরা ॥

—Yasna. 45-11.

আচমন

হোঁ মজ্দা, হোঁ মজ্দা, হোঁ মজ্দা,

হোঁ। অষেম্ বোহু বহিস্তেম্ অস্তি।
উশ্তা অস্তি উশ্তা অহমাই।
য্যত্ অষাই বহিস্তাই অষেম্॥ হোঁ

অন্বয় :—

অষম্ বহিষ্ঠং বসু অস্তি (ধর্মই মুখ্য নিঃশ্রেয়স্ বটে)। উশ্তা অস্তি (কল্যাণ আছে) ইষ্টম্ অস্মৈ (ইহাতেই কল্যাণ) যত্ বহিষ্ঠায়ৈ অষায়ৈ অষম্ (যে শ্রেষ্ঠ ধর্মের জন্য ধর্ম)।

অনুবাদ :—

ধর্মই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। কল্যাণ আছেই। ধর্মের জন্যই ধর্মপালন, যথার্থ কল্যাণ।

তাত্পর্য :—

পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) কী? এই প্রশ্নের উত্তর—শ্রেয়স্ই (কল্যাণই) পুরুষার্থ; প্রেয়স্ (সুখ) পুরুষার্থ নহে। আর ধর্মের জন্যই যে ধর্ম আচরণ (সুখের জন্য নহে), তাহাই নিঃশ্রেয়স্ (শ্রেষ্ঠ কল্যাণ)। Virtue is its own reward—Duty for Duty's sake.

টীকা :—

অষ = ধর্ম। বসু = কল্যাণ। বহিষ্ঠ = best, শ্রেষ্ঠ। অস্তি = ভবতি, হয়। উস্তং = ইষ্টং (বশ—ইচ্ছয়াং)। উশ্তং = উশ্তা (পাণিনি—৭-১-৩৯।)

——:——

গায়ত্রী (আসুরী)

হোঁ। যথা অহু বর্যো অথা রতুশ্

অষাত্ চিত্ হচা।

বংহেউশ্ দজ্দা মনংহো শ্যওথননাম্

অংহেউশ্ মজ্দাই।

খ্ষথ্রেম্ চা অহুরাই আ,

যিম্ দ্রিগুব্যো দদত্ বাস্তারেম্॥ হোঁ।

অন্বয় :—যথা অহুঃ বর্য্যঃ (প্রভু যেমন পূজনীয়) অথ রতুঃ (গুরু ও তেমন) অষাত্ সচা চিত্ (ধর্ম দ্বারাই) বহোঃ মনসঃ ধত্তা (বসু মনের ধারক) মজ্দায়ৈ অসোঃ চ্যৌত্নানাম্ (মজ্দাহেতুক জীবনের কর্মের জন্য) ক্ষথ্রং চ (জিষ্ণুতাকে ও) অসুরায় আ (অহুরের জন্য) যং ধ্রিগুভ্যঃ বাস্তারং অদধাত্ (যে জিষ্ণুতাকে যতিদিগের জন্য ত্রাতা করিয়াছেন।)

অনুবাদ :— ঈশ্বরকে যেমন অর্চনা করিতে হইবে, গুরুকেও তেমনই। এই পূজা করিতে হইবে ধর্ম দ্বারা। বসু মনস্ (প্রজ্ঞা) দ্বারা জীবনের কর্মগুলি ভগবত্-মুখীন হয়—আর গুরুই প্রজ্ঞার ধারক। আর ক্ষথ্রেরও তিনি ধারক—অহুর প্রাপ্তির জন্য। ক্ষথ্রকেই (অনপেক্ষাকেই) তিনি যতিদিগের জন্য ত্রাণের উপায় স্বরূপ করিয়াছেন।

তাত্পর্য :—মহেশ্বর মজ্দাকে লাভ করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ। গুরুই মজ্দার অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারেন। তাই তিনিও পূজ্য। ধর্ম-পথে থাকাই ঈশ্বর ও গুরুর যথার্থ পূজা। প্রজ্ঞা (Conscience) ও অনপেক্ষার (Detachment) সাহায্যেই ধর্মপথে থাকা যায়। গুরুই প্রজ্ঞা (বহু-মনস্) আর অনপেক্ষাকে (ক্ষথ্র) দৃঢ় করেন। অনপেক্ষাই (ক্ষথ্র) সাধুদিগের প্রধান সম্বল।

টীকা :—অহু = Lord, প্রভু, পরমেশ্বর। বর্য্য = বরণীয়, পূজ্য। রতু = গুরু, Prophet। অষ = ধর্ম। সচা = সহ। অষাত্ সচা = ধর্মদ্বারা। চিত্ = এব, ই। বসু মনস্ = ভাল মন, প্রজ্ঞা, conscience। ধত্তা = ধারক (ধা-ধত্তে)। চ্যৌত্ন = কর্ম। চ্যু—চ্যবতে, সঞ্চলনে। অসু = জীবন। অসেউস্ = অসোঃ। মজ্দা = বেধস্, পরমেশ্বর। ক্ষথ্র = জিষ্ণুতা, (কুছ-পরোয়া-নেই ভাব), অনপেক্ষা, Non-chalance। ধ্রিগু = যতি, দরবেশ, সাধু। বাস্তা = রক্ষাকর্তা। বাস্—আচ্ছাদনে।

উপমক্রণিকা (অষা-জয়ন্তী)

সূক্ত—২৯

(০) যানীম্ মনো যানীম্ বচো যানীম্ শ্যওথনেম্
অষওনো জরথুশ্‌ত্রহে।
ফ্রা অমেষা স্পেন্তা গাথাও গেউর্বাইন্
নমো বে গাথাও অষওনীশ্‌॥

অন্বয় :—অষবনঃ জরথুশ্‌ত্রস্য (ধর্মবান্ জরথুশ্‌ত্রের) মনো যান্যং, বচো যান্যং, চ্যৌত্নং যান্যম্ (মন উদার, বচন উদার, কর্ম উদার)। স্পেন্তা অমেষাঃ গাথাঃ প্র গৃভন্ (পুণ্য নিয়োগ-গণ গাথাকে গ্রহণ করুন) অষবনীঃ গাথাঃ বৈ নমঃ (ধর্মময় গাথাকে নমস্কার)।

অনুবাদ :—ধর্মপ্রাণ জরথুশ্‌ত্রের মন উদার, বচন উদার, কর্ম উদার। (জরথুশ্‌ত্রের উদার বাণী) গাথাগুলিকে, পুণ্য নিয়োগ-গণ অনুমোদন করুন। ধর্মময় গাথাগুলিকে নমস্কার।

[পার্শী সাধনায় পরমার্থ লাভের জন্য বিহিত সোপানে সাতটী ধাপ আছে। ইহাদিগকে বলা হয় অমেষ।] অমেষ শব্দের অর্থ অমর বা চিরন্তন—চিরন্তন বিধান। [বিধান শব্দটী উহ্য থাকিয়া, 'অমেষ'ই বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়]। "অমেষ" শব্দকে আমরা "নি-য়োগ" বলিয়া অনুবাদ করিতে পারি। নি-যোগঃ অর্থ নিকামং যোগঃ, উত্‌কৃষ্ট যোগ (উপায়)। যোগবাশিষ্ঠের (শুভেচ্ছা, সু-বিচারণা প্রভৃতি) সপ্তভূমির সহিত ইহার তুলনা চলে। নি-যোগ গুলির নাম যথাক্রমে (১) অষা=ধর্ম্ম (Recti-tude) (২) বসু-মনস্—প্রজ্ঞা (conscience) (৩) ক্ষথ্‌্রম্=জিষ্ণুতা (Nonchalance) অর্থাৎ অনপেক্ষা (৪) আরমতি=শ্রদ্ধা (Faith) (৫) হুর্বতাতি=অধ্যাত্মতা (Spirituality) (৬) অমৃতাতি=ব্রহ্ম-নিষ্ঠা (God-liness) এবং (৭) শ্রষ=ভক্তি (Devotion).

তাত্‌পর্য্য :—বারংবার গাথা পাঠ করিয়া, সাধক নিয়োগগুলির তত্ত্ব জানিতে পারে, কিন্তু তাহার ফলে মহেশ্বর মজ্‌দার দর্শন লাভ করে।

[সূক্ত ২৯-১

(১) খষ্‌মইব্যা গেউশ্‌ উর্বা গেরেঝ্‌দা,
কহ্মাই মা থ্বরোঝদূম্‌ কে মা তষত্‌।
আ মা অএষেমো হজস্‌ চা রেমো.
আহিষায়া দেরেশ্‌ চা তেবিশ্‌ চা।
নো ইত্‌ মোই বাস্তা খ্‌ষ্‌মত্‌ অন্যো,
অথা মোই সাংস্তা বোহূ বাস্ত্র্যা॥

অন্বয় ঃ—যুষ্মভ্যম গোর্‌ উর্বা অগর্হিষ্ট (আপনার নিকট জগতের আত্মা নিন্দা করিল) কস্মৈ মাং অত্বর্স্ধ্বম্‌ (কি জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন) কঃ মাং অতসত্‌ (কে আমাকে গঠন করিয়াছেন ?) আ মাং ইশ্মঃ সহস্‌ চ রম্নাতি (এই আমাকে লোভ আর জবরদস্তি পীড়া দেয়) আশিষতে ধৃষ চ তবস্‌ চ (ক্লিষ্ট করে ধর্ষণ আর অত্যাচার) নো ইত্‌ মে বাস্তা যুষ্মত্‌ অন্যঃ (নাই আমার রক্ষক তোমা ব্যতীত) অথ মে শংস্ত বস্থু বাস্ত্র্যাং (তাই আমাকে আদেশ কর ভাল রক্ষণ।)

অনুবাদ ঃ—জগতের আত্মা পৃথিবী (গো রূপ ধরিয়া) মহেশ্বর মজ্‌দার নিকট বিলাপ করিতে লাগিল। "আমাকে কেন সৃষ্টি করিয়াছেন ? আপনিই কি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না আর কেহ ? দেখুন, চারিদিকে লোভ, বলাত্‌কার ধর্ষণ ও অত্যাচার আমাকে কত ক্লেশ দিতেছে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। আমি কেমনে রক্ষা পাইতে পারি, বলিয়া দিন।"

তাত্‌পর্য ঃ—"মজ্‌দা যদি করুণাময়, তবে জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেমনে আসিল ?" ধর্মের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের এটাই প্রধান যুক্তি। কিন্তু সাধু সজ্জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, কোনও বিপদই তাহাদের আনন্দ নষ্ট করিতে পারে না। সাধু জানেন, আত্মা স্বরূপতঃ আনন্দময়—আকাঙ্ক্ষাই জীবের ক্লেশের হেতু।

টীকা ঃ—ষ্ম=যুষ্ম। (শুমা ইতি পারসীকে)।

রম—রম্নাতি হিংসায়াং। শিষ—শেষতি হিংসায়াং।

বস—বস্তে আচ্ছাদনে। ত্বর্স—তস্‌—তষ্‌—গঠনে (রচনায়া) ছান্দসঃ।

সূক্ত—২৯-২

(২) ' অদা তষা গেউশ্ পেরেসত্ অষেম্,
কথা তোই গবোই রতুশ্।
য্যত্ হীম্ দাতা খ্ষয়ন্তো হদা,
বাস্ত্রা গওদায়ো থ্বখ্ষো।
কেম্ হোই উশ্তা অহুরেম্,
যে দ্রেগ্বোদেবীশ্ অএষেমেম্ বাদায়োইত্॥

অন্বয়ঃ—অদা গোঃ তসা অষম্ অপৃসত্ (তখন জগতের স্রষ্টা অষকে প্রশ্ন করিল) কথা ' তে গোঃ রতুঃ (কোথা তোমার জগতের প্রভু) যঃ ক্ষয়ন্ সদা হীম্ ধাতা (বলবান যিনি ইহাকে সদা রক্ষা করিবেন) বাশ্তা গোধাঃ ত্বক্ষঃ (রক্ষক লোক-পালক ও বলবান) কম্ অস্য অসুরং উশথ (কাহাকে ইহার প্রভু ইচ্ছা কর) যঃ দ্রুগ্বদ্ভিঃ ইষ্মং বাধায়য়েত্ (যে পামরদিগের কৃত অত্যাচার ব্যর্থ করিবে)।

অনুবাদ ঃ—জগত্-স্রষ্টা তখন অষকে (ধর্মকে) জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কাহাকে জগতের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছ ? কোন বলবান্ লোকপালক জগত্‌কে রক্ষা করিবে ? পামরদিগের নিপীড়নে বাধা দিবার জন্য কাহাকে তুমি অধিপতি বানাইতে চাও ?

তাত্পর্য ঃ—

সজ্জনের রক্ষাকর্তা কি কেহ নাই ? পাপী প্রভাবশালী হয়, ইহাই কি জগতের শেষ কথা ? সাধুগণ বলিয়া গিয়াছেন যে আপাততঃ দুঃখ ভোগ করিলেও, পুণ্যবানগণ মহেশ্বর মজ্দার নিকটবর্তী হইতেছে, এবং তাঁহার কৃপায় অতুল আনন্দের অধিকারী হইবে। পাপের ও পুণ্যের ফল সমতুল্য হইতে পারে না। পুণ্যবান্দের রক্ষা বিষয়ে জগদীশ্বর উদাসীন নহেন।

টীকা ঃ—

তস্ (ত্বক্ষ)—তসতি গঠনে। ক্ষি—ক্ষয়তি ঐশ্বর্য্যে। ত্বক্ষস্ ইতি বলনাম (নিঘণ্টু)। বশ্—বষ্টি ইচ্ছয়াং। বাধ+আয় (গূপ ধূপ ইত্যাদিনা) বাধায়তি।

সূক্ত—২৯-৩

(৩) অহ্‌মাই অষা নো ইত্‌ সরেজা,
অদ্বএষো গবোই পইতি-ম্রবত্‌।
অবএষাং নো ইত্‌ বীদুয়ে,
যা ষবইতে আদ্রেংগ্‌ এরেষ্বাংহো।
হাতাম্‌ হেবো অওজিশ্‌তো,
যহ্মাই জবেংগ্‌ জিমা কেরেদুষা॥

অন্বয় ঃ—অস্মৈ অষা প্রত্যব্রবীত্‌ (তাঁহাকে অষা উত্তর দিলেন) গবি নো ইত্‌ অদ্বেষঃ শর্ধঃ (জগতে কোনও বলবান্‌ই দ্বেষ-মুক্ত নয়) অবেষাং নো ইত্‌ বিদে (ইহাদের কাহাকেও জানিনা) যঃ আধ্রং ঋষ্বং শবয়তি (যিনি ছোটকে বড় করিতে পারিবেন) সতাং স ওজিষ্ঠঃ (জীবদের মধ্যে তিনিই মহত্তম) যস্মৈ কৃত্বসঃ হবং জমতি (যাহার নিকট কর্তব্যের আহ্বান পৌঁছায়)।

অনুবাদ ঃ—অষা (ধর্ম) তাহাকে উত্তর দিলেন, জগতে যেই বলশালী হয়, তাহাকেই অত্যাচারে রত দেখি। কাহাকেও তো এমন দেখিনা, যাহার ক্ষুদ্রকে উন্নত করিয়া মহত্‌ বানাইবার প্রবৃত্তি আছে। কর্তব্যের আহ্বানে যে সাড়া দেয়, তাহাকেই মহত্‌ বলিতে হয়।

তাত্‌পর্য ঃ—সাধারণতঃ অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপর। যিনি কর্তব্য হইতে চ্যুত হননা, তিনিই যথার্থ বীর। তিনিই ক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সকলকে আশ্রয় দিতে পারেন।

টীকা ঃ—

শর্ধ=বল (নিঘণ্টু)। শবতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু)। ঋষ্ব=মহত্‌ (নিঘণ্টু)। জমতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু)। আধ্রঃ=ক্ষুদ্রঃ (আধ্রস্য চিত্‌ ষং মন্যমানঃ—ঋগ্বেদ ৭-৪১-২)

সূক্ত—২৯-৪

(৪) মজ্‌দাও সখারে মইরিস্তো,
যা জী বাবেরেজোই পইরি চিথীত্।
দএবাইশ চা মশ্যাইশ্ চা,
যা চা বরেষইতে অইপি চিথীত্॥
হো বীচিরো অহুরো,
অথা নে অংহত্ যথা হো বসত্॥

অন্বয় ঃ—

মজ্‌দাঃ স-স্বরঃ স্মরিষ্ঠঃ (মজ্‌দাই একমাত্র পূজ্য) যত্ হি বাবৃজ্যাতে পরিচিথাত্ (যাহা ইতিপূর্বে কৃত হইয়াছে) দেবৈশ্চ মর্ষ্যেশ্চ (দেব ও মনুষ্যবগণ কর্তৃক) যত্ চ বৃষ্যতে অপিচিথাত্ (যাহা বা কৃত হইবে অতঃপর)। স্বঃ অসুরঃ বিচিরঃ (সেই অহুর তাহার বিচারক) অথ নঃ অসত্ যথা স্বঃ বশত্ (অতএব আমাদের তাহাই হউক, যাহা তিনি ইচ্ছা করেন)।

অনুবাদ ঃ—

অষ (ধর্ম) আরও বলিলেন "মহেশ্বর মজ্‌দাই একমাত্র পূজ্য। দেব ও মনুষ্যগণ যাহা করিয়াছে ও করিবে, তিনি বিচার করিয়া তাহার ফল দিয়া থাকেন। তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, জগতে তাহাই হয়। (অত্যাচারের প্রতিকার কেবল তিনিই করিতে পারেন)"

তাত্পর্য ঃ—যে জন যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়—ইহা মজ্‌দারই বিধান। মহেশ্বর মজ্‌দা এই ন্যায্য বিধানের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করাই শান্তি পাইবার একমাত্র পথ।

টীকা ঃ—

বৃহ—বৃহতি (বৃজতি) উদ্যমনে। বৃণ—বৃণতি বরণে। স—স্য—স্ব সমার্থকাঃ। সখারে=সস্বরঃ=একচরঃ=একমাত্রঃ। স্বরতি গতিকর্মা (নিঘণ্টু ২-১৪) স্মর্য্যতে ইতি স্মরঃ। স্মর—ইষ্ঠ=স্মরিষ্ঠঃ।

সূক্ত ২৯-৫

(৫) অত্ বা উস্তানাইশ্ অহ্বা,
জশ্তাইশ্ ফ্রীণেম্না অহুরাই আ ।
মে উর্বা গেউশ্ চা অজ্যাও য্যত্,
মাজ্‌দাঁম্ দ্বইদী ফেরসাইব্যো ।
নো-ইত্ এরেঝেজ্যাই ফ্রজ্যাইতিশ্
নোইত্ ফ্সুয়ন্তে দ্রেগ্বস্ পইরী ॥

অন্বয় ঃ—

অত বৈ উত্তানৈঃ জস্তৈঃ অহুরায় আ অভ্বং প্রীণমানঃ (তাই উত্তান হস্তে, অহুরকে সবিশেষ প্রীত করিতে করিতে) মে উর্বা যত্ চ অজ্যায়াঃ গোঃ চ (আমার আত্মা, এবং যাহা সজীব জগতের আত্মা) মজ্‌দাং দবতি পৃষাভ্যঃ (প্রার্থনা করিতে মজ্‌দার নিকট গেল) । নো ইত্ ঋজু-জ্যবে প্রজ্যাতিঃ (সাধুজীবিদের হানি হয়, এমন না হয়) নো ইত্ প্মুবন্তিঃ । দ্রুগ্বতস্থ পরি (আর পামরদিগের বৃদ্ধি হয়, এমনও না হয়) ।

অনুবাদ ঃ—

তখন আমার, কিঞ্চ জগতের, (ব্যক্তির ও সমষ্টির) আত্মা, উত্তান হস্তে অভিবাদন করিয়া মজ্‌দার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল "সাধুদিগরে হানি আর দুর্জনদের বৃদ্ধি যেন না হয় ।"

তাত্পর্য ঃ—

মজ্‌দা মঙ্গলময় কিনা এ সম্বন্ধে অনেকে নানা তর্ক তোলে । কিন্তু তাহারাও কি বলিতে পারে যে ধর্মপথে থাকিয়া কেবল ক্ষতিই হয়, আর অধর্মপথে কেবল লাভই হয় ?

টীকা ঃ—

অভ্ব=মহত (নিঘণ্টু) দু—দবতি গতৌ । জ্যা—জ্যবতে গমনে । জ্যা—জিনাতি হানৌ । অজ্যা=অন্তর্বতী । অজের্ বী (২-৪-৫৬) । বী—বেতি—প্রজননে । প্মু=রূপ (নিঘণ্টু—৩-৭) । প্মু+ক্বিপ্ প্মুবতি । প্মুব+ঝি (উণাদি ৩৩৭)=প্মুবন্তিঃ ।

সূক্ত ২৯-৬

(৬) অত্ এ বওচত্ অহুরো মজ্দাও,
বীদ্বাও বফূশ্ ব্যানয়া।
নো ইত্ অএবা অহু বিস্তো,
ন এদা রতুশ্ অষাত্ চীত্ হচা।
অত্ জী থ্বা ফ্ষুয়ন্তএ চা
বাস্ত্র্যাই চা থ্বোরেশ্তা ততষা।

অন্বয় ঃ—

অত্ এ অবোচত্ অহুর মজ্দাঃ (তখন বলিলেন অহুর মজ্দা) বিদ্বান্ বপুঃ ব্যানয়া (জানিয়া বিষয় ধ্যান দৃষ্টি দ্বারা) নো ইত্ অ-এব অহুঃ বিত্তে (না একজনও প্রভু আছে) ন এদা রতুঃ (না বা ঋষি) অষাত্ চিত্ হচা (অষ দ্বারা বটে) অত্ হি ত্বাম্ (এই জন্য তোমাকে) প্সুবন্ত্যৈ চ বাস্ত্রায় চ (বৃদ্ধির জন্যও, রক্ষণের জন্যও) ত্বষ্টা ততসে (স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়াছেন।)

অনুবাদ ঃ—

তখন অহুর মজ্দা ধ্যান দৃষ্টি দ্বারা বিশ্বজগত্ নিরীক্ষণ করিয়া (ধর্মরাজ জরথুশ্ত্রের কারণ-দেহকে সম্বোধন করিয়া) বলিলেন একজনও রাজন্য, কিম্বা একজনও ঋষি দেখিনা, যিনি সর্বথা অষের (ধর্মের) অনুবর্তী। তাই জগতের যোগ-ক্ষেমের নিমিত্ত স্রষ্টা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাত্পর্য ঃ—

ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য মহেশ্বর মজ্দা যুগে যুগে তীর্থঙ্করদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

টীকা ঃ—

বপুস্=রূপ (নিঘণ্টু)। তস্—তস্যতি, উত্ক্ষেপণে। বেন—বেনতি, দর্শনে। যদ্বা, বি+আ+নী+অল=ব্যানয়ঃ (বিনয়ঃ)। প্সু=রূপ (নিঘণ্টু ৩-৭)। সর্বপ্রাতিপদকেভ্যঃ ক্বিপ্। ফ্সুবতি। ঝি (উণাদি ৩৩৭) =ফ্সুবন্তিঃ। বাস্=বিবাসতি=পরিচরতি (নিঘণ্টু)। বিত্তে=বিদ্যতে।

সূক্ত ২৯-৭

(৭) তেম্ আজুতোইশ্ অহুরো মান্থ্রেম্
তষত্ অষা-হজওষো।
মজ্দাও গবোই ক্ষ্বীদেম্ চা,
হ্বো উর্বুষএইব্যো স্পেন্তো সাস্ন্যা।
কস্ তে বোহু মনংহা যে ঈ দায়াত্,
এ এ আ বা মরেতএইব্যো॥

অন্বয় :—

তম্ আহুতেঃ অহুরঃ মন্ত্রম্ (তাহার জন্য অহুর আহুতির মন্ত্র) তসত্ অষা-সজোষঃ (রচনা করিলেন, অষতে প্রীতিমান্ হয়ে) মজ্দা গবে ক্ষ্বীদং চ (মজ্দা জগতের জন্য মুক্তি) স্বঃ ঋষিভ্যঃ স্পেন্তং শাসনং (তিনি ঋষিদের জন্য পুণ্য অনুশাসন)। কঃ তা বহু মনসা (কোথায় সেই প্রজ্ঞা) যঃ ই দায়াত্ (যে কিনা দিবে) আ এবান্ মর্তেভ্যঃ (মানুষদিগকে এই সকল)।

অনুবাদ :—

তখন অষ-প্রেমিক (ধর্মানুরাগী) অহুর মজ্দা তাহাকে (জরথুশ্ত্রকে) পূজার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। তিনি জগতের জন্য বিধান করিলেন মুক্তি, এবং তাহার উপায় স্বরূপ ঋষিদিগকে দিলেন পুণ্য শাস্ত্র। কিন্তু কোথায় সেই প্রজ্ঞা, যাহা থাকিলে মানুষ ইহা কাজে লাগাইতে পারে?

তাত্পর্য :—

প্রজ্ঞা অর্থাত্ বিবেকের সাহায্যেই মানুষ ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। নতুবা বাহিরের সাহায্য তাহার কোনও কাজে লাগে না।

টীকা :—

তসতি সৃষ্টৌ ছান্দসঃ। ক্ষ্বিদ্—ক্ষ্বেদতি স্নেহ-মোচনয়োঃ। দা-দায়তে দানে। এএ-অব্=এতা অবা (এতে=ইহা, অবা=উহা)।

সূক্ত ২৯-৮

(৮) অএম্ মোই ইদা বীস্তো,
যে নে অএবো সাস্নাও গূষতা।
জরথুশ্ত্রো স্পিতামো হ্বো নে,
মজ্দা বশ্তী অষাই চা।
চরেকরেথ্রা স্রাবয়ংহে,
য্যত্ হোই হুদেমম্ হ্যাই বখেধ্রহ্যা॥

অন্বয় :—

অয়ং মে ইহ বিত্তঃ (ইনি এথায় আমার জ্ঞাত) যঃ নু অএব শাস্নাঃ গুষত (যিনিই একমাত্র অনুশাসন শোনেন) জরথুশ্ত্রঃ স্পিতামঃ (স্পিতম গোত্রজ জরথুশ্ত্র) স্বঃ মজ্দায়ৈ নঃ বষ্টি (তিনি মজদা আমাকে ইচ্ছা করেন) অষায় চ (ধর্ম্মকেও) চরীকৃত্রং শ্রাবয়সে (কর্তব্য শিখাইবার জন্য) যত্রং তস্মৈ সদ্মং দদেয় বকিত্রস্য (যে জন্য তাহাকে বক্তার পদ দিব)।

অনুবাদ :—

(মজ্দা বলিলেন) আমি কেবল একজনকেই জানি যিনি আমার অনুশাসন পালন করেন। তিনি স্পিতম বংশীয় জরথুশ্ত্র। তিনি মজ্দা-আমাতে, আর অষে (ধর্মে), প্রীতিমান্। এইজন্য জগত্কে ক্রতু (কর্ত্তব্য) শিখাইবার নিমিত্ত আমি তাহাকে প্রবক্তার (ধর্মগুরুর) পদ দিব।

তাত্পর্য :—

যিনি ভগবানের চাপরাশ পাইয়াছেন, কেবল তিনিই লোক-শিক্ষা দিতে পারেন।

টীকা ঃ—

গূষ=কর্ণ। গোশ্ ইতি পারসীকে। শ্রু+অসেন্ (তুমর্থে)। হ্বঃ=স্বঃ=সঃ। হে=সে=তস্মৈ (চতুর্থীস্থলে এ)। কৃ+যঙ=চরীকরোতি। চরীকৃ+ত্র (উণাদি ৬০৮)=চরীকৃত্রং। সুপাং সু লুক্ (৭-১-৩৯) ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। শ্রু+ণিচ্=শ্রাবয়তি। তুমর্থে অসেন্ (৩-৪-৯) বচ+ইত্র (উণাদি ৬২৯)=বকিত্রঃ। চোঃ কুঃ।

সূক্ত ২৯-৯

(৯) অত্ চা গেউশ্ উর্বা রওস্তা,
যে অনএষেম্ খ্ষাস্মেনে রাদেম্।
বাচেম্ নেরেশ্ অসুরহ্যা,
যেম্ আ বসেমী ঈষা-খ্ষথ্রেম্।
কদা যবা হ্বো অংহত্,
যে হোই দদত্ জস্তবত্ অবো॥

অন্বয় ঃ—

অত্ চা গোঃ উর্বা অরুদৎ (তখন জগতের আত্মা কাঁদিল) যত্ অনীশং ক্ষমনি আরাধম্ (কেননা অক্ষমকে সঙ্কটে পাইলাম), বাচং নরঃ অশূরস্য (একজন দুর্বল লোকের কথা) যত্ আ বশামি ঈশ-ক্ষত্রম্ (যখন আমি চাই শক্তি-পতি) কদা যবে স্বঃ অসত্ (কোন কালে তিনি আবির্ভূত হইবেন) যঃ তস্য হস্তবত্ অবঃ দদ্যাত্ (যিনি তাহার হস্ত-সম্বলিত রক্ষণ দিবেন)।

অনুবাদ ঃ—

ইহা শুনিয়া জগতের আত্মা কাঁদিতে লাগিল "এই সংকটে আমি চাই একজন শক্তিশালী বীর, আর পাইলাম কিনা একজন দুর্বল মানুষের নিস্ফল বচন মাত্র। কবে আসিবেন সেই বীরপুরুষ, যিনি তাহার বলবত্ হস্তদ্বারা আমাকে রক্ষা করিবেন ?

তাত্পর্য ঃ—

নির্বোধেরা মনে করে যে শারীরিক বলই বল। তাহারা ভাবিয়া দেখেনা যে যাহার নিজের উপর প্রভুত্ব নাই, সে অপরের উপর প্রভুত্ব কী করিয়া করিবে।

টীকা ঃ—

রুত্ত=অরুত্ত। বহুলং, ছন্দসি অমাঙ্ যোগে হপি (৬-৪-৭৫)। ক্ষণ+মন্ (উনাদি ৫৯৪)=ক্ষণ্মন্। ক্ষণোতি হিংসায়াং। ক্ষথ্রস্য ঈশম্=ঈশক্ষথ্রম্। রাজদন্তাদিষু পরম। যবঃ=কালঃ। সুপাং সু-লুক (৭-১-৩৯) ইতি সপ্তমী স্থলে আ। হ্বঃ=স্বঃ=সঃ। হে=সে=তস্য। সুপাং সু-লুক্ ইতি গাথা-স্ব.শ-এ।

সূক্ত ২৯-১০

(১০) যূষ্মেম্ অএইব্যো অহুরা,
অওগো দাতা অষা থ্‌ষথ্রেম্ চা।
অবত্ বোহু মনংহা
যা হুষেইতীশ্ রাম॑াম্ চা দাত্
অজেম্ চীত্ অহ্যা মজ্‌দা,
থ্ব॑াম মেংহী পৌর্বীং বএদেম ॥

অন্বয় ঃ—

যূয়ং। এভ্যঃ অহুরা (হে অহুর, তুমি ইহাদিগকে) ওজস্ দাত অষং ক্ষথ্রং চ (বলস্বরূপ দাও, অষ আর ক্ষথ্র) অবত্' বসু মনসাং, যা সুষিতিং রামাং চ দধ্যাত্ (তাদৃশ বসুমনস্ যাহা আশ্রয় ও শান্তি ধারণ করে) অহং চিত্ অস্য মজ্‌দা (আমিও হে মজদা, এই জগতের) ত্বাম্ অমংসি পৌর্বং বেত্তম্ (তোমাকে মনে করি শ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়)

অনুবাদ .—

(তখন জরথুশ্ত্র মহেশ্বর মজ্‌দাকে বলিলেন) হে অহুর, তুমি মানুষদিগকে শক্তির জন্য দাও ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) আর অষ (ধর্ম), আর তাদৃশ বসু-মনস্ (অধি-চিত্ত, প্রজ্ঞা) দাও, যাহা যোগ-ক্ষেম আনিয়া দিতে পারে। আমি ও যেন হে মজ্‌দা, তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলিয়া বুঝিতে পারি।

তাত্‌পর্য ঃ—

ধর্মই শান্তিলাভের একমাত্র পথ। মজ্‌দাকে পাইলে আর কিছুই পাইবার আকাঙ্খা থাকে না। অনপেক্ষাই শান্তির উত্‌স।

টীকা ঃ—

যূয়ম্ = যূজম্। ওজস্ = বলং। সুষিতি = সুক্ষিতিঃ। ক্ষয়তি নিবাসে। যদ্বা-সিনোতি-বন্ধনে।

স্পূক্ত ২৯-১১

কুদা অষেম্ বোহু চা মনো,
খ্‌ষথ্রে্ম্ চা অত্ মা মষা।
যূঝেম্ মজ্‌দা ফ্রাখ্‌ষ্‌ণেণে,
মজোই মগাই আ পইতী জানতা।
অহুরা নূ নাও অবরে
এম্মা রাতোইশ্ যুষ্মাবতাম্ ॥

অন্বয় :—

অত্ কদা অষং বহু-মনস্ চ (এই কবে অষ আর বসু-মনস্) ক্ষথ্র চ মাং মস্তেত্ (আর ক্ষথ্র আমার নিকট আসিবে) হে মজ্‌দা যূয়ম্ মহতে মঘায় প্রাক্ষ্ণং আ প্রতি জানত (হে মজ্‌দা, এই মহত সংঘের জন্য আপনি সম-দৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিউন) হে অহুর নঃ অবরে নু (হে অহুর, আমাদের রক্ষার জন্য বটে) যুষ্মাবতাং রাতিভিঃ এহিস্ম (আপনার রক্ষা নিয়া আগমন করুন)।

অনুবাদ—

(জরথুশ্‌ত্র বলিতে লাগিলেন) কবে আমি অষ (ধর্ম) বসু-মনস্ (প্রজ্ঞা) আর ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) লাভ করিব? হে মজ্‌দা আপনি আশীর্বাদ করুন যেন এই মহত্ সংঘে সম-দৃষ্টি বিরাজ করে। হে অহুর, আমাদের রক্ষার জন্য আপনার কৃপা নিয়া আপনি শীঘ্র চলিয়া আসুন।

তাত্‌পর্য :—

সমদৃষ্টি অর্থাত্ ন্যায়-নিষ্ঠাই ধর্মের প্রাণ। ন্যায়-নিষ্ঠা (পরস্পর বিশ্বাস ব্যতীত) ধর্মচক্র গঠিত হইতে পারেনা।

টীকা :—

মস্—মিস্যতি গতৌ (নিঘণ্টু)। মস্যতি পরিণামে। প্র+অক্ষ+ল্যুট = প্রাক্ষ্ণং। অক্ষ্ণতি ব্যাপ্তৌ দর্শনে বা। প্রাক্ষনং = ব্যাপ্তিঃ, সমদর্শনং। সুপাং সু-লুক ইতি দ্বিতীয়া স্থলে এ। মঘঃ = সংঘঃ। অবতি রক্ষণে। অব+ অরচ-(উণাদি ৪১৮)। এহি+সস্ম = স্মন। স্মে লোট (৩-৩-১৬৫)।

প্রতিপদ্

হোন্-বতী (ওঁকারময়ী)

সূক্ত ২৮-১

(১) অহ্যা যাসা নেমংহা,
উস্তান-জস্তো রফেধ্রহ্যা।
মন্যেউশ্ মজ্দাও পৌর্বীম্,
স্পেন্তহ্যা অষা বীস্পেংগ্ ষ্যওথনা।
বংহেউশ্ খ্রতুম্ মনংহো,
যা ক্ষ্ণেবীষা গেউশ্ চা উর্বানেম্ ॥

অন্বয় :—অস্য যসে নমস্তন্ (এখন নমস্কার করিতে করিতে আরাধনা করিতেছি) উত্তান-হস্তঃ রফধ্রস্য (উত্তান হস্ত হইয়া আনন্দের) মন্যোঃ মজ্দায়াঃ পৌর্ব্যাম্ (প্রথমতঃ মজ্দার শক্তির) স্পেন্তস্য অষস্য বিশ্বাঃ চ্যৌত্ন্যাঃ (পুণ্যময় ধর্মের সকল কর্মকে) বসোঃ মনসঃ ক্রতুম (প্রজ্ঞার কর্তব্যকে) যথা গোঃ উর্বাণং চ ক্ষ্ণবিসে (যেন জগতের আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারি।)

অনুবাদ :—আমি উত্তান-হস্ত হইয়া, প্রথমতঃ মজ্দার স্বরূপ-শক্তি যে আনন্দ, তাহাই প্রার্থনা করিতেছি। আর প্রার্থনা করিতেছি, পবিত্র অষের (ন্যায়-নিষ্ঠার) যাবতীয় কর্ম, আর বসু-মনস্ (প্রজ্ঞা) যে ক্রতু-(কর্তব্য) নির্দেশ করে, তাহা। যেন ইহাদের সহায়তায় আমি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

তাৎপর্য :—আনন্দ, মজ্দার স্বরূপ-শক্তি—সৎ (সত্তা) জড়ের, চিৎ (চৈতন্য) জীবের, আর আনন্দ ব্রহ্মের, বিশিষ্টতা। মজ্দার সামীপ্য ব্যতীত শাশ্বত আনন্দ পাওয়া যায় না। ধর্মই মজ্দা-প্রাপ্তির উপায়, আর কর্তব্যের পথই ধর্মের পথ।

টীকা :—যস্=যজ—যজতে (পূজায়াং)। রফ-রফ্লাতি প্রীণনে (ছান্দসঃ)। রফধ্রস্য—কর্মণি ষষ্ঠী। মন্যোঃ—কর্মণি ষষ্ঠী। ক্ষু—ক্ষ্ণৌতি তেজনে। লেট্ এ। সিব্ বহুলং লেটি (৩-১-৩০।)

সূক্ত—২৮-২

(২) যে বাও মজ্‌দা অহুরা,
পইরি জসাই বোহু মনংহা।
মইব্যো দাবোই অহ্বাও,
অস্তবতস্ চা য্যত্ চা মনংহো।
আয়প্তা অষাত্ হচা যাইশ্,
রপেন্তো দইদীত্ খাথ্রে॥

অন্বয় :—

যঃ বঃ মজ্‌দা অহুরা (হে মজ্‌দা অহুর, যে আমি তোমাকে) পরিজসে বসু-মনসা (প্রজ্ঞাদ্বারা পরিচরণ করিতেছি) মভ্যঃ দাভি অস্বোঃ আপ্তিং (তাদৃশ আমাকে দাও দুইটি চৈতন্যের প্রাপ্তি) অস্তবতঃ যচ্ চ মনসঃ (যাহা স্থূল আর যাহা সূক্ষ্ম, এই উভয়ের) যৈঃ রপন্তঃ অষাত্ সচা থাত্রে দধ্যাত (যেন সাধক ধর্মের সহিত শুচিতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে)।

অনুবাদ :—

যে অহুর মজ্‌দা, আমি বসু-মনস্ (প্রজ্ঞা) দ্বারা তোমার পরিচর্যা করিতেছি। অতএব স্থূল এবং সূক্ষ্ম, এই দুইটি চৈতন্যের (অর্থাত্ মন কিঞ্চ আত্মার) প্রাপ্তি আমাকে দাও, যেন এই সেবক (আমি) ধর্ম দ্বারা পবিত্রতায় স্থির থাকিতে পারে।

তাত্‌পর্য :—

মন এবং আত্মার পার্থক্য (দৃশ্য চৈতন্য, কিঞ্চ দ্রষ্টা চৈতন্যের পার্থক্য) উপলব্ধিই, অধ্যাত্মতার দিকে প্রথম পাদক্ষেপ। মজ্‌দার দর্শন পাইতে হইলে, চিত্তশুদ্ধি অপরিহার্য অবলম্বন।

টীকা :—

জস—জসতে গমনে (নিঘণ্টু—২-২৪)। দা+লোট্ হি=দাভি। হৃ-গ্রহোর্ভঃ ইতি বার্তিকাত্। রফ (রভ)=গমনে। "আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা" (দেবীসূক্তম্)। রফ+শতৃ=রফন্তঃ। ধা-দধাতি=to persist। লিঙ্ যাত্। থাত্র=শ্বাত্র=পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি। (নিঘণ্টু—৪-২-১৪)।

স্তুক্ত—২৮-৩

(৩) যে বাও অষা উফ্যানি,
মনস্ চা বোহু অপৌর্বীম্।
মজ্দাংম্ চা অহুরেম্,
যএইব্যো খ্ষথ্রেম্ চা অগ্ঝওন্বম্নেম্।
বরেদইতী আরমইতিশ্,
আ মোই রফেধ্রাই জবেংগ্ জসতা॥

অন্বয় :—

হে অষা, যঃ অহম্ বঃ বসু-মনস্ চ অপূর্বং উফ্যানি (হে অষ, যে আমি তোমাকে এবং বসু মনস্‌কে অপূর্ব স্তব বয়ন করিতেছি) মজ্দাং চ অসুরং (অহুর মজ্দাকেও) যেভ্যঃ আরমতিঃ অক্ষুণ্ণমানং ক্ষথ্রং বর্ধয়তি (যাহাদের সহায়তায় শ্রদ্ধা অক্ষয় অনপেক্ষা বর্ধিত করে) রফধ্রায় মে হবং আ জসত (আনন্দের জন্য আমার এই আহ্বানে শীঘ্র এস)।

অনুবাদ :—

আমি অষের (ধর্মের), বসু-মনসের (প্রজ্ঞার), আর অহুর মজ্দার অপূর্ব স্তব উচ্চারণ করিতেছি। ইহাদের প্রসাদে আরমতি (শ্রদ্ধা) অক্ষয় ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) বর্ধিত করে। আপনারা আমার আহ্বানে আসিয়া আমার আনন্দ বিধান করুন।

তাত্পর্য :—

অহুর মজ্দার অনুগ্রহ পাইতে হইলে, আরমতি (শ্রদ্ধা), ক্ষথ্র (অনপেক্ষা), বসু-মনস্ (প্রজ্ঞা), এবং অষার (ন্যায়-নিষ্ঠার) প্রয়োজন আছে। চরিত্র গঠন না করিয়া কেহ মজ্দার প্রসাদ পাইতে পারে না।

টীকা :—

বপ্—বপতি বিন্যাসে। বাফতান্ ইতি পারসীকে (to weave) উফ্ (বপ্) = রচনায়াং। অক্ষুণ্ণমানম্ = অক্ষীয়মানং। জবং = হবং = আহ্বানং।

সুক্ত—২৮-৪

(৪) যে উর্বাণেম্ মেন্ গইরে,
বোহূ দদে হথ্রা মনংহা।
অষীম্ চা শ্যওথননাম্ বীদুশ্,
মজ্দাও অহুরহ্যা।
যবত্ ইসাই তবা চা,
অবত্ খ্সাই অএষে অষহ্যা॥

অন্বয় :—

যঃ মম উর্বানম্ বসুমনসা অত্র আগারে দধে (যে আমি আমার আত্মাকে প্রজ্ঞার সহায়তার স্বস্থানে স্থাপন করিয়াছি) মজ্দায়াঃ অহুরস্য চৌত্মানাং আশিষং চ বেদ্মি (অহুর মজ্দার কর্মের লাভ-কী তাহাও জানি) যাবত্ ঈশে তবে চ (যাবত্ শক্ত ও সমর্থ হই) অবত্ অষায়াঃ এষে কৃশায়ৈ (তাবত্ ধর্মের অনুসরণ করিতে বলিব)।

অনুবাদ :—

যে আমি আত্মাকে স্বরূপে (দ্রষ্টৃত্বে) স্থাপন করিয়াছি, আর অহুর মজ্দার অনুমোদিত কর্ম করিলে কি মঙ্গল হয় তাহাও জানি, সেই আমি, যতটা শক্তি ও সামর্থ্য আছে, সকলকে ধর্মের পথে চলিতে বলিয়া যাইব।

তাত্পর্য :—

ধর্মনিষ্ঠা থাকিলে আত্মলাভ ও ঈশ্বর-লাভ সহজ হয়। আর ধর্ম-নিষ্ঠা (সচ্চরিত্রতা) না থাকিলে জ্ঞান ও ভক্তি নিস্তেজ হইতে হইতে ক্রমে শূন্যে মিলাইয়া যায়।

টীকা :—

তবে—তূ—তবীতি সৌত্রঃ ধাতুঃ। (৭-৩-৯৫) তবিস্তান্ ইতি পারসীকে।
খ্যায়ে—চক্ষিঙঃ খ্যাঙ্ (২-৪-৫৪)।

সূক্ত—২৮-৫

(৭) অষা কত্ থ্বা দরেসানী,
মনস্ চা বোহূ বএদেম্নো।
গাতূম্ চা অহুরাই সেবিস্তাই,
স্রওষেম্ মজ্দাই।
অনা মান্থ্রা মজিস্তেম্,
বাউরোইমইদী খ্রফস্ত্রা হিজ্বা॥

অন্বয় :—অষা কত্ ত্বাং দর্শানি (হে অষা কবে তোমাকে দেখিতে পাইব) বসু-মনস্ চ বিদেম (আর বসু-মনস্‌কে জানিতে পারিব) সেবিষ্ঠায় অহুরায় মজ্দায়ৈ গাতুং শ্রুষং চ (পূজ্যতম অহুর মজ্দার নিকট পৌঁছিবার পথ যে শ্রুষ তাহাকেও জানিব) জিহ্বয়া অনেন মন্ত্রেণ ক্রফস্ত্রান্ মহিষ্ঠং বরামহে (জিহ্বায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তির্য্যগ্-গামী-দিগকে অত্যন্ত বারণ করিব)।

অনুবাদ :—

ধর্মের আর প্রজ্ঞার স্বরূপ কী, তাহা কবে আমি বুঝিতে পারিব? সর্বপূজ্য মজ্দাকে পাইবার পথ যে শ্রুষ (ভক্তি) সেই ভক্তি-ই বা কবে লাভ করিব? কবেই বা (ধর্ম, প্রজ্ঞা, আর ভক্তি-লাভের সংকল্প-সূচক) এই-মন্ত্র জিহ্বায় উচ্চারণ করিয়া বিপথগামী-দিগকে সত্পথে আনিতে পারিব?

তাত্পর্য :—

ঈশ্বর-লাভই জীবনের উদ্দেশ্য, ধর্মই (কর্তব্য-নিষ্ঠাই) তাহার পথ, আর প্রজ্ঞাই (Conscience = বিবেক) এই পথের আলোক-বর্তিকা।

টীকা :—

বিদেম = বিদেয়। শীঙো, রুট্ (৭-১-৩) ইতিবত্ রুট্ অপি। বরামধে = বরামহে। হ্—ঝল্‌ভ্যো (৬-৪-১০১) ইত্যত্র যোগবিভাগাত্। ক্রফ্-স্ত্র = তির্য্যক্।

(৬) বোহূ গইদী মনংহা,
দাইদী অষাদাও দরেগায়ু।
এরেষ্বাইশ্ তূ উখ্ধাইশ্ মজ্দা,
জরথুস্ত্রাই অওজোংহ্বত্ রফেণো।
অস্মাইব্যা চা অহুরা,
যা দইবিষ্বতো দ্বএষাও তৃউর্বয়ামা॥

অন্বয়ঃ—বস্থ মনসা গধি (প্রজ্ঞার সহিত এস) অষা-ধায়ং দীর্ঘায়ুষং দাধি (ধর্মময় দীর্ঘ আয়ু দাও) হে অহুর মজ্দা, ত্বং ঋষ্বৈঃ উক্থৈঃ (হে অহুর মজ্দা তুমি উদার বাণী দ্বারা) জরথুস্ত্রায় অস্মেভ্যঃ চ ওজস্বত্ রফান (আমি জরথুস্ত্রকে আর এইসব লোকদিগকে তীব্র আনন্দিত কর) যথা দ্বিষতঃ দ্বেষাঃ তূর্বয়ামঃ (যেন বিপক্ষদিগের বিঘ্ন চূর্ণ করিতে পারি।)

অনুবাদঃ—হে মজ্দা, তুমি আমাকে আর আমার এই অনুচরদিগকে প্রজ্ঞা (বিবেক) দাও। ধর্মময় দীর্ঘ-জীবনও দাও। আর তোমার মহত্ বাণী দ্বারা আমাকে এবং ইহাদিগকে উদ্দীপিত কর, যেন প্রতিপক্ষদের সকল বাধা আমরা চূর্ণ করিতে পারি।

তাত্পর্য :—

জরথুস্ত্রের ভক্তিযোগ কর্মযোগের (morality) উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি প্রজ্ঞার (Conscience) কথা বলিতে ভোলেন না। জরথুস্ত্র ক্ষাত্রধর্মী তাই দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে, কিঞ্চ শত্রুদমন করিবার শক্তি প্রার্থনা করিতে, তিনি লজ্জা বোধ করেন না। তবে সেই জীবন হইবে ধর্মময়, আর সেই শক্তি গড়িয়া তুলিবে সংঘবদ্ধ শিষ্যগণ।

টীকা :—

গধি = গহি। হু ঝল্ভ্যো (৬-৪-১০১)। দাধি = দাহি = দেহি শ্রু-শৃণু-বা-ইত্যাদিনা (৬-৪-১০)। ঋষ্ব = মহত্ (নিঘণ্টু) তূর্বতি হিংসায়াম্। অস্মেভ্যঃ = এভ্যঃ। সর্বনাম্নঃ স্মৈ (৭-১-১৪) ইত্যত্র বাহুলকাত্।

সূক্ত—২৮-৭

(৭) দাইদী অষা তাঁম্ অষীম্,
বংহেউশ্ আয়ফ্তা মনংহো।
দাইদী তূ আর্মইতে বীস্তাস্পাই,
ঈষেম্ মইব্যা চা।
দাওস্ তূ মজ্দা খ্ষয়া চা,
যা বে মান্থ্রা স্রেবীমা রাদাও।

অন্বয় :—

হে অষা, তাম্ অষীং দাধি (হে ধর্ম তুমি সেই ধৃতি দাও) বসোঃ মনসঃ আপ্তিং (যাহা প্রজ্ঞার সম্পত্) হে আরমতে ত্বং বিষ্টাশ্বায় মহ্যং চ ইষং দাধি (হে শ্রদ্ধা [আস্তিক্য বুদ্ধি] তুমি বিষ্টাশ্বকে আর আমাকে, আমাদের অভীষ্ট দান কর।) হে মজ্দা, ত্বং দাস্ ক্ষয় চ (হে মজ্দা তুমি দাও, আর বলবত্ কর) যে বৈ মন্ত্রাঃ রাধায় ইতি শ্রবামঃ (যে সব মন্ত্র সিদ্ধি দেয় বলিয়া শুনিয়াছি)।

অনুবাদ :—

আমি যেন ধর্মের কৃপায় প্রজ্ঞা আর ধৃতি পাইতে পারি। আরমতি (শ্রদ্ধা) যেন আমাকে, আর নৃপতি বিষ্টাশ্বকে আমাদের অভীষ্ট দান করে। যে সব মন্ত্র সিদ্ধি আনিয়া দেয়, হে মজ্দা, তুমি আমাদিগকে সেই সব মন্ত্র শিখাও, আর জয়যুক্ত কর।

তাত্পর্য :—

প্রজ্ঞাই (Conscience) ধর্মলাভের উপায়। শুভ ইচ্ছা মহেশ্বর মজ্দা পূর্ণ করেন।

টীকা :—

দাধি=দাহি। শ্রু-শৃণু (৬।৪।১০১) ইত্যত্র যোগবিভাগাত্। দাস্—দা+লেট্ সি। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু (৩।৪।৯৭)। লিঙর্থে লেট্ (৩।৪।৭)। ক্ষি—ক্ষয়তি ঐশ্বর্য্যে (নিঘণ্টু)। ক্ষয়=দৃঢ়য়। দ্ব্যচো অতস্ তিঙঃ ইতি দীর্ঘত্বম।

(৮) বহিস্তেম্ থ্বা বহিস্তা য়েম্,
অষা বহিস্তা হজওষেম.।
অহুরেম্ যাসা বাউন্মুশ্,
নরোই ফ্রষওস্ত্রাই মইব্যা চা।
যএইব্যস্ চা রাওংহাওংহোই,
বীস্পাই যবে বংহেউশ্ মনংহো॥

অন্বয় ঃ—ত্বাং বহিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠ তোমাকে) অয়ং জনঃ বহিষ্ঠঃ সন্ (আমিও শ্রেষ্ঠ হইয়া), বহিষ্ঠয়া অষয়া সজোষামি (শ্রেষ্ঠ ধর্ম দ্বারা অর্চনা করিব)। বম্বানঃ অহং নরে পৃষোষ্ট্রায় মহ্যং চ, অসুরং যাসে (প্রীতিমান হইয়া আমি আমার জন্য, আর বিনায়ক পৃষোষ্ট্রের জন্য, অহুরকে প্রার্থনা করিতেছি) যেভ্যঃ চ বিশ্বায় যবায় বসো মনসঃ রাস্যসি (আর তাহাদের জন্যও, যাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত প্রজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছ)।

অনুবাদ ঃ—তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ (তত্ব)। অষা (ধর্ম) সর্বশ্রেষ্ঠ (সাধন)। আমি শ্রেষ্ঠ-ভাবে পরিভাবিত হইয়া প্রেমের সহিত তোমার সেবা করিব, আমার নিজের জন্য, বিনায়ক পৃষোষ্ট্রের জন্য, আর যাহারা দীর্ঘকাল বসু-মনসের (প্রজ্ঞার) অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জন্য। (ইহাদের) সকলের যাহাতে মঙ্গল হয়) এই নিমিত্ত অহুরকে প্রার্থনা করিতেছি।

তাত্পর্য ঃ—বাহ্য পূজার তেমন মূল্য নাই। ধর্ম (ন্যায়-নিষ্ঠা) দ্বারা যে পূজা, তাহাই শ্রেষ্ঠ-পূজা। যিনি ক্রতু (কর্তব্য = Duty) করিয়া যান, তিনি-ই মজ্দার যথার্থ-পূজা করেন। যাহারা প্রজ্ঞায় (Conscience) অবিচলিত, তাহারাই অথর্বান জরথুস্ত্রের প্রিয় পাত্র।

টীকা ঃ—

৳জোষামি—জুষ-জুষতে প্রীতিসেবনয়োঃ। বম্বস্—বন্—বনতি প্রীতৌ। বন্+ক্বসু। রাসয়সি—রস-রসয়তি আস্বাদনে, প্রেরণে চ। রসিদান্ ইতি পারসীকে। মনসঃ—কর্মণি ষষ্ঠী।

সূক্ত—২৮-৯

(৯) অনাইশ্ বাও নোইত্ অহুরা মজ্দা,
অষেম্ চা যানাইশ্ জরণএমা।
মনস্ চা য্যত্ বহিশ্তেম্,
যোই বে যোইথেমা দসেমে স্তুতাম্।
যূঝেম্ জেবীশ্তাওং হো,
ঈষো খ্ষথ্রেম্ চা সবংহাম্॥

অন্বয় :—

হে অহুর মজ্দা। অনৈঃ নু ইত্ যানৈঃ, বঃ অষং চ গৃণামি (হে অহুর মজ্দা, আমি এই সব স্তবদ্বারা তোমাকে আর ধর্মকে স্তুতি করিতেছি)। অত্ চ বহিষ্ঠং মনঃ (আর যাহা উত্তম প্রজ্ঞা তাহাকেও)। যে বয়ং স্তুতাম্ দশমে যূথামঃ (যে আমরা স্তুতি করিতে যৌথ পূজায় মিলিত হইয়াছি)। যূয়ং জবিষ্ঠাঃ (আপনি বলবত্তম)। সবসাং ক্ষথ্রং চ ঈষ (প্রেমের শক্তি প্রেরণ করুন)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, যৌথ পূজায় মিলিত হইয়া আমরা এই সব স্তবদ্বারা তোমার, ধর্মের, আর প্রজ্ঞার গুণকীর্তন করিতেছি। তুমি সর্বশক্তিমান, আমাদিগকে প্রেমের শক্তিতে শক্তিমান্ কর।

তাত্পর্য :—

রুদ্রকে ভালবাসার নামই ভক্তি। "সা পরানুরক্তির্ ঈশ্বরে"। জরথুশ্ত্র তাই প্রেম (সবস্) প্রার্থনা করিলেন। তিনি যৌথ উপাসনারও সমর্থক ছিলেন।

টীকা :—যান—যাতি=যাচতে (নিঘণ্টু ৩-১৯) যানং=স্তুতিঃ। জংণামি=গৃণামি। গৃণাতি=অর্চয়তি (নিঘণ্টু) যূথ+ক্বিপ=যূথতি (মিলনে) যূথাম=মিলাম। ঈষতি দানে। সবস্—সু-সুনোতি বন্ধনে। সু+অসুন্=সবস্, প্রেম। দশমঃ=সংঘঃ, দশ সন্তি অস্য ইতি দশ+ম। দ্যু-দ্রুভ্যাং মঃ (৫-২-১০৮) ইতি যোগবিভাগাত্। দশমঃ=সংঘঃ।

সূক্ত ২৮-১০

(১০) অত্ যেংগ্ অষা-অত্ চা বোইস্তা,
বংহেউশ্ চা দাথেংগ্ মনংহো।
এরেথ্বেংগ্ মজ্দা অহুরা,
অএইব্যো পেরেণা আপনাইশ্ কামেম্।
অত্ বে খ্ষ্মইব্যা অস্নূনা বএদা,
খরইথ্যা বইন্ত্যা-স্রবাও॥

অন্বয় :—

অত্ যান্ অষায়াঃ বসু-মনসঃ চ ধাতং অবুদ্ধাঃ (এইতো যাহাদিগকে অষার আর বসু-মনসের বিধান বুঝাইয়া দাও) ঋত্বং মজ্দা অহুরা (সত্বর হে অহুর মজ্দা) এভ্যঃ কামং পূর্ণাং আপ্নাসি (ইহাদিগের কামনা পূর্ণ কর)। অত্ বঃ অশূন্যং বেদ (এই জন্য তোমাকে অমোঘ বলিয়া জানি) স্বরত্যা বন্দ্য-স্রবাঃ (আর প্রভাদ্বারা বন্দ্য-কীর্তি)।

অনুবাদ :—

যখনই যে কেহ ধর্মের আর প্রজ্ঞার বিধান বুঝিয়া (মানিয়া) চলে, অমনই হে অহুর মজ্দা, তুমি তাহার কামনা পূর্ণ কর। তাই তোমাকে অমোঘ বলিয়া জানি, আর জানি যে তোমার মহিমা, বিশ্ব-বিশ্রুত।

তাত্পর্য :—

মহেশ্বর মজ্দা মোক্ষদাতা বটেন, পরন্তু তাহার ভক্তগণ (না চাহিলেও) কাম (সুখ) হইতে বঞ্চিত হয় না।

টীকা :—

অষা-অত্ = অষায়াঃ। সুপাংসু-লুক্ (৭-১-৩৯) ইতি দ্বিতীয়াস্থলে অত্। আপ্নাসি-আপ (ক্র্যাদি) লেট্ সি। লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)। শ্বি+ক্ত = শূন (স্ফীত) ষৃ-স্বরতি উপতাপে (পাণিনি-৭-২-৪৪)। স্বর+অতি = স্বরতিঃ = প্রভা। (উণাদি—৫০৯)

(১১) যে আইশ্‌ অষেম্‌ নিপাওংহে,
মনস্‌ চা বোহ্‌ যবএ তাইতে।
ত্বেম্‌ মজ্‌দা অহুরা ফ্রো মা সীষা,
থ্বহ্‌মাত্‌ বওচংহে।
মন্যেউশ্‌ হচা থ্বা এ-এ-আওং হা,
যাইশ্‌ আ অংহুশ্‌ পওউরুয়ো ববত্‌॥

অন্বয় :—

যথা অনৈঃ অষম্‌ নিপাসে (যেন উহাদ্বারা ধর্মকে পালন করিতে পারি)। বহু মনস্‌ চ তাবতে যবায় (প্রজ্ঞাকেও চিরদিনের জন্য), হে অহুর মজ্‌দা ত্বং মাং প্রশিষ (হে অহুর মজ্‌দা তুমি আমাকে শিখাইয়া দাও) ত্বস্‌মাত্‌ বচসঃ (ত্বদীয় বচনদ্বারা), মন্যোঃ সচা ত্বাম্‌ আয়াসে (মন্যু হইতে তোমার নিকট আসিয়াছি) যা ইশ্‌ আ অসোঃ পৌর্ব্যঃ অভবত্‌ (যা ই ছিল জীবনের আদি)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্‌দা, তুমি যদি নিজের কথা দ্বারা বুঝাইয়া দাও, তবেই আমি ধর্মকে ও প্রজ্ঞাকে চিরদিন পালন করিয়া যাইতে পারিব। গুণের (মায়ার) রাজ্য ছাড়িয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। ইহাই (গুণাতীত অবস্থাই) ছিল জীবনের আদিম (শ্রেষ্ঠ) অবস্থা।

তাত্‌পর্য :—

ধর্মজীবনের প্রেরণা মজ্‌দা হইতেই আসে। ত্রিগুণাতীত (অনপেক্ষ) হইতে পারিলে আনন্দের অভাব হয় না। এই আনন্দ আছে আনন্দময় মজ্‌দার নিকটে। যতই তাহার নৈকট্য, ততই আনন্দ।

টীকা :—

নিপাসে—নি+পা+লেট্‌ এ। সিব্‌ বহুলং লেটি। অয়-অয়তে গমনে। লেট্‌ এ।সিব্‌ বহুলং লেটি (৩-১-৩৪) ভবত্‌=অভবত (৬-৪-৭৫)।

দ্বিতীয়া

মন্থ্য-বিবেকঃ (গুণ-ভেদঃ)

সূক্ত—১০—১

(১) অত্ তা বখ্‌ষো ইষেন্তো যা,

মজ্‌দাথা য্যত্ চীত্ বীদুষে।

স্তওতা চা অহুরাই,

যেস্ন্যা চা বংহেউশ্‌. মনংহো।

হুমান্‌জ্রা অষা যা চা,

যা রওচেবীশ্‌. দরেস্‌তা উর্বাজা॥

অন্বয়ঃ—অত্ যে ইষন্তি তান্ বক্ষ্যে (এখন যাহারা আসিয়াছে, তাহাদিগকে বলিব) মজ্‌দাথা যত্ চিত্ বিদুষ্যং (মজ্‌দা হইতে যাহা বেদনীয়) স্তুতা চ অহুরায় (অহুরের যাহা স্তুতি) যস্না চ বসোঃ মনসঃ (বসু মনসের যাহা যজ্ঞ) সু-মন্ত্রা অষা যা চ (সত্ পরামর্শ-দাত্রী অষাই বা কেমন) যা রুচিভিঃ উর্বাজাং দর্শতে (যাহা প্রভাদ্বারা আত্মানন্দকে দেখায়)।

অনুবাদ—

এখানে যাহারা সমবেত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে, মহেশ্বর মজ্‌দা হইতে যাহা জানিয়াছি তাহা বলিব, অর্থাত্ কোন স্তুতিদ্বারা মহেশ্বর মজ্‌দাকে পাওয়া যায়, প্রজ্ঞা নির্দিষ্ট কর্তব্যই বা কী, জীবনের মূলমন্ত্র যে ধর্ম (ন্যায় নিষ্ঠা), তাহার স্বরূপই বা কী, এই সব রহস্য বুঝাইয়া দিব। ইহাই আত্মানন্দলাভের উপায়।

তাত্‌পর্য ঃ—

যুগে যুগেই ধর্মরাজদের মুখ দিয়া মহেশ্বর মজ্‌দা আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য, মানুষকে জানাইয়া দেন।

টীকা ঃ—

ইষ্‌-ইষ্যতি গতৌ। বিদিষ্য—বিদ্+ইষ্য (উনাদি-৬২৮) বিদুষ্যং= বিদুষে। উরু অনক্তি (রন্‌জয়তি) ইতি উর্বাজঃ আনন্দঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে আ।

সূক্ত ৩০-২

(২) স্রওতা গেউশাইশ্‌ বহিস্তা,
অব এনতা সূচা মনংহা।
আবরেণাও বীচিথহ্যা,
নরেম্‌ নরেম্‌ খখ্যাই তন্নুয়ে।
পরা মজে যাওংহো,
অহ্‌মাই নে সজ্‌দ্যাই বওদন্তো পইতী॥

অন্বয়ঃ—

গোশৈঃ বহিষ্ঠং শ্রবত (কাণ দিয়া হিততম শোন), শুচা মনসা অব বেনত (শুদ্ধ মনদ্বারা দেখ), নরং নরং স্বস্য তনবে বিচিথং আবৃণায় (প্রত্যেকটী মানুষ নিজ নিজ চেতনার জন্য উচিতকে বরণ করিয়া লও) মহত্‌ যাসঃ পরা (মহত্‌ পরীক্ষার পূর্বে) নঃ অস্মৈ শস্ত্যৈ প্রতিবুধ্যস্ব (আমার এই অনুশাসনের দিকে জাগরিত হও)।

অনুবাদ :—

আমি তোমাদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের কথা বলিব। অতএব কাণ দিয়া শোন, আর নির্মল মনে বিচার করিয়া লও। নিজ নিজ আত্মার জন্য যাহা উচিত (শ্রেয়স্কর), প্রত্যেকটী মানুষ তাহা বরণ কর। মহা পরীক্ষার (পাপ-পুণ্য বিচারের) সময় আসিতেছে, তাহার পূর্বেই আমার অনুশাসন শুনিয়া সতর্ক হও।

তাত্‌পর্য :—

মহাপুরুষরা কেবল পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সাধনা যে যার নিজেকেই করিতে হইবে।

টীকা :—

বেণ-বেণতি চাক্ষুষজ্ঞানে। বিচিথ—বি+চি+থ (উণাদি-১৬৭)। যস্‌-যস্যতি চেষ্টায়াং যস্‌+ক্বিপ্‌=যস্‌। মজে=মহে=মহতঃ। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি ষষ্ঠীস্থলে ডে। তনু=মনস্‌ (উত স্বয়া তন্বা সংবদে তত্‌। ঋগ্বেদ—৭-৮৬-২)।

সূক্ত ৩০-৩

(৩) অত্ তা মইন্যূ পওঊরুয়ে,
যা যেমা খফেণা অস্রবাতেম্।
মনহি চা বচহি চা ষ্যওথনোই,
হী বহ্যো অকেম্ চা।
আওস্ চা হুদাওংহো এরেশ্ বীষ্যাতা,
নো ইত্ দুঝ্দাওংহো॥

অন্বয়ঃ—অত্ তৌ পৌর্ব্যৌ মন্যূ (আর সেই পুরাতন দুইটি গুণ), যৌ যমৌ স্ব-ফণৌ চ অশ্রূয়েতাম্ (যাহারা যুগল, অথচ স্বতন্ত্র বলিয়া শ্রুত হয়), মনসি বচসি চ্যৌত্নে চ (মনে বচনে কিঞ্চ কর্মে) তৌ বহীয়স্ অকং চ (তাহারা জ্যায়ান্ আর অঘ—তাহাদের একটী ভাল, একটী মন্দ)। সুধাঃ অনয়োঃ ঋষ্ বীষ্যতি (সুবুদ্ধি এই দুইটির মধ্যে ভালটীকে গ্রহণ করেন)। নো ইত্ দুর্ধাঃ (দুর্বুদ্ধি না বটে)।

অনুবাদ —

দুইটী গুণ (সত্ব আর তমস্), চিরদিন ধরিয়াই বর্তমান আছে। তাহারা মনে বাক্যে ও কর্মে সর্বত্রই স্বতন্ত্র, অথচ পরস্পর সাপেক্ষ। তাহাদের মধ্যে একটী ভাল, অপরটী মন্দ। তন্মধ্যে সুবুদ্ধিগণ ভালটীকে গ্রহণ করে, আর দুর্বুদ্ধিগণ তাহা করে না।

তাত্পর্যঃ—

ভারতীয় দর্শন অনুসারে গুণ তিনটী—সত্ব, রজস্, ও তমস্। ইরাণীয় দর্শন অনুসারে গুণ দুইটী—স্পেন্ত (সত্ব) এবং অংগ্র (তমস্)। সত্ব ও তমোর মিশ্রণ হইতেই রজোগুণ হয়। ইহা সঙ্কর গুণ, মৌলিক গুণ নহে। এই জন্য ধর্মরাজ জরথুশ্ত্র রজোগুণকে গণনার মধ্যে আনেন নাই। সত্বগুণের সাহায্যেই গুণাতীত অবস্থা লাভ করা যায়, এই জন্য সত্ব গুণকে ভাল বলা হইল।

টীকাঃ—

ফণতি গতৌ। স্বফণৌ=স্বতন্ত্রৌ। সুধাসঃ=সুধাগণ। আদ্ জসের্ অসুক্। বি+ইষ্+তে=বীষ্যতে। গৃহ্লাতি। ইষ-ইষ্যতি গতৌ।

(৪) অত্ চা য্যত্ তা হেম্ মইন্যু,
জসএতেম্ পওউর্বীম্ ।
দজ্‌দে গএম্ চা অজ্যাইতীম্ চা,
যথা চা অংহত্ অপেমেম্ অংহুশ্ ।
অচিশ্‌তো দ্রেগ্বতাম্,
অত্ অষাউনে বহিশ্‌তেম্ মনো ॥

অন্বয় ঃ—অত্‌ চ যদা তৌ মন্যূ পৌর্বীং সম্‌-অজসতাম্ (অনন্তর যখন সেই গুণ-দুইটী প্রথম সঙ্গত হইল) গয়ং চ অজ্যাতিং চ দধে (সচলতা ও নিশ্চলতা উত্‌পন্ন করিল)। যথা চ অসোঃ অপমঃ অসত্ (যাহা জীবনের অন্তিমে হইল), দ্রুগ্বতাম্ অচিন্তং (পামর দিগের হীনতম) অত্ অষবনে বহিষ্ঠং মনঃ (আর ধার্মিকে শ্রেষ্ঠ মন) ।

অনুবাদ :—

অতঃপর সেই মন্যু দুইটী (স্পেন্ত আর অংগ্র) যখন প্রথম পরস্পর সংস্পর্শে আসিল, তখন তাহারা জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করিল। জীবনের চরম স্তরে ইহারাই পামরদিগের হৃদয়ে কুবুদ্ধি, কিঞ্চ পুণ্যবানদের হৃদয়ে সুবুদ্ধি রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

তাত্‌পর্য :—স্পেন্ত ও অংগ্র (Centri-petal ও Centri-fugal, প্রত্যক্ ও পরাক্) এই দুইটী গুণের (শক্তির) ঘাত-প্রতিঘাতেই বিশ্ব-জগত্ রচিত হইয়াছে। অতএব জড় ও চিতির সকল ক্ষেত্রেই, কায়-মনো-বাক্য সর্বত্রই, অল্পাধিক পরিমাণে ইহাদের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা মজ্‌দার নিকটে নিয়া যায়, তাহাই স্পেন্ত গুণ, যাহা মজ্‌দা হইতে দূরে নেয়, তাহাই অংগ্র গুণ।

টীকা :—

গাতি =গচ্ছতি (নিঘণ্টু)। গয়ং =গমনশীলং (প্রাণঃ) জ্যা-জিনাতি= বর্ধতে। অজাতিং= গতিহীনং জড়ং। গ্রহি-জ্যা (৬-১-১৬) ইতি ক্তি।

সুক্ত ৩০-৫

(৫) অয়াও মনিবাও বরতা,
যে দ্রেগ্বাও অচিশ্‌তা বেরেজ্যো।
অষেম্ মইন্যুশ্‌ স্পেনিশ্‌তো,
যে খ্রওঝ্‌দিশ্‌তেংগ্‌ অসেনো বস্তে।
যএচা খ্‌ষ্‌ণওষেন্‌ অহুরেম্,
হইথ্যাইশ্‌ য্যওথনাইশ্‌ ফ্রওরেত্‌ মজ্‌দাম্।

অন্বয় :—অনযোঃ মন্যোঃ বরতে (এই গুণ দুইটীর মধ্যে গ্রহণ করে), যঃ দ্রগ্বান্, অচিষ্ঠাং বৃজ্যাং (যে পাপাশয়, সে জঘন্যতম আচারকে) ; স্পেনিষ্ঠঃ অষং মন্যুম্ (যে পুণ্যবত্তম, সে ধর্মময় গুণকে)। যঃ ক্রূড়িষ্ঠং অশ্‌মানংবস্তে (যিনি দৃঢ়তম পাষাণ পরিধান করেন) যে চ সত্যৈঃ চ্যৌত্নৈঃ অসুরং ক্ষ্ণুবন্তি (যাহারা সত্য কর্মদ্বারা অসুরকে খুসী করেন), প্রবরেত্‌ মজ্‌দা৹ (তাহারা মজ্‌দাকে পান)।

অনুবাদ :—

এই দুইটী গুণের মধ্যে, যাহারা পাপাশয় তাহারা অধম কর্মকে আর যাহারা পুণ্যাশয় তাহারা ধর্মময় কর্মকে, বরণ করে—ইহারা (পুণ্যাশয়গণ) যেন দৃঢ়তম পাষাণের বর্মদ্বারা নিজদিগকে আবৃত করে। যাহারা ন্যায়নিষ্ঠ কর্মদ্বারা তাঁহার সেবা করেন, তাঁহারাই অহুর মজ্‌দাকে পাইতে পারেন।

তাত্‌পর্য :—

যাহারা ধর্ম পথে থাকে, তাহারা কখনও বিনষ্ট হয় না। ক্রমশঃ মজ্‌দার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ; পরিণামে মজ্‌দার দর্শনলাভ করিয়া, তাহার পরিকররূপে চিরদিন আনন্দ ভোগ করে।

টীকা :—বৃজ্যা = (বৃহ্যা =) কর্ম। বৃহ-বৃহতি উদ্-যমনে। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াঃ লুক্। খ্রোজ্‌দিশ্‌তং = ক্রূড়িষ্ঠং = কঠিনতমং। অশেনং = অশ্‌মানং। অধো ম-ন-যাং (বররুচি ৩-২) ইতি মকারস্যা লোপঃ। ক্ষ্ণু-ক্ষ্ণৌতি—তেজনে তোষণে চ। সিব্‌-বহুলং লেটি।

সূক্ত—৩০-৬

(৬) অয়াও নোইত্ এরেশ্ বীষ্যাতা দএবাচিনা,
যাত্ ঈশ্ আ দেবওমা।
পেরেস্মনেংগ্ উপাজসত্,
যাত্ বেরেণাতা অচিস্তেম্ মনো।
অত্ অএষেমেম্ হেন্-দ্বারেন্তা,
যা বাঁনয়েন্ অহূম্ মরেতানো।

অন্বয় :—অনয়োঃ দেবাচীনাঃ নো ইত্ ঋষ্ বীষ্যন্তি (ইহাদের মধ্যে দেবযাজীগণ যথাযথ দেখেনা), যত ইশ্ দেবযমাঃ আপ্রষ্টুম্ উপাজস্সন্ (কেননা ইহারা দেবত্ব-আরোপণ পূর্ব্বক উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়)। যত্ অচিষ্ঠং মনঃ বরতে (যেহেতু লঘিষ্ঠ বুদ্ধি গ্রহণ করে) অত্ ইষ্মং সংধুরন্তি (এই জন্য আসক্তি প্রাপ্ত হয়), যঃ মর্ত্যনঃ অসুং ব্যস্নান্তি (যাহা মনুষ্যের চিত্তকে পরিভ্রষ্ট করে)।

অনুবাদ :—দেব যাজকগণ, অদেবে দেবত্ব আরোপণ পূর্বক (প্রতীককে এবং আচারকে ভগবানের স্থানে স্থাপন করিয়া), উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, এই জন্য তাহারা সত্য পথ লাভ করিতে পারে না। তাহারা অধর্ম বুদ্ধি বরণ করে। এই জন্য আসক্তিকে দূর করিতে পারে না। (বিশিষ্টে আসক্ত হইয়া পড়ে)। তাহার ফলে তাহাদের চিত্ত সত্-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

তাতপর্য :—বিমূর্ত (Abstract), মূর্তির (Concrete) ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ধবলত্ব হিম-বিধু-মুক্তার ভিতর দিয়া বুঝা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বিমূর্তকে মূর্তির মধ্যে, নির্বিশেষকে বিশিষ্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় (মূর্তির বাহিরে দেবতা নাই, এমন মনে করা হয়) তাহা হইলে প্রতীকোপাসনা পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হয়। রুদ্রের সর্ব-ব্যাপিত্বের কথা আর মনে থাকে না। তাই ব্যাসদেব "রূপং রূপ-বিবর্জিতস্য ভবতঃ, ধ্যানেন যত্ কল্পিতং" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সাধনার এই সম্ভাব্য ত্রুটির দিকে ভগবান্ জরথুস্ত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

টীকা :—বীষ্যাতা = বীক্ষন্তে। যদ্বা ইষ-ইষ্যতি গতৌ। সর্বে গত্যর্থা জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাঃ স্যুঃ। দেব + অঞ্চ + অপ্ = দেবাঞ্চ। দেবাঞ্চ + খ = দেবাচীন। অদেবং দেবং করোতি ইতি দেবয়তি। সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ণিচ্ ইতি বক্তব্যাত্।

সূক্ত ৩০-৭

(৭) অহ্মাই চা খ্ষথ্রা জসত্,
মনংহা বোহূ অষা চা।
অত্ কের্ল্পেম্ উত যূইতিশ্
দদাত্ আরমইতিশ্ আঁন্মা।
অএষাম্ তোই আ অংহত্,
যথা অয়ংহা আদানাইশ পওঈরুয়ো॥

অন্বয় ঃ—

অস্মৈ চ ক্ষথ্রা জসতি (অপর জনের নিকট অনপেক্ষা যায়) বহু মনসা অষা চ (অধি-চিত্ত আর ধর্মও)। অত অনম্যা আরমতিঃ কল্পম্ উত যূতিং দদাতি (আর অবিচলিত যোগ-নিষ্ঠা তাহাকে সংগঠন বুদ্ধি ও দৃঢ়তা দেয়)। এবাং তদ্ আ অসতি (ইহাদের তাহাই হয়), যথা পৌর্ব্যাং অয়সা আধানাসি (প্রথম হইতেই যেমন ধাতুতে গঠন করিয়াছে)।

অনুবাদ ঃ—

(তত্ত্ব-বিশেষে আসক্তি যাহাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত করে না) তাহাদের নিকট অনপেক্ষা, প্রজ্ঞা ও ধর্ম আসে। নিশ্চল শ্রদ্ধা দ্বারা তাহারা সংগঠন শক্তি ও দৃঢ়তা লাভ করে। আদিতে-ই যেমন ধাতুতে তাহাদিগকে গঠন করিয়াছে, তাহারা তাহার পরিচয় দেয়।

তাত্পর্য ঃ—

"প্রণষ্টঃ শাশ্বতঃ ধর্ম্মঃ সদাচারেণ মোহিতঃ।" (শান্তি পর্ব ২৬৮-২১) যাহারা আচারকে প্রাধান্য দিতে গিয়া ধর্মকে বিসর্জন দেয়, আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যায়, তাহারা কখনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

সদাচারের মোহে পড়িয়া ভগবানকে ভুলিয়া থাকিলে কখনও শক্তিলাভ হয় না। উপায়কে প্রাধান্য দিও না, উপেয়কেই প্রাধান্য দিও।

টীকা ঃ—

কল্প—সংগঠন। কল্পয়তি নির্মাণে। Corpus in Latin. অনেমা= প্রশস্যে (নিঘণ্টু) যদ্বা-আ-নম্যা—প্রণম্যা। ধা—দধাতি। ক্র্যাদি ধানাতি। যুতি—যু যুনাতি বন্ধনে। উত=কিংচ।

সূক্ত—৩০-৮

(৮). অত্ চা যদা অএষাম্,
কএনা জমইতী অএনংহাঁম্।
অত্ মজ্দা তএইব্যো খ্ষথ্রেম্,
বোহ্ মনংহা বোইবিদাইতী,
অএইব্যো সস্তে অহুরা,
যোই অষাই দদেন্ জস্তয়ো দ্রুজেম্ ॥

অন্বয় :—

অত্ চ যদা এষাং ঐনসাং কিনঃ জমতি (তারপর এই পাপাশয়দের বিক্ষেপ যখন চলিয়া যায়), অত্ মজ্দা বহু মনসা তেভ্যঃ ক্ষথ্রং বুবুধ্যাতি (মজ্দা তখন প্রজ্ঞার সহায়তায় তাহাদিগের চিত্তে অনপেক্ষাকে উদ্দীপিত করেন।) এভ্যঃ অহুরঃ শাস্তি (অহুর মজ্দা তাহাদিগকে উপদেশ দেন) যে অষায়ৈ হস্তয়োঃ দ্রুজং দদাতি (যাহারা অষার হাতে পাপকে তুলিয়া দেয়)।

অনুবাদ :—

এই বিপথগামীদের চিত্ত হইতে দুরাগ্রহ যখন চলিয়া যায়, তখন অহুর মজ্দা প্রজ্ঞাবলে তাহাদের মনে অনপেক্ষা জাগাইয়া দেন। যাহারা পাপকে ধর্মের হাতে সঁপিয়া দেয়, স্বয়ং অহুর মজ্দা তাহাদিগকে সত্-পথে চালিত করিতে থাকেন।

তাত্পর্য :—

'আর পাপ করিব না' সাধকের পক্ষে এই প্রতিজ্ঞাটাই যথেষ্ট। বাকী সব কাজ মহেশ্বর মজ্দাই করাইয়া লন।

টীকা :—

কিনঃ = খিনঃ = হিংসা। খৈ—খায়তি খেদনে। খৈ + ন (উণাদি ২৮-৯)। জমতি = গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪)। বুধ + যঙ্ = বুবুধ্যাতি। জস্তয়োঃ = হস্তদ্বয়ে। সং = হ = জেং—জ।

(৯) অত্ চা তোই বএম্ খ্যামা,
যোই ঈম্ ফ্রষেম্ কেরেনাওন্ অহূম্।
মজ্দাওস্ চা অহুরাওংহো,
আ মোয়স্ত্রা বরণা অষা চা।
য্যত্ হথ্রা মনাও ববত্,
যথ্রা চিস্তিশ্ অংহত্ মএথা॥

অন্বয় :—

অত্ চ বয়ং তে স্যাম (তাই আমরা তাদৃশ হইব) যে অহুং পর্ষং কৃণ্বন্তঃ (যাহারা জীবনকে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া), মজ্দাশ্চ অহুরাস (হে মজ্দা অহুর), আ মৈত্রীং অষাং চ বৃণন্তি (মৈত্রী আর ধর্মকে বরণ করে)। যত্ মনঃ অত্র ভবতি (যেহেতু মন তথায় যায়)। যত্র মেথায়াঃ চিশ্তিঃ অসতি (যথায় পুরুষার্থের সূচনা আছে)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, আমরা তাই তাহাদের দলভুক্ত হইব, যাহারা আত্মার পুনরুজ্জীবনের জন্য, মৈত্রী (সংঘবদ্ধতা) ও ধর্ম (ন্যায়নিষ্ঠা) অবলম্বন করে। যথায় পুরুষার্থের সন্ধান মিলে, মন সেই দিকেই যায়।

তাত্পর্য :—

বৌদ্ধের যাহা ত্রিশরণ, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি" এথায় তাহার সূচনা। সংঘ-মৈত্রী-ই ধর্মের রক্ষক।

টীকা :—

মেথা = পুরুষার্থঃ। মেথ—মেথতে সঙ্গমে। যত্র সর্বে গচ্ছন্তি। সুপাং সু-লুক্ ইতি ষষ্ঠ্যাঃ লুক্। পর্ষঃ = অভিষেকঃ। পর্ষতে আর্দ্রীকরণে। কৃ-কৃণোতি + শতৃ = কৃণ্বন্। মৈত্রং = মৈস্ত্রং। সং ও = জেন্দ স্ত। সুপাং সু লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ।

সূক্ত—৩০-১০

(১০) অদা জী 'ঘবা ক্রুজো,
অবো ববইতী স্কেন্দো স্পয়থ্রহ্যা।
অত্ অসিশ্‌তা যওজন্তে,
আ হুশিতোইশ্‌ বংহেউশ্‌ মনংহো।
মজ্‌দাও অষখ্যা চা
'যোই জজেন্তী বংহাউ স্রবহী ॥

অন্বয় :—

অদা হি অপক্রুজঃ স্ফয়থ্রস্য স্কন্দঃ ভবতি (তখন অধম পিশুনের স্ফীতির চ্যুতি হয়), অত্‌ অষিষ্ঠাঃ বসো মনসঃ সুষিতৈঃ যুজ্যন্তে (আর ধর্মিষ্ঠগণ প্রজ্ঞার তন্তুতে সংযুক্ত হন) মজ্‌দাযাঃ অষস্য চ বসৌ শ্রবসি যে জহন্তি (মজ্‌দার আর ধর্মের, পুণ্য কীর্তির জন্য যাহারা চেষ্টা করেন)।

অনুবাদ :—

তখন অধম অধর্মের আস্ফালন হ্রাস পায়, আর ধার্মিকগণ প্রজ্ঞার তন্তুতে দৃঢ় সংবদ্ধ হন, এবং মজ্‌দার আর ধর্মের মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন।

তাত্‌পর্য :—

মজ্‌দায় বিশ্বাস জন্মিলেই পাপের প্রভাব কমিতে থাকে। "ঈশ্বর আছেন, আর সব দেখিতেছেন", ইহা মনে থাকিলে কি আর মানুষ পাপ করিতে পারে?

টীকা :—

স্কন্দঃ=বিনাশঃ। স্কন্দ-স্কন্দতি ক্ষরণে। সুসিতিঃ=প্রীতিঃ, তন্তুঃ বা সিনোতি বন্ধনে। জজতি=জহতি=গচ্ছতি। হা-জিহীতে গতৌ। স্ফায়+ত্র=স্ফায়ত্র=স্ফীতি। অষাবান্‌+ইষ্ঠ=অসিষ্ঠ। বিন্‌-মতোর লুক্‌। শ্রবন্‌=কীর্তি

সূক্ত ৩০-১১

(১১) য্যত্ তা উর্বাতা সষথা,
যা মজ্‌দাও দদাত্ মষ্যাওংহো।
খীতি চা এনেইতী,
য্যত্ চা দেরেগেম্ ভ্রেগ্বোদেব্যো রষো।
সব চা অষবব্যো,
অত্ অইপী তাইশ্ অংহুইতী উশ্তা॥

অন্বয় :—হে মষ্যাসঃ (হে মনুষ্যগণ) যত্ তৌ-উর্বতৌ শসতঃ (দুইটী চিত্ত, পর এবং অবর চিত্ত—যে নির্দেশ দেয়)। যৌ মজ্‌দাঃ অদধাত্ (যে দুইটী চিত্তকে মজ্‌দাই স্থাপন করিয়াছেন)। স্বিতি চ অনিতি চ (সুপথ আর কুপথ)। যত্ চ ক্রুগ্বদ্ভ্যঃ দুর্গং রসতি (পাপরদিগকে যাহা দুর্গতি দেয়)। সবং চ অষবদ্ভ্যঃ (ধার্মিকদিগকে আনন্দ)। অত তৈঃ অপি উশ্তংঅসতি (তাহা দ্বারাও কল্যাণ-ই হয়)।

অনুবাদ :—হে মনুষ্যগণ, মজ্‌দা আমাদিগকে যে দুইটী চিত্ত (Lower-Self and Higher-Self, চিত্ত এবং অধিচিত্ত) দিয়াছেন, যাহা যথাক্রমে দুর্নীতি ও সুনীতি শিক্ষা দেয়, এবং যাহা পাপীদিগকে দুর্গতি, এবং পুণ্যবানদিগকে আনন্দ আনয়ন করে, তাহা দ্বারাও কল্যাণ-ই সাধিত হয়।

[পাপকে জয় করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা দিবার জন্যই পাপের সত্তার প্রয়োজন। তাই পাপ আছে বলিয়াই মজ্‌দাকে অমঙ্গলময় বলা চলে না। দ্বন্দ্ব না হইলে সৃষ্টি হয় না—পাপ ও পুণ্যের খেলা আছে ও থাকিবে। পাপ ও দুঃখ দিয়া মজ্‌দা আমাদের নির্মল আনন্দ ভোগের শক্তি বাড়াইয়া তোলেন।]

তাত্পর্য :—পুণ্যময় জীবন, নিজের চেষ্টা দ্বারা গঠন করিতে হয়—অপর কেহ হইতে দান স্বরূপ ইহা পাওয়া যায় না। পাপের প্রলোভন থাকিবেই, কারণ উহা চরিত্র গঠনের উপাদান। প্রলোভন না থাকিলে, উহা জয় করিবার কথাও উঠে না, মনুষ্যত্ব অর্জনের কথাও উঠে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমৃতত্বের পথ। যতই মজ্‌দার নিকটবর্তী হওয়া যায়, পাপ ও দুঃখের শক্তি ততই নষ্ট হইতে থাকে।

টীকা :—মষ্যাসঃ = মষ্যাঃ। আদ্ জসের্ অসুক। ই-গতৌ। সু, ইতি = স্বিতি। ন ইতি = অনিতি। রস-রসতি আবাহনে। রসতি = অটতি (নিঘণ্টু ৩-১৪)। মন্ত্রে ঘস-হ্বর ইতি শের্ লুক্।

তৃতীয়া

অগুশ্‌তা-বাক্ (অশ্রুত কথা)

সুক্ত ৩১-১

(১) তা বে উর্বাতা মরেন্তো,
অগুশ্‌তা বচাও সেংগ্‌হামহী।
অ্এইব্যো যোই উর্বাতাইশ্‌ দ্রুজো,
অষহ্যা গএথাও বীমেরেঞ্চইতে।
অত্‌ চিত্‌ অএইব্যো বহিশ্‌তা
যোই জরজ্‌-দাও অংহেন্‌ মজ্‌দাই॥

অন্বয় :—তদ্‌ বঃ উর্বতা স্মরন্তু (তাই তোমরা মনদিয়া আলোচনা কর)। অগুস্তানি বচাংসি শসামহি (অশ্রুতপূর্ব কথা বলিব)। এভ্যঃ যে দ্রুজঃ উর্বাতৈঃ অষস্য গয়থান্‌ বিমৃঞ্চতে (তাহাদিগের পক্ষে হিতকর, যাহারা পিশুনের পরামর্শে ধর্মের জনপদ বিনষ্ট করে)। অত্‌চিত্‌ এভ্যঃ বহিষ্ঠং (কিঞ্চ তাদের পক্ষেও হিতকর)। যে মজ্‌দায়ৈ হৃদ্‌-ধাঃ অসন্তি (যাহারা মজ্‌দাতে হৃদ-ধাতা হন)।

অনুবাদ :—তোমরা মনোযোগ দিয়া শোন, আমি এমন কথা বলিব যাহা পূর্বে কখনও শোন নাই। ইহা সকলের পক্ষেই হিতকর,—যাহারা পাপের প্ররোচনায় ধর্মের অঞ্চল উত্‌সন্ন করে, তাদের পক্ষেও, আর যাহারা মজ্‌দাতে মন সমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও।

তাত্‌পর্য :—জীবনের উদ্দেশ্য কী, সেই কথা ধর্মরাজ জরথুস্ত্র বলিবেন, তাই সকলকেই মনোযোগ দিয়া শুনিতে বলিলেন। কেবল মজ্‌দার অনুগ্রহেই মানুষ শান্তি পাইতে পারে, একথা এমন করিয়া পূর্বে আর কেহ বলে নাই।

টীকা :—উর্বত্‌ = মন। মৃচি-মর্চয়তি বিনাশে। শে মুচাদীনাং (৭-১-৫৯) মৃঞ্চতি। উরু অততি (গচ্ছতি)। উর্বাত॥ ব্রত নির্দেশ।

(২) যেজি আইশ্ নোইত্ উর্বাণে,
অদ্বাও অইবী-দেরেস্তা বখ্যাও।
অত্ বাও বীস্পেংগ্ আয়োই যথা রতূম্,
অহুরো বএদা ।
মজ্দাও অয়াও আংসয়াও,
যা অষাত্ হচা জ্বামহী ॥

অন্বয় :—

যদ্ হি অনৈঃ উর্বাণে অধ্বান্ অভি-দৃচং নৃ-ইত্ বীক্ষে (যেন ইহাদ্বারা আত্মার জন্য পথ ভাল করিয়া দেখিতে পারি)। অত্ বেদিতুং, বঃ, যথা রতুং, বিশ্বা অয়ে) তাই জানিবার জন্য তোমার নিকট সর্বথা আসিয়াছি, যেমন ঋষির নিকট)। অহুরা, অয়াঃ আংস্যাঃ (হে অহুর, তাহা বল)। যথা অষাত্ সচা জীবাম হি (যেন ধর্মের সহিত জীবন যাপন করিতে পারি)।

অনুবাদ :—আত্ম-লাভের পথ যেন ভাল করিয়া জানিতে পারি, এই অভিপ্রায়ে আমরা তোমার নিকট, হে অহুর, পূর্ণ বশ্যতা নিয়া আসিয়াছি—লোকে যেমন গুরুর নিকট যায়। হে মজ্দা, যাহাতে আমরা ধর্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া জীবন যাপন করিতে পারি, তাহা আমাদিগকে শিখাইয়া দাও।

তাত্পর্য :—

সর্বজ্ঞ মজ্দাই 'জীবনের উদ্দেশ্যের কথা ভাল করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। অন্যে বলিতে গেলে হয়ত "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না" অবস্থা হইবে।

টীকা :—বথ-বথতি গতৌ। দিবাদি লিঙ্ ঈয় । সর্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ স্যুঃ। অয়-অয়তে গতৌ। লট্ এ অয়ে। বেদা=বেদিতুং। দৃশে বিখ্যে চতু (৩-৪-১১)। আখ্যাস্=ব্রুহি। আ+খ্যা+লেট্ সি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭) আখ্যাস্=আস্যাস্=আস্যাস্। চক্ষ=(১) খ্যা (২) কৃশা (২-৪-৫৪ (৩) স্যা (in Zend)। জীব=জ্ব তনি পত্যোদ্ (৬-৪-৯৯)। ' ইতি উপধা লোপঃ।

(৩) যাঁম্ দাও মইন্যু আথ্রা চা,

অষা চা চোইশ্ রাণোইব্যো খ্ষ্ণুতেম্।

য্যত্ উর্বতেম্ চজ্দোংহ্বাদেব্যো,

তত্ নে মজ্দা বীদ্বনোই বওচা।

হিজ্বা থ্বহ্যা আওংহো

যা জন্তো বীস্পেংগ্ বাউরয়া ॥

অন্বয় :—

রাণিভ্যঃ যং মন্যুম্ অত্রিং অষাং চ দাসি (সাধকদিগকে যে গুণ, যেঅগ্নি, আর যে ধর্মতুমি দাও) যত্ ক্ষ্ণুতম্ চেশসি (যে তৃপ্তি প্রেরণ কর) চষ্টন্-বস্ত্যো যত্ উর্বাতং চেশসি (বিচক্ষণদিগকে যে ব্রত দেও)। হে মজ্দা বিদ্বনে মহ্যং তত্ বচ (হে মজ্দা, জিজ্ঞাসু আমাকে তাহা বলিয়া দাও)। ত্বস্য জিহ্বাং, আয়াসে (তোমার জিহ্বার নিকট আসিয়াছি)। যত্ বিশ্বং জন্তুং বাবরয়ে (যেন বিশ্বজনীন জীবন বরণ করিয়া লইতে পারিব)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, তোমার প্রসাদে সাধকগণ যে সাত্বিকতা যে সাগ্নিকতা, যে ধর্মভাব, পাইয়া থাকে, যে আনন্দ তাহাদিগকে দিয়া থাক, বিচক্ষণ সাধুরা যে ব্রত অনুসরণ করে, আমি কেমনে তাহা পাইব, বলিয়া দাও। যাহাতে সার্বজনীন জীবন লাভ করিতে পারি এই অভিপ্রায়ে আমরা তোমার উপদেশ শুনিতে আসিয়াছি।

তাত্পর্য :—

সাত্বিকতা, গার্হস্থ্য-নিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই পরশুরাম জরথুস্ত্রের নির্দেশ।

টীকা :—

দাও = দাস্। দা + লেট সি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। চিশ্-চিশতি প্রেরণে। লুঙ্। মন্ত্রে ঘস্হ্বর ইতি লের্ লুক্। আয়াসে = আগচ্ছামি। আ + যা + লেট্ এ। সিব্ বহুলং লেটি। বাবরে—বৃ + যঙ্ + লট্ এ। চশ = দর্শনে। চষ্টম্—দৃষ্টি। চষ্টা। বক্তৃণ।

সূক্ত-৩১-৪

(৪) যদা অষেম্ জেবীম্ অংহেন্,
মজ্দাওস্ চা অহুরাওং হো।
অষি চা আরমইতী,
বহিশ্তা ইষসা মনংহা।
মইব্যো খ্ষথ্রেম্ অওজোংগহ্বত
যেহ্যা বেরেদা বনএমা দ্রুজেম্॥

অন্বয় :—

হে অহুরাসঃ মজ্দাঃ (হে অহুর মজদা) যদ্ আ অষম্ জীব্যং অসন্ (যেন অষ উপজীব্য হইতে পারে) অষিং চ আরমতিং বহিষ্ঠয়া মনসা ইষসে (পুণ্যা শ্রদ্ধাকে উত্তম প্রজ্ঞা দ্বারা পাইতে ইচ্ছা করিতেছি) মহ্যং ওজস্বত্ ক্ষথ্রং চ ইষসে (আমার জন্য বলবত ক্ষথ্র ও চাহিতেছি)। যস্য বরতঃ দ্রুজং বনুয়াম (যাহার প্রসাদে কল্মষকে অপনীত করিতে পারিব)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, যাহাতে ধর্মই আমার জীবনের অবলম্বন হয়, এই উদ্দেশ্যে আমি প্রজ্ঞাদ্বারা শুভ শ্রদ্ধা পাইতে ইচ্ছা করি। আমাকে এমন প্রবল অনপেক্ষা দাও, যেন আমি পাপের প্ররোচনা ব্যাহত করিতে পারি।

তাত্পর্য :—

অনপেক্ষা দ্বারা পাপের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিবে। শ্রদ্ধাদ্বারা মজ্দাকে পাইবে।

টীকা :—

ইষসে = ইচ্ছামি। ইষ + লেট এ। সিব্ বহুলং লেটি। বনুয়াম = হন্যাম। বনুষ্যতি = হন্তি (নিঘণ্টু ৪-২) বচনে ব্যত্যয়ঃ।

সূক্ত—৩১-৫

(৫) তত্ মোই বীচিথ্যাই বওচা,
যাত্ মোই অষা দাতা বহ্যো।
বীদূয়ে বোহূ মনংহা,
মেন্‌চা দইথ্যাই যেহ্যা মা এরেষিশ্।
তা চীত্ মজ্‌দা অহুরা,
যা নোইত্ বা অংহত্ অংহইতী বা॥

অন্বয় :—তত্ মে বিচিত্যৈ বচ (তাই আমার জ্ঞানের জন্য বলিয়া দাও) যথা অষা মে বহীয়স্ দাতা (কেমনে ধর্ম আমাকে শ্রেয়স্ দান করিবে) বহুমনসা বিদে, মন্‌দধ্যৈ চ, যত্র মম আর্ষিঃ (প্রজ্ঞাদ্বারা জানিব, আর নিদিধ্যাসন করিব, যথায় আমার কল্যাণ)। তা চিত্ মজ্‌দা অহুরা (হে অহুর মজ্‌দা, তাহাও)। যা নূইত্ অসত্, অসতি বা (যাহা হইয়াছে, বা হইবে)।

অনুবাদ :—হে অহুর মজ্‌দা, আমাকে বুঝাইয়া দাও, যে কেমনে আমি ধর্ম দ্বারা অধিক কল্যাণ লাভ করিতে পারি। কোথায় আমার মঙ্গল, তাহা আমি প্রজ্ঞার সাহায্যে বুঝিতে, ও বার বার স্মরণ করিতে (নিদিধ্যাসন করিতে), চাই। পূর্বেই বা কী ছিল, ভবিষ্যতেই বা কী হইবে, এই সকল তত্ত্ব ও জানিতে চাই।

তাত্‌পর্য :—ধর্মই (ন্যায়-নিষ্ঠাই) যে প্রকৃত পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) এই কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে কর্তব্য সাধনে দৃঢ়তা আসে না। তাই পরশুরাম, জরথুস্ত্র, ধর্ম যে কল্যাণকর তাহা বুঝিতে চাহিতেছেন। আবার, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, বিশ্বের উত্‌পত্তি কোথা হতে, পরিণতি কোথায়, এইসব প্রশ্নের আলোচনা ব্যতীত পুরুষার্থ নির্ণীত হইতে পারে না।

টীকা :—বিচিতিঃ=জ্ঞানম্। বি+চিত+ই (উণাদি ৫৬৭) দা+লুট্ তা=দাতা। বিদুয়ে-বিদ্+লট এ। অত্র তনাদিঃ। বহুস্=বহীয়স্। মন্= সং (উপসর্গঃ)। মন্+ধ্যৈ+লোট্ ঐ। ধ্যে=ধ্যায়তি। অত্র জুহো- ত্যাদিঃ দধ্যতে। দধ্যৈ।

সূক্ত—৩১-৬

(৬) অহ্মাই অংহত্ বহিশ্তেম্,

যে মোই বীদ্বাও বওচত্ হইথীম্ মান্থ্রেম্।

যিম্ হউর্বতাতো অষহ্যা,

অমেরেতাতস্ চা।

মজ্দাই অবত্ খ্ষথ্রেম্।

য্যত্ হোই বোহু বখ্ষত্ মনংহা॥

অন্বয় :—

অস্মৈ অসত্ বহিষ্ঠং (তাহার হইবে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল)। যঃ বিদ্বান্ মে সত্যং মন্ত্রং অবোচত্ (যে বিদ্বান আমার সত্য মন্ত্র প্রকাশ করিবেন)। যঃ সর্বতাতেঃ অষস্য অমৃতাতেঃ চ (যাহা আধ্যাত্মিকতা, ধম, আর অমৃতত্ব লাভের সাধন)। অবত্ মজ্দায়াঃ ক্ষথ্রম্ (সেই শক্তি মজ্দারই বটে)। যত্ বহু মনসা স বক্ষতি (যাহা অধি-চিত্তের সাহায্যে তিনি দিয়া থাকেন)।

অনুবাদ :—

যে তত্ত্ববিদ্ ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, এবং ব্রহ্মবিদ্যা সমন্বিত আমার এই মন্ত্র (সাধন প্রণালী) প্রচার করিবেন, তাহার প্রচুর মঙ্গল হইবে। প্রজ্ঞাতে আমরা যে শক্তি দেখিতে পাই (সুখের প্রলোভন উপেক্ষা করিবার) সেই শক্তি মজ্দারই বটে।

তাত্পর্য :—

মজদা স্বয়ং যে শক্তির উত্স, তাহা অপরাজেয়। প্রজ্ঞাকে (Conscience) অবলম্বন করিয়া থাকিলে, পরমার্থ লাভ সুনিশ্চিত

টীকা :—

অসত্ = ভবতি। অস্-অস্তি + লেট্ তি। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু। সং 'স' = জেন্দং হ। বক্ষতি দানে ছান্দসঃ হোই = হে = সেঃ। সংস্কৃত-স = জেন্দ হ। সংস্কৃত এ = জেন্দ ওই। সুপাং সু-লুক্ ইতি সু স্থলে এ = সে

সূক্ত—৩১-৭

(৭) যস্ তা মন্তা পওঈরুয়্যো,
রওচেবীশ্ রোইথ্বেন্ খাত্রা।
হেৢা খ্রত্বা দাঁমিশ,
অষেম্ যা দারযত্ বহিস্তেম্ মনো।
তা মজ্দা মইন্যু উখ্‌ষ্যো
যে আ নূরেম্ চিত্ অহুরা হামো॥

অন্বয় :—

যস্ তং মন্ত্রং পৌর্বং মন্তা (যে জন সেই মন্ত্রকে পৌর্ব্য বলিয়া মানে)। স খাত্রায়াঃ রুচিভিঃ রুট্যাতি (সে শুচিতার প্রভায় দীপ্ত হয়)। স্বঃ ক্রতোঃ ধামিঃ (তাহাই কর্তব্যের নিদান) যত বহিষ্ঠং মনঃ অষাং ধরতি (যে উত্তম-প্রজ্ঞা ধর্মকে ধরিয়া রাখে)। তদ্ মজ্দা মন্যুং উক্ষ (তাই মজ্দা সেই মতি দাও)। অহুরা, যঃ নূরেম্ চিত্ সমঃ (হে অহুর, যাহা সর্বদাই একরূপ)।

অনুবাদ :—

যে জন আমার সেই মন্ত্রকে (সাধন প্রণালীকে) শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে, তাহার পবিত্রতা দিনে দিনে উজ্জ্বল হয়। যাহা ধর্মকে পালন করিয়া চলে, সেই উত্তম প্রজ্ঞাই কর্তব্যের মূল ভিত্তি। হে অহুর মজ্দা, আমাকে তাদৃশ চিত্ত দাও, যাহা সকল অবস্থাতেই সমান থাকে।

তাত্পর্য :—প্রজ্ঞাই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। প্রজ্ঞার আদেশ সকলের পক্ষেই সমান—প্রজ্ঞা একজনকে সত্য কথা বলিতে, অপরকে মিথ্যা কথা বলিতে বলেনা। 'নিত্যং চ সমচিত্তত্বং ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু'ই শান্তির পথ।

টীকা :—

রুট-রোটয়তি দীপ্তৌ। অত্র তনাদি লেট্ অন্তি। ইতশ্চ লোপঃ। উষতি বক্ষতি সেচনে, দানে চ। ক্রত্বাঃ=সুপাং সু লুক ইতি ষষ্ঠী স্থলে আ। ধামিঃ=নিদানং। ধা+মি (উণাদি ৪৯২)।

(৮) অত্ থ্বা মেংগ্হী পওঁর্বীম্
মজ্দা যেজীম্ স্তোই মনংহা।
বংহেউশ্ পতরেম্ মনংহো,
য্যত্ থ্বা হেম্—চশ্মইনী হেন্গ্রবেম্।
হইথীম্ অযহ্যা দাঁমীম্,
অংহেউশ্ অহুরেম্ শ্যওথনএষু॥

অন্বয়ঃ—

অত তাং অমংসি পৌব্যম্ (প্রথমই তোমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিলাম)। হে মজ্দা মনসা অস্তি-যাজ্যম্ (হে মজ্দা, চিত্তদ্বারা চির-যজনীয়)। বসোঃ মনসঃ পিতরং (প্রজ্ঞার জনক)। যত্ ত্বাং চশ্মনি সং অগৃভম্ (যখনই তোমাকে চক্ষুতে গ্রহণ করিলাম)। অবস্য সত্যং ধামিং (ধর্মের যথার্থ মূল)। অসোঃ চ্যৌত্নেষু অসুরং (জীবনের কর্মগুলিতে প্রভু)।

অনুবাদঃ

হে মজদা, যখনই তোমাকে চক্ষুদ্বারা দেখিলাম, তখনই বুঝিতে পারিলাম যে তুমি সর্ব-শ্রেষ্ঠ, সদা-পূজ্য, প্রজ্ঞার জনক, ধর্মের নিদান, আর জীবনের সকল কর্মের নিয়ামক।

তাত্পর্যঃ—

পূর্ব মন্ত্রে বহিষ্ঠ মন অর্থাত্ পরিপ্রজ্ঞাকে (Absolute Conscience) শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রে বলা হইল যে হে মজ্দা, বহিষ্ঠ মন যে তোমারই দান। তুমি ধর্মের মূল ও কর্মফলের বিধাতা; অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ও সদাপূজ্য।

টীকাঃ—

গৃভম্ = অগৃভম্ = অগৃহ্ণাম্। হ্ব-গ্রহোর ভঃ। স্তি = অস্তি = চিরন্তনং। হেন্ = হেন্ = সং-সং। প্র-সম্ উপো দঃ ইতি দ্বিরুক্তিঃ। ধা—দধাতি + মি = ধামিঃ = নিদানং।

সূক্ত—৩১-৯

(৯) থ্বোই অস্ আর্মইতীশ্,
থ্বে আ গেউশ্ তষা।
অস্ খ্রতূশ্ মইন্যেউশ্ মজ্দা অহুরা,
য্যত্ অখ্যাই দদাও পথাম্।
বাস্ত্র্যাত্ বা আইতে,
যে বা নো ইত্ অংহত্ বাস্ত্র্যো॥

অন্বয় :—

থ্বা অস্ আরমতিং (তুমি ই শ্রদ্ধাকে) থ্বে অষা গোঃ অতসঃ (তুমিই জগতকে সৃষ্টি করিয়াছ)। হে অহুর মজ্দা, অস্ মন্যোঃ ক্রতুম্ (হে অহুর মজ্দা, আর গুণ এবং কর্তব্যকে)। যত্ অস্মৈ পথং দদাসি (তাই কিনা তুমি উহাকে পথ দাও)। বাস্ত্র্যাত্ বা আয়াতি (যে জন কর্মদ্বারা অগ্রসর হয়)। যো বা নো ইত্ বাস্ত্র্য অসতি (যে বা কর্মশীল হয় না)।

অনুবাদ :

হে অহুর মজ্দা, এই জগৎও তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, আর শ্রদ্ধাও তুমিই দিয়াছ। আর গুণ এবং কর্মও তোমারই বিধান। যাহারা (যোগ অবলম্বন করিয়া) কর্ম করিয়া যায়, কিম্বা যাহারা (সাংখ্য অবলম্বন করিয়া) কর্ম ত্যাগ করে, তুমিই এই উভয় পথের প্রদর্শক।

তাত্পর্য :—

কর্মক্ষেত্র এবং কর্মপ্রবৃত্তি এই উভয়ই মজ্দা হইতে লব্ধ। তাই তাঁহাকে পূর্ব মন্ত্রে ধর্মের মূল বলিয়া বলা হইয়াছে।

টীকা :—

তস—তসতি নির্মাণে (ছান্দসঃ) লঙ্ স। বহুলং ছন্দসি অমাঙ্ যোগেঽপি। মন্যেউস্=মন্যোঃ। অতসঃ ইত্যস্য কর্মনি ষষ্ঠী অধীগর্থ-দয়েশাং। দদাস্=দদাসি। দা+লেট্ সি।ই তশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)।

(১০) অত্ হী অয়াও ফ্রবরেতা বাস্ত্রীম্,
অখ্যাই ফ্সূয়ন্তেম্।
অহুরেম্ অষবনেম্,
বংহেউশ্ ফ্যেঙ্হীম্ মনংহো।
নো ইত্ মজ্দা অবাস্ত্র্যো,
দবাংস্চিনা হুমেরেতোইশ্ বখ্স্তা॥

অন্বয় :—

অত্ হি অনযোঃ বাস্ত্রং প্রবরত (এখন ইহাদের মধ্যে তোমরা কর্মকেই বরণ করিও)। অস্মৈ প্সূয়ন্তং (নিজের পক্ষে অভ্যুদয় কারক।) অসুরং অষবন্তং বসোঃ; মনসঃ প্স্যাসং (শক্তিমান, ধর্মশীল, আর প্রজ্ঞার প্রকাশক)। হে মজ্দা, দম্ভাচীনঃ অবাস্ত্র্যঃ, নো ইত্ সুমৃতেঃ ভক্তা (হে মজ্দা ছলনা পরায়ণ কর্মত্যাগী, স্মৃতির ফলভাক্ হয় না)।

অনুবাদ :

কর্মগ্রহণ ও কর্ম-বর্জন, এই দুয়ের মধ্যে তোমরা কর্ম-গ্রহণকেই বাছিয়া নিও। কারণ কর্মই যার যার প্রভাবের হেতু। কর্মই শক্তিমান্ ধর্মময়, আর প্রজ্ঞার বিকাশক। হে মজ্দা, ছলনা পরায়ণ (কর্ম না করিয়াই ফল লাভেচ্ছু) কর্ম-ত্যাগী কখনও শাস্ত্র হইতে কোনও ফল লাভ করিতে পারে না।

তাত্পর্য :—গৌতম বুদ্ধ বলিয়াছেন "তুম্হেহি কিচ্চং আতপ্পং আখ্যাতারো তথাগতা" (ধম্মপদ—২০-৪)। তথাগত কেবল বলিয়া দিতে পারেন, সাধনা করিতে হইবে তোমাদিগকেই।

টীকা :—

প্সূ=রূপ (নিঘণ্টু ৩-৭)। প্সূ+ক্বিপ্ প্সূয়তি=ভূষয়তি। ভক্ষিতা= ভোক্তা। প্সাতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪)। প্সা+স (উণাদি—৩৪৯) দভ—দম্নোতি বঞ্চনে। দম্ভ+অঞ্চ+খ=দম্ভাচীনঃ=বঞ্চকঃ। স্মৃতে কর্মণি ষষ্ঠী।

(১১) যাত্ নে মজ্দা পঔর্বীম্,
গএথাওস্ চা তষো দএনাওস্ চা।
থ্বা মনংহা খ্রতূশ্ চা,
যাত্ অস্তবন্তেম্ দদাও উস্তনেম্।
যাত্ শ্যওথনাচা সেংগহাংস্ চা
যথ্রা বরেণেংগ্ বসাও দায়েতে॥

অন্বয় :—

যত্ নঃ মজ্দা পৌর্ব্যং (যেহেতু হে মজ্দা তুমি আমাদের জন্য প্রথম হইতেই) গয়থং চ অতসঃ ধ্যানাং চ (জড় সৃষ্টি করিয়াছ, চৈতন্য ও) ত্বা মনসাং ক্রতুং চ (তুমি অধি-চিত্তকে আর ক্রতুকে) যদ্ অস্থিমন্তং অদধাঃ উশ্তনুম্ (আর আত্মাকে দেহাশ্রিত করিয়া স্থাপিত করিয়াছে)। যত্ চৌত্ন্যাং চ শংসাং চ (আর কর্মকে এবং বাক্যকে সৃষ্টি করিয়াছ) যত্র বশায়াঃ বরণং দীয়তে (যথায় ইচ্ছার স্বচ্ছন্দতা দেওয়া হইয়াছে)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, যে হেতু তুমি প্রথম হইতেই জড় ও চিতি, উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছ; প্রজ্ঞা আর কর্তব্য উভয়ই দিয়াছ; আত্মাকে দেহাশ্রিত করিয়া স্থাপন করিয়াছ, আর কর্ম ও বাক্য সৃষ্টি করিয়া সে বিষয়ে আমাদেরে স্বাধীনতা দিয়াছ (করিতে পারি, নাও পারি; বলিতে পারি, নাও পারি) [অতএব শুধু মানসিক চিন্তা নিয়া থাকা আমাদের উচিত নয়, শারীরিক কর্মের ও প্রয়োজন আছে।]

তাত্পর্য :—"শরীর-যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ্ অকর্মণঃ"— যতদিন শরীর আছে, ততদিন কার্য করিতেই হইবে।

টীকা :—উস্তনুং = উত্তনুং = অধিচিত্তং। গয়থং = গয়থা = জড়ং। ধ্যানা = চিতি। মনসা = মনসাং। ক্রতুঃ = ক্রতুম্। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে সু। উস্-তনুং = অধিচিত্তম্ (higher self),

(১২) অথ্রা বাচেম্ বরইতি,
মিথ-হ্বচাও বা এরেষ-বচাও বা।
বীদ্বাও বা এবীদ্বাও বা,
অহ্বা জেরেদা চা মনংহা চা।
আমুশ্-হথ্শ্ আর্মইতীশ্ মইন্যু পেরেসাইতে,
যথ্রা মএথা॥

অন্বয় :—

অত্র বাচং ভরতি (এথায় বচন উচ্চারণ করে)। মিথ্যা-বচা বা ঋষ্-বচাঃ বা (মিথ্যাবাদীই হউক, কিম্বা সত্যবাদীই হউক)। বিদ্বাস্ বা অবিদ্বাস্ বা (বিদ্বানই হউক্ আর মূর্খই হউক) অস্য হৃদা মনসা চ (উহার চিত্ত ও মন অনুসারে) আনুষক্ আরমতিঃ মন্যুং প্রেষতে (সত্যই শ্রদ্ধা সংকল্প কে নিয়োগ করে) যত্র মেথা (যেথায় পুরুষার্থ)।

অনুবাদ :—

নানাজনে নিজ নিজ মন অনুসারে নানাবিধ মত প্রকাশ করে। তাহাদের কাহারও মত সত্য, কাহারও মত ভ্রান্ত; কেহ বা বিদ্বান কেহ বা মূর্খ। পরন্তু যেটীই পুরুষার্থ হউক না কেন, শ্রদ্ধাই সংকল্পকে লক্ষ্যের দিকে নিতে পারে!

তাত্পর্য :—

পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) যাহাই হউক না কেন, চেষ্টা ব্যতীত তাহা লাভ করা যায় না। শ্রদ্ধা না থাকিলে চেষ্টা হয় না।

টীকা :—

জেরেদা = হৃদা। সংস্কৃত হৃ = জেন্দ জ্। আনুষক্ = দ্রাক্। প্রেষতে = প্রেরয়তি। মেথতি সংগমে। মেথা = লক্ষ্যং পুরুষার্থঃ।

(১৩) যা ফ্রসা আবীষ্যা,

যা বা মজ্‌দা পেরেসাইতে তয়া।

যে বা কসেউশ্‌ অএনংহো,

আ মজিশ্‌তাম্‌ অয়মইতে বুজেম্‌।

তা চশ্মেনেংগ্‌ থ্বিস্রা, হারো অইবী অষা অইবী,

বএনহী বীস্পা॥

অন্বয় ঃ—

যা পৃসা আবিষ্যা (যে প্রশ্ন প্রকট) হে মজ্‌দা, যা বা তায়ু পৃস্যতে (হে মজ্‌দা, যাহা বা গোপনে জিজ্ঞাসিত হয়)। যদ্বা ঐনসঃ কস্তুঃ মহিষ্ঠং ভূজং আয়মতে (অথবা পাপীজন যে মহত্‌ দুর্ভোগ প্রাপ্ত হয়)। তদ্‌ ত্বিস্রা চশ্‌মনা (তাহা তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বারা)। হারঃ অপি অষা অপি (অশুভই হউক, আর শুভই হউক)। বিশ্বং বেনসি (সবই দেখ)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্‌দা, যে কথা লোকে প্রকাশ্যে আলোচনা করে, কিম্বা যাহা গোপনে বলে, আর পামরজন যে কঠিন প্রতিফল ভোগ করে, শুভই হউক আর অশুভই হউক, সব কিছুই তুমি তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা দেখিয়া থাক।

তাত্পর্য—

মানুষ চিন্তায়ও যে পাপ করে, সর্বজ্ঞ মজ্‌দার নিকট তাহা অজ্ঞাত থাকে না।

টীকা ঃ—

তায়ু = স্তেন (নিঘণ্টু ৩-৪)। আযমতে = গচ্ছতি। যম্‌ = গতৌ। হার = ক্রোধ (নিঘণ্টু ২-১৩)। বেনহি = বেনসি = পশ্যসি। সংস্কৃত স = জেন্দ হ।

(১৪) তা থ্বা পেরেসা অহুরা,
যা জী আইতী জেংগ্‌হতি চা।
যাও ইষুদো দদেন্তে দাথ্রানাংম্‌,
হচা অষাউনো।
যাওস্ চা মজ্‌দা দ্রেগ্‌বোদেব্যো,
যথা তাও অংহেন্ হেন্-কেরেতা য্যত্॥

অন্বয় :—

তত্ ত্বাং পৃসে অহুরা (হে অহুর, তোমাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করি)। যদ্ হি আয়াতি জসতি চ (যাহা আসে কিংচ যায়)। যাঃ ইষুধ্যাঃ দীয়ন্তে ধাত্রানাম্ (যে ফল দেওয়া হয় আচরণের)। অষাবনঃ (ধার্মিককে) যাঃ চ মজ্‌দা দ্রুগ্‌বদ্‌ভ্যো (হে মজ্‌দা, যাহা পামরদিগকে)। যথা তা অসন্ (তাহা যেমন হয়)। সং-কুর্বতঃ যত্ (সম-কারিদের যাহা)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, যাহা আসে এবং যায়, অর্থাত্ কেমনে ভাগ্যের উত্‌পত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কোন কর্মের কি ফল দেওয়া হয়——পুণ্যবান্‌দিগকে-ই বা কি ফল দেওয়া হয়, পামরদিগকে-ই বা কি ফল দেওয়া হয়, আর যাহারা পাপ-পুণ্য সমান-সমান করে, তাহাদিগের-ই বা কি ফল, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

তাত্‌পর্য :—

"পুণ্যের ফল আর পাপের ফল কখনই এক প্রকার হতে পারে না" ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিবে।

টিকা :—

জসতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪)। ইষুধ্যতি যাচঞা কর্মণি (নিঘণ্টু ৩-১৯)=আকর্ষতি। ইষুধ্যাঃ=প্রতিদানং। ধা-বিদধাতি করণে। ধাত্রং= কর্ম। অংহেন্=অসন্=অসন্তি=ভবন্তি। অস্-অস্তি+লেট্ অস্তি। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু। (৩-৪-৯)

সূক্ত—৩১-১৫

(১৫) পেরেসা অবত্ যা মইনিশ্,
যে দ্রেগ্বাইতে খ্‌ষথ্রেম্ হুনাইতী ।
হুশ্-ষ্যওথনাই অহুরা,
যে নোইত্ জ্যোতূম্ হনরে বিনস্তী ।
বাস্ত্রেহ্যা অএনংহো,
পসেউশ্ বীরাঅত্ চা অদ্রুজ্যন্তো ॥

অন্বয় :—

পৃসে অবত্ যা মেনিঃ (ইহাই জিজ্ঞাসা করি, যাহা প্রতিফল) যঃ দ্রুগ্বতে ক্ষথ্রম্ সুনোতি (যে পাপীকে শক্তি যোগায়)। দুশ্চৌথ্নায় অহুরা (হে অহুর, দুষ্কর্মাকে)। যঃ নোইত্ জীবিতুং সুনরং বিনত্তি (যে বাঁচিবার উপায় জানেনা)। এনসা বাস্ত্রস্য পশোঃ বীরস্য চ অদ্রুহ্যন্ (অন্যায় পূর্বক গৃহস্থের পশু ও পরিজনের অনিষ্ট না করিয়া)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, ইহাও জানিতে চাই যে, যেজন দুরাচার পামরকে সাহায্য করে, তাহার কি দণ্ড হয়। যে জন গৃহস্থের পশু ও পরিজনদেরে অন্যায় ভাবে অনিষ্ট না করিয়া বাঁচিতে জানে না, (তাহারই বা কি হয়) ?

তাত্‌পর্য—

পরের অনিষ্ট করিলে তাহার ফল পাইতেই হইবে। যে পাপীর সাহায্য করে, সেও তুল্যরূপে পাপী।

টীকা :—

মেনি = বজ্র (নিঘণ্টু ২-২০)। সু-সুনোতি যোজনে। জ্যোতুং = চলিতুং। জু-জ্যবতে গতৌ। হনরঃ = রীতিঃ। হনতি = গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪) বিনত্তি = বেত্তি। অত্র রুধাদিঃ। সংস্কৃত ত্ত = জেন্দ স্ত। পশোঃ কর্মণি ষষ্ঠী। (২-৩-৫২)

সূক্ত—৩১-১৬

(১৬) পেরেসা অবত্ যথা হ্বো,
যে হুদানুশ্ দেমানহ্যা খ্ষথ্রেম্।
বোইথ্রহ্যা বা দখ্যেউশ্ বা,
অষা প্রদথাই অস্পেরেজতা।
থ্বাবাংস্ মজ্দা অহুরা যথা হ্বো অংহত্,
যা শ্যওথ্নাস্ চা॥

অন্বয় :—

পৃচ্ছে অবত্ যথা স্বঃ (ইহাও প্রশ্ন করি, কেমন সে)। যঃ সুদানুঃ দমনস্য ক্ষথ্রং (যে কর্তা গৃহের শক্তি) ক্ষেত্রস্য বা দথ্যোঃ বা (নগরের বা, দেশের বা)। অষা প্রদধায় অস্পৃহত (ধর্মরক্ষার জন্য প্রয়োগ করে)। ত্বাবান্ মজ্দা অহুরা (হে অহুর মজ্দা ত্বাদৃশ)। যথা স্বঃ অসত (যেমনে সে হইতে পারে)। যেন চ্যৌত্নেন চ (যে কর্মদ্বারা)।

অনুবাদ :—

ইহাও প্রশ্ন করি কি, যে সজ্জন নিজ গৃহের, নগরের কিম্বা জনপদের শক্তি, ধর্ম রক্ষার্থ নিয়োগ করে, সেই বা কেমন ? (সে কী ফল পায়)। হে অহুর মজ্দা, সে কবে, এবং কী কর্ম দ্বারা, তোমার সাযূজ্য লাভ করিতে পারিবে ?

তাত্পর্য :—সংগঠনই শক্তির উৎস। যিনি দেশের শক্তি ধর্মার্থে সংগঠিত (organise) করেন, তিনি মজ্দার সাযূজ্য লাভ করেন।

টীকা :—

ধা+নু=ধানুঃ=কর্তা। প্রদধায়=রক্ষণায়। দধ-দধতে রক্ষতে। অস্পৃহত=অস্পৃজত। স্পৃহ চেষ্টায়াং। ত্বাবান্—ত্বদ্+ বতুপ (সাদৃশ্যার্থে)। চৌত্নস্—সুপাং সু লুক্ ইতি তৃতীয়া স্থানে সু।

(১৭) কতারেম্ অষবা বা দ্রেগ্বাও বা,
বেরেষ্বইতে মজ্যো।
বীদ্বাও বীদুষে মওতু,
মা এবিদ্বাও অইপী দেবাবয়ত্।
জ্দী নে মজ্দা অহুরা,
বংহেউশ্ ফ্রদখ্স্তা মনংহো॥

অন্বয় :—

অষবান্ বা দ্রুগ্বান্ বা কতরঃ (পুণ্যবান বা পাপাশয়, ইহাদের মধ্যে কোনজন) মহীয়স্ বৃনুতে (মহত্তর বরণ করে)। বিদ্বান বিদুষে ব্রবতু (বিজ্ঞজন জিজ্ঞাসুকে বলিয়া দিউন)। অবিদ্বান্ মা অভিদেবাবয়েত্ (অনভিজ্ঞ যেন বঞ্চনা করিতে না পারে)। অজ্ধি নঃ মজ্দা অহুরা (হে অহুর মজদা, আমাদিগকে পরিচালনা কর)। বসোঃ মনসঃ প্রদক্ষতা (প্রজ্ঞার প্রেরক)।

অনুবাদ :—

পুণ্যবান্ এবং পাপাশয়, এই দুই জনের মধ্যে, কাহার নির্বাচনে কল্যাণজনক, বিদ্বান্ তুমি জিজ্ঞাসু আমাকে তাহা বলিয়া দাও, যেন অনভিজ্ঞ অপর কেহ আমাকে বিভ্রান্ত করিতে না পারে। হে প্রজ্ঞার প্রেরক অহুর মজ্দা, আমাদিগকে ঠিক পথে চালিত কর।

তাতপর্য :—:—

পাপের ফল আর পুণ্যের ফল কখনও একরূপ হইতে পারে না, ইহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, মানুষের পাপ প্রবৃত্তি কমিতে থাকে।

টীকা :—

মহীয়স্ = মহস্। দিব-দীব্যতি ছলনে। দিব + আয় (গুপ-ধূপ ইত্যাদি না) দেবায়তি। অজ-অজতি চলনে। অত্র অদাদিঃ। লোট্ হি। অজ্ধি। দক্ষ দক্ষতে শীঘ্রগতৌ। প্রদক্ষিতা = প্রেরকঃ। কতরং = কতরঃ। অমু চ ছন্দসি (৫-৪-১২)

সূক্ত—৩১-১৮

(১৮) মা চিশ্ অত্ বে দ্রেগ্বতো,
মান্থ্রাংস্ চা গূস্তা সাস্নাওস্ চা।
আ জী দেমানেম্ বীশেম্ বা
যোইথ্রেম্ বা দখ্যুম্ বা আদাত্।
দূষিতা চা মরকএচা,
অথা ঈশ্ সাজ্দূম্ স্নইথিষা॥

অন্বয় ঃ—

অত বঃ দ্রুগ্বতঃ মন্ত্রান্ শাসনান্ চ মা চিশ্ গূশত (আর তোমরা পামরের মন্ত্রনা ও পরামর্শ কখনও শুনিও না) আ হি (অপি চ) সঃ ধামানং বিশং বা ক্ষেত্রং বা দখ্যুং বা (সে গৃহকে পল্লীকে নগরকে আর জনপদকে) দূষিতে চ মরকে চ মা আধাত (দুর্দশায় কিংচ মরকে স্থাপিত না করুক) অথ ঈশ্ স্নথিষা স্যধ্বম্ (তাই তাহাকে অস্ত্রদ্বারা তাড়াইয়া দাও)।

অনুবাদ ঃ—

তোমরা পামরের মন্ত্রণা ও পরামর্শ কখনও শুনিও না। সে যেন গৃহপল্লী নগর আর জনপদকে বিপত্তি এবং মরকে ঠেলিয়া দিতে না পারে। তাই অস্ত্রদ্বারা তাহাকে প্রতিহত কর।

তাত্পর্য ঃ—

দুরাচারদিগের কুশিক্ষা সমগ্র দেশকেই বিপন্ন করে।

টীকা ঃ—

চিশ্ = কদাপি। মন্ত্রা = মন্ত্র। কর্মণি দ্বিতীয়া। শাস্না = শাসনং। কর্মণি দ্বিতীয়া। গূশ—গূশতি শ্রবণে। অত্র অদাদিঃ। লোট্ ত। বিশং = উপনিবেশং। দখ্যুং = দেশং। স্নথ = স্নথয়তি হিংসায়াং (নিঘণ্টু ১-১৯)। স্নথিস্ = অস্ত্রং।

(১৯) গূস্তা যে মন্তা অষেম্,
অহূম্-বিশ্ বীদ্বাও অহুরা।
এরেজুখ্ধাই বচংহাম্,
খ্ষয়ম্নো হিজ্বো-বসো।
থ্বা আথ্রা সুখ্রা মজ্দা,
বংহাউ বীদাতা রাংনয়াও॥

অন্বয় :—

যঃ অষাম্ শুস্তা মন্তা চ (যিনি ধর্মকে শোনেন ও মনন করেন) অহুম্-বিশ বিদ্বাস্ অহুরা (হে অহুর, যিনি আত্ম প্রবিষ্ট ও বিদ্বান্) জিহ্বা বশঃ যঃ বচসাম্ ঋজুক্তায় ক্ষয়মাণঃ (সংযতজিহ্ব বলিয়া যিনি সরল ভাষণে পটু)। তব শুক্রেন অগ্নিনা (তোমার উজ্জ্বল অগ্নিদ্বারা) রান্নয়ান্ বসৌ বিধাত (সাধক দিগকে কল্যাণে স্থাপন কর)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, যে আত্মজ্ঞ পণ্ডিত ধর্ম্মের কথা শোনেন ও মনন করেন, যিনি সংযতবাক্ ও সরল ভাষণে পটু, তাদৃশ সাধককে হে মজ্দা তুমি তোমার উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারা কল্যাণে স্থাপিত করিও।

তাত্পর্য :—

ধর্মের শ্রবণ ও মনন দ্বারা সত্যবাদী সাধক শ্রেষ্ঠ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

টীকা :—

ক্ষি ক্ষয়তি ঐশ্বর্যে (নিঘণ্টু ২-২১)। রণ-রণতি যুদ্ধে, সাধন-সমরে। যোদ্ধা। গূশ্তা=গূশ্ত্বা=শ্রুত্বা। সাঢ্যৈ (৬-৩-১১৩) ইত্যাদিনা ক্ত্বা স্থলে তা। অহুং (আত্মানং) বিশতি ইতি অহুম্ বিশ। প্রিয় বশেঃ বদঃ খচ্। (৩-২-৩৩) ইতংত্র যোগবিভাগাত্।

সূক্ত—৩১-২০

(২০) যে আয়ত্ অষবনেম্ দিবয়েম্,
হোই অপরেম্ খ্ষয়ো।
দরেগেম্ আয়ু তেমংহো,
দুষ-খরেথেম্ অবএতাস্ বচো।
তেম্ বা অহূম্ দ্রেগ্বন্তো,
ষ্যওথনাইশ্ খাইশ্ দএনা নএষত্॥

অন্বয় ঃ—

যঃ অষাবানং দীব্যমানঃ আয়াতি (যে জন ধর্মশীলকে ছলনা করিতে করিতে আসে)। তস্য অপরঃ ক্ষয়ঃ (তাহার পৃথক্ নিবাস)। দীর্ঘং আয়ুঃ তামসং (তমসাচ্ছন্ন দীর্ঘ জীবন)। দুষ্খরথং অবয়িতং বচঃ (দুর্ভোগ আর হাহাকারযুক্ত বচন)। দ্রুগ্বন্তঃ তম্ বৈ অহুম্ (পামরগণ সেই আত্মাকে) স্বৈঃ চ্যোত্নৈঃ দীনাত্ অনৈষীত (নিজেদের কর্মদ্বারা ধর্ম পথ হইতে দূরে নেয়)।

অনুবাদ ঃ—

যে জন ধার্মিককে বঞ্চনা করিয়া ফিরে, তাহার হয় আর এক অবস্থা——অন্ধকারময় দীর্ঘ জীবন। দুর্ভোগ আর অনুশোচনা। পিশুনগণ স্বীয় কর্মদ্বারা আত্মাকে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করে।

তাত্পর্য ঃ—

পাপ পথে চলিতে থাকিয়া কেহ শান্তি পাইতে পারে না। পাপী পায় কেবল নৈরাশ্য ও অনুশোচনা।

টীকা ঃ—

দিব-দীব্যতি ছলনে। ক্ষয়=বাসঃ। ক্ষিয়তি নিবাসে। খরতি ভোজনে (ছান্দসঃ) খুরদান্ ইতি পারসীকে। অবয়িত—'অব' ইতি শব্দেন যুক্ত। নেষত্—নী+লোট্ তি। সিব্ বহুলং লেটি। ইতশ্চ লোপঃ দএনা=ধ্যানা=ধ্যানাৎ সুপাং সু-লুক্ ইতি পঞ্চমী স্থলে আ।

(২১) মজ্‌দাও দদাত্‌ অহুরো,
হউর্বতো অমেরেতাতস্‌ চা।
বুরোইশ্‌ আ অষখ্যা চা,
খাপইথ্যাত্‌ খ্‌ষথ্‌হ্যা সরো।
বংহেউশ্‌ বজ্‌দ্বরে মনংহো,
যে হোই মইন্যু শ্যওথনাইশ্‌ চা উর্বথো।

অন্বয় :—

মজ্‌দাঃ দদাতি অহুরঃ (অহুর মজ্‌দা দিয়া থাকেন)। সর্বতাং। অমৃতাতিং চ (আধ্যাত্মিকতা ও অমৃতত্ব)। আ অষস্য ভূরেঃ স্বাপত্যাত্‌ (আর ধর্মের প্রচুর আধিপত্য-বশতঃ)। ক্ষত্রস্য সরঃ (অনপেক্ষার উপর অধিকার)। বসোঃ মনসঃ বষ্‌ট্বরে (প্রজ্ঞার প্রতিপালককে)। যঃ মন্যুনা চ্যৌত্নৈশ্চ তস্য উর্বথঃ (যিনি মতি ও কর্মে তাহার প্রিয়)।

অনুবাদ :—

যিনি মনে প্রাণে প্রজ্ঞার পরিপালক হইয়া অহুর মজদার প্রিয় হন, তাহার ধর্মানুরাগের প্রাচুর্য্য বশতঃ মজ্‌দা তাহাকে অনপেক্ষার উপর প্রভুত্ব, আধ্যাত্মিকতা, আর অমৃতত্ব (ব্রহ্ম-নিষ্ঠা) দিয়া থাকেন।

তাত্‌পর্য :—

প্রজ্ঞার নির্দেশে চলিতে থাকিয়া মানুষ আত্মলাভ করে। নিজেকে কেবল দ্রষ্টা বলিয়া বুঝিতে পারে; পরে ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করে।

টীকা :—

স্বাপত্য=সম্পদ্‌। স্বপতের্‌ ঢঞ্‌ (৪-৪-১০৪) বস্‌-বস্তে আচ্ছাদনে। বস্‌+ত্বরগ্‌ (৩-২-১৬)। বৃ+ক্ত=বূর্তঃ=উর্বথঃ (প্রিয়)।

মন্যা=মন্যুনা। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি পূর্বসবর্ণ দীর্ঘত্বম্‌।

(২২) চিথ্র্া ঈ হুদাওংহে,
যথনা বএদেম্নাই মনংহা।
বোহূ হ্বো খ্‌ষথ্র্া অষেম্,
বচংহা ষ্যওথনা চা হপ্তী।
হ্বো তোই মজ্‌দা অহুরা,
বাজিশ্‌তো অংহইতী অস্তিশ্‌॥

অন্বয় ঃ—

সুধাসে চিত্রাই (সুধীর নিকট ইহা সুপ্রকট) যথা নু মনসা বিদিন্নায় (যেমন একাগ্রচিত্ত জিজ্ঞাসুর নিকট) (স্ব বহু ক্ষথ্র্াং অষম্ চ) সে শুভ জিষ্ণুতাকে ও ধর্মকে) বচসা চ্যৌত্নেন চ সপতি (বচনে ও কর্মে অনুসরণ করে)। স্বঃ তে মজ্‌দা অহুরা (হে অহুর মজ্‌দা সে তোমার) বাজিষ্ঠঃ আস্থিঃ অসতি (বলবত্তম শ্রদ্ধাশীল হয়)।

অনুবাদ :—

যেমন জ্ঞানবানের নিকট, তেমন চিন্তাশীলের নিকট, এই সকল তত্ত্ব সুপ্রকট। বাক্যে ও কর্মে তোমার জিষ্ণুতার (অনপেক্ষার) ও ধর্মের অনুসরণ সে করিয়া থাকে। হে মজ্‌দা তোমাতে তাহার অবিচলিত আস্থা হয়।

তাৎপর্য ঃ—

অধি-চিত্তের প্রেরণায় সুখের তৃষ্ণাকে দমন করিয়া যে জন কর্তব্য পথে স্থির থাকে, তাহার আস্তিক্য বুদ্ধি ক্রমেই দৃঢ় হয়। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ একভক্তির্ বিশিষ্যতে—গীতা।

টীকা ঃ—

সু + ধা + অসুন্ = সুধাস্ = সুধী। সপ-সপতি পরিচরণে (নিঘণ্টু ৩-৪) অত্র অদাদিঃ। বাজ = বল (নিঘণ্টু ২-৯)। বাজিষ্ঠ = বলিষ্ঠ। আ + স্থা + ইন্ উণাদি = আস্থিঃ।

ক্ষথ্র্া = ক্ষথ্র্ং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে পূর্বসবর্ণদীর্ঘত্বম্।

চতুর্থী

উর্বাজিমা (প্রেম)

সূক্ত ৩২-১

(১) অখ্যা চা খএতুশ্ যাসত্,
অহ্যা বেরেজ্জনেম্ মত্ অইর্যম্না।
অহ্যা দএবা মহ্মী মনোই,
অহুরহ্যা উর্বাজেমা মজ্দাও।
থ্বোই দূতাওংহো আওংহামা,
তেংগ্ দারয়ো যোই বাও দইবিষেন্তী॥

অন্বয় :—

অস্মৈ চ খৈতুঃ যাসতি (বৈশ্য উহাকে পূজা করে)। অস্মৈ বৃজনঃ অর্য্যাম্না মত্ যসতি (উহাকে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত যজন করে)। অস্য দেবাঃ (দেবগণ উহাকে—যজন করে)। মস্মিন্ মনসি (মদীয় মনে)। অহুরস্য মজ্দায়া উর্বাজিমা (অহুর মজ্দার প্রেম)। ত্বে দূতাসঃ আযাসামঃ (তোমার দূত হইয়া আসিয়াছি)। তাঃ দারৈ (তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিব) যে বঃ দ্বিষন্তি (যাহারা তোমার প্রতিকূলতা করে)।

অনুবাদ :—

বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, কিংচ দেবোপাসকগণ, সকলেই মজ্দার পূজা করে। (আমি পূজার উপর গুরুত্ব দেই না) আমার মনে আছে কেবল মজ্দার প্রেম। আমি তোমার বার্তাবহ হইয়া আসিয়াছি। হে অহুর, যাহারা তোমার প্রতিকূলতা করে, তাহা-দিগকে দমন করিব।

তাত্পর্য :—

বাহ্য পূজাব তেমন মূল্য নাই। যে প্রেমের সংবেগে সংসার তুচ্ছ হইয়া যায়, অহর্নিশ মন মজ্দাতেই লাগিয়া থাকে, তাদৃশ দিব্য প্রেমই-মজ্দা উপভোগ করেন।

টীকা :—

যসতি=যজতি। উর্বাজিয়া। বই—বইয়তি দানে। বই+ম। আযাসাম্-আ+যা+লেট মস্। সিব্ বহুলং লেটি। দৃ-বিদারনে।

সূক্ত—৩২-২

(২ অএইব্যো মজ্‌দাও অহুরো,
সারেম্নো বোহু মনংহা।
খ্‌ষথ্‌্রাত্‌ হচা পইতীম্রওত্‌,
অষা হুশ্‌হ্‌খা খেন্বাতা।
স্পেন্তাঁম্‌ বে আরমইতীম্‌ বংউহীম্‌ বরেমইদী,
হা নে অংহত্‌॥

অন্বয় :—

এভ্যঃ মজ্‌দাঃ অহুরঃ (ইহাদিগকে অহুর মজ্‌দা)। **বসু মনসা** সারমাণঃ (প্রজ্ঞাদ্বারা পরিচালন করতঃ)। ক্ষথ্‌্রাং সচা প্রতি অস্রবত্‌ (ক্ষথ্‌্রকে অভিপ্রায় করিয়া বলিলেন)। সিষতী অষা সুস্‌-সখা ভবতি (সংযোগিনী অষা উত্তম বন্ধু)। বস্বীং স্পেন্তাং আরমতিং বৈ বরামহে (শুভ পুণ্য শ্রদ্ধাকে বরণ করিতেছি)। সা নঃ অসতু (উহা আমাদের হউক)।

অনুবাদ :—

প্রজ্ঞার দ্বারা ক্ষথ্রের দিকে পরিচালিত করিয়া অহুর মজ্‌দাও তাহাদিগকে বলিলেন, "ক্রিয়াশীল ধর্ম পরম মিত্র"। তাহারা বলিল, "আমরা কল্যাণীয় পুণ্য শ্রদ্ধাকে বরণ করিলাম। ইহা আমাদের অধিগত হউক"।

তাত্‌পর্য :—

কর্মনিষ্ঠা দ্বারাই ধর্ম বিকশিত হয়। "মা তে সঙ্গো অস্তু অকর্মণি"।

টীকা :—

সৃ-সরতি চলনে। সারয়তি=চালয়তি। সি-সিনোতি যোজনে। শতৃ সিষত্‌। স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি ভা। ববামহে= ববামধে। হু ঝলভ্যোঃ (৬-৪-১০১)। অস্‌+লেট তি=অসত্‌। ইতশ্চ লোপঃ।

সূক্ত—৩২-৩

(৩) অত্ যূশ্ দএবা বীস্পাওংহো,
অকাত্ মনংহো স্তা চিথ্রেম্।
যস্ চা বাও মশ্ যজইতে,
দ্রুজস্ চা পইরিমতোইশ্ চা।
স্যওমাম্ অইপী দইবিতানা,
যাইশ্ অস্রূদুম্ বুম্যাও হপ্তইথে॥

অন্বয় :—

অত্ যূশ্ বিশ্বাঃ দেবাঃ (এই তোমরা সকল দেবগণ)। অকাৎ মনসঃ চিত্রং স্থঃ (মলিন বুদ্ধির সন্তান বট)। যশ্চ বঃ মশ্ যজতে (যে তোমাদিকে সুষ্ঠু পূজা করে)। দ্রুজং চ পরিমতিং চ (ভ্রম ও প্রমাদকে যজন করে)। স্যমন্তি অভি দেবিতানি (চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় তোমাদের ছলনা)। যৈঃ অশ্রুয়ধ্বম্ সপ্তথে ভূম্যাম্ (যাহার জন্য তোমরা সপ্ত লোকে কুখ্যাত হইয়াছ)।

অনুবাদ :—

হে দেবগণ তোমরা কুবুদ্ধি হইতে জাত (নির্বোধের কল্পনার ফলমাত্র)। যে জন তোমাদের অর্চনা করে; সে ভ্রম ও প্রমাদের অনুবর্তন করে। চারিদিকেই তোমাদের বঞ্চনার পরিচয় পাওয়া যায়। তোমাদের ছলনা সপ্তলোকে বিখ্যাত।

তাত্পর্য :—

যে সকল ভণ্ড যাজক, "দুষ্কর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও দেবতার পূজা করা চলে" বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে লজ্জা দিবার জন্যই মজ্দা-পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। যে জন জিতেন্দ্রিয় নয়, তাহার পূজা মজ্দা গ্রহণ করেন না। অপর পক্ষে যিনি বিধান (ধর্মনীতি) মানিয়া চলেন পূজা অর্চা ব্যতীতও বিধাতা তাহার উপর প্রসন্ন হন।

টীকা :—

স্যম-স্যমতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু ০-১৪)। লেট্ অন্তি। ইতশ্চ লোপঃ স্যমন্। চিথ্রঃ=অনুচরঃ। চিট-প্রেরণে।

সূক্ত—৩২—৪

(৪) যাত্ যূশ্ চা ফ্রমীমথা,
যা মষ্যা অচিস্তা দস্তো।
বখ্যেস্তে দএবো-জুস্তা,
বংহেউশ সীঝ্দ্যস্না মনংহো ।
মজ্দাও অহুরহ্যা খ্রতেউশ্,
ন স্যন্তো অষাঅত্ চা ॥

অন্বয় :—

ইয়ত্ যূশ্ প্রমীমথ (তোমরা এমন করিয়াছ)। হন্ত যে মষ্যাঃ অচিষ্ঠাঃ (হায় যে মানুষগুলি হীনতম)। বক্ষ্যন্তে দেব-জুষ্টাঃ (তাহারা দেবপ্রিয় বলিয়া কথিত হয়)। বসোঃ মনসঃ সীদমানাঃ (প্রজ্ঞা হইতে অপসরণশীল)। অহুরস্য মজ্দায়াঃ অষস্য ক্রতোঃ নস্যন্তঃ (অহুর মজ্দার এবং ধর্মের কর্তব্য হইতে ভ্রশ্যমান)।

অনুবাদ :—

তোমরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছ যে, যে সকল মানুষ নিতান্ত জঘন্য, লোকে তাহাদিগকে দেব-প্রিয় (ভক্ত) বলিয়া উপহাস করে। কারণ তাহারা অহুর, মজ্দা, ধর্ম, আর প্রজ্ঞার নির্দেশ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

তাত্পর্য :—

"দিনান্তে একবার হরিনাম করিলেই হইল, তাহা হইলে যত চুরি কি ব্যভিচার করিনা কেন, সে পাপ আর স্পর্শ করিবে না" এরূপ ধারণা যাহারা করে তাহাদের অবস্থা কি শোচনীয় নহে ?

টীকা :—

যূশ্=You প্র+মা+লিট্ থ=প্রমিমথ। নস-নসতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪)। অষ+ঙসি। সুপাং সু-লুক্ ইতি পঞ্চমীস্থলে আত্ সদ্-সীদতে। শানচ্ সীদমানঃ। পারস্করাদিত্বাত্ সুট্।

সূক্ত ৩২-৫

(৫) তা দেবনওতা মর্যীম্,
হুজ্যাতোইশ্ অমেরেতাতস্ চা।
য্যত্ বাও অকা মনংহা যেংগ্ দএবেংগ্,
অকস্ চা মইন্যুশ্।
অকা ষ্যওথনেম্ বচংহা,
যা ফ্রচিনস্ দ্রেগ্বন্তেম্ খ্ষয়ো ॥

অন্বয় :—

তদ্ দভ্নুথ মর্য্যম্ (তাই বঞ্চিত করিয়াছ মনুষ্যকে)। সুজ্যাতেঃ অমৃতা-তেশ্চ (সদ্ জীবন ও অমৃতত্ব হইতে)। যদ্ বঃ অকা মনসা (যেঁহেতু তোমা-দের পাপ বুদ্ধি)। যাঃ দৈবাঃ (যাহা কিছু দুর্দৈব)। অকঃ মন্যুঃ অকং চৌত্নং বচসা (পাপ ইচ্ছা, পাপ কর্ম, পাপ বচন)। যত্ দ্রুগ্বন্তং ক্ষযং প্রচিনোতি (যাহা পামরদিগকে বিনাশে টানিয়া নেয়)।

অনুবাদ :—

তোমরাই মনুষ্যদিগকে নির্মল জীবন ও অমৃতত্ব (অদ্বয়-নিষ্ঠা) হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। কারণ যাহা কিছু দুর্দৈব মানুষকে নিরয়ে লইয়া যায়, কুবুদ্ধি, কুগুণ, কুকর্ম ও কুবচন, তোমরাই তাহার মূল।

তাত্পর্য :—

পাপ পথে চলিতে থাকিয়া কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না। পরন্তু নীতি বিবর্জিত ধর্ম যে কুধর্ম, দেবপূজকগণ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

টীকা :—

দভ্-দভ্নোতি বঞ্চনে লট্। থ চি-চিনোতি চয়নে, আকর্ষণে চ। বর্তমান মাসীপ্যে (৩-৩-১৩১) ইতি অতীতে লট্। মর্ত্যং=মর্য্যং। সং-র্ত= জেং-য। দভ্নুথ ইত্যস্য গৌণ কর্মণি দ্বিতীয়া। অমৃতাতেঃ। অমৃত+তি (৫-৩-৪১)=অমৃতাতি। দভ্নুথ ইত্যস্য মুখ্য কর্মণি ষষ্ঠী। মনঃ= মনসা। টাপং চাপি হলন্তানাং। লঙ্-স্। পুরুষব্যত্যয়ঃ।

সূক্ত—৩২-৬

(৬) পওঁরু অএনাও এনাখ্ষ্তা,
যা ইশ্ স্রাবয়েইতে যেজী তা ইশ্.অথা।
হ্বাতা-মরাণে অহুরা,
বহিস্তা বোইস্তা মনংহা।
থ্বহ্মী বে মজ্দা খ্ষথ্রোই,
অষাই চা সেংগ্হো বিদাম্॥

অন্বয় :—

পুরু ইনাঃ ইনক্ষতে (বহু মানুষই গতানুগতিক)। যে হি যা ইশ্‌ংশ্রাবয্যতে (যাহাদিগকে যাহা শোনান হয়)। তে ইশ্ অথ্ (তাহারা সেইরূপই হয়)। হিত-স্মরণ অহুরা (যাহার স্মরণ মঙ্গলময়, তাদৃশ হে অহুর) বহিষ্ঠাং মনসাং বুদ্ধাঃ (উত্তম প্রজ্ঞাকে তুমি উদ্বোধিত কর)। ত্বস্মিন্ বৈ ক্ষথ্রে অষায়াং চ মজ্দা শংস্ (হে মজ্দা তোমার ক্ষথ্রের এব ংঅষার কথা বল)। বিদেয়ম (ইহা জানিতে চাই)।

অনুবাদ :—

অধিকাংশ লোকই বিচারশক্তি হীন। তাহারা যেমন শোনে, তেমনই হয়। হে অহুর, তোমার স্মরণে মঙ্গল হয়। তুমি আমার উত্তম প্রজ্ঞাকে উদ্বোধিত কর। তোমার ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) ও অষ (ধর্ম) সম্বন্ধে বল। আমি তাহা জানিতে চাই।

তাত্পর্য :—

অনেক লোকই নিজে চিন্তা করিয়া দেখে না। অপরে যাহা বলে তাহা শুনিয়াই চলে। তাহারা কথনও সত্য লাভ করিতে পারে না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে। কোনটা যথার্থ, তাহা তাহারা ঠিক পায় না। মজ্দা যদি প্রজ্ঞাকে আলোকিত করেন, তবেই লোকে ধর্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অনপেক্ষাতে তাহার বুদ্ধি স্থির হয়।

টীকা :—ইনঃ = প্রভুঃ (নিঘণ্টু ২-২২)। ইনক্ষতি অনুসরণে (ঋগ্বেদ ১-৫১-৯) অত্র অদাদিঃ। শ্রু+নিচ্+(কর্মণি) যক = শ্রাবয্যতে। বহিষ্ঠা = বহিষ্ঠং। বুদ্ধাঃ ইত্যস্য কর্মণি দ্বিতীয়া। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। বুধ+লোট্ থাস্ বুদ্ধাঃ।

সূক্ত ৩২-৭

(৭) অ এষাম্ অএনংহাঁম্ ন এচীত্,
বীদ্বাও অওজোই হাদ্রোয়া।
যা জোয়া সেংগ্ হইতে,
যাইশ্ স্রাবী খএনা অয়ংহা।
যএষাম্ তূ অহুরা ইরিখ্তেম্,
মজ্দা বএদিস্তো অহী॥

অন্বয় :—

এষাং ঐনসাম্ সাধ্রাং (এই পাপীদিগের রীতি)। বিদ্বাস্ নোচিত্ বজতি (বিজ্ঞ কখনও গ্রহণ করে না)। যা জবা শংস্যতে (যে পদ্ধতি বলা হয়)। যৈঃ অশ্রাবি (যাহার জন্য তাহারা বিখ্যাত)। খয়েন অয়সা (তীক্ষ্ণ লৌহদ্বারা)। যেষাং ত্বম্ অহুর রিক্তম্ (হে অহুর, যাহার রিক্ততা তুমি)। বেদিষ্ঠঃ অসি (উত্তম জ্ঞাতা বট)।

অনুবাদ :—

বিজ্ঞজন পামরদিগের এই নীতি গ্রহণ করে না; যে নীতিকে "তীক্ষ্ণ লৌহের নীতি" বলা যাইতে পারে। এই "তরবারির (গায়ের জোরের) নীতি"-র জন্য তাহারা বিখ্যাত। কিন্তু এই নীতির ব্যর্থতা, হে অহুর মজ্দা, তুমি ভালভাবেই জান।

তাত্পর্য :—

যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ, তাহারা সকলকেই আত্মবত্ দেখেন। অপরের উপর অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের হয় না। আর যাহারা বাহু-বলের গর্বে অন্ধ হইয়া দুর্বলকে পীড়ন করিতে যান, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে বাহুবল চিরদিন অটুট থাকে না, পরিণামে তাহাকেও একদিন অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

টীকা :—

সাধ্রা = রীতি। সাধ্ + র (উণাদি ১৭৮)। সুপাং সু লুক্ ইতি সু স্থলে অয়া। বজ-বজতি গমনে। জবা = নীতিঃ। জবতি গতিকর্মা (নিঘণ্টু ২-১৪) খৈ খাযতি = খেদনে। খয় = তীক্ষ্ণ। রিক্তং = রিক্ততাং। নপুংথকে ভাবে ক্তঃ। বেদিতা + ইষ্ঠ = বেদিষ্ঠ। তুর্ ইষ্ঠে (৬-৪-১৫৪)।

(৮) অএষাঁম্ অএনংহাম্,
বীবংহুসো শ্রাবী যিমস্ চীত্।
যে মস্খেংগ্ চিখ্‌ষ্‌নুষো অস্মাকেম্,
গাউশ্ বগা খারেমো।
অএষাঁম্ চীত্ অস্মী-থ্‌স্মী,
মজ্‌দা বী চিথোই অইপী॥

অন্বয় :—

বিবস্বষঃ যিমশ্চিত্ এষাং ঐনসাং অশ্রাবি (বৈবস্বত যম ও এই পাপী-দিগের একজন বলিয়া শুনা যায়)। যঃ অস্মাকং মস্যং চিক্ষুষঃ (যিনি আমাদের মনুষ্যজাতিকে খুসী করিতে গিয়া)। গোঃ বর্গং খরমানঃ আসীত্ (গো বর্গের প্রতি অবহেলা পরায়ণ ছিলেন)। এষাং চিত্ অস্মি-তু-অস্মি (ইহাদের 'আমি—আমি' ভাব)। মজ্‌দা অভি বিচেতসি (হে মজ্‌দা, তুমি সম্যক্ অবগত আছ)।

অনুবাদ :—

বৈবস্বত যম ও এই পাপীদের একজন ছিলেন এমন কথাও শুনা যায়। কারণ তাহার দৃষ্টি মনুষ্য জাতির সুখের দিকেই নিবদ্ধ ছিল ——পশু জাতিকে তিনি অবহেলা করিয়াছিলেন। ইহাদের এতাদৃশ আত্মম্ভরিতার অযৌক্তিকতা হে মজ্‌দা, তুমি ভাল করিয়াই জান।

তাত্‌পর্য্য :—

যিনি যথার্থ ধার্মিক, ইতর প্রাণীর সুখ দুঃখে তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন না।

টীকা :—

বিবস্বস্ + অন্ = বৈবস্বসঃ = বৈবস্বতঃ। যমঃ = যিমঃ। ক্ষ্ - ক্ষৌতি তেজনে। ক্ষু + সন্ = চিক্ষুষতি। খারমানঃ = স্বরমানঃ। স্বরতে উপতাপে।

সূক্ত—৩২-৯

(৯) দুশ্-সস্তিশ্ স্রবাও মোরেন্দত্,
হ্বো জ্যাতেউশ্ সেংগ্হনাইশ্ খ্রতূম্।
অপো মা ঈশ্তীম্ অপয়ন্তা,
বেরেখ্ধাম্ হাইতীম্ বংহেউশ্ মনংহো।
তা উখ্ধা মন্‌যেউশ্ মহ্যা,
মজ্‌দা অষাই চা যূষ্মইব্যো গেরেজে॥

অন্বয় :—

দুশ্-শস্তিঃ শ্রবাঃ মৃন্দতি (কুশিক্ষক শ্রুতিবাক্যকে বিকৃত করে)। স্বঃ শস্নৈঃ জ্যাতেঃ ক্রতুম্ (সে তাহার উপদেশ দ্বারা জীবনের কর্তব্যকে—বিকৃত করে) অপ মে ইষ্টিং অপয়ন্তঃ (আমার সাধনকে অপনোদন করিয়া) বসোঃ মনসঃ বৃদ্ধাং সাতিং (প্রজ্ঞার শ্লাঘনীয় নিষ্ঠাকে—অপনোদন করিয়া)। তদ্ উগ্ধ মহ্যম্ মন্যোঃ (তাই বল আমাকে গুণের তত্ত্ব)। মজ্‌দা যুষ্মভ্যং অষায়ৈ চ গৃজে (হে মজ্‌দা তোমার জন্য এবং ধর্মের জন্য, চীত্কার করিতেছি।

অনুবাদ :

দুরুপদেষ্টা শ্রুতিকে বিকৃত করে। তাহার অপব্যাখ্যা দ্বারা জীবন হইতে কর্তব্যকে বিলুপ্ত করে। প্রজ্ঞার অনুবর্তনই আমার ইষ্টি (পূজা), আমার এই ইষ্টিকেও সে অপনোদিত করে। তাই তুমি আমাকে গুণের ক্রিয়ার পরিণাম বুঝাইয়া দাও। হে মজ্‌দা তোমাকে এবং ধর্মকে পাইবার জন্য আমি কাতরে প্রার্থনা করিতেছি।

তাত্পর্য :—কুতার্কিক, প্রজ্ঞা (Conscience) ও কর্তব্য উড়াইয়া দেয়। হে মজ্‌দা তুমি শিখাইয়া না দিলে, আমি তমোগুণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিব না। ধর্মকে রক্ষা করিতে পারিব না।

টীকা :—

মৃ-মৃদ্নাতি ক্ষোভে। অত্র তুদাদি। শে মুচাদীনাম্। বৃহ+ক্ত=বৃদ্ধ= মহত্। সন্+ক্তি=সাতি। সনতি সেবায়াম্। বচ্+লেট্ থ=উগ্ধ। লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)। দ্ব্যচো (৬-৪-১৩৫) ই তদীর্ঘত্বম্। গৃজ্-গর্জতি শব্দে।

সূক্ত৩২-১০

(১০) হেবা মা না স্রবাও মোরেন্দত্,
যে অচিশ্‌তেম্ বএনংহে অওগেদা।
গাঁম্ অষিব্যা হ্বরে চা,
যস্‌চা দাথেংগ্ দ্রেগ্বতো দদাত্।
যস্ চা বাস্ত্রা বীবাপত্,
যস্ চা বদরে বোইঝ্‌দত্ অষাউনে॥

অন্বয় ঃ—স্বঃ মে নু শ্রবাঃ মৃন্দতি (সেও আমার নিকট শ্রুতিকে বিকৃত করে)। যঃ অচিষ্ঠং বেনসে অবোচত্ (যেজন দেখিবার পক্ষে জঘন্য বলে)। গাং অক্ষিভ্যাং স্বরং চ (চক্ষুদ্বারা পৃথিবীকে আর সূর্যকে)। যশ্চ দ্রুগ্বতে দাথং দদাতি (যে জন পামরকে ভৃতি দেয়)। যশ্চ বাস্ত্রং বিবাপতি (যে জন কর্মকে অপনোদন করে)। যশ্চ অষাবনে বধরং বিধ্যতি (আর যে ধার্মিককে-ক্লেশ পাঠায়)।

অনুবাদ ঃ—সেও আমার নিকট শ্রুতিকে বিকৃত করে, যে বলে যে পৃথিবী ও সূর্যকে (সংসারকে ও পরমার্থকে) যুগপত্ দেখা অসঙ্গত। আর যে জন পামরকে সাহায্য দেয়, কর্মকে ত্যাগ করিতে বলে, আর ধার্মিককে যন্ত্রণা দেয়।

তাত্পর্য ঃ—'মজ্‌দাকে পাইতে হইলে সংসার ছাড়িতে হইবে' এই কর্মত্যাগ-বাদ ভগবান্ জরথুস্ত্র অনুমোদন করেন না। বিশ্বের মধ্যে বিশ্বেশ্বরকে না পাইলে, অন্যত্র তাহাকে পাওয়া যাইবে না। বিশ্বের মধ্যেই মজ্‌দাকে পাইতে হইবে। তাহার বিধান পালন করিয়া——সাধুর রক্ষা ও দুর্জনের সংশোধনদ্বারা।

টীকা ঃ— মা=মে=মম। না=নরঃ। শ্রবা=শ্রুতি। বেন-বেনতি দর্শনে। বেন+অসেন্, তুমর্থে (৩-৪-৯)। অব+বচ+ লঙ্ ত=অব+উক্ত। অবোক্ত। স্বরঃ=সূরঃ=সূর্য্যঃ। সুপাং সু লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে এ বপ বপতি বিনাশে। বি+বপ+লেট তি। বধ+অর =বধর ক্লেশঃ। ব্যধ- বিধ্যতি। লেট তি। ইতশ্চ লোপঃ। (৩-৪-৯৭) ধ্য=য্ধ=জ্ধ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ। । (য=জ)। য—জ য়োরি ঐক্যম্।

সূক্ত—৩২-১১

(১১) তএচীত্ মা মোরেন্দন্ জ্যোতুম্,
যোই দ্রেগ্বতো মজিবীশ্ চিকোইতেরেশ্।
অংউহীশ্ চা অংহ্বস্ চা,
অপয়েইতী রএখেনংহো বএদেম্।
যোই বহিস্তাত্ অযাউ:না মজ্দা
রারেষ্যান্ মনংহো॥

অন্বয় ঃ—

তে চিত্ মে জ্যোতুম্ মৃন্দতি (তাহারাও আমার দেখাকে মর্দিত করে)। যে দ্রুগ্বন্তঃ অস্বূরী চ অস্বস্ চ মহিবং চিকিতিরে (যে পামরগণ ধনলোলুপা ও ধনলোলুপদেরে মহত্ বলিয়া মনে করে)। রেক্নসং বেদং অপৈতি (ধন আহরণ করিতে করিতে বিচরণ করে)। মজ্দা, যে অষাবনঃ মনসঃ বহিষ্ঠাত্ রারেষ্যন্তি (হে মজ্দা, যাহারা ধার্মিকের মন, নিঃশ্রেয়স্ হইতে বিচলিত করে।

অনুবাদ ঃ—

তাহারাও আমার দৃষ্টিকে কলুষিত করে, যে পামরগণ ধনবান ও ধনবতীদিগকেই মহত্ বলিয়া গণনা করে, আর সর্বদা ধন আহরণ করিয়াই ফিরে, আর ধার্মিকের মন নিঃশ্রেয়স্ হইতে বিচলিত করে।

তাত্পর্য ঃ—ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া যে জন ধনসম্পদ্‌কেই শ্রেষ্ঠ কাম্য মনে করে, সে পরমার্থভ্রষ্ট হয়। কামিনী কাঞ্চনের চিন্তা মজ্দা প্রাপ্তির পরিপন্থী।

টীকা ঃ—জ্যো—জ্যবতে উপনয়নে। জ্যো+তুম্। মহ্+কিম্ (উণাদি ৫০৩)=মহবিং=মহান্তং। কিত—কেততি ইচ্ছায়াং জ্ঞানে চ। লিট্ ইরে। বর্তমানে লিট্ (৩-৪-৬) ব্যত্যয়েন দ্বৌ বিকরণৌ ইরে, উস্ চ। অস্-অসতি আদানে। অস্+কস্থ=অস্বস্=লুব্ধঃ। অপ+ই+তি=অপৈতি। রেক্নস্ =ধন (নিঘণ্টু)। বিদ্+ণমুল=বেদম্। তুমর্থে-ণমুল্ (৩-৪-১২)। রিষ-রেষতি হিংসায়াম্। রিষ+যঙ্=রারেষ্যতি।

(১২) যা রাওংহয়েন্ স্রবংহা,
বহিশ্তাত্ স্যওথনাত্ মরেতানো।
অএইব্যো মজ্দাও অকা স্রওত্,
যোই গেউশ্ মোরেন্দেন্ উর্বাখ্শ্-উখ্তী জ্যোতূম্।
যাইশ্ গেরেহ্মা অষাত্ বরতা,
করপা খ্ষথ্রেম্ চা ঈষণাঁম্ দ্রুজেম্॥

অন্বয় ঃ—যে রাসযন্তি শ্রবসা (যাহারা কুমন্ত্রণাদ্বারা ভ্রষ্ট করে)। মর্ত্যান্ঃ বহিষ্ঠাত্ চ্যৌত্নাত্ (মনুষ্যদিগকে শ্রেষ্ঠ কর্ম হইতে)। এভ্যঃ মজ্দাঃ অকান্ ব্রবতি (ইহাদিগকে মজ্দা জঘন্য বলেন)। যে গাং উর্বাক্ষ্-উক্ত্যা জ্যোতুং মৃন্দন্তি (যাহারা জগত্কে কামকারের দৃষ্টিতে দেখিতে বলিয়া দুরুপদেশ দেয়)। যৈঃ গৃহ্মাঃ অষাত্ বরতে (যদ্ধেতুক গৃহ্ম অষ হইতে পৃথক্ বরণ করে)। কল্পাঃ দ্রুজং ঈষণং ক্ষত্রং (কল্পগণ পীড়ক ও ঘাতুক ক্ষত্রকে বরণ করে)।

অনুবাদ ঃ—যাহারা কপট যুক্তিদ্বারা মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ কর্ম হইতে বিচ্যুত করে, মজ্দা তাহাদিগকে নীচ বলিয়া অভিহিত করেন। ইহারা বলে যে জগত্কে কামকারের দৃষ্টিতে দেখিবে, অর্থাত্ কেবল সুখান্বেষণই সংসারে একমাত্র কাম্য। এই কামকার নীতির ফলেই গৃহ্মগণ ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্য স্থির করে, আর কল্পগণ দ্রোহশীল ও হিংসাশীল ক্ষত্র বরণ করে, [পরের বেদনায় ঔদাসীন্যই (Cynicism) যাহার লক্ষণ]।

তাত্পর্য ঃ—কামকার, অর্থাত্, সুখলাভই জীবনের উদ্দেশ্য এই মতবাদ মানুষকে কর্তব্যভ্রষ্ট করে। গৃহ্ম ও কল্পগণ (চার্বাকগণ) এই মতবাদ গ্রহণ করিয়া আত্মসুখের অভিলাষে অপরকে হিংসা করিয়া পরে নিরয়গামী হয়।

টীকা ঃ—

রাস-রাসয়তি শব্দে। রাস+লেট্ অন্তি। রাসয়ন্। ইতশ্চ লোপঃ (২-৪-৯৭)। সংযোগান্তস্য লোপঃ (৮-২-২৩)। শ্রবস্=বচনং। মর্ত্যান্= মর্ত্য। উক্তী=উক্ত্যা। সুপাং সু-লুক্-ইতি সবর্ণদীর্ঘত্বং। অন্তয়োর্ স্নোর্ লোপঃ ইতি বচনাত্। অকা=অকং। সুপাং সু ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। ঈষ্-ঈষতে হিংসায়াম্।

(১৩) যা খ্রথ্রা গেরেম্ভো হীষসত্,
অচিস্তহ্যা দেমানে মনংহো।
অংহেউশ্ মেরেখ্তারো অহ্যা,
যএ চা মজ্দা জীগেরেজত্ কামে।
থ্বহ্যা মান্থ্রানো দূতেম্
যে ঈশ্ পাত্ দরেসাত্ অষহ্যা॥

অম্বয় :—যত্ ক্ষথ্রং গৃহ্মঃ শিশাসতি (যেরূপ অনপেক্ষা গৃহ্ম্ উপদেশ করে)। অচিষ্ঠস্য মনসঃ ধাম্নে (নীচতম মনের কক্ষায় পৌছাইবার জন্য)। অস্য অসোঃ ম্রক্তা (তাহার জীবনের নাশক); যত্ চ কামং জিগর্জতি (যাহা কামকে ডাকিয়া আনে)। ত্বস্য মন্ত্রণঃ দূতং (তোমার মন্ত্রের দূতকে)। য ঈশ্ পাতি (যে ইহা হইতে রক্ষা করে)। অয়স্য দর্শয়েত্ (সে ধর্মকে দেখায়)।

অনুবাদ :—যেরূপ ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) গৃহ্ম শিক্ষা দেয়, তাহা মানুষকে জঘন্য দুর্বুদ্ধিতে পাতিত করে। ইহা সুখতৃষ্ণা বর্ধিত করিয়া তাহার জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। যিনি তোমার মন্ত্রের দূতকে (পয়ম্বরকে) এরূপ কুশিক্ষা হইতে রক্ষা করেন, তিনি তাহাদ্বারা ধর্মের যথার্থ স্বরূপ জানাইয়া দেন।

তাত্পর্য :—অনপেক্ষা (সুখদুঃখে ঔদাসীন্য) একটী শ্রেষ্ঠ গুণ। কিন্তু তাহা যদি পরপীড়নে প্রযুক্ত হয়,তাহা অপেক্ষা গ্লানিকর আর কী আছে ?

টীকা :—

শাস্+যঙ+লেট্‌তি=শিশাষত্। মৃচ্-হিংসায়াং। মৃচ্+তা=ম্রক্তা। গৃজ্=গর্জতি শব্দে (আহ্বানে)। গৃজ +যঙ্=জিগীর্জতি ৫ লেট্‌তি। ইতশ্চ। লোপঃ (৩-৪-৯৭)। কামে=কামং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে-এ। মন্ত্রন্=মন্ত্র। স্নোর্ অন্তযোর্ লোপঃ। পা+লেট্‌তি=পাত্। দৃশ্+লেট্‌তি=দর্শেত্। অন্তর্ভাবিত ণিচ্। অষস্য দর্শেত্ ইত্যস্য কর্মণি ষষ্ঠী (২-৩-৫২)।

সূক্ত—৩২-১৪

(১৪) অহ্যা গেরেস্মো আ হোইথ্বোই নী,
কাবয়স্ চীত্ খ্রতূশ্ নী দদত্।
বরেচাও হীচা ফ্রইদিবা হ্যাত্,
বীশেন্তো দ্রেগ্বন্তেম্ অবো।
য্যত্ চা গাউশ্ জইদ্যাই ম্রওঈ,
যে দূর-ওযেম্ সওচয়ত্ অবো॥

অন্বয় ঃ—

অস্য গৃহ্মঃ ন আসেধতি (গৃহস্থ তাহার কোনও কাজে লাগে না)। কাবয়শ্চ ক্রতূন্ ন দদাতি (কবিগণও কোনও সুপরামর্শ দিতে পারে না)। বৃচা হি চ প্রতীপা স্যাত্ (চেষ্টাগুলিও বিপরীত ফল দেয়)। দ্রুগ্বন্তং অবং বিশন্তঃ (যাহারা পামরের আশ্রয় নেয়)। যত্ গোঃ হাধ্যৈ ব্রবতি (যেহেতু জগত্‌কে পরিত্যাগ করিতে বলে)। যঃ দুরোষম্ অবস্ শোচতি (যে অধর্ম-সুরা হইতে সাহায্য চায়)।

অনুবাদ ঃ—

তখন গৃহ্ম ও তাহার কোনও উপকারে আসে না কবিগণও তাহাকে কোনও সুযুক্তি দিতে পারে না, তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, যখন কেহ পামরের শরণ লয়। কারণ যে জন নৈর্ঘৃণ্য (cynicism) অবলম্বন করে, সে জগত্‌কে (অপর সকলকে) উপেক্ষা করিতে শিখায়।

তাত্‌পর্য ঃ—অধর্মের উপর যে বন্ধুত্বের প্রতিষ্ঠা, সেই বন্ধু বিপদের দিনে কাজে আসে না। সাহায্যের জন্য যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, ততটা স্বার্থত্যাগ করিতে সে প্রস্তুত নয়।

টীকা ঃ—

সিধ—সেধতি-সংরাদ্ধৌ। বৃচা=সংকল্পঃ। বৃচ্ বৃণক্তি মনোনয়নে। হা-জহাতি ত্যাগে। তুমর্থে ধ্যৈ। শুচ—শুচতি-মন্থনে। দূর-ওষং=দূরে ওষো (দহনং) যস্য। দুর্দ্রাবং, অনমনীয়ত্বং, নৈর্ঘৃণ্যম্।

সূক্ত—৩২-১৫

(১৫) অনাইশ্ আ বীনেনাসা,
যা করপোতাওস্ চা কেবীতাওস্ চা।
অবাইশ অইবী যেংগ্ দইন্তী নোইত্,
জ্যাতেউশ্ খ্ষয়ম্নেংগ্ বসো।
তোই আবা্য বইর্যাওন্তে,
বংহেউশ্ আ দেমানে মনংহো ॥

অন্বয় :—

কর্পীতাঃ কবীতাশ্ চ (যাহারা কল্পের কিম্বা কবির ভাবে ভাবিত)। অনৈঃ বিননাশ, অবৈঃ অপি (তাহারা ইহাদ্বারা ও উহাদ্বারা, অর্থাত্ সব কিছু দ্বারাই, বিনষ্ট হয়)। যে জ্যাতেঃ ক্ষয়িম্নং বস্থ নো ইত্ ধন্তি (পরন্তু যাহারা জীবনের নিত্য-সম্পদ্—ধর্মকে ধরিয়া থাকে)। তে আভ্যাং ভ্রিয়ন্তে (তাহারা ইহা-উহা দুইটা দ্বারাই—সব কিছু দ্বারাই, বহিত হয়)। বসোঃ মনসঃ ধাম্নি (প্রজ্ঞার ধামে)।

অনুবাদ :

অনুবাদ :—যাহারা কল্পের ও কবির মতানুবর্তী, সব কিছুই তাহাদের বিনাশের কারণ হয়। অপরপক্ষে যাহারা জীবনের ধ্রুব-রত্ন ধর্মকে বিনষ্ট না করে তাহারা যে কিছুর সাহায্যেই অধিচিত্তে স্থিতি লাভ করে।

তাত্পর্য :—

যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহারা সর্বত্রই প্রলোভনে পড়িয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনে। আর যাহারা ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে, তাহারা সর্বত্রই শান্ত চিত্তে বিচরণ করিয়া বিচরণের আনন্দ উপভোগ করে। একটা নীতি (principle) মানিয়া না চলিলে জীবন ব্যর্থ হয়।

টীকা :—

কর্পিত = কর্প-ভাবগ্রস্ত। কবি-ত = কবিভাবগ্রস্ত। ধান্তি = দধতি। ধা-ধারণে। অত্র অদাদিঃ। নো = নূ। জ্যাতি = জীবন। ক্ষয়ম্নং = ক্ষয়মাণং = নিত্যং। ক্ষিয়তি নিবাসে। বসো = বসুং। ধন্তি ইত্যস্য কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে গুণঃ। ভর্য্যন্তে = ভ্রিয়ন্তে।

সূক্ত—৩২-১৬

(১৬) হমেম্‌ তত্‌ বহিশ্‌তা চীত্‌,
যে উষুরুয়ে স্যস্‌ চীত্‌ দহ্মাহ্যা।
খ্‌ষয়াংস্‌ মজ্‌দা অহুরা,
যেহ্যা মা আইথীশ্‌ চীত্‌ দ্বএথা।
য্যত্‌ অএনংহে দ্রেগ্বতো,
এত্রআনূ ইষ্যেংগ্‌ অংহয়া ॥

অন্বয় :—

সমং তত্‌ চিত্‌ বহিষ্ঠং (নিশ্চয়ই ইহা শ্রেষ্ঠ)। যত্‌ স্বস্য চিত্‌ দম্ভং উরুষ্যে (যে নিজের আত্মম্ভরিতাকে দূর করিব) ক্ষয়স্‌ মজ্‌দা অহুরা (হে অহুর মজ্‌দা, শক্তিমান্‌ হইয়া)। যস্যাঃ মে দ্বিথায়াঃ আতিঃ চিত্‌ (যেন আমার দ্বৈতের অন্ত হয়)। যত্‌ ঐনসঃ দ্রুগ্বন্তঃ (কেননা পাপশীল দুর্বৃত্ত-গণও)। অসুনা অয়া-অনু ইষ্যন্তি (প্রাণে প্রাণে এইরূপই ইচ্ছা করেন)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্‌দা, যদি স্বকীয় আত্ম-কেন্দ্রিকতাকে দমন করিবার শক্তি আমার হয়, তাহাই সবচেয়ে ভাল। এইরূপেই সমস্ত ভেদভাবের অবসান হইতে পারে। কারণ পাপাশয় দুরাচারগণও মনে মনে এইরূপ (সমদৃষ্টিই) কামনা করে।

তাত্‌পর্য :—

সমদৃষ্টিই ধর্মের মূল। কেহই চায়না যে অপর কেহ তাহার উপর অত্যাচার করুক। অপরের উপর জবরদস্তি করিবার তাহার কী যুক্তি থাকিতে পারে? দম্ভ (আত্মম্ভরিতা) ত্যাগ বিষয়ে জরথুশ্‌ত্রের উপদেশ প্রসিদ্ধ। "ইতি স্তম্ম ভাষতে কাব্যঃ দম্ভ ত্যাগে মহাসুবান ॥"

(সভা পর্ব—৬১-১২)

টীকা :—

সমং = নিশ্চিতং। বহিষ্ঠা = বশিষ্ঠং। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি আ। উষুরুয়ে = উরুষ্যে নিরস্যামি। উরুষ্যতি দূরীকরণে (ঋগ্বেদ ১-১৫৫-২)। সিংহে বর্ণবিপর্যয়ঃ। স্বস্‌ = স্বস্য সুপাং সু-লুক্‌ ইতি ষষ্ঠী স্থলে সু। দম্ভস্য-স্বার্থপরতায়াঃ। কর্মণি ষষ্ঠী। দভ্‌নোতি বন্ধনে। ক্ষয়স্‌—ক্ষি + কসু। দ্বিথা—সুপাং সু-লুক্‌ ইতে ষষ্ঠ্যাঃ লুক্‌। ইষ্‌ + লেট্‌ সি = ইষ্যস্‌। সুপ্‌-তিঙ্‌—ইত্যাদিনা অন্তি স্থলে সি। অসয়া = অসুনা। সুপ্‌ তিঙ্‌ ইত্যাদিনা তৃতীয়া স্থলে ডয়া।

পঞ্চমী

ফলবর্ষা

সূক্ত—৩৩-১

(১ যথা আইশ্ ইথা বরেষইতে,
যা দাতা অংহেউশ্ পওঁরুয়েহ্যা।
রতুশ্ হ্যওথনা রজিশ্তা,
দ্রেগ্বতএ চা যত্ চা অষাউনে।
যেহ্যা চা হেম্ যাসইতে মিথহ্যা,
যা চা হোই আরেজ্বা ॥

অন্বয় :—

যথা এষঃ (এ যেরূপ)। ইথা বর্ষতি (তাদৃশ দেন)। যঃ রতুঃ পৌর্ব্যস্য অসোঃ ধাতা (যে প্রভু আদিম জীবনের বিধাতা)। রজিষ্ঠং চ্যৌত্নং (যোগ্যতম কর্ম)। দ্রেগ্বতে চ যত্ চা অষাবনে (যেমন পাপীকে, তেমন ধার্মিককে)। যস্য চ সংযসতে মিথ্যায়াঃ (যাহারা মিথ্যার সহিত সমান সমান হয়)। যচ্ চ ভবতি ঋজ্বা (যাহা হয় সত্য)।

অনুবাদ :—

যিনি প্রথম জীবনের বিধাতা, সেই প্রভু, যে যেমন তাহাকে তাদৃশ যোগ্যতম কর্মফল দিয়া থাকেন। পাপীকেও দেন, পুণ্যবানকেও দেন, আর যাহার পাপও পুণ্য সমান সমান তাহাকেও দেন।

তাত্পর্য :—

কর্মফল কেহ এড়াইতে পারে না। যে যেমন কর্ম করিবে, সে তেমন ফল পাইবে। ইহা মজ্দার করুণাও বটে। কারণ কেহ ভাল কর্ম করিতে থাকিলে, সে ক্রমে মজ্দার সাযুজ্য লাভ করিবে—এই পরম পদ হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না ; এটা কি কম ভরসা ?

টীকা :—

বর্ষতে=দদাতি। চ্যৌত্না=চ্যৌত্নং। কর্মণি দ্বিতীয়া। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। ঋজু+ইষ্ঠ=রজিষ্ঠ (৬-৪-১৬২) যসতি=জসতি =গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪-৮৭)। মিথস্য=মিথেন=মিথ্যায়া। তৃতীয়া স্থলে ব্যত্যয়েন ষষ্ঠী। ঋজ্বা--সুপাং সুলুক্ ইতি প্রথমা স্থলে আ।

সূক্ত—৩৩-২

(২) অত্ যে অকেম্ দ্রেগ্বাইতে,
বচংহা বা অত্ বা মনংহা।
জস্তোইব্যা বা বরেষইতী
বংহাউ বা চোইথইতে অস্তীম্।
তোই বারাই রাদেন্তী;
অহুরহ্যা জওযে মজ্দাও॥

অন্বয় :—

অত যঃ অকম্ দ্রুগ্বয়তে (আর যে জন পাপীকে প্রতিহত করে)। বচংহা বা অত্ বা মনং হা (বাক্যদ্বারা অথবা চিন্তাদ্বারা)। হস্তাভ্যাং বা বৃশ্চতি (কিম্বা হস্তদ্বারা কাজ করে) বসৌ বা চোদয়তি অস্তিম্ (নিজের সত্তাকে কল্যাণে নিয়োজিত করে)। তে বারায় রাধন্তি (তাহারা পরমার্থ সাধন করে)। জোষে মজ্দায়াঃ অহুরস্য (অহুর মজদার প্রীতিতে)।

অনুবাদ :—

যাহারা বাক্য ও মনে পাপের প্রতিকূলতা করে, হস্তদ্বারা কর্ম করে কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করে, তাহারা পরমার্থ সাধন করিয়া অহুর মজ্দার প্রীতিভাজন হয়।

তাত্পর্য

কর্মযোগের উপরেই ভক্তিযোগ প্রতিষ্ঠিত। পাপের প্রতিরোধ ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠার নাম কর্মযোগ। পাপের নিরোধ আর পুণ্যের প্রতিষ্ঠাই গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন।

সর্ব্বং পাপস্যাকরণং কুসলস্যোপসম্পদা।
সচিত্তপরিযোদাপনং এতং বুদ্ধান শাসনম্॥

ধর্মপদ ১৪-৫

টীকা :—

দ্রুগ্বয়তে = দ্রুহ্যতি। বৃশ-বৃশ্চতি বরণে। বসৌ = কল্যাণে। চেথয়তি = নিযুণক্তি, চোদয়তি। চিথ—শিক্ষায়াং। অস্তিং = সত্তাং। বারায়—কর্মণায়ম্ অভিপ্রৈতি (১-৪-৩২) ইতি কর্মণি চতুর্থী। বরং = পরমার্থং। রাধন্তি = সাধয়ন্তি।

সূক্ত—৩৩-৩

'(৩) যে অষাউনে বহিশ্‌তো,
খএতূ বা অত্‌ বা বেরেজেন্যো।
অইর্যম্না বা অহুরা,
বীদাংস্‌ বা থ্বখ্‌ষংহা গবোই।
অত্‌ হ্বো অষহ্যা অংহত্‌,
বংহেউশ্‌ চা বাস্ত্রে মনংহো॥

অন্বয় :—

যঃ অষাবনে বহিষ্ঠঃ (যে জন ধার্মিকের হিতকারক)। খেতুঃ বা অত্‌ বা বৃজন্যঃ (বৈশ্যই হউক কিম্বা ক্ষত্রিয়ই হউক)। অর্য্যম্না বা অহুরা (হে অহুর, কিম্বা ব্রাহ্মণই হউক)। ত্বক্ষসা গোঃ বিধাস্‌ বা (কিম্বা উদ্যমবশতঃ বিশ্বের সেবকই হউক)। অত্‌ স্বঃ অষস্য অসত্‌ (সে ধর্ম্মের হয় বটে)। বসোঃ মনসঃ চ বাস্ত্রে (আর অধিচিত্তের পরিপালনে)।

অনুবাদ :—

যে জন ধার্মিকের উপকার করে, সে বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, কিম্বা ব্রাহ্মণই হউক, কিম্বা উদ্যমবশতঃ বিশ্বসেবকই হউক (অত্যাশ্রমি বিশ্বমানবই হউক), সেই যথার্থ ধার্মিক, সেই যথার্থ প্রজ্ঞাবান্‌।

তাত্‌পর্য্য :—

মানুষটী কোন বর্ণের তাহাতে কিছু আসে যায় না; সে সজ্জনের সহায়তা করে কিনা, ইহাদ্বারাই তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

টীকা :—

অষাবনে—বহিষ্ঠ শব্দাযোগে চতুর্থী (৪-২-৭৩)। খৈতুঃ = বৈশ্যঃ (ঋগ্বেদ ৫-৪১-২)। বৃজনঃ = ক্ষত্রিয়ঃ। বৃজনং = বলং (নিঘণ্টু ২-৯)। অর্শাদিত্বাদ্‌ অচ্‌। অর্য্যম্না = ব্রাহ্মণঃ। বিদাস্‌ = বিদধত্‌ = সেবমানঃ = সেবকঃ। বি + ধা + কসুন্‌ (৩-৪-১৭)। ত্বক্ষস্‌ = বল (নিঘণ্টু ২-৯)। গবে = গোঃ। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী ইতি বার্তিকাত। বাস্‌ = বাসয়তি উপসেবায়াম্‌। বাস + তৃ। বাস্তা = সেবকঃ।

(৪) যে থ্বত্ মজ্দা অশ্রুস্তীম্,
অকেম্ চা মনো যজাই অপা।
খএতেউশ্ চা তরেমইতীম্
বেরেজনখ্যা চ নজ্দিশ্তাম্ দ্রুজেম্।
অইর্যমনস্ চা নদেন্তো,
গেউশ্ চা বাস্ত্রাত্ অচিশ্তেম্ মন্তূম্॥

অন্বয় :—

হে মজ্দা, ইয়ত্ ত্বত্ অশ্রুতিং অকং মনস্ চ অপয়জে (হে মজ্দা, এই তোমা হইতে অবাধ্যতা আর দুর্বুদ্ধি দূর করিয়া দিতেছি)। খেতোঃ চ তিরোমতিং (বৈশ্যের নাস্তিক্য)। বৃজনস্য নেদিষ্ঠং দ্রোহং (ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক হিংসা)। অর্য্যমনঃ চ ন-দান্তং (ব্রাহ্মণের অসংযম)। গোঃ বাস্ত্রাত্ অচিষ্ঠং মন্তুম্ (বিশ্বসেবকের লঘিষ্ঠ মতি)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, এই আমি তোমাতে বিমুখতা ও বিরাগ দূর করিয়া দিতেছি। কিংচ বৈশ্যের অবিশ্বাস, ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক হঠকারিতা, ব্রাহ্মণের সংযমাভাব, আর বিশ্ব-সেবকের সংকীর্ণ চিত্ততা (সাম্প্রদায়িকতা) দূর করিতেছি——ইহাদের পক্ষে এগুলি গুরুতর ত্রুটি।

তাত্পর্য :—

উদার বিশ্ব মানবত্ব দ্বারাই মানুষকে বিচার করিতে হইবে। বর্ণ ভেদের ব্যবস্থা কেবল মনুষ্যত্ব লাভের সুবিধার জন্য। উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়া, কেবল আচার পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে ধর্ম কুসংস্কার হইয়া পড়ে।

টীকা :—

অশ্রুতিঃ = অশ্রুতি। পারস্কর প্রভৃতীনি চ ইতিসুট। নেদিষ্ঠাং = নজ্দিস্তাং। দম্ + নপুংসকে ভাবে ক্ত দান্তং। ন-ভ্রাড্ ন-পাদ্ (৬-৩-৭০)। সুপাং সুলুক্ ইতি। তিরোমতি = নাস্তিক্যং। তিরস্ অপগূহনে। অপযজে-ইত্যস্য কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। বৃজনয় = বৃজনস্য = ক্ষত্রিয়স্য। সং-স = জে-থ। অচিষ্ঠ = লঘিষ্ঠং। মন্তং = বুদ্ধিং।

সূক্ত—৩৩-৫

(৭) যস্ তে বীস্পে মজিস্তেম্ স্রওষেম্,
জ্বয়া অবংহানে।
অপানো দরেগো-জ্যাইতীম্,
আ খ্ষথ্রেম্ বংহেউশ্ মনংহো।
অষাত্ আ এরেজুশ্ পথো,
যএষু মজ্দাও অহুরো ষএতী॥

অন্বয় :—

যত্ তে বিশ্ব-মহিষ্ঠং শ্রুষং (যে শ্রুষ তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ—দান)। হ্বয়ে অবসানে (আমার রক্ষার জন্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি)। দীর্ঘং জ্যাতিং অপান (দীর্ঘ জীবন দাও)। বসোঃ মনসঃ ক্ষথ্রং আ (অধি-চিত্তের ক্ষথ্রের সহিত)। অষাত্ আ ঋজুঃ পথঃ (সেই পথ ধর্ম্মদ্বারা সরল)। যেষু মজ্দাঃ অহুরঃ শেতি (যথায় অহুর মজ্দা শুইয়া আছেন)।

অনুবাদ :—

তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ দান যে ভক্তি, আমার উদ্ধারের জন্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি। প্রজ্ঞার শক্তিও তার সঙ্গে দাও। যে পথে অহুর মজ্দাকে পাওয়া যায়, সেই পথ নীতি ধর্মের সরল পথ বটে।

তাত্পর্য :—

ভক্তি-ই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। কারণ ভক্তি দ্বারাই মজ্দাকে পাওয়া যায়। পরন্তু যাহারা চরিত্র গঠনকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির কথা বলেন, তাহারা ভ্রান্ত।

টীকা :—

শ্রুষং = ভক্তিং (শুশ্রূষাং) শ্রু + সন্। অত্র লোপঃ অভ্যাসস্য (৭-৪-৫৮)। হ্বয়ে = হ্বয়ে। অবসানে—অবতি = রক্ষতি। অব + তুমর্থে অসেন্ (৩-৪-৯) স্থলে কেন্য (৩-৪-১৪) চ যদ্বা অসানচ্ (উণাদি ২৫২) অপ—অপ্লাতি প্রেরণে (ছান্দসঃ) লোট্ হি। হি স্থলে আন (৩-১-৮১)।

(৬) যে জওতা অষা-এরেজ্‌শ্‌,
হেবো মন্যেউশ্‌ আ বহিস্তাত্‌ কয়া।
অম্মাত্‌ অবা মনংহা,
যা বেরেজ্যেইদ্যাই মান্তা বাস্ত্র্যা।
তা তোই ইজ্যাই অহুরা মজ্‌দা,
দাস্তোইশ্‌ চা হেম্‌-পস্তোইশ্‌ চা ॥

অন্বয় :—

যঃ হোতা অষা-ঋজুঃ (যে হোতা ধর্মে অকপট)। স আ বহিষ্ঠাত্‌ মন্যোঃ কয়ঃ, (তিনি শুদ্ধভাবের ফলভাক্‌)। অস্মাত্‌ অব মনসাং (এইজন্য এইরূপ মন দাও)। যত্‌ মন্তা বাস্ত্রা বৃজ্যধ্যৈ (যেন চিন্তাশীল ও কর্মশীল হইতে পারি)। হে অহুর মজ্‌দা, তত্‌ তে দ্রষ্টোঃ স্পর্ষ্টোঃচ ঈহৈ (হে অহুর মজ্‌দা তাই তোমাকে দেখিতে ও স্পর্শ করিতে চাই)।

অনুবাদ :—

যে হোতা অকপটভাবে ধর্মনীতি পালন করেন, তিনিই চিত্ত-শুদ্ধির ফলভাক্‌। এইজন্য এমন চিত্তবৃত্তি দাও, যেন আমি মননশীল ও কর্মশীল বনিয়া যাইতে পারি। হে অহুর মজ্‌দা আমি ইহাই চাই, যে তোমাকে দর্শন ও স্পর্শন করিতে পারি।

তাত্‌পর্য :—

ধর্মনীতি পালনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। চরিত্র গঠন ব্যতীত ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ ফল, মজ্‌দার দর্শন লাভ, সম্ভবপর নয়।

টীকা :—

চায়ঃ=সংগ্রাহকঃ। চিনোতি ফল-চয়নে। অব—অবতি প্রেরণে, (বৈদিকঃ)। প্রাবস্ত পৃথিবীং অনু (৩-৪-২) অথর্ববেদ (৪-১৫ ৯) অব লোট্‌ হি। বৃহ—বর্হতি বৃদ্ধৌ। দিবাদিঃ বৃহ্যতি। লোট্‌ স্থলে ধ্যৈ। বৃহ্যধ্যৈ। বৃহ্যধ্যৈ। ঈহতে চেষ্টায়াং। অত্র দিবাদি। দৃশ্‌+তুমর্থে তোসুন্‌ (৩-৪-১৩) দর্স্তোস্‌। স্পৃশ+তোসুন্‌।

সূক্ত—৫৩-৭

(৭) আ মা আইদূম্ বহিস্তা,
আ খএথ্যা চা মজ্দা দরেষত্ চা।
অষা বোহু মনংহা,
যা শ্রুয়ে পরে মগাউনো।
আবিশ্ নাও অন্তরে হেন্তু,
নেমখইতীশ্ চিথ্রাও রাতয়ো॥

অন্বয় :—

হে বহিষ্ঠ, মাম্ এধ্বম্ (হে শ্রেষ্ঠ, আমার নিকট এস)। হে মজ্দা, আ সিধ্য চ দর্শত চ, (হে মজদা, চলে এস ও দেখা দাও)। অষয়া বহুমনসা (ধর্ম ও প্রজ্ঞার সহিত)। যে শ্রুয়েতে পরো মঘোনঃ (যাহা মঘবানদিগের পরম গুণ বলিয়া কথিত হয়)। নঃ অন্তরে আবিঃ হন্তু (আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হউক)। নমস্যতিভিঃ চিত্রাঃ রাতয়ঃ (প্রণতি বশতঃ বিচিত্র রক্ষা)।

অনুবাদ :

হে শ্রেষ্ঠ অহুর, তুমি আমার নিকট এস। হে মজদা, পৌঁছে যাও এবং দেখা দাও। একজন মঘবানের (পার্শীর) যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, ধর্মনিষ্ঠা ও প্রজ্ঞানিষ্ঠা, তাহা সঙ্গে নিয়ে এস। তোমাকে প্রণাম করিয়া আমরা যেন অন্তরে বিচিত্র নিরাপত্তা অনুভব করি।

তাত্পর্য :—

মজ্দার দর্শন লাভই জীবের পরম পুরুষার্থ। তারপর কি আর মানুষের কোনও ভয় বা উদ্বেগ থাকিতে পারে?

টীকা :—

সিধ—সেধতি গতি-কর্মণি (নিঘণ্টু ২-১৪)। অত্র দিবাদিঃ। দৃশ্+ণি=দর্শয়তি। ণের্ অনিটি (৬-৪-৫১) ইতি ণের্ লোপঃ। নমস্+ক্যচ্ (৩-১-১৯) নমস্যতি। নমস্য+ক্তি=নমস্যতি। রা—রাতি দানে।

সূক্ত-৩৩-৮

(৮) ফ্রো মোই ফ্রবোইজ্‌দূম্‌ অরেথা,
তা যা বোহু শ্যবাই মনংহা।
যস্মেম্‌ মজ্‌দা খ্‌ষ্‌মাবতো,
অত্‌ বা অষা স্তওম্যা বচাও।
দাতা বে অমেরেতাওস্‌ চা উত যুইতী,
হউর্বতাস্‌ চা দ্রওণো ॥

অন্বয় :—

প্র মে অর্থং প্রাবুদ্ধম্‌ (আমাকে পুরুষার্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও)। তদ্‌ যত্‌ বসু মনসা যুষ্মাবতঃ যজ্ঞং চ্যবে, মজ্‌দা (তাই যেন প্রজ্ঞাদ্বারা যুষ্মাদৃশের যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে পারি, হে মজ্‌দা)। অত্‌ বা অষায়াঃ স্তোম্যাঃ বচৈ (অপি চ অষের স্তুতি পাঠ করিতে পারি)। দাত বৈ (দাও এখন)। অমৃতাতেঃ চ উত যুতিং (অমৃতত্বের সংযোগ)। স্বর্বতেঃ চ দ্রবিণং (আধ্যাত্মিকতার সম্পদ্‌)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, আমাকে পুরুষার্থ (জীবনের উদ্দেশ্য) বুঝাইয়া দিন, যেন আমি প্রজ্ঞার সাহায্যে ভবদীয় কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারি, কিঞ্চ অষের (ধর্মের) স্তুতিগান করিতে পারি। আধ্যাত্মিকতার সম্পদ্‌, আর অমৃতত্বের সমাবেশ, আমাদিগকে দিতে আজ্ঞা হউক।

তাত্‌পর্য :—

চিত্ত শুদ্ধ হইলে আর ভোগ লিপ্সা থাকে না। তখন ঈশ্বরীয় কর্তব্য আর ধর্মনীতিই ভাল লাগে। ক্রমেই অধি-আত্মাতে (সাক্ষি-আত্মাতে) অবস্থান করিয়া অমৃতত্বের (ব্রহ্ম-সাযুজ্যের) আনন্দ উপভোগ করা যায়।

টীকা :—

প্র+বুধ+লোট্‌ ধ্বম্‌। অর্থা—সুপাংসু-সু-লুক্‌ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ শ্যবে=চ্যবে। চ্যবতে গতিকর্মা (নিঘণ্টু—২-১৪) যু—যৌতি বন্ধনে। যু+ক্তি (৩-৩-৯৭) অমৃতা=অমৃত=অমৃতত্ব। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি ষষ্ঠীস্থলে সু। স্বর্বতা=সু+উর্বন্‌+তা=অধ্যাত্মতা। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি ষষ্ঠী স্থলে সু। দ্রবিণঃ=দ্রবিণং। সুপ্‌-তিঙ্‌-উপগ্রহ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে প্রথমা।

সূক্ত—৩৩-৯

(৯) অত্ তোই মজ্‌দা তেম্ মইন্যুম্,
অষ-ওখ্ষয়ন্তাও সরেজ্যয়াও।
খাথ্রা মএথা ময়া,
বহিস্তা বরেতূ মনংহা ॥
অয়াও আরোই হাকুরেনেম্,
যয়াও হচিন্তে উর্বানো ॥

অন্বয় :—

অত্ তে মজ্‌দা তম্ মন্যুং (এখন হে মজ্‌দা তোমার সেই গুণকে) অষ-উক্ষন্ত্যৈ শর্ধ্যৈ (ধর্ম বর্ধক ধৃতির নিমিত্ত)। মায়াথা মায়াং খাত্রাং (সম্পদেরও সম্পদ পবিত্রতাকে)। বহিষ্ঠা মনসা বরতু (উত্তম প্রজ্ঞা বরণ করুক)। অয়াস্ সাকূর্ণং আরৈ (তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিব)। যয়াস্ উর্বাণঃ সচন্তে (যাহাদের আত্মাগুলি অগ্রগামী)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, অধিচিত্ত এখন ধর্মবুদ্ধি বর্ধক-ধৃতির জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তোমার গুণ পবিত্রতাকে (চিত্তশুদ্ধিকে) বরণ করুক। যাহাদের আত্মা উন্নতিশীল, আমরা তাহাদের সহিত মিলিত থাকিব।

তাত্‌পর্য :—

চিত্তশুদ্ধিই আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন। কেবল আচার পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিলে ধর্ম কুসংস্কার হইয়া পড়ে।

টীকা :—

উক্ষিত=মহত্ (নিঘণ্টু ৩-৩)। উক্ষ+ক্বিচ্ (উনাদি ৩৩৭) উক্ষন্তিঃ=বৃদ্ধিঃ। শৃধ-শর্ধতে=to challenge, শৃধ+ই=শর্ধি=ধৈর্য্য। খাত্রা=শ্বাত্রা=পবিত্রতা (নিঘণ্টু ৪-২-১৪)। বরতুইত্যস্য কর্মণি দ্বিতীয়া। সুপাং-সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়ায়ঃ লুক্। মায়া=প্রজ্ঞা (নিঘণ্টু ৩-৯) ময়=সম্পদ্ (নিঘণ্টু ৩-৬-৭) ঋ—ইয়র্তি লোট ঐ আরৈ। কৃ কিরতি আচ্ছাদনে। সহ+কৃ+ক্ত সকূর্ণঃ। সমানং আচ্ছাদনং যেষাম্। তেষাং ভাবঃ। সাকুর্ণ=সংযোগ। আরৈ ইত্যস্য কর্মণি দ্বিতীয়া।

সূক্ত—৩৩-১০

(১০) বীস্পাও স্তোই হুজীতয়ো,
যাও জী আওংহরে যাওস্ চা হেন্তী।
যাওস্ চা মজ্‌দা ববইন্তী,
থ্বহ্মী হীশ্ জওষে আবখ্‌ষোহ্বা।
বোহু উখ্‌ষ্যা মনংহা,
খ্‌ষথ্রা অষা চা উস্তা তনূম্॥

অন্বয় :—

বিশ্বাঃ হি সন্তি সুজিতয়ঃ (সকল নিত্য সম্পদ্)। যাঃ চি আসিরে যাশ্চ সন্তি (যা ছিল কিম্বা যা আছে)। যা চ মজ্‌দা ভবন্তি (হে মজ্‌দা, আর যাহা হইবে)। ত্বস্মিন্ জোষে হীশ্ আবক্ষস্ব (তোমার প্রীতিতে তাহাদিগকে ন্যস্ত করিয়া থাক)। বস্থ মনসাং উক্ষ্য (প্রজ্ঞাকে দাও)। ক্ষথ্রাং অষাং উস্ত তনুং চ (অনপেক্ষা, ধর্ম, আর অধিচিত্তকেও)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা ভূত, ভবিষ্যত্ ও বর্তমান, যত কিছু ধ্রুব লাভ আছে, তাহা তোমার প্রীতির উপরই নির্ভর করে। প্রজ্ঞা, অনপেক্ষা, ধর্ম, ও অধিচিত্ত, এই কয়টী সম্পদ্ আমাদিগকে দাও।

তাত্‌পর্য্য :—

আধ্যাত্মিক সম্পদ্ই ধ্রুব সম্পদ্। তাহা না থাকিলে কেবল পার্থিব সম্পদ্দ্বারা লোকে শান্তি পাইতে পারে না।

টীকা :—

জি + ক্তি = জিতি (ঋগ্বেদ ১০-৫৩-১১)। ভবন্তি—বর্তমান সামীপ্যে (ভবিষ্যতি) বর্তমানবত্ (৩-৩-১৩১) বক্ষ—বক্ষতি বৃদ্ধৌ। ক্বচিদ্ দানে। লোট্ স্ব। ক্রিয়া সমভিহারে লোট্ (৩-৪-২)। উক্ষ = উক্ষতি সেচনে। অত্র দিবাদিঃ। তনুঃ = মনঃ। উত স্বয়া তন্বা সংবদে তত্ (ঋগ্বেদ ৭-৮৬-২)

সূক্ত—৩৩-১১

(১১) যে সেবিস্তো অহুরো
মজ্‌দাওস্ চা আর্‌মইতিশ্ চা।
অষেম্ চা ফ্রাদত্‌-গএথেম্,
মনস্ চা বোহু খ্‌ষথ্রেম্ চা
স্রওতা মোই মরেঝ্‌দাতা মোই,
আদাই কস্মাইচীত্‌ পইতী॥

অন্বয় :—

য: অহুর: শেবিষ্ঠ: (যে অহুর শিবতম)। স মজ্‌দা: চ আরমতি: চ (সেই মজ্‌দা আর শ্রদ্ধা)। প্রথত্‌-গয়থং অষং চ (আর বিষয়-বর্ধক ধর্ম)। বসু মনস্ চ ক্ষথ্রং চ (প্রজ্ঞা আর অনপেক্ষা)। মে শ্রবত (আমার কথা শোন)। মাং মৃজ্‌দত (আমাকে মার্জনা কর)। কস্মৈ চিত্‌ প্রতি (যে কোনও কারণে) আদ্‌ অয় (এই এস)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্‌দা, শিবতম তুমি, আর শ্রদ্ধা এবং লোক-পালক ধর্ম্ম, কিঞ্চ প্রজ্ঞা আর অনপেক্ষা, তোমরা সকলে আমার প্রার্থনা শোন, আমার অপরাধ মার্জনা কর, কিঞ্চ পর্যাপ্ত কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমার নিকটে এস।

তাত্‌পর্য :—

মজ্‌দা অহৈতুক কৃপালু। তাই পর্য্যাপ্ত হেতু না থাকিলেও, ভক্তকে তিনি প্রজ্ঞা ক্ষথ্র, কর্মনিষ্ঠা, ও ধর্মশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দিয়া থাকেন।

টীকা :—

শেব=শিব (নিঘণ্টু ৩-৬) প্র+ধা+শতৃ=প্রধত্‌। গয়থ=বিষয়। মৃড়ত=মৃজ্‌দত। মৃড্‌নাতি হর্ষে। যদ্‌বা। মৃজ—মার্ষ্টি শোধনে। মৃজ+লোট্‌ ত। কৃঞ্‌ চানু প্রযুজ্যতে (৩-১-১০) ইতি বত্‌ ক্বচিদ্ দা-ধা অপি অনুপ্রযুজ্যতে। অলিটি আম্‌—বিনাপি। আদয়—আদ্‌, অয় আগতু। যদ্বা আ দয়, কৃপাং কুরু।

(১২) উস্ মোই উজারেষা অহুরা,
আর্মইতী তেবিষীম্ দস্বা।
স্পেনিস্তা মইন্যু মজ্দা,
বংহুয়া জবো আদা।
অষা হজো এমবত্,
বোহু মনংহা ফেসেরতুম্॥

অন্বয় :—

অহুরা, উস্ মা উর্জস্ব (হে অহুর, আমাকে খুব তেজস্বী কর)। আরমতে তবিষীং দাস্ব (হে শ্রদ্ধা, আমাকে শক্তি দাও)। স্পেনিষ্ঠেন মন্যুনা মজ্দা (হে মজ্দা, উত্তম সত্বগুণ হেতুক)। বসুনা জবেন আদ্ আ (খুব বেগের সহিত এস)। অষা, বসু মনসা অমাবত স্ফুরথুং সজয় (হে ধর্ম প্রজ্ঞাবশতঃ বলবত্ স্ফূর্তি দাও)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, আমাকে উন্নত কর, কর্মনিষ্ঠা দ্বারা আমাকে শক্তিমান কর। আমার উত্তম সত্বগুণ আছে, এইজন্য ত্বরায় আমার নিকট এস। ধর্ম ও প্রজ্ঞার সাহায্যে আমাকে প্রচুর বিকাশ দাও।

তাত্পর্য :—

সাধক যতই সত্ব গুণ অর্জন করিবে, ততই মজ্দার নিকটবর্তী হইবে।

টীকা :—

উর্জ—উর্জয়তি—প্রাণনে। তবিষী=বলং (নিঘণ্টু ২-৯)। সজতি গমনে (৬-৪-২৫)। সজয়=প্রেরয়। অমবত্=বলবত্। (নিঘণ্টু ৪-৩-৪৫)। অমবন্তঃ অর্চয়ঃ (ঋগ্বেদ—১-৩৬-২০)।

সূক্ত—৩৩-১৩

(১৩) রফেধ্রাই বৌরুচষাণে,
দোইষী মোই যা বে অবিফ্রা।
তা খ্‌ষথ্র্হ্যা অহুরা,
যা বংহেউশ্‌ অষিশ্‌ মনংহো
ফ্রো স্পেন্তা আরমইতে,
অষা দএনাও ফ্রদখ্‌ষয় ॥

অন্বয় :—

রফধ্রায় উরু-চষাণি (আনন্দ বলিয়াই বেশ আস্বাদ করিব)। দায়সি মে যান্‌ বৈ অব-প্রিয়ান্‌ (যত-ই অপ্রিয় আমাকে দাওনা কেন)। তে ক্ষথ্র্স্য অহুরা (হে অহুর, তোমার অনপেক্ষার প্রসাদে)। যত্‌ বসো মনসঃ আশিষ্‌ (যাহা প্রজ্ঞার আশীর্বাদস্বরূপ)। স্পেন্তা আরমতে, দীনায় তাং অষাং প্রদক্ষয় (হে শুভ শ্রদ্ধা, ধর্মপন্থার জন্য ধর্মনীতিকে দেখাও)

অনুবাদ :—

ক্ষথ্র্ (অনপেক্ষা) প্রজ্ঞার আশীর্বাদস্বরূপ। হে অহুর, আমাকে যতই দুঃখ দাওনা কেন, আমি তোমার ক্ষথ্রের প্রসাদে তাহা সুখ বলিয়াই উপভোগ করিব। হে শুভ আরমতে (শ্রদ্ধা), যাহাতে দীন (ধর্মপন্থা) প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, এই জন্য আমাকে অষা (ধর্মনীতি) দেখাইয়া দাও।

তাত্‌পর্য :—

যিনি সাক্ষি-আত্মায় অবস্থান করিতে শিখিয়াছেন, বাহিরের কোনও অবস্থাই তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। Mind is its own place, and itself can make a heaven of hell, and a hell of heaven.

টীকা :—

চষ-চষতি আস্বাদনে। চাখা ইতি ভাষায়াং। দায়—দায়তি দানে। বিপ্রং = সুখং। বি+পৃ+ক। অ-বিপ্রং = অসুখং। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। ক্ষথ্র্স্য = ক্ষথ্রেণ। নাগ্নিস্‌ তৃপ্যতি কাষ্ঠাণাং ইতি বত্‌করণে ষষ্ঠী। দক্ষ—দক্ষতে গত্যৌ। শীঘ্র প্রেরণে, প্রদর্শনে বা।

সূক্ত—৩৩-১৪

(১৪) অত্ রাতাম্ জরথুশ্ত্রো,
তন্বস্ চীত্ খখ্যাও উশ্তনেম্।
দদইতী পউর্বতাতেম্,
মনংহস্ চা বংহেউশ্ মজ্দা।
ষ্যওথনহ্যা অষাই,
যা চা উখ্ধখ্যাচা সেরওষেম্ খষথ্রেম্ চা॥

অন্বয় :—

অত্ রাতাম্ (তাই গ্রহণ কর)। জরথুস্ত্রঃ স্বস্য তণোঃ চিত্ উস্তনম্ দদাতি (জরথুস্ত্র নিজের প্রাণের অধিপ্রাণকে দিতেছে)। পূর্বতাতিং বসোঃ মনসঃ চ মজ্দা (হে মজ্দা, প্রজ্ঞার অগ্রভাগ ও)। অষায়ৈ চ্যৌত্নস্য, যত্ চ উগ্ধস্য (ধর্মকে, কর্মের, এবং বচনের অগ্রভাগ)। শ্রুষং ক্ষথ্রং চ (ভক্তি আর অনপেক্ষা ও—দিতেছে)।

অনুবাদ :—

এই গ্রহণ করুন। হে মজ্দা, জরথুশ্ত্র নিজের প্রাণের ও প্রাণ, আর প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ কলা, আপনাকে দিতেছে। আর ধর্মকে দিতেছে, কর্মের আর বচনের অগ্রভাগ, এবং শ্রুষ (ভক্তি) আর ক্ষথ্র (জিষ্ণুতা)।

তাত্পর্য :—

নিজের সর্বস্ব মজ্দাকে অর্পণ করিয়া জরথুশ্ত্র পরাভক্তির স্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছেন। বৈষ্ণব-পন্থা ও সুফী-পন্থা এই পরানুরক্তিরই ক্রমবিকাশ।

টীকা :—

রা—রাতি গ্রহণে। আত্মনেপদম্। লোট তাম্ (অত্রভবান্।) পূর্ব+তাতিল্ (৪-৪-১৪৪) = পূর্বতাতিঃ। চ্যৌত্নস্য = চ্যৌত্নেন। করণে ষষ্ঠী—নাগ্নিস্ তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্ ইতিবত্। ইতি প্রথম পুরুষঃ। উত্-তনু = উস্তনু = অধি-চিত্ত।

ষষ্ঠী

আগমনী।

সূক্ত—৩৪-১

(১) যা শ্যওথনা যা বচংহা যা যস্ন্া,
অমেরেতাতেম্ অষেম্ চা।
তএইব্যো দাওংহা মজ্দা,
খ্ষথ্রেম্ চা হউর্বতাতো।
অএষাম্ তোই অহুরা
এহ্মা পউরুতেমাইশ্ দস্তে ॥

অন্বয় :—

যা চ্যৌত্না, যা বচসা, যা যস্না (যে কর্ম, যে বচন, ও যে যজ্ঞ)। অমৃতাতিং অষং চ তেভ্যঃ দাশতে, মজ্দা (হে মজ্দা, ইহাদিগকে অমৃতত্ব ও ধর্ম দিবে)। ক্ষথ্রং চ সুর্বতাতিং (অনপেক্ষা ও আধ্যাত্মিকতাও দিবে)। এতেষাং ত্বং অহুরা (হে অহুর, তুমি এ সকলের) হস্তে পুরুতমৈঃ এহি স্ম (হাতে অনেকগুলি নিয়া শীঘ্র এস)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, যাহা সকলকে অমৃতাতি, অষ, ক্ষথ্র ও সূর্বতাতি (ব্রহ্মনিষ্ঠা, ধর্ম, অনপেক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা) আনিয়া দিতে পারে, এইরূপ বহু কর্ম, বচন, ও অর্চনা, (আমাদিগকে শিখাইবার জন্য) তুমি হাতে নিয়া এস।

তাত্পর্য :—

ধর্ম্মপথে চলিবার প্রেরণাও মজ্দা হইতেই আসে।

টীকা :—

তেভ্যঃ = সর্বেভ্যঃ। দাশ্—দাশতে দানে। লট্ তে। লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৩-১-৪১)। দাশে। এহি + স্ম = এস্ম, সত্বরং এহি। স্মে লোট্ (৩-৩-১৬৫)। সূর্বতাতা = সূর্ব্বতাতিং = অধ্যাত্মতাং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে ডা।

সূক্ত—৫৪-২

(২) অত্ চা ঈ তোই মনংহা,
মন্যেউশ্ চা বংহেউশ্ বীস্প্যা দাতা।
স্পেন্তখ্যা চা নেরেশ্ ষ্যওথনা
যেহ্যা উর্বা অষা হচইতে।
পইরিগএথে ক্ষাবতো বস্মো
মজ্দা গরোবীশ্ স্তূতাম্॥

অন্বয় :—

অত্ চ ই তে মনসা (এই তো তাহারা সর্বান্তঃকরণে)। বসোঃ মন্যোস্ বিশ্বং।ধাতা (শুভ প্রবৃত্তির সবটা ধারণ করিয়া)। স্পেন্তস্য নরঃ চ্যৌত্নং (পুণ্যবান মানবের কর্ম ও, ধারণ করিয়া)। যস্য উর্বা অষয়া সচতে (যাহার আত্মা ধর্মের সহিত বিচরণ করে)। পরিগয়তে ক্ষাবতঃ বস্মো (যুষ্মাদৃশের পূজায় আসে)। মজ্দা গীর্ভিঃ স্তোতুম্ (হে মজ্দা বচনদ্বারা স্তব করিতে)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, যাহাদের আত্মা ধর্মপথে বিচরণ করে, তাহারা সর্বান্তঃকরণে শুভ প্রবৃত্তি ও ভক্তজনোচিত চেষ্টা লইয়া, মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করিবার জন্য তোমার পূজায় যোগ দিতেছে।

তাত্পর্য :—

যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, কেবল তাহারাই মজ্দার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। মজ্দা আছেন এ সম্বন্ধে যাহার কোন ও সংশয় নাই, সে কি আর মজ্দার স্তুতি না করিয়া থাকিতে পারে?

টীকা :—

বিশ্বা = বিশ্বং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। নরঃ = নরস্য। নৃ শব্দস্য ষষ্ঠী। সচতে = গচ্ছতি। তে হি নাকং মহিমানঃ সচন্ত (ঋগ্বেদ— ১-১৬৩-৫০)। ব্রহ্ম = তপঃ, পূজা।

সূক্ত—৩৪-৩

(৩) অত্ তোই ম্যজ্‌দেম্ অহুরা,
নেমংহা অষাই চা দামা।
গএথাও বীস্পাও আ খ্‌ষথে্রাই,
যাও বোহূ থ্রওশ্‌তা মনংহা।
আরোই জী হুদাওং হো,
বীস্পাইশ্ মজ্‌দা খ্‌ষ্‌মাবস্যু সবো॥

অন্বয় ঃ—অত্ তে মেধ্যং অহুরা (হে অহুর, এই তোমাকে নৈবেদ্য)। অষায়ৈ চ দামঃ, নমসা (ধর্মকেও দিতেছি, নমস্কারের সহিত)। বিশ্বাঃ গয়থাঃ (সমস্ত জগত্)। আ ক্ষথে্র (অনপেক্ষায় স্থিত হইয়া)। যয়া বহু মনসা ত্বর্স্তা (যাহাদ্বারা বহু-মনসা গঠিত হইয়াছে)। সুধাসঃ আরন্তি হি (সুবুদ্ধিগণ নিষ্পন্ন করেন)। বিশ্বৈঃ মজ্‌দা, ক্ষাবত্‌সু সবং (হে মজ্‌দা, সকল [কর্ম] দ্বারাই যুষ্মাদৃশের যজ্ঞ)।

অনুবাদ ঃ—হে অহুর, তোমাকে আর ধর্মকে প্রণাম করিয়া এই বিশ্বজগত্ নৈবেদ্যস্বরূপ অর্পণ করিলাম। যে ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) দ্বারা প্রজ্ঞা গঠিত, সেই ক্ষথ্র স্থিত হইয়া ইহা অর্পণ করিলাম। হে মজ্‌দা, সুধিগণ যাহা কিছু করেন, তাহাদ্বারা তোমার পূজাই নিষ্পন্ন করেন।

তাত্‌পর্য ঃ—যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি সকল জগত্‌টা বিশ্বেশ্বরকে নিবেদন করিয়া দেন—নিজের সংসার আর করেন না, সেবকরূপে ভগবানের সংসার করেন।

যিনি সর্বত্র ভগবানকে দেখেন, তাহার সকল কাজই পূজায় পরিণত হয়—"যদ্ যদ্ কর্ম করোমি, তত্ তদ্ অখিলং, শম্ভো তবারাধনা।" (শঙ্করাচার্য্য)।

টীকা ঃ—দামঃ=দদামঃ। অত্র অদাদিঃ। গয়=গৃহ (নিঘণ্টু—১-৪)। গয়থ=বিষয়। সুপাং সু লুক্ ইতি দ্বতীয়া স্থলে আ। ত্বর্স্তা=নির্মতা। ত্বস্, ত্বর্স—রচনায়াং। অর-অরতে=সম্পাদনে আ+অর+লট্‌তে= আরতে। লোপস্ত আত্মনেপদেষু=আরে। সংস্কৃত এ=জেন্দ্ ওই। হি=জি। সংস্কৃত হ=জেন্দ জ।

(৪) অত্ তোই আত্‌রেম্ অহুরা,
অওজোংহ্বন্তেম্ অযা উসেমহী।
অসীশ্‌তীম্ এমবন্তেম্ স্তোই রপন্তেম্,
চিথ্‌রা অবংহেম্।
অত্ মজ্‌দা দইবিষ্যন্তে,
জস্তাইশ্ তাইশ্ দেরেশ্‌তা অএনংহেম্॥

অন্বয় :—

অহুরা, অত্ তে ওজস্বন্তম্ অগ্নিং (হে অহুর এই তোমার উজ্জ্বল অগ্নিকে) অষয়া উসেমহি (ধর্মদ্বারা ইচ্ছা করিতেছি)। অসিষ্ঠং অমাবন্তং অস্তি-রপন্তং চিত্র-অবসং(পবিত্রতম, বলবান, নিত্য-নন্দন ও বিচিত্র রক্ষণশীলকে)। অত্ মজ্‌দা, দ্বিষন্তং ঐনসং (তাই মজ্‌দা, বিদ্বেষপরায়ণ পামরকে)। তৈঃ হস্তৈঃ ধর্ষত (তোমার প্রসিদ্ধ বাহুদ্বারা ধর্ষণ কর)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, এই আমরা ধর্মপথে থাকিয়া, তোমার উজ্জ্বল, পবিত্র, শক্তিমান, চির-নন্দন, বিচিত্র-শরণ, অগ্নিকে আবাহন করিতেছি। হে মজ্‌দা, বিদ্বেষ্টা পামরদিগকে তোমার হস্ত দ্বারা ধর্ষণ কর।

তাত্‌পর্য :—

সাগ্নিকত্ব গৃহস্থ-ধর্মের লক্ষণ। ধর্মরাজ জরথুশ্‌ত্র গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা করিতেন।

হিন্দু ও পার্শী উভয়,শাখাতেই অগ্নিতে হোম করা উপাসনার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। হিন্দু হোম করিত তিনবার, পার্শী করিত পাঁচবার। "পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রি-নাচিকেতাঃ"—কঠ (৩-১)।

টীকা :—

উশ্-উশাতিপূজায়াং। উশেমসি (উশেমহি)=উশামঃ। ইদন্তো মসিঃ (৭-১-৪৬)। অষাবান্+ইষ্ঠ=অসিষ্ঠ। বিন্-মতোর্ লুক্ (৫-৩-৬৫)। স্তি=তিষ্ঠত্। বৃষভঃ স্তিয়ানাম্ (ঋগ্বেদ ৭-৫-২) অমাবন্তং=বলবন্তং (নিঘণ্টু ৪-৩-৪৫) রপন্তং=নন্দনং। রপ্নাতি প্রীণণে। অত্র তুদাদিঃ। দ্বিষন্তে=দ্বিষন্তং। বিবক্ষা-বশাত্ চতুর্থী।

সূক্ত—৩৪-৫

(৫) কত্ বে খ্‌ষথ্রেম্ কা ঈস্তিস্ ষ্যওথানইশ্,
মজ্‌দা যথা বাও হখ্‌মী।
অষা বোহূ মনংহা,
থ্রায়োইদ্যাই দ্রিগুম্ যুষ্মাকেম্।
পরে বাও বীস্প্যাইশ্ পরে বওখেমা
দএবাইশ্ খ্রফ্‌স্ত্রাইশ্ মষ্যাইশ্‌চা॥

অন্বয় :—

কত্ বঃ ক্ষথ্রম্ (তোমার ক্ষথ্র কিরূপ)। কা ইষ্টিঃ (পূজাই বা কিরূপ)। চ্যৌত্মা ইশ্ মজ্‌দা (হে মজ্‌দা, তোমার কর্মই বা কেমন)। যথা বঃ সচামি (যেন তোমাকে অনুসরণ করিতে পারি)। অষয়া বসু মনসা যুষ্মাকম্ ধ্রিগুং ত্রাধ্যৈ (ধর্ম ও প্রজ্ঞার সাহায্যে তোমার যতিকে ত্রাণ করিব)। পরঃ বঃ (আপনি শ্রেষ্ঠ)। পরং বীখেমঃ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিতেছি)। বিশ্বৈঃ দেবৈঃ ক্রফ্‌স্ত্রৈঃ মর্ত্যৈঃ চ (সকল দেব, তির্যগ্ ও মনুষ্যের তুলনায়)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, তোমার অনুমোদিত ক্ষথ্রের স্বরূপই বা কিরূপ, আর কীদৃশ পূজা এবং কীদৃশ কর্ম তুমি ভালবাস, তাহা বলিয়া দাও, যেন তোমার পরিচারণ করিতে পারি। ধর্ম ও প্রজ্ঞার সাহায্যে তোমাতে অনুরক্ত যতিদিগকে ত্রাণ করিব। তোমাকে পরাত্পর বলিয়া জানি—দেব মনুষ্য ও তির্যগ্—সকল হইতে শ্রেষ্ঠ।

তাত্পর্য :—

তিতিক্ষা, ভক্তি, কর্মশীলতা, ধর্মনীতি, প্রজ্ঞা, প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সম্পদ্ থাকিলে, মজ্‌দার সাক্ষাত্কার সহজ হয়।

টীকা :—

● সচ-সচতি অনুসরণে। অত্র অদাদিঃ সচ্‌তি (সংস্কৃত স=জেন্দ হ। সংস্কৃত 'চ' = জেন্দ 'ক')। ধ্রিগু= অধ্রিগু=যতি। ন দেবো নাধ্রিগুর্ জনঃ (ঋগ্বেদ—৮-৯৩-১১)। দেবৈঃ—তুল্যার্থৈর্ (২-৩-৭২) ইতি তুলনার্থে তৃতীয়া। ক্রফ্ (তিরস্) স্তৃণাতি (গচ্ছতি) ইতি ক্রফ্‌স্ত্র=তির্ষগ্।

সূক্ত—৩৪-৬

(৬) যেজী অথা স্তা হইথীম্,
মজ্দা অষা বোহু মনংহা।
অত্ তত্ মোই দখ্স্তেম্ দাতা,
অহ্যা অংহেউশ্ বীস্পা মএথা।
যথা বাও যজেম্নস্ চা উর্বাইদ্যাও,
স্তবস্ অয়েনী পইতী॥

অন্বয় :—

যে মজ্দা, অথ যদি সত্যং স্থ (হে মজ্দা, সত্যই যদি তুমি থাকিয়া থাক)। অষয়া বসু মনসা চ (ধর্মের সহিত আর প্রজ্ঞার সহিত)। অত্ তত্ মে দক্ষিতং দাত (তবে এখন আমাকে নিদর্শন দাও)। অস্য অসোঃ বিশ্বায়াঃ মেথায়াঃ (এই জীবনের সমগ্র পুরুষার্থের)। যদ্ বঃ যজমানঃ স্তবস্ চ (যেন তোমাকে ভজন ও স্তব করিতে করিতে)। উর্বাধ্যৈ প্রতি অয়ানি (আত্মলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারি)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, যদি তুমি সত্যি থাকিয়া থাক, আর ধর্ম এবং প্রজ্ঞা অলীক না হইয়া থাকে, তবে এই জীবনের পুরুষার্থের সমগ্র রূপটী আমাকে দেখাইয়া দাও, যেন তোমার পূজা ও স্তব করিতে করিতে আত্মলাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

তাত্পর্য :—

পরমেশ্বর আছেন কিনা এটাই জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। তিনি থাকিয়া থাকিলেই জীবনের উদ্দেশ্য একরূপ হইবে, আর না থাকিয়া থাকিলে অন্যরূপ হইবে।

টীকা :—

যে হি=যে জি। সংস্কৃত হ=জেন্দ জ। দাতা=দাত। দ্ব্যচো অতস্ তিঙঃ। মেথ—মেথতে (to reach)। মেথা=goal. ষষ্ঠ্যাঃ লুক্। উর্বা (আত্মা) আধীয়তে যত্র উর্বাধিঃ=সমাধিঃ।

স্তু+কসু=স্তবস্। সৃপি-তৃদোঃ কসুন্। (৩-৪-১৭) যজমানঃ=যজম্নঃ। ওনিপত্যোর্ ছন্দসি (৬-৪-২৯)।

সূক্ত—৩৪-৭

(৭) কুথ্রা তোই অরেদ্রা মজ্দা,
যোই বংহেউশ্ বএদেনা মনংহো।
সেংগ্হূশ রএখেনাও,
অস্পেন্ চীত্ সাদ্রাচীত্ চথ্রয়ো উষেউরু।
নএ চীম্ তেম্ অন্যেম্ যূষ্মত্ বএদা,
অষা অথা নাও থ্রাজ্দূম্॥

অন্বয় :—

কুত্র তে ঋধ্রঃ মজ্দা (হে মজ্দা, কোথায় তোমার সেই আরাধক। যঃ বসোঃ মনসঃ বিদানঃ (যিনি প্রজ্ঞাকে জানিয়া)। শংসোঃ রেক্নয়া (তোমার অনুশাসনের সম্পদ্-দ্বারা)। অস্পেনং চিত্ সাদ্রায়াঃ চিত্ চক্রয়োঃ ঈশ্বরঃ (লাভের ও, ক্ষতির ও, এই দুইটী চক্রের প্রভু)। নো চিত তং অন্যং যুষ্মদ্ বেদ (তাহাকে তোমা ব্যতীত জানিনা)। অষয়া অথ নঃ ত্রাধ্বম্ (এখন ধর্মদ্বারা আমাদিগকে ত্রাণ কর)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা কোথায় তোমার তেমন পূজক, যিনি প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞ বলিয়া অনপেক্ষার সম্পদ্ দ্বারা লাভ ক্ষতিরূপ চক্রনেমির উপর প্রভুতা অর্জন করিয়াছেন—সুখ দুঃখ সমান ভাবেই গ্রহণ করেন। তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও আমি জানি না। ধর্ম্মজ্ঞান দ্বারা আমাদিগকে ত্রাণ কর।

তাত্পর্য :—

মানুষের মধ্যে মজ্দার শক্তি যতই বিকশিত হইতে থাকে, সে ততই দ্বন্দ্বাতীত হয়। পরিণামে পূর্ণ দ্বন্দ্বাতীত হইয়া সে মজ্দার সাযুজ্য লাভ করে। প্রকৃত প্রেমিক মজ্দা ভিন্ন আর কাহারও কথা ভাবেন না।

টীকা :—

ঋধ—ঋধ্নোতি পরিচরণে (নিঘণ্টু ৩-৫)। ঋধ্র=ভক্ত। বিদ্+চানশ্ (৩-২-১২৯)=বিদানঃ। রেক্নস্=ধন (নিঘণ্টু ২-১০)। স্বন্+স্বনতি অবতংসনে। স্বন্=ভদ্রং। নাস্তি স্বন্ যস্মাত্ ইতি অস্বন্=ভদ্রতমং। শত—শীয়তে পাতনে। শদ্রং=দুঃখম্। সুপাং সু-লুক্ ইতি ষষ্ঠী স্থলে আ।

সূক্ত—৩৪-৮

(৮) তাইশ্ জী নাও য়্যওথনাইশ্ ব্যেন্তে,
যএষু অস্ পইরী পৌরুব্যো ইথ্যেজো।
য্যত্ অস্ অওজ্যাও নাইত্যাওংহেম্,
থ্বহ্যা মজ্ দা আংস্তা উর্বাতহ্যা।
যোই নোইত্ অষেম্ মন্যন্তা,
অএইব্যো দূইরে বোহূ অস্ মনো॥

অন্বয় :—

তে হি নঃ চ্যৌত্নৈঃ ভ্যন্তি (তাহারা আমাদের তাদৃশ ক্রিয়ায় ভয় পায়)। যেষু পরি অস্ পৌর্ব্যঃ অত্যেজঃ (যাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই সংশয়)। যত্ অস্ ওজ্যাং নাধ্যাসেম্ (যখনই আমরা সঙ্কটকে বরণ করি)। ত্বস্য মজ্দা অংশিতা উর্বাতস্য (হে মজ্দা, তোমার ব্রতের অংশীদার হইয়া)। যে নো ইত্ অষম্ মন্যন্তে (যাহারা ধর্মকে আদর করেনা)। এভ্যঃ বসু মনস্ দূরে অসতি (ইহাদিগ হইতে প্রজ্ঞা দূরে সরিয়া যায়)।

অনুবাদ :—আমরা (তোমার মঙ্গলময় বিধানে বিশ্বাসশীল, তাই) সকল সঙ্কটের সম্মুখীন হই। যাহারা পূর্ব হইতেই সংশয়শীল, তাহারা আমাদের সেই কাজ দেখিয়া ভয় পায়। যাহারা ন্যায্য কর্মে অগ্রসর হয় না, তাহাদের প্রজ্ঞা ক্রমে নিষ্প্রভ হইতে থাকে।

তাত্পর্য :—

বিশ্বাসী ভক্ত ক্লেশকে পরীক্ষা বলিয়া মনে করেন, তাই বিপদে অধীর হন না।

যিনি কোন্ কাজটী সঙ্গত তাহা জানেন, কিন্তু কার্য্যকালে পিছাইয়া যান, তাহার প্রজ্ঞা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে থাকে।

টীকা :—ভী বিভেতি ভয়ে। অত্র অদ্রাদিঃ। লট্ অন্তে ভ্যন্তে। এজ-এজতি কম্পনে। অতি+এজ্+অল্=অত্যেজঃ=সন্দেহঃ। উহি—ওহতি অর্দনে। ওহ্য=ক্লেশঃ। নাধ—লেট্ মি। সিব্ বহুলং লেটি। অস-অসতি্=গচ্ছতি। অস্ গতি দীপ্তি আদানয়োঃ (সিদ্ধান্ত কৌমুদী) অস্ লট্ তি। মন্ত্রে ঘস্-হ্বর্ (২-৪-৮০) ইতি লের্ লুক্।

(৯) যোই স্পেন্তাঁম্ আর্মইতীম্,
থ্বহ্যা মজ্দা বেরেখ্ধাঁম্ বীদূষো।
দুশ্ ষ্যওথনা অবজজত্
বংহেউশ্ এবিস্তী মনংহো।
অএইব্যো মশ্ অষা স্যজদ্রত্,
যবত্ অহ্মাত্ অউরুণা খ্রফ্স্ত্রা॥

অম্বয় :—

যে ত্বস্য বৃদ্ধাং স্পেন্তাং আরমতিং বিদ্বান্ মজ্দা (হে মজ্দা, যে তোমার মহত্ শুভ শ্রদ্ধাকে জানিয়া)। দুশ্-চ্যৌত্নেন অবযজতি (দুষ্কর্ম দ্বারা অনাচার করে)। বসো মনসঃ অবিত্তঃ (বসু মনসে অনভিজ্ঞের ন্যায়)। এভ্যঃ মস্ অষা সীদত্ (ইহাদিগ হইতে ধর্ম সংকুচিত হয়)। যাবত্ অস্মাত্ আরণাঃ খ্রফ্স্ত্রাঃ (যেমন আমাদিগ হইতে বন্য তির্য্যগ্‌গণ)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা তোমার শুভ আরমতিকে (শ্রদ্ধাকে) জানিয়াও, যাহারা প্রজ্ঞাহীন অনভিজ্ঞের ন্যায়, অপকর্ম দ্বারা আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগহইতে ধর্ম তেমনই পলাইয়া যায়, যেমন আমাদিগ হইতে বন্য পশুরা।

তাত্পর্য :—

প্রজ্ঞার পথই ধর্মলাভের পথ। যাহারা ভ্রান্ত বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, কতকগুলি দুর্বোধ্য উত্কট ও বিকট আচারকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারা কেবল নিজকে ও অপরকে ক্লেশ দেয়।

টীকা :—

বৃহ+ক্ত=বৃদ্ধ; মহতী। বিদ্+ক্ত=বিত্তং; জ্ঞানং। বিত্ত+ইনি (৫-২-৮৮)=বিত্তী=বিস্তী (সংস্কৃত ত্ত=জেন্দ্-স্ত। সদ্+লেট্তি=সীদত্। সীদতি=সযদতি=সজ্দতি ঈ=য=জ।

(১০) অহ্যা বংহেউশ্ মনংহো ষ্যওথনা,
বওচত্ গেরেবাঁম্ হুখতু শ.
স্পেন্তাঁম্ চা আর্মইতীম্,
দাঁমীম্ বীদ্বাও অযহ্যা।
তা চা বীস্পা অহুরা,
থ্বহ্মী মজ্দা খ্ষথ্রোই আ বোয়থ্রা॥

অন্বয় :—

অস্য বসোঃ মনসঃ চ্যৌত্নং (এই প্রজ্ঞার কর্ম)॥ সুক্রতুঃ গৃভাং বোচত্ (সুবুদ্ধি গ্রহণকেই বলিয়াছে)। স্পেন্তাং চ আরমতিং (শুভ শ্রদ্ধাকে)। ধামিং বিদ্বাস্ হিতং অযস্য (ধর্মের হিতকর মূল বলিয়া জানি)। তত্ চ বিশ্বং অহুর (এই সকলই হে অহুর)। ত্বস্মিন্ ক্ষথ্রে আ বেত্রং, মজ্দা (হে মজ্দা, ত্বদীয় ক্ষথ্রে বয়নদ্বারা সংযুক্ত)।

অনুবাদ :—

সুধীগণ প্রবৃত্তিমার্গকেই প্রজ্ঞার বিধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুণ্য আরমতিকে (শ্রদ্ধাকে), ধর্মের শুভ মূল বলিয়া জানি। হে অহুর, এই সকলই তোমার ক্ষথ্রের (অনপেক্ষার) সঙ্গে গ্রথিত।

তাত্পর্য :—

শুভ কর্ম প্রজ্ঞার নির্দেশ। অতএব কর্ম বর্জন করিলে প্রজ্ঞার নির্দেশ প্রতিপালন করা হয় না। কর্মদ্বারাই ধর্মলাভ করিতে হয়। পরন্তু ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) না থাকিলে প্রজ্ঞার পথে চলা যায় না।

টীকা :—

গৃভাং=গ্রহণং। হ্ব-গ্রহোর্ ভঃ। ধা+মি (উণাদি ৪৯২)=ধামিঃ= বিধানং। বে-বয়তে বয়নে। বে+ত্র উণাদি ৬০৮)=বেত্র। ক্ষত্রোই= ক্ষত্রে। সংস্কৃত এ=জেন্দ ওই।

সূক্ত—৩৪-১১

(১১) অত্ তোই উবে হউর্বাওস্ চা খরেথাই,
আ অমেরেতাওস্ চা।
বংহেউশ্ খ্যথ্র্া মনংহো,
অষা মত্ আর্মইতিশ্ বখস্ত্।
উত যূইতী তেবিষী,
তাইশ্ আ মজ্দা বীদ্বএষাঁম্ থ্বোই অহী॥

অন্বয় :—

অথ সর্ব্বশ্চ অমৃতাত্তিশ্চ উভৌ তে আ খরতঃ (অধ্যাত্মা ও অমৃতত্ব এই দুইটী তোমা হইতেই প্রবহিত হয়) বসো মনসঃ ক্ষথ্র্া, আরমতিঃ, অষয়া স্মত্ বক্ষতি (প্রজ্ঞার ক্ষথ্র্, আর শ্রদ্ধা, ইহারাও ধর্মের সহিত প্রবহিত হয়)। উত্ যূতি-তবিষী (আর ধৃতি ও শক্তি)। হে মজ্দা, তৈঃ আ ত্বম্ বিদ্যাং অসি (হে মজ্দা, এইগুলি দ্বারাই তুমি বিদ্বানের আপনা হও)।

অনুবাদ :—

অধি-আত্মা ও অমৃতত্ব, এই দুইটী সম্পদ্ তোমা হইতেই ক্ষরিত হয়। প্রজ্ঞার বলে ধর্ম আর শ্রদ্ধাও তোমা হইতেই প্রবাহিত হয়। শক্তি ও ধৃতি তোমারই দান। এই সকল গুণগুলি অধিগত করিয়াই বিদ্বান্ তোমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাত্পর্য :—সাত্ত্বিক গুণগুলি মজ্দাপ্রাপ্তির সোপান।

টীকা :—

খরতি খলতি চলনে। বখ-বর্খাত গমনে বখ+লেট্ তি। সিব্বহুল লেটি (৩-১-৩৪) ইতশ্চ লোপ্ (৩-৪-৯৭) থ্বোই=ত্বে=ত্বম্। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে ডে। অহি=অসি। সংস্কৃত স=জেন্দ হ।

সূক্ত—৩৪-১২

(১২) কত্ তোই রাজরে কত্ বষী,
কত্ বা স্তুতো কত্ বা যস্নহ্যা।
স্রুইছ্যাই মজ্দা ফ্রাবওচা,
যা বীদায়াত্ অষীশ্ রাস্নাম্।
সীষা নাও অষা পথো,
বংহেউশ্ খএতেংগ্ মনংহো॥

অন্বয় ঃ—

কত্ তে রাজরং কত্ বশিঃ (কী তোমার বিধি, কী ই বা তোমার ইচ্ছা)। কত্ বা স্তুতং কঃ বা যস্নঃ (কী তোমার স্তুতি, কী বা যজ্ঞ)। শ্রৈধ্যৈ মজ্দা প্রবচ (আমার শুনিবার জন্য, হে মজ্দা বল)। যত্ আশিষং রাস্নাং বিদধ্যাত (যাহা তোমার নির্দেশের সৌভাগ্য আনিয়া দিবে)। শিষ নঃ অষায়াঃ পথং (আমাদিগকে ধর্মের পথ শিখাও)। বসোঃ মনসঃ স্বতাং (যাহা প্রজ্ঞার স্বরূপ)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, কী তোমার বিধি, কী ইচ্ছা, কী তোমার স্তুতি, কী তোমার পূজা, তাহা বলিয়া দাও। আমরা শুনিয়া লই, যেন তোমার উপদেশের শুভ ফল আমরা পাইতে পারি। যাহা প্রজ্ঞার স্বরূপ, সেই ধর্মের পথ আমাদিগকে শিখাইয়া দাও।

তাত্পর্য ঃ—"শিষ্যস্ তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই মজদা মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া দেন।

টীকা ঃ—

রাজ্-রাজতি—প্রভাবে। রাজ+অর (উণাদি-৪১৯)=রাজরঃ=বিধিঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে শে। বশি=ইচ্ছা। যস্নস্য—ব্যত্যয়ো বহুলম্ (৩-১-৮৫) ইতি প্রথমাস্থলে ষষ্ঠী। শ্রৈধ্যৈ=শ্রোতুং। তুমর্থে ধ্যৈ (১-৪-৯) যা=যদ্ বচনং। বিধায়াত্=বিদধ্যাত্। অত্র তুদাদিঃ। আসিষ্=আশিষং। সুপাং সু-লুক ইকি দ্বিতীয়ায়াঃ লুক্। রাস-রাসতে শব্দে। রাস্+অন্ (উণাদি—১৩২) =রাসন্=অনুশাসনম্। স্বতাং=স্বরূপং (৭-১-৮৩)।

(১৩). তেম্ অদ্বানেম্ অহুরা,
যেম্ মোই ম্রওশ্ বংহেউশ্ মনংহো।
দএনাও সওষ্যন্তাম্,
যা হুকেরেতা অষা চীত্ উর্বাখ্ষত্।
যাত্ চিবিস্তা হুদাব্যো মীঝ্দেম্,
মজ্দা যেহ্যা তূ দথ্রেম্॥

অন্বয়ঃ—

তম্ অধ্বানং অহুরা (সেই পথ হে অহুর)। যং মে বসোঃ মনসঃ অব্রবস্ (যাহা আমাকে প্রজ্ঞার পথ বলিয়া বলিয়াছিলে)। দীনায় সোষ্যন্তাম্ (যাহা সকলধর্মনেতাদিগের ধর্ম পদ্ধতি বটে)। যঃ সুকৃতা অষাং চিত্ উর্বক্ষতি (যাহা শুভ কর্মদ্বারা ধর্মনিষ্ঠাকেও বর্ধিত করে)। যত্ সুধাভ্যঃ মিঙ্কং চিবিস্তে (যাহা সাধুদিগকে সেইফল পরিবেশন করে)। হে মজ্দা, যস্য ত্বং দথ্রঃ (হে মজ্দা, তুমি যাহার দাতা)।

অনুবাদ:—

হে অহুর সেই পথ আমাকে শিখাইয়া দাও যাহা প্রজ্ঞার পথ বলিয়া তুমি আমাকে পূর্বে বলিয়াছিলে, এবংযাহা সকল ধর্মরাজ এবং (Prophet) দিগের অনুমোদিত দীন (Religion) বটে যাহাতে সতকর্ম দ্বারা ধর্মনিষ্ঠাও বর্ধিত হয়, কিংচ যাহা সজ্জনদিগকে সেই সুফল আনিয়া দেয়, যে সুফলের বিধাতা তুমি নিজে।

তাত্পর্য:—সকল ধর্মরাজগণ মূলতঃ একই দীন প্রচার করিয়া থাকেন। ন্যায় নিষ্ঠাই তাহার প্রাণ। তাহা অনুসরণ করিয়া ধার্মিকগণ স্বস্তি লাভ করে। সদাচরণ কেবল দীনকে (Religion) নহে, ধর্মকেও (Rectitude) সুদৃঢ় করে।

টীকা:—

দীনায়—কৃপি সম্পত্মমানে চতুর্থী। যা=যেন। সুপাং সু-লুক্ ইতি তৃতীয়া স্থলে আ। সু-কৃতা=সু-কর্মণা। অক্ষ-অক্ষোতি ব্যাপ্তৌ। উরু+অক্ষ+লেট্তি। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু। বর্ধয়তি। চীব-চীবতে আদানে। লেট্তে। সিব্ বহুলং লেটি। চিবস্তে। মিহ+ক্ত=মিগ্ধ=মিজদ। মিহ বর্ষণে।

(১৪) তত্ জী মজ্দা বইরীম্,
অস্ত্-বইতে উস্তানাই দাতা।
বংহেউশ্ ষ্যওথনা মনংহো,
যোই জী গেউশ্ বেরেজেনে অজ্যাও।
স্মাকেম্ হুচিস্তীম্ অহুরা,
খ্রতেউশ্ অষা ফ্রাদো বেরেজেনা॥

অন্বয় :—

তদ্ হি মজ্দা বরং (হে মজ্দা সেই বরকে)। 'অস্থিবতে উশ্তানায় দাত (দেহাশ্রিত প্রাণকে দাও)। বসোঃ মনসঃ চ্যৌত্নেন (প্রজ্ঞার কর্মদ্বারা)। যদ্ হি অজ্যায়াঃ গোঃ বর্হণে ভবতি (যাহা এই সজীব জগতের অভ্যুদয়ের জন্য হয়)। স্মাকাং সুশিষ্টিং অহুরা (হে অহুর, তোমার সুশিক্ষা)। অষায়াঃ ক্রতোঃ প্রাদাঃ (ধর্মের কর্তব্যের জন্য দাও)। বৃজানি (আমি আচরণ করিব)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, এই সদেহ প্রাণীকে (আমাকে) সেই বর দাও, যেন প্রজ্ঞার কর্মদ্বারা সজীব জগতের অভ্যুদয় হইতে পারে। ধর্মসাধনের জন্য তোমার উপদেশ দাও ; আমি তাহা পালন করিব।

তাত্পর্য :—

জগতের উন্নতি (অর্থাত্ মনুষ্যজাতির ঐক্যসাধনকেই) বলা হয় লোকসংগ্রহ। মুমুক্ষুগণ লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কর্তব্য নির্ধারণ করিতেন। যাহা লোক সংগ্রহের সহায়ক, তাহাই কর্তব্য, ইহাই কর্তব্য-নির্ণয়ের সহজ পন্থা।

টীকা :—

হি = জি। দাত = দাতা। (৬-৩-১৩০)। বৃহ—বর্হতি বৃদ্ধৌ। ল্যুট্ = বর্হণং = বর্জণং। অজ্ (বী) প্রজননে (২-৪-৫৬)। অজ্ + ক্যপ্ = অজ্যা = অন্তর্বত্যাঃ। প্র + দা + লেট সি = প্রদাস্ দেহি। লিঙর্থে লেট্। বৃহ-বৃহতি উদ্যমনে। লোট আনি বৃহানি, করবানি।

(১৫) মজ্‌দা অত্‌ মোই বহিস্তা,
স্রবাওস্‌ চা য্যওথনা চা বওচা।
তা তূ বোহু মনংহা,
অষা চা ইযুদেম্‌ স্তূতো।
ক্ষ্মাকেম্‌ খ্‌যথ্রা অহুরা ফ্রষেম্‌,
বস্না হইথ্যেম্‌ দাও অহুম্‌॥

অন্বয় :—

হে মজ্‌দা, অত্‌ মে বহিষ্ঠাঃ শ্রবাঃ চ চ্যৌত্নাঃ চ বচ (হে মজ্‌দা; এখন আমাকে শ্রেষ্ঠ কথা ও কর্মের বিষয় বল)। তত্‌ স্তুতঃ ত্বং বসু মনসাং অষাং চ ইযধ্বম্‌ (স্তুত হইয়া তুমি প্রজ্ঞা ও ধর্মকে প্রেরণ কর)। ক্ষ্মাকাং ক্ষথ্রাং প্রেষামি অহুরা (হে অহুর ত্বদীয় ক্ষথ্র ইচ্ছা করিতেছি)। বস্নেন সত্যাং অহুং দাস্‌ (সদিচ্ছা দ্বারা সত্য জীবন দাও)।

অনুবাদ :

হে মজ্‌দা, যাহা শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয় ও করণীয় তাহা আমাকে বলিয়া দাও। তোমার স্তব করিতেছি, আমাকে প্রজ্ঞা ও ধর্ম প্রেরণ কর। হে অহুর, তদীয় অনপেক্ষা পাইতে চাই। সদিচ্ছা অনুসরণ করিয়া আমি যেন সত্য জীবন লাভ করিতে পারি।

তাত্‌পর্য :—

ক্লেশকে অগ্রাহ্য করার নামই, ক্ষথ্র বা অনপেক্ষা। ক্ষথ্রে প্রতিষ্ঠিত সজ্জনের হৃদয়ে লোক-সংগ্রহের সাধু ইচ্ছা উদিত হয়, তাহাই সত্য জীবন। এই ইচ্ছা দমন করিতে নাই। কারণ ইহাদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, এবং ইহাই মুক্ত পুরুষের বৃত্তি। সকল ইচ্ছাকেই যে জন দমন করে, ঈশোপনিষদ্‌ তাহাকে বলিয়াছেন "আত্মহা"——তাংস্‌ তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।

শ্রবাঃ=বচনানি। চ্যৌত্না=কর্ম। ঈষতি দানে। লোট্‌ ধ্বম্‌। প্রেষ্যামি=ইচ্ছামি। ইতশ্চ লোপঃ। দা+লেট্‌ সি দাস্‌। লিঙর্থে লেট্‌। বস্না =বস্নেন=অভিলাষেণ। তৃতীয়াস্থলে আ=বস্না।

সপ্তমী

উস্তবতী (কল্যাণময়ী)

সূক্তম্—৪৩-১

(১) উস্তা অহ্মাই যহ্মাই উস্তা কহ্মাই চীত্,
বশে-ক্ষয়াংস্ মজ্দাও দায়াত্ অহুরো ।
উত যূইতী তেবীষীম্ গত্ তোই বসেমী,
অষেম্ দেরেথ্যাই তত্ মোই দাও আরমইতে।
রায়ো অষীশ্ বংহেউশ্ গএম্ মনংহো ॥

অন্বয় :—

উশ্তং অস্মৈ (তাহাই উহার কল্যাণ)। যস্মৈ কস্মৈ চিত্ যদ্ উশ্তং (যে কেহরই যাঁহাতে কল্যাণ)। বশে-ক্ষয়স্ অহুরঃ মজ্দাঃ দায়াত্ (ইচ্ছাপতি অহুর মজ্দা দিউন)। উতযুতিং তবিষীম্ (দৃঢ় ধৃতি ও শক্তি)। যত্ তে বশামি (যাহা তাহার নিকট প্রার্থনা করি)। অষম্ ধরধ্যৈ তত্ মে দাস্ আরমত্যা (ধর্ম প্রতিপালনের জন্য তাই আমাকে দাও শ্রদ্ধার সাহায্যে)। রায়ঃ আশিষং বসো মনসঃ গয়ম্ (সম্পদের আশিষ্ আর প্রজ্ঞার আশ্রয়)।

অনুবাদ :— যাহা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য (কল্যাণজনক), কেবল তাহাই কাহারও নিজের পক্ষে কর্ত্তব্য। ইচ্ছাময় অহুর মজ্দা আমাকে ধৃতি ও শক্তি দিউন। ইহাই তাহার নিকট চাই। তাই ধর্ম-পালনের জন্য শ্রদ্ধার সাহায্যে আমাকে সম্পদের আর প্রজ্ঞার আশ্রয়, (ভোগ ও যোগ, দুইই) দাও।

তাত্পর্য্য :— প্রজ্ঞার মূলসূত্র সম-দর্শন। Do not do to others what you do not do to yourself.

টীকা :—

উশ্তং=ইষ্টং। বশ্-বষ্টি-কামনায়াং। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমা-স্থলে আ। ক্ষি-ক্ষয়তি+কসুন্ (৩-৪-১৭)। বশে (ইচ্ছায়াং) ক্ষয়স্ (শক্তিমান্)। হলদন্তাত্ (৬-৩-৯)। অলুক্। বশ+ক্ত=উষ্টং, কল্যাণং। তবিষী=বল (নিঘণ্টু ২-৯)। ধরধ্যৈ=ধর্ত্তুম্। ধৃ+কধ্যৈ (৩-৪-৯)। যুতি= ধৃতি (পাণিনি-৩-৩-৯৭) গত্=জত্=যত্। দাস্=দেহি। দা+লেট্ সি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)।

স্তুক্ত—৪৩-২

(২) অত্ চা অহ্মাই বীস্পনাম্ বহিস্তেম্,
খাথ্রোয়া না খাথ্রেম্ দইদীতা ।
থ্বা চীচীথ্বা স্পেনিস্তা মইন্যু মজ্দা,
যা দাও অষা বংহেউশ্ মায়াও মনংহো ।
বীস্পা অয়ারে দরেগো জ্যাতেইশ্ উর্বাদংহা ॥

অন্বয় :—

অত্ চ অহ্মায় বিশ্বানাং বহিষ্ঠং (এখন আমাকে সকলের শ্রেষ্ঠ)। খাত্রায়াঃ নু খাত্রম্ দদত (পরিত্রতার ও পবিত্রতা দাও)। ত্বম্ চিচিধ্ব স্পেনিষ্ঠং মন্যুং মজ্দা (হে মজ্দা, তুমি উত্তম সত্ত্বগুণ উদ্দীপিত কর)। যথা অষা বসো মনসঃ মায়াং বিশ্বায় অহরে দাস্ (যেন ধর্ম প্রজ্ঞার সম্পদ চিরদিনের জন্য দান করে)। বর্তসা দীর্ঘজ্যাতেঃ (আনন্দের সহিত দীর্ঘ-জীবনের জন্য)।

অনুবাদ :—

যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ চিত্তশুদ্ধি, তাহাই এখন আমাকে দাও। হে মজ্দা, তাদৃশ উত্তম সত্ত্বগুণ উদ্দীপিত কর, যেন ধর্ম চিরদিনের জন্য প্রজ্ঞার বৈভব দান করে, যাহার ফলে আনন্দের সহিত দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে পারিব।

তাৎপর্য :—

পবিত্রতা (চিত্তশুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ্। পবিত্রতা থাকিলেই মানুষ আনন্দের সহিত প্রজ্ঞার পথে চলিতে পারে।

টীকা :—

খাথ্র=শ্বাত্র=শুচিতা (নিঘণ্টু-৪-২-১৪) চি-চয়তি সঞ্চয়ে। অত্র জুহোত্যাদিঃ আত্মনেপদম। চি+লোট্ ধ্বম্। যজধ্বৈনং (৭-১-৪২) ইতি মকারস্য লোপঃ চিচিধ্ব। বর্তসা=আনন্দেন। বৃত্-বৃত্যতে ইতি বরণে। বৃত+অস্=বর্তস্। দাস্=দাত্=দদ্যাত্। পুরুষ-ব্যত্যয়ঃ। অয়ারে=অহরে=অহ্নে।

সূক্ত—৪৩-৩

(৩) অত্ হ্বো বংহেউশ্ বহ্বো না অইবী জম্যাত্,
যে নাও এরেজূশ্‌ সবংহো পথো সীষোইত।
অহ্যা অংহেউশ্ অস্তবতো মনংহস্ চা,
হইথ্যেংগ্ আস্তীশ্ যেংগ্ আ যএতী অহুরো।
অরেত্রো থ্বাবাংস্ হুজন্তুশে স্পেন্তো মজ্‌দা॥

অন্বয় ঃ—অত্ স্বঃ না বসো বহীয়স্ অভিজম্যাত্ (তাই সেই নর ভদ্র হইতে ভদ্রতর যাইবে)। যঃ নঃ সবসঃ ঋজুং পথঃ শিষ্যাত্ (যিনি আমাদিগকে রাসমার্গের সরল পথ শিখাইবেন)। অস্য অস্তিবতঃ অসোঃ (এই [প্রত্যক্ষ] স্থূল চিত্তের)। মনসঃ চ (মানসিক [সূক্ষ্ম =কূটস্থ] চিত্তেরও)। সত্যা আস্থিঃ (সত্য সাধনা)। যম্ অহুরঃ আ শেতি (যথায় অহুর শয়ন করিয়া আছেন)। সুজন্তুঃ স্পেন্তঃ ঋগ্রঃ (সজ্জন পুণ্যবান আরাধক) মজ্‌দা ত্বাবান্ (হে মজ্‌দা, ত্বদাশ্রিত হয়)।

অনুবাদ ঃ যে মহাত্মা আমাদিগকে সবসের (রাগাত্মিকা ভক্তির) সরল পথ শিখাইবেন, তিনি নিরতিশয় মঙ্গল লাভ করিবেন। মানুষের যে দুইটী চৈতন্য আছে, একটি মানসিক স্থূল চৈতন্য (ক্ষরাত্মা), অপরটি আত্মিক সূক্ষ্ম চৈতন্য (অক্ষরাত্মা), ইহা সবস্-পথের একটি প্রধান প্রত্যয়। সবসের (প্রেমের) পথই সত্য পথ। এই পথেই অহুর মজ্‌দা অবস্থিত আছেন। হে মজ্‌দা, পুণ্যবান সাধু ভক্ত, এই পথেই তোমার সাযুজ্য লাভ করে—ত্বাদৃশ হইয়া যায়।

তাত্পর্য ঃ—একই বৃক্ষে দুইটী পক্ষী বাস করে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে (ঋগ্বেদ-১-১৬৪-২০)। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ—মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ (গীতা-১৪-৭)। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পুনর্মিলনের নাম কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন, কিম্বা শিরীনের সহিত ফরহাদের মিলন। ইহাই সবসের পথ (সূফী মার্গ)।

টীকা ঃ—বহ্যস্ = বহীয়স্ (better)। বহু-ঈয়সু। টৈঃ (৬-৪-১৫৫)। বহোর্ লোপঃ (৬-৪-১৫৮)। না = নরঃ। জম্যাত্ = গচ্ছেত্। জমতি গমনে (নিঘণ্টু ২-১৪) সবস্ = প্রেম। সুনোতি বন্ধনে। সবস্ = সবংহ্। সংস্কৃত'স' জেন্দ 'ংহ্'। আস্থি = আস্থা, সাধনা পথ। জন্তুস্ = জন্তু। স্নসোর্ অন্ত্যয়োর্ লোপঃ ইতি সকারান্তোহপ্যস্তি। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমাস্থলে এ।

সুক্ত—৪৩-৪

(৪) অত্ থ্বা মেংগ্হাই তখ্মেম্ চা স্পেন্তেম্ মজ্দা,
যাত্ তা জস্তা,যা তূ হফ্ষী অবাও।
যাও দাও অষীশ্ দ্রেগ্বাইতে অষাউনএ চা,
থ্বহ্যা গরেমা আথ্রো অষা অওজংহো।
য্যত্ মোই বংহেউশ্ হজে জিমত্ মনংহো॥

অন্বয় :—

হে মজ্দা, অত্ ত্বাং পুণ্যং তখ্মং অমংসি (হে মজ্দা তাই তোমাকে পুণ্যময় বীজ বলিয়া মনে করি)। যত্ তে হস্তঃ যেন অবাঃ সপসি (যেহেতু সেই হস্ত তোমার, যাহা দ্বারা তুমি নিরাপত্তা দিয়া থাক)। যেন দাসি আশিষং, দ্রগ্বতে অষাবনে চ (যাহাদ্বারা দাও অশিষ্ পামরকে আর পুণ্যবানকে)। ত্বস্য অত্রেঃ ঘর্ম অষা-ওজস্বত্ (তোমার অগ্নির দীপ্তি ধর্মে উজ্জ্বল)। যত্ মে বসোঃ মনসঃ সহে জমতি (যাহার আমার প্রজ্ঞার শক্তির জন্য চলে)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, আমি তোমাকে পুণ্যের বীজ বলিয়া মনে করি, কারণ যে হস্ত সকলকে স্বস্তি বিলায়, তাহা তোমারই হস্ত। ইহা পুণ্যবান ও পাপশীল উভয়েরই মঙ্গল বিধান করে। ধর্মে উজ্জ্বল যে দীপ্তি (উত্সাহ), তাহা তোমাই অগ্নির (জ্যোতির) দীপ্তি। তাহা আমার প্রজ্ঞাকে শক্তিমান্ করে।

তাত্পর্য :—

"মঙ্গলের উত্স যেমন তিনিই, এইরূপ অমঙ্গলের উত্পত্তি-ও তাহা হইতেই (তদতিরিক্ত আর কিছু নাই বলিয়া)" এই আক্ষেপ তুলিয়া ব্রহ্মবাদী জ্ঞানযোগীগণ ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া থাকেন। অর্থাত্ তাহাকে বিশেষ করিয়া মঙ্গলময় বলিবার কোনও হেতু নাই, জ্ঞানযোগিদের এই মত। ভক্তিযোগিগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাদের মতে ব্রহ্ম যুগপত্ সগুণ ও নির্গুণ। যিনি ব্রহ্ম তিনিই ঈশ্বর। অর্থাত্ যতক্ষণ সৃষ্টি আছে, ততক্ষণ তাহাকে মঙ্গলময় বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। নির্বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির অতীত অবস্থা।

টীকা :—

তোকূম=অপত্য। তখ্ম=তোখ্ম=বীজ (নিঘণ্টু-২-২)। সপ-সপতি সমবায়ে=সপ-সপতি দানে অত্র অদাদিঃ সপ্তি। জস্ত=হস্ত। সংস্কৃত হ= জেন্দ জ। স=হ। প=ফ। সপ্লি=হফ্সি। গরেমা=ঘর্ম (worm)। হজে=সহে=বলে। স=হ। হ=জ।

সূক্ত-৪৩-৫

(৫) স্পেন্তেম্ অত্ থ্বা মজ্দা মেংগ্হী অহুরা,
যত্ থ্বা অংহেউশ্ জন্থোই দরসেম্ পউর্বীম্।
যত্ দাও স্তওথনা মীজদ্বাঁন্ যা চা উখ্ধা,
অকেম্ অকাই বংউহীম্ অষীম্ বংহওবে।
থ্বা হুনরা দামোইশ্ উর্বএসে অপেমে॥

অন্বয় :—

অত্ ত্বাং স্পেন্তং অমং সি, অহুর মজ্দা, (হে অহুর মজ্দা, তোমাকে তখনই মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম)। যত্ অসোঃ জন্তৌ ত্বাং পৌর্ব্যং অদর্শম্ (যখন জীবনের উত্পত্তিতে তোমাকে প্রথম দেখিলাম)। যত্ দাসি মিগ্ধবন্তং চ্যৌত্নং, যত্ চ উগ্ধং (যেহেতু দিয়া থাকে ফলবত্ কর্ম ও বচন)। অকায় অকং, বসবে বস্বীং অশীম্ (অঘকে অঘ, আর ভদ্রকে ভদ্র সম্পত্তি)। তব সুনরা (তোমার সুনীতি)। ধামেঃ অপমে উর্বয়সে (জীবনের অন্তিম পর্য্যায়ে)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, জীবনের প্রারম্ভে যখনই তোমাকে প্রথম দেখিলাম, তখনই তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। যে মানুষ যেমন কর্ম করে এবং যেমন কথা বলে, তোমার বিধান, জীবনের অন্তিম পর্য্যায়ে, তাহাকে তেমন কর্ম ও তেমন বচন, অর্থাত্ অসাধুকে তিরস্কার এবং সাধুকে পুরস্কার দিয়া থাকে।

তাত্পর্য :—

"যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পাইবেই" এই বিধান যিনি করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গলময়। কারণ ইহাদ্বারা মানুষকে নিঃশ্রেয়স্-লাভের নিশ্চিন্ত আশ্বাস তিনি দিয়াছেন।

টীকা :—

জন্+তু=জন্তুঃ=উত্পত্তিঃ। মিজ্দ=মিগ্ধ। মিহ-মেহতি বর্ষণে মিগ্ধং=ফলম্। অশ্-অশ্নাতি ভোজনে। অশী=পুষ্টিঃ। নৃ-নৃণাতি নয়নে। সুনরঃ=সুনীতিঃ। ধ্মা-ধমতি-নিশ্বাসে। ধামিঃ=জীবনম্। উর্বয়স্-উরু (বহু) অয়তি (গচ্ছতি) ইতি উর্বয়স্ সময়ঃ।

সূক্ত—৪৩-৬

(৬) যহ্মী স্পেন্তা থ্বা মইন্যূ উর্বএসে জসো,
মজ্দা খ্ষ্থ্রা অহ্মী বোহু মনংহা।
যেহ্যা হ্যওথনাইশ্ গএথাও অষা ফ্রাদেন্তে,
অএইব্যো রতূশ্ সেংগ্হইতী আর্মইতীশ্।
থ্বহ্যা খ্রতেউশ্ যেম্ নএচিশ্ দাবয়েইতী॥

অনুবাদ :—

যস্মিন্ উর্বয়সে ত্বা স্পেন্তঃ মন্যুঃ জসতি (যে সময় তোমার সত্বগুণ যায়)। মজ্দা অস্মিন্, ক্ষথ্রা বসুমনসা (হে মজ্দা, সেই সময়েই অনপেক্ষা ও প্রজ্ঞাও—যায়)। যস্ত চৌত্নৈঃ অষাথাঃ গয়থাঃ প্রথন্তে (যাহার কর্মদ্বারা ধর্মের প্রদেশ বিস্তৃত হয়)। এভ্যঃ রতুঃ আরমতিং শংসতি (ইহাদিগকে ঋষি শ্রদ্ধা শিখান)। ত্বস্য ক্রতোঃ যম্ ন চিশ্ দভ্যতি (তোমার কর্তব্য হইতে যাহাকে কেহই বঞ্চনা করিতে পারেনা)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, যে মুহূর্তে তোমার সত্বগুণ কাহারও নিকট যায়, সেই মুহূর্তেই অনপেক্ষা আর প্রজ্ঞাও তাহার নিকট যায়। গুরু তখন তাহাতে শ্রদ্ধা সংক্রামিত করেন, তাহাকে কেহই আর ব্রত হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারেনা।

তাত্পর্য :—

"তপসা প্রাপ্যতে সত্বং সত্বাত্ সংপ্রাপ্যতে মনঃ"——তপস্যাদ্বারা সত্বগুণ অর্জিত হয়। সত্বগুণ অর্জিত হইলে মনোজয় করিতে পারা যায়। অনপেক্ষা আর প্রজ্ঞা ক্রমেই বলবত্ হইতে থাকে।

টীকা :—

জস্-জসতে=গচ্ছতি। লোপস্ত আত্মনেপদেষু-জসে। গয়=গৃহ (নিঘণ্টু-৩-৪)। প্রথন্তে=বর্ধন্তে। দভ্দাভয়তি রাশীকরণে, স্তম্ভনে। চিশ্ =চঃ=কঃ।

সূক্ত—৪৩-৭

(৭) স্পেন্তেম্ অত্ থ্বা মজ্দা মেংগ্হী অহুরা,
যত্ মা বোহূ পইরিজসত্ মনংহা।
পেরেসত্ চা মা চিশ্ অহী কহ্যা অহী,
কথা অয়ারে দখ্ষারা পেরসয়াই দীষা।
অইবী থ্বাহূ গএথাহূ তন্নুষি চা ॥

অন্বয় :—

হে অহুর মজ্দা অত্ ত্বাং স্পেন্তং অমংসি (হে অহুর মজ্দা; তখনই তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিলাম)। যত্ বসু মনসা মাং পরি অজসত্ (যখন প্রজ্ঞা আমার নিকট আসিল)। অপৃসত্ চ মাং (আর আমাকে প্রশ্ন করিল)। চিশ্ অসি, কস্য অসি (তুমি কে? তুমি কাহার?)। কদা অহরে তব গয়থস্য তনুসঃ চ দক্ষরং ধিয়স্যি (কোন দিন তোমার দেহের ও মনের রহস্য বুঝিতে পারিবে)। তত্ পৃসে (তাই জিজ্ঞাসা করি)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, যখনই বহু-মনসার (প্রজ্ঞার) আবির্ভাব হইল, তখনই তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। প্রজ্ঞা আমাকে বলিল "তোমার যথার্থ স্বরূপ কী? কে তোমার প্রভু? কবে তোমার দেহের ও মনের রহস্য বুঝিতে পারিবে তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

তাত্পর্য :—

প্রজ্ঞাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। নিজের দেহের ও মনের রহস্য আলোচনা করিলে; অর্থাত্ "আমি কে?" (আমি বলিতে কী বুঝায়?) "আমি কাহার?" (আমি কি নিজের প্রভু?) ইত্যাদি আলোচনা দ্বারা প্রজ্ঞার প্রভাব বর্ধিত হয়।

টীকা :—

চিস্ = কস্ = কঃ। সং-ক = জে-চ। অহরি = অহনি = কালে। ধি—ধিয়তি ধারণে ধিয়সে। দক্ষরং = লক্ষ্যং। দক্ষ—দক্ষয়তি প্রদর্শনে। সুপাং সু লুক্ ইতি আ। গয়থাহূ = গয়থস্য। গয়থ = দেহ। তনুস্ = তনু মসোর্ অন্ত্যয়োর্ লোপঃ ইতি সকারান্তোহপ্যাস্তি। তনু = মন। উত স্বয়া তন্বা সংবদে তত্ (ঋগ্বেদ ৭-৮৬-)।

সূক্ত—৪৩-৮

(৮) অত্ হোই অওজী জরথ্ শ্ত্রো পওঈর্যীম্,
হইথ্যো দ্বএষাও হ্যত্ ইসোয়া দ্রেগ্বাইতে।
অত্ অষাউনে রফেনো খ্যেম্ অওজোংহ্বত্,
হ্যত্ আ বুশ্তীশ্ বসসে খ্ষথ্র্যা গ্যাই।
যবত্ আ থ্বা মজ্দা স্তওমী উফ্যা্চা॥

অন্বয় ঃ—অত্ তস্মৈ অবোচি পৌর্ব্যাম্ (তাই তাহাকে প্রথমই বলিয়া দিলাম)। জরথুস্ত্রঃ (আমি জরথুস্ত্র)। যঃ দ্রুগ্বতে ঈশয়া সত্যং দ্বিষঃ (যে, পাপীর সম্বন্ধে যথাশক্তি যথার্থ শত্রু)। অত্ অষাবনে ওজস্বত্ রফানঃ স্যাম্ (আর ধার্মিকের পক্ষে বলবান্ নন্দক হইব)। যত্ অহম্ বুস্তিং বশসে আ ক্ষথ্রস্য ধ্যায়ে (যেহেতু আমি গৌরব স্মরণ করি, ক্ষথ্রের ধ্যান করি)। যাবত্ আ ত্বাং মজ্দা স্তৌমি উফ্যৈ চ (যখনই হে মজ্দা, তোমার স্তব করি ও কীর্তন করি)।

অনুবাদ ঃ—

আমি তাহাকে প্রথমই বলিয়া দিলাম "যে জন যথাশক্তি পাপের যথার্থ শত্রু, আর পুণ্যবানের শক্তিশালী মিত্র হইবে, আমি সেই জরথুস্ত্র।" কেননা আমি তোমার মহিমা স্মরণ করি, তোমার শক্তির ধ্যান করি, যখনই হে মজ্দা, তোমার স্তব ও কীর্তন করি।

তাত্পর্য ঃ—মানুষ নিজের বলে কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু ভগবানের বলে বলীয়ান্ হইলে অনেক কিছুই করিতে পারে। তখন কর্মযোগের দুইটি শাখা—(১)—অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং (২) ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা——তাহার পক্ষে সহজ হয়।

টীকা ঃ—হোই = হে = সে = তম্। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে এ॥ ঈশা = শক্তি—ঈশয়া = যথাশক্তি। রফনঃ = প্রিয়ংকরঃ। রফ্নাতি। প্রীণনে। খ্যাম্ = স্যাম্ = ভবেয়ম্। বশ্-বষ্টি। অত্র ভ্বাদিঃ, আত্মনেপদম্ বশতে। লেট্—এ। বশসে। সিব্ বহুলং লেটি। ক্ষথ্রস্য—কর্মণি ষষ্ঠী। উফ্যৈ = বপ্যৈ। বপতি বয়নে, অত্র দিবাদিঃ।

সুক্ত—৪৩-৮

(৮) অত্ হোই অওজী জরথ্শ্ত্রো পওর্বীম্,
হইথ্যো দ্বএষাও হ্যত্ ইসোয়া দ্রেগ্বাইতে।
অত্ অষাউনে রফেনো খ্যেম্ অওজোংহ্বত্,
হ্যত্ আ বুশ্তীশ্ বসসে খ্ষথ্র্যা ত্থাই।
যভ্রত্ আ থ্বা মজ্দা স্তওমী উফ্যাচা॥

অন্বয় ঃ—অত্ তস্মৈ অবোচি পৌর্ব্যম্ (তাই তাহাকে প্রথমই বলিয়া দিলাম)। জরথুস্ত্রঃ (আমি জরথুস্ত্র)। যঃ দ্রুগ্বতে ঈশয়া সত্যং দ্বিষঃ (যে, পাপীর সম্বন্ধে যথাশক্তি যথার্থ শত্রু)। অত্ অষাবনে ওজস্বত্ রফানঃ স্যাম্ (আর ধার্মিকের পক্ষে বলবান্ নন্দক হইব)। যত্ অহম্ বুস্তিং বশসে আ ক্ষথ্রস্য ধ্যায়ৈ (যেহেতু আমি গৌরব স্মরণ করি, ক্ষত্রের ধ্যান করি)। যাবত্ আ ত্বাং মজ্দা স্তৌমি উফ্যে চ (যখনই হে মজ্দা, তোমার স্তব করি ও কীর্তন করি)।

অনুবাদ ঃ—

আমি তাহাকে প্রথমই বলিয়া দিলাম "যে জন যথাশক্তি পাপের যথার্থ শত্রু, আর পুণ্যবানের শক্তিশালী মিত্র হইবে, আমি সেই জরথুস্ত্র।" কেননা আমি তোমার মহিমা স্মরণ করি, তোমার শক্তির ধ্যান করি, যখনই হে মজ্দা, তোমার স্তব ও কীর্তন করি।

তাত্পর্য ঃ—মানুষ নিজের বলে কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু ভগবানের বলে বলীয়ান্ হইলে অনেক কিছুই করিতে পারে। তখন কর্মযোগের দুইটি শাখা—(১)—অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং (২) ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা——তাহার পক্ষে সহজ হয়।

টীকা ঃ—হোই = হে = সে = তম্। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে এ॥ ঈশা = শক্তি—ঈশয়া = যথাশক্তি। রফনঃ = প্রিয়ংকরঃ। রফ্লাতি। প্রীণনে। খ্যাম্ = স্যাম্ = ভবেয়ম্। বশ্-বষ্টি। অত্র ভ্বাদিঃ, আত্মনেপদম্ বশতে। লেট্—এ। বশসে। সিব্ বহুলং লেটি। ক্ষথ্রস্য—কর্মণি ষষ্ঠী। উফ্যৈ = বপ্যে। বপতি বয়নে, অত্র দিবাদিঃ।

(৯) স্পেন্তম্ অত্ থ্বা মজ্দা মেংগ্হী অহুরা,
যত্ মা বোহূ পইরি জসত্ মনংহা।
অহ্যা৷ ফেরসেম্ কস্মাই বীবীদুয়ে বষী,
অত্ আ থ্বস্মাই আথ্রে রাতাম্ নেমংহো।
অষহ্যা মা যবত্ ইসাই মন্যাই ॥

অন্বয় ঃ—স্পেন্তম্ অত্ ত্বাং অমংসি, মজ্দা অহুরা। (হে অহুর মজ্দা, তখনই তোমাকে পুণ্যময় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম)। যত্ বসু মনসা মাং পরি-অজসত্ (যখন প্রজ্ঞা আমার নিকট আসিল)। অস্মৈ অপৃসম্, কস্মৈ বিবিত্বয়ে বশসি (তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, তুমি আমাকে কী জানাইতে ইচ্ছা কর?)। অত্ আ ত্বস্মৈ অত্রয়ে নমসঃ রাতামি (এই আমি তোমার জ্যোতিঃকে নমস্কার নিবেদন করিতেছি)। মা যাবত্ অষস্য ইষে মন্যে চ (যেহেতু আমি ধর্মকে চাই ও আদর করি)।

অনুবাদ ঃ—

হে অহুর মজ্দা, যখনই আমাতে প্রজ্ঞার আবির্ভাব হইল, তখনই বুঝিতে পারিলাম যে তুমি পুণ্যময়। প্রজ্ঞাকে প্রশ্ন করিলাম "তুমি আমাকে কী শিখাইতে পার?" এই আমি তোমার জ্যোতিকে নমস্কার জানাইতেছি, কারণ তোমার প্রসাদে আমি ধর্মকে জানিতে ও মনন করিতে চাই।

তাৎপর্য ঃ—যিনি পুণ্য পথে চলিবার জন্য আমাদিগকে প্রজ্ঞারূপ চক্ষু দিয়াছেন, তিনি যে পুণ্যময়, পুণ্যের প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা করেন, তাহাতে আর সন্দেহ কী? 'ধর্মাবহং পাপনুদং ভবেশং'—শ্বেতাশ্বতর ৬-৬। মহেশ্বর মজ্দা পুণ্যের প্রতিষ্ঠাতা বটেন।

টীকা ঃ—বি+বিদ্+স্বার্থে ণিচ্+শে তুমর্থে (৩-৪-১১) বিবেদয়ে =বিবেদয়িতুম্। বশ্+লট্ সি=বশ্সি; অদাদিঃ। রাতাম্=রাতামি= সম্পাদয়ামি। রাধ—সংসিদ্ধৌ। রাধ+লেট্ মি=রাতাম্। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু। নমসঃ—রাতাম্ ইত্যস্য কর্মণি দ্বিতীয়া। অষহ্যা=অষস্য, ঈশে ইত্যস্য কর্মণি ষষ্ঠী। অধীগর্থদয়েশাম্।

সূক্ত— ৪৩-১০

(১০)° অত্ তূ মোই দাইশ্ অষেম্ য্যত্ মা জওজওমী,
আরমইতী হচিয়ো ঈত্ আরেম্।
পেরেসা চা নাও যা তোই এহ্মা পরস্তা,
পরস্তেম্ জী থ্বা যথনা তত্ এমবতাম্।
য্যত্ থ্বা খ্ষয়াংস্ অএষেম্ স্যাত্ এমবন্তেম্॥

অন্বয় ঃ—অত্ ত্বং মে অষং দাস্ (এখন তুমি আমাকে ধর্ম দাও)। যত্ অহং জুহোমি (যাহা আমি আহ্বান করি)। আরমত্যা ইত্ আরং সচেম (শ্রদ্ধা দ্বারা পূর্ণতা অর্জন করিব)। পৃস চ নঃ যত্ তে অস্মিন্ পৃষ্টম্ (জিজ্ঞাসা কর আমাদিগকে, এবিষয়ে তোমার যাহা প্রষ্টব্য)। যত্ হ্ন তে হি পৃষ্টম্, তত্ অমা-বতাম্ (তোমার যা কিছু প্রশ্ন, তাহা বলবান-দিগের জন্যই)। যত্ ক্ষয়ন্ ত্বং, অমাবন্তম্ এষং স্যাস্ (যেহেতু শক্তিমান তুমি বলবানকে সফলতা দিয়া থাক)।

অনুবাদ :—

আমি ধর্মকে চাই, তাহাই আমাকে দাও। আমি শ্রদ্ধার ফলে পূর্ণতা লাভ করিব। তোমার যা কিছু প্রশ্ন আছে, সব আমাকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার যে পরীক্ষা, তাহা কেবল বলবানেরাই উত্তীর্ণ হইতে পারে। শক্তিমান্ তুমি, কেবল বলবানের প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়া থাক।

তাত্পর্য ঃ—মহেশ্বর মজ্দার অনুগ্রহেই পরমার্থ লাভ হয়। কিন্তু কেবল "দেহি দেহি" বলিয়া ক্রন্দন করিলেই হয় না। সাধনা দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সকল প্রলোভন জয় করিবার, সকল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার, শক্তি থাকিলেই মজ্দা অনুগ্রহ করেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—মুণ্ডক ৩-২-৪।

টীকা :—দায়—দায়তি দানে। লেট্ সি। দায়শ্। ইতশ্চ লোপঃ। ঋ+ঘঞ্ =আরঃ=পূর্ণতা, সিদ্ধি। সচায়=সচাম=গচ্ছেয়ম্। শীঙো রুট্, লুট্ চ। জুজোমি=জুহোমি=প্রার্থয়ামি। যু—আদানে। পৃষ্টং=প্রশ্নঃ। নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। অমবান্=সুসহায়। অম=বলঃ (নিঘণ্টু ৪-৩-৪৫)

সূক্ত ৪৩-১১

(১১) স্পেন্তেম্ অত্ থ্বা মজ্দা মেংগ্হী অহুরা,
যৎ মা বোহু পইরিজসৎ মনংহা।
যৎ খ্ষ্ম্য উখ্ধাইশ্ দীদ্ংহে পঔর্বীম্।
সাদ্রা মোই সাংস্ মষ্য এষু জরজ্-দাইতিশ্।
তৎ বেরেজ্যেইদ্যাই যৎ মোই মওতা বহিশ্তেম্॥

অন্বয়ঃ—অত্ ত্বাং স্পেন্তম্ অমংসি মজ্দা অহুরা (হে অহুর মজদা, তখনই তোমাকে পুণ্যময় বলিয়া বুঝিলাম)। যত্ বহু-মনসা মা পরি অজসত্ (যখন প্রজ্ঞা আমার নিকট আসিল)। যত্ ক্ষ্মা পৌর্বং উক্থৈঃ দীধ্যসে (যখন তুমি প্রথম তোমার বাণীদ্বারা আমাকে উদ্দীপিত করিলে)। শাদ্রাং মে শংস (আমার জন্য ক্লেশ আজ্ঞা কর)। মর্ত্যেষু হৃদ্-দাতিঃ (মনুষ্যদিগের মধ্যে আমি দত্ত-হৃদয়)। তত্ বৃজ্যাধ্যৈ যত্ মে বহিষ্ঠং ব্রবথ (তাহাই করিব, যাহা আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বল)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, যখনই প্রজ্ঞা আমাতে আবির্ভূত হইল, তখনই তোমাকে মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। কেননা সেই প্রথম তুমি আমাকে তোমার বাণীদ্বারা উদ্দীপিত করিলে। ক্লেশ আমাকে দাও (আমি রাজী আছি); মনুষ্যদের মধ্যে (আর কেহ না হউক) আমি তোমাকে হৃদয় অর্পণ করিয়াছি। তুমি যাহা নিঃশ্রেয়স্ বলিয়া বলিবে, আমি তাহাই করিব।

তাত্পর্য :—প্রজ্ঞা মজ্দারই বাণী। প্রজ্ঞার মাধ্যমেই মজ্দা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করেন। তখন ক্লেশ আর ক্লেশ বলিয়া মনে হয় না।

টীকা :—দীধীসে = দীপয়সি। দীধীতে দীপ্তি দেবনয়োঃ। বর্তমান সামীপ্যে বর্তমানবত্ (৩-৩-১৩১)। শদ—শীয়তে শাতনে। শদ + র শদ্র = ক্লেশ। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে আ। বৃহ—বৃহতি উদ্যমনে। বৃহ্ + লোট্ ধ্যৈ = বৃহধ্যৈ = বৃজধ্যৈ। হ = জ। লোট্ আনি = ধ্বম্ (৩.৪-২) ধ্বম = ধ্যৈ (৭-১-৪২)।

সূক্ত ৪৩-১২

(১২) যাত্ চা মোই ম্রওশ্ অযেম্ জসো ফ্রাখ্ষ্ণেনে।
অত্ তূ মোই নোইত্ অস্রুস্তা পইর্যওঘ্ঝা।
উজেরেদ্যাই পরা যাত্ মোই আজিমত্,
সেরওষো অষী মাজ্ঞা রয়া হচিম্নো।
যা বে অষীশ্ রাণোইব্যো সবোই বীদায়াত্।

অন্বয়ঃ—যত্ চ মে অব্রবস্ প্রাক্ষেণ অষাং জস (আমাকে যে বলিলে যে সমদৃষ্টি দ্বারা ধর্ম লাভ কর)। অত্ তূ মে নূ ইত্ অশ্রুতং পর্য্যবোক্ত (তাহা তুমি আমাকে অশ্রুতপূর্ব কথা বলিয়াছ)। উদ্-ঋধ্যৈ যত্ মে পরা আজিমত্ (পরে আমার যাহাই ঘটুক না কেন, আমি উত্থান করিব)। শ্রুষঃ অষী মহতা রয়েন সচেম (ভক্তিমান ও পুণ্যবান্ হইয়া আমি মহাবেগে চলিতে থাকিব)। যা বঃ আশিষ্ রাণিভ্যঃ (যেহেতু তোমার আশিষ্ সাধকদিগকে)। সবে বিধায়াত্ (আনন্দে স্থাপন করে)।

অনুবাদঃ—

তুমি যে আমাকে বলিলে, "মৈত্রী ই (সম-দর্শনই) ধর্মের মূল সূত্র" ইহা একটা অভিনব কথা বলিলে। আমার যাহাই ঘটুক না কেন, আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, ভক্তি ও পবিত্রতা সম্বল লইয়া মহা বেগে চলিব। কেননা তোমার আশীর্বাদে সাধকরা সর্বদা আনন্দেই থাকে।

তাত্পর্যঃ—সর্বভূতে আত্মদর্শনই ধর্মের মূলসূত্র। এইমূলসূত্র অবলম্বন করিয়া যিনি চলিতে থাকেন, নিজের সুখদুঃখকে উপেক্ষা করেন, মজ্দার কৃপায় সেই সাধকই সিদ্ধিলাভ করেন।

টীকাঃ—প্র+অক্ষ্+ন=প্রাক্ষঃ=সমদর্শনম্। জস=গচ্ছ। জসতি গমনে। বচ+লিট থ, উবক্থ। পরি+উবকথ। উত+ঋ+লোট্ আনি। আনি স্থলে ধ্যৈ (৩-৪-২)। মহা=মজা=মজ্ঞা। সচিম্ন=সচাম্ন=সচাম। শীঙো রুট্ (৭-১-৬)। সবোই=সবে=উত সবে। সং-এ=জেং-ওই।

(১৩) স্পেন্তেম্ অত্ থ্বা মজ্‌দা মেংগ্‌হী অহুরা;
যত্ মা বোহূ পইরিজসত্ মনংহা।
অরেথা বোইজ্‌দ্যাই কামহ্যা তেম্ মোই দাতা,
দরেগহ্যা যাউশ্ যেম্ বাও নএচীশ্ দারেস্ত্ ইতে।
বইর্যাও স্তোইশ্ যা থ্বহ্‌মী খ্‌ষথ্রোই বাচী॥

অন্বয়ঃ—হে মজ্‌দা অহুরা, অত্ তাং স্পেন্তং অমংসি (হে অহুর মজ্‌দা, তখনই তোমাকে পুণ্যময় বলিয়া বুঝিলাম)। যত্ বসু-মনসা মাং পরি অজসত (যখন প্রজ্ঞা আমার নিকট আসিল)। অর্থস্য বোধ্যৈ কামস্য চ, তং দীর্ঘং আয়ুষং মে দাত (অর্থ ও কাম উপভোগের নিমিত্ত আমাকে সেই দীর্ঘ আয়ু দাও)। যদ্ বঃ ঋতে ন চিশ্ ধত্তে (যাহা তুমি ব্যতীত আর কেহ ধরে না)। যত স্তি বর্য্যা ত্বস্মিন্ ক্ষথ্রে অবাচি (কেননা নিত্য অভীষ্ট, ত্বদীয় ক্ষথ্রে আছে বলিয়া কথিত হয়)।

অনুবাদ ঃ—

হে অহুর মজ্‌দা, যখন আমাতে প্রজ্ঞার উদ্ভব হইল, তখনই বুঝিতে পারিলাম যে তুমি পুণ্যময়। অর্থ (বিষয়) ও সুখ ভোগের জন্য আমাকে দীর্ঘ আয়ু দাও। ইহা (দিবার শক্তি) আর কেহই ধারণ করেনা। কারণ সকল স্থায়ি সম্পদ্ কেবল তোমার ক্ষথ্রেই (শক্তিতেই) আছে বলিয়া কথিত হয়।

তাত্‌পর্য:—কেবল পারলৌকিক কল্যাণের দিকেই দৃষ্টি রাখিতে নাই। ঐহিক কল্যাণকেও উপেক্ষা করিবে না, ইহাই মঘবান জরথুস্ত্রের মত। তাই চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্ম এবং মোক্ষ প্রধান হইলেও, অর্থ এবং কামকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এমন কথা ধর্মরাজ জরথুস্ত্র বলেন না।

টীকা:—অর্থা=অর্থস্য। সুপাং সু লুক্ ইতি ষষ্ঠীস্থানে আ। বোধিঃ =জ্ঞানম্। বোধ্যৈ=জ্ঞানায়। দাত=দাতা। দ্ব্যচো ইতি বৃদ্ধিঃ (৬-৩-১৩৫)। দীর্ঘস্য=দীর্ঘং—ব্যত্যয়াত্ দ্বিতীয়াস্থানে ষষ্ঠী। অস্তি=স্তি—নিত্যার্থকম্ অব্যয়ম্। যদ্বা স্তি=সত্ (ঋগ্বেদ ৭-৫-২)। ক্ষথ্রোই=ক্ষত্রে। সং এ= জেং ওই।

সূক্ত—৪৩-১৪

(১৪) হ্যত্ না ফ্র্যাই বএদেম্নো ইস্বা দইদীত্,
মইব্যো মজ্দা তবা রফেনো ফ্রাখ্ষ্নেনেম্।
য্যত্ থ্বা খ্ষথ্রা অষ্রাত্ হচা ফ্রাংস্তা,
উজেরেষ্যাই অজেম্ সরেদনাও সেংগ্হহ্যা
মত্ তাইশ্ বীস্পাইশ্ যোই তোই মান্থ্রাও মরেন্তী।

অন্বয় :—যথা বিদমানঃ না প্রিয়ায় ইস্বং দদাতি (যেমন স্নেহশীল মানুষ প্রিয়কে উপহার প্রদান করে)। মভ্যঃ তব প্রাক্ষণং রফান (আমার জন্য তোমার সমদৃষ্টি প্রেরণ কর)। যা তব ক্ষথ্রা, সা অষাত্ সচা প্রাংক্তা (তোমার যে অনপেক্ষা, তাহা ধর্মদ্বারা রঞ্জিত)। শংসস্য শর্ধনায় অহম্ উদ্-ঋধ্যৈ (তোমার অনুশাসনের সংবনর্ধার জন্য আমি উঠিয়া দাঁড়াইব)। মত্ তৈঃ বিশ্বৈঃ, যে তে মন্ত্রান্ স্মরন্তি (তাহাদের সকলের সহিত, যাহারা তোমার মন্ত্র আবৃত্তি করে)।

অনুবাদ :—

স্নেহশীল বন্ধু যেমন প্রিয়জনকে উপহার প্রদান করে, হে মজ্দা তুমিও তেমন আমাকে তোমার সমদৃষ্টি (ন্যায়নিষ্ঠা) উপহার দাও। তোমার যে অনপেক্ষা তাহা ধর্মদ্বারা রঞ্জিত—ধর্মই তাহার উদ্দেশ্য। যাহারা তোমার মন্ত্র আবৃত্তি করেন, আমি তাহাদের সকলের সহিত তোমার শাস্ত্রের সম্বর্ধনার জন্য দণ্ডায়মান হইব।

তাত্পর্য :—পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে প্রিয়রূপে উপাসনা করাই ভক্তিধর্মের প্রাণ। ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এবং ইরাণে সূফী সম্প্রদায়ে পরাভক্তির এই পথ পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। জমদগ্নি জরথুস্ত্র-দৃষ্ট ভার্গব বেদের এই ঋক্‌টীতে আমরা পরাভক্তির সূত্রপাত দেখিতে পাই।

টীকা :—না=নরঃ। বিদিয়=বিদ্বান্। অত্র বিদ স্নেহার্থে। ইষ—ইচ্ছতি। ইষ্+ক্বন্। ইষ্ব=উপহারঃ। সুপাং সু লুক্ ইতি তীয়া স্থলে আ। রপ—রপ্নাতি, প্রেরণে লোট হি, রপান। প্র+অক্ষ+ণ=প্রাক্ষঃ=সমদর্শনম্। প্র+অঞ্চ+ক্ত=প্রাংক্ত। শর্ধ=বল (নিঘণ্টু ২-৯)। শর্ধনায়=পোষণায়।

স্পূক্ত—৪৩-১৫

(১৫) স্পেন্তেম্ অত্ থ্বা মজ্দা মেংগ্হী অহুরা,
যাত্ মা বোহু পইরিজসত্ মনংহা।
দখ্ষত্ উষ্যা তুষ্ণা মইতিশ্ বহিস্তা
নো ইত্ না পওরূশ্ দ্রেগ্বতো খ্যাত্ চিখ্‌ষ্নুষো।
অত্ তোই বীস্পেংগ্ অংগ্রেং অষাউনো আদরে॥

অন্বয় ঃ—হে মজদা অহুরা, অত্ ত্বাং স্পেন্তং অমংসি (হে অহুর মজদা, আমি তখনই তোমাকে পুণ্যময় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম)। যত্ বসু-মনসা মাং পরি অজসত্ (যেই প্রজ্ঞা আমার নিকট আসিল)। বহিষ্ঠাং মতিং, উশ্যাং তুষ্ণাং, দক্ষত্ (আর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি যে ঈপ্সণীয় তুষ্টি তাহা দিল)। পরুঃ না দ্রুগ্বতঃ, চিক্ষুষঃ নো ইত স্যাত্ (প্রধান নর কখনও পাপাশয়ের প্রিয়ঙ্কর হইবে না)। অত তে অষাবনঃ বিশ্বং অংগ্রং আদরেয়ুঃ (তোমার ধার্মিকগণ যেন সকল কলুষ ধ্বংস করিতে পারে)।

অনুবাদ ঃ—

হে অহুর মজ্দা, প্রজ্ঞা যখন আমাতে আবির্ভূত হইল, তখনই তোমাকে পূণ্যময় বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। প্রজ্ঞা আমাকে দিল কাম্য সন্তোষ—তাহাই শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি। সমর্থ পুরুষ যেন কখনও পাপাশয়কে খুশী করিতে অগ্রসর না হয়। তোমার সাধুরা যেন সকল অংগ্র (তমস্—কিল্মিষ) ধ্বংস করিতে পারে।

তাত্পর্য ঃ—তুষ্টিই পরম ধন। যিনি সকল অবস্থাতেই তুষ্ট, পাপ করিবার কোনও হেতু তাহার নাই। প্রভাবশালী মানুষ যদি দুর্বৃত্তের সহায়তা না করে, তবে অত্যাচার অনাচার সহজেই বন্ধ হইয়া যায়।

টীকা ঃ—দক্ষ—দক্ষতি—দানে। দক্ষ+লেট্ তি। ইতশ্চ লোপঃ। বশ+ণ্যত=উশ্যা=কাম্যা। তুস+ন=তূষ্ণঃ=তুষ্টিঃ। সুপাং সু ইতি দ্বিতীয়া লোপ। পরু=শ্রেষ্ঠঃ (সারঃ—রত্নকোশে)। ক্ষু+সন্+অল্=চিক্ষুষঃ= প্রিয়ংকর। অষা+বনিপ। ছন্দসি ঈ-বনিপৌ। আ+দৃ+লেট্ তে = আদরে। লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭-১-৪১)।

সূক্ত—৪৩-১৬

(১৬) অত্ অহুরা হ্বো মইন্যূম্ জরথুস্ত্রো বেরেন্তে,
মজ্‌দা যস্‌তে চিশ্‌ চা স্পেনিস্তো।
অস্ত্-বত্ অষেম্ খ্যাত্ উস্তানা অওজোংহ্বত্
খেংগ্-দরেসোই খ্‌ষথ্রোই খ্যাত্ আর্মইতিশ্।
অষীম্ ষ্যওথনাইশ্ বোহূ দইদীত্ মনংহা॥

অন্বয়ঃ—হে অহুর, অত্ জরথুস্ত্রঃ তং মন্যুং বরতে (হে অহুর, তাই জরথুস্ত্র সেই মন্যুকে বরণ করে) যস্ তা চিশ্—চ বহিষ্ঠং (যাহা তো সব হইতে শ্রেষ্ঠ) অষম্ অস্তিবত্ স্যাত্ (ধর্ম মূর্তিমান্ হউক) উশ্‌তনং ওজস্বত্ (প্রাণ বলবান হউক) আরমতিঃ স্বংদৃশে ক্ষত্রে স্যাত্ (শ্রদ্ধা আত্ম-প্রদর্শক ক্ষণে নিয়া যাউক)। বসু মনসা চ্যৌত্নৈঃ অষীং দধ্যাত (প্রজ্ঞা কর্ম দ্বারা ধর্মকে ধারণ করুক)

অনুবাদ ঃ—

হে অহুর মজ্‌দা, জরথুস্ত্র সেই গুণকে বরণ করে, যাহা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম মূর্তিমান্ হউক্, প্রাণ বলবান্ হউক। শ্রদ্ধা তাদৃশ অনপেক্ষা উদ্রিক্ত করুক, যাহাতে আত্মসাক্ষাত্‌কার ঘটে। প্রজ্ঞা কর্মদ্বারা ধর্মকে ধরিয়া রাখুক।

তাত্‌পর্য ঃ—কেবল শুভ চিন্তা নিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবেনা। কর্মজগতে যাহা রূপায়িত করা হয়, এমন ধর্মই স্পিতম জরথুস্ত্রের অভিপ্রেত। এমন ধর্ম দ্বারাই আত্মসাক্ষাৎকার সুসাধ্য হয়।

টীকা ঃ—হ্বঃ = স্বঃ = সঃ = তম্। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে সু। চিস্ = চস্য = কস্য = যস্য কস্য = সর্বস্য। সুপাং সু-লুক্ ইতি ষষ্ঠ্যাঃ লুক। অস্তবত্ = স্থিতিমত্। খং = স্বং = আত্মানং। সং—স্ব = জেং—খ। স্ব + দৃশ্ + খ = স্বংদৃশ্। অরুর্ দ্বিষত (৭-৩-৬৭) ইতি মুম্।

অষ্টমী পরি-প্রশ্ন

স্তূক্ত—৪৪-১

(১) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
নেমংহো আ যথা নেমে খ্ষ্মাবতো।
মজ্দা ফ্র্যাই থ্বাবাংস্ সখ্যাত্ মবইতে,
অত্ নে অষা ফ্র্যা দজ্‌দ্যাই হাকুরেণা।
যথা নে আ বোহূ জিমত্ মনংহা॥

অম্বয় :—তত্ ত্বাং পৃসে ঋষ্ মে বচ অহুরা (তাই তোমাকে প্রশ্ন করি। হে অহুরা আমাকে সত্য করিয়া বল) ক্ষ্মাবতঃ নমস্যস্ যথা আ নমে (প্রণাম করিতে অভিলাষী আমি কেমনে যুষ্মাদৃশকে প্রণাম করিব) হে মজ্দা, ত্বাবান্ প্রিয়ায় মাবতে শস্যাত্ (হে মজ্দা, তাদৃশ [পূজ্য] প্রিয় মাদৃশকে বলিয়া দিউন) অত্ প্রিয়া অষা নঃ সাকূর্ণং দদ্যাত্ (আর প্রিয় ধর্ম আমাদিগকে সহকারিতা দিউক) যথা বসু-মনসা নঃ আজমত্ (যেন প্রজ্ঞা আমাদের নিকট আসে।)

অনুবাদ :—

হে অহুর, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সত্য করিয়া বল, নমস্কারে ইচ্ছুক আমি কেমনে তোমাকে প্রণাম্ করিব। আমি তোমার প্রিয়, অতএব আমাকে শিখাইয়া দাও, প্রিয় ধর্ম যাহাতে আমাদের সহায়তা করে, আর প্রজ্ঞা যেন আমাদের নিকটে আসে।

তাত্পর্য :—পরমেশ্বরই ধর্মবুদ্ধির উত্স। মানুষকে তিনি ধর্মবুদ্ধি দিয়াছেন। তাই তাহার ধর্মবুদ্ধি আছে। পশুপক্ষিকে ধর্মবুদ্ধি দেন নাই, তাই তাহাদের ধর্মবুদ্ধি নাই।

টীকা :—নমস্+ক্বিপ্ নমসতি (নমতি) সর্বপ্রাতি পাদিঃকেভ্য ঃ ক্বিপ বা বক্তব্যঃ। নমসতি+কসুন্ ৩-৪-১৭ = নমসস্। শস্যাত্ = শখ্যাত্। সং—স = জেন্দ্ খ। কৃ—কিরতি+ক্ত =কূর্ণ=আচ্ছাদনং। সমান কূর্ণং যেষাম্ তে সকূর্ণা। অণ্। সাকূর্ণং সাহচর্য্যং। সুপাং সু লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। জমতি= গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪) সং জম=জেং জিম।

সূক্ত—৪৪-২

(২) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কথা অংহেউশ্ বহিস্তহ্যা পওর্বীম্।
কাথে সূইদ্যাই যে ঈ পইতিষাত্
হ্বো জী অষা স্পেন্তো ইরিখ্তেম্ বীস্প্যাইব্যো।
হারো মইন্যু অহুম্-বিশ উর্বথো মজ্দা॥

অন্বয়ঃ -

তত্ ত্বাং পৃচ্ছে ঋষ্ মে বচ অহুর (হে অহুর তাই তোমাকে প্রশ্ন করি আমাকে সত্য করিয়া বল) বহিষ্ঠস্য অসোঃ পৌর্ব্যং কথং ভবতি (শ্রেষ্ঠ জীবনের উত্তমতা কেমন?) কথা সূধ্যৈ যথা ঈ প্রতি-ষ্যাত্ (কেমনে ঘটাইব, যেন ইহা উলটিয়া যায়,) স্বঃ হি স্পেন্তঃ অষঃ বিশ্বেভ্যঃ রিষ্টম্ (সেই মঙ্গলময় ধর্ম সকলের নিকট শত্রু) হারঃ মন্যুঃঅহুম্-বিশ্ উর্বথঃ মজ্দা (আর পাতক গুণ অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ হে মজ্দা।)

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল, শ্রেষ্ঠ জীবনের পরাকোটি কেমন। মঙ্গলময় ধর্ম সকলের অপ্রিয়, আর পাতক তমোগুণ অন্তরঙ্গ প্রিয়, এই অবস্থার পরিবর্তন কেমনে ঘটাইতে পারি, বলিয়া দাও।

তাত্পর্য :—

বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখের সন্ধান জানে না বলিয়াই মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের লোভে পাপে প্রবৃত্ত হয়। একবার মধুর সন্ধান দিলে, আর গুড় চাহিবেনা।

টীকা :—সূ-সূতে-প্রসবে। ক্রিয়াসমভিহারে লোট্, লোটঃ ধ্যৈ (৩-৪-২)। প্রতি বাং রথং নৃপতী জরধ্যৈ ঋগ্বেদ-৭-৬১-১। রিষ্টং= অপ্রিয়। রেষতি হিংসায়াং = রিষ্ট = রিষ্ত = রিখ্ত = ইরিখ্ত। সং-ষ =জেং-খ। হারঃ= ক্রোধঃ নিঘণ্টু-২-১৩। অর্শ আদিত্বাত্ অচ্। হারঃ = ক্রুদ্ধঃ অশুভঃ। উর্বথঃ = আত্মীয়। ২-১৩।

স্তৃক্ত—৪৪ ৩

(৩) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কস্ না জান্থা পতা অষহ্যা পওউরুয়ো।
কস্ না খেং স্তরেম্ চা দাত্ অদ্বানেম্
কে যা মাও উখ্য্যেইতী নেরেফ্সইতী থ্বত্।
তা চীত্ মজ্দা বসেমী অন্যাচা বীদুয়ে॥

অন্বয় :—তত্ ত্বাং পৃসে মে বচ অহুর (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল) কঃ পৌর্ব্যঃ না অষস্য জনিতা পাতা চ (কোন পূরাণ পুরুষ ধর্মের জনিতা ও পাতা) কঃ না স্বং স্তারং চ অধ্বানং দদাতি (কোন পুরুষ সূর্য্যকে ও তারাদিগকে তাহাদের পথ দিয়াছে) কঃ য মাস্ ত্বদ্ উক্ষয়তি নিরিক্সতি চ (কে তিনি, যিনি চন্দ্রমাকে পর্য্যায়ক্রমে বাড়ান ও কমান) মজ্দা, তত্ চিত্ অন্যত্ চ বিদুয়ে বশামি (হে মজ্দা ইহা, এবং অন্য সব জানিতে ইচ্ছা করি)

অনুবাদ :—

তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, হে অহুর, আমাকে সত্য করিয়া বল, কে সেই পুরুষোত্তম, যিনি ধর্মের জনক এবং রক্ষক? কে সূর্য্যকে এবং তারাগণকে তাহাদের ভ্রমণের কক্ষা স্থির করিয়া দিয়াছেন? কে চন্দ্রমাকে পর্য্যায় ক্রমে বর্ধিত আর ক্ষপিত করেন? হে মজ্দা আমি ইহা কিংচ অন্যান্য বিষয়ও জানিতে চাই।

তাত্পর্য :—

মানুষ চন্দ্র সূর্য্য তারকা সৃষ্টি করে নাই। ইহাদের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, আবার তিনিই মানুষের হৃদয়ে ন্যায়-নিষ্ঠা দিয়াছেন।

টীকা :—

স্বং = সূর্য্যং। স্বর্। স্তার = তারকা (stir নিঘণ্টু ৩-২৯-১০) মাঃ = মাস্ = চন্দ্রমাস্। সু পাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়ায়াঃ লুক্। উক্ষ-উক্ষতি-সেচনে। ণিচ্-উক্ষয়তি = বর্ধয়তি। রিফ-রিফতি হিংসায়াং। নি+রিফ্+লেট্ তি। সিব্ বহুলং লেটি। ত্বদ্ = পর্য্যায়েণ। "অধ-নেমৌ"। বিদ্+তুমর্থে ঐ প্রত্যয়-রোহিষ্যৈ ৩-৪-১০।

সূক্ত—৪৪-৪

(৪) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কস্ না দেরেতা জাঁম্ চা অদে নবাওস্ চা।
অব-পস্তোইশ্ কে অপো উর্বরাওস্ চা,
কে বাতাই দ্বান্মইব্যস্ চা যওগেত্ আসূ।
কস্ না বংহেউশ্ মজ্দা দাঁমিশ্ মনংহো॥

অন্বয়ঃ—

তত্ ত্বাং পৃযে ঋষ্ মে বচ অহুরা, (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। কস্ না জ্যাম্ চ নভস্ চ অধঃ অবপতেঃ ধরতি (কোন পুরুষ ধরাকে এবং আকাশকে নিম্নে পতন হইতে ধরিয়া রাখে)। কঃ আপঃ উর্বরাঃ চ (কে জলকে এবং উদ্ভিদ্‌দিগকে ?)। কঃ বাতায় দ্ব্যন্নয়েভ্যঃ চ আশুং যোগয়েত্ (কে বাতাস কিংচ বিদ্যুত্‌কে ত্বরা জোগায় ?। (কঃ না বসোঃ মনসঃ ধামিঃ (কোন পুরুষ প্রজ্ঞার ধারক ?।)

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি আমাকে সত্য করিয়া বল, কোন পুরুষ পৃথিবী এবং আকাশকে অধঃপতন হইতে ধরিয়া রাখে ? সলিল ও তরুকে কে রক্ষা করে ? ঝঞ্ঝা ও বিদ্যুত্‌কে কে তাহাদের বেগ জোগায় ? হে মজ্দা, কোন পুরুষ প্রজ্ঞার প্রতিপালক ?

তাত্‌পর্য :—

এই বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি নির্গুণ নহেন—অন্ততঃ সৃষ্টিকর্তৃত্ব গুণ তাঁহাতে আছে। তিনি যুগপৎ নিগুণ ব্রহ্ম, আর সগুণ ঈশ্বর, দুইই। তিনিই প্রজ্ঞার প্রেরক।

টীকা :—

অব+পত্+ক্তি=অবপতিঃ = অবপতনং। সং-পত্তি=জেং পন্তি। উর্বর=বৃক্ষ। arbour. উর্বরা+জস্=উর্বরাঃ। ধ্বন ধ্বনতি শব্দে+ম ধ্বন্মঃ=মেঘঃ। যোগয়েত্=যোজয়েত্। আশু=আশুত্বং। অর্শাদিত্বাত্ (৫-২-১২৭) বিশেষ্যত্বম্। ধামিঃ=রক্ষকঃ। ধমতি—আচ্ছাদনে রক্ষণে। "সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈঃ" (ঋগ্বেদ ১০-৮১-৩)

সূক্ত—৪৪-৫

(৫) তত্‌ থ্বা পেরেসা এরেশ্‌ মোই বওচা অহুরা,
কে হ্বাপাও রওচাওস্‌ চা দাত্‌ তেমাওস্‌ চা।
কে হ্বাপাও খফ্‌নেম্‌ চা দাত্‌ জএমা চা,
কে যা উষাও অরেম্‌-পিথ্বা খ্‌ষপা চা।
যাও মনওথ্রীশ্‌ চজ্‌দোংহ্বন্তেম্‌ অরেথহ্যা ॥

অন্বয়ঃ— হে অহুর তত্‌ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্‌ বচ (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি আমাকে সত্য করিয়া বল)। কঃ স্বপাঃ রোচাশ্‌চ অদধাত্‌ তমাশ্চ (কোন কারু আলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তিমিরও)। কঃ স্বপা স্বপ্নং চ অদধাত্‌ জমং চ (কোন সুকর্মা নিদ্রা ও জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছেন?)। কঃ যঃ উষাং অরম্‌-পিতুং ক্ষপাং চ (কে তিনি যিনি উষা মধ্যাহ্ন আর ক্ষপাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?)। যাঃ চষ্টস্‌-বন্তং অর্থস্য অমন্ত্রস্‌ (যাহা বিচক্ষণকে পরমার্থের মন্ত্রণা দেয়)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, আমাকে সত্য করিয়া বল, কোন শিল্পী আলোক ও তিমির সৃষ্টি করিয়াছেন? কোন শিল্পী নিদ্রা ও জাগরণ সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি কে, যিনি উষা মধ্যাহ্ন ও গোধূলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা বিচক্ষণ লোককে পরমার্থের প্রেরণা দেয়?

তাত্‌পর্য :—'জড় পরমাণু হইতে এই বিশ্ব উত্‌পন্ন হইয়াছে' যাহারা এরূপ মনে করেন, তাহারা ভ্রান্ত। কারণ জগতের মূল কারণে যদি চৈতন্য না থাকিয়া থাকে, তবে চৈতন্য কোথা হইতে আসিল! অতএব জগতের মূল কারণ এক চিন্ময় পুরুষ—অচেতন পুদ্‌গল নহে। তাহার শরণ নিলেই পরম শান্তি পাওয়া যায়।

টীকা :—অপস্‌ = কর্ম (নিঘণ্টু)। সু+অপস্‌ = স্বপাঃ। হি-হিনোতি গতৌ। হি+ম (উণাদি) হিম=জাগরণ। হিম = জিম। অরং=অর্দ্ধং পিতুঃ=সূর্যঃ। 'পিতুর্‌ বহ্নি দিবাকরে'। অরম্‌+পিতুঃ=মধ্যাহ্নং। চক্ষ্‌-চশ্‌—দর্শনে। চশ+তস্‌ (উণাদি)=চষ্টস্‌=দৃষ্টিঃ। চষ্টস্‌-বান্‌=দৃষ্টিমান্‌ মন্ত্রস্‌=মন্ত্রয়তি=জ্ঞাপয়ন্তি। মন্ত্র+লুঙ দ=মন্ত্রস্‌। মন্ত্রে ঘস্‌ হ্বর (২-৪-৮০) ইতি লের্‌ লুক্‌। বর্তমানে লুঙ্‌ (৩-৪-৬)। অর্থস্য=পরমার্থস্য। মন্ত্রস্‌ ইত্যস্য কর্মণি ষষ্ঠী।

(৬) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
যা ফ্রবখ্ষ্যা যেজী তা অথা হুইথ্যা।
অষেম্ ষ্যওথনাইশ্ দেবাঞ্জইতী আরমইতিশ্
তএইব্যো খ্ষথ্রেম্ বোহু চিনস্ মনংহা।
কএইব্যো অজীম্ রাণ্যো-স্কেরেতীম্ গাম্ তষো॥

অন্বয় :—

হে অহুর, তত্ ত্বা পৃসে মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। যত্ প্রবক্ষ্যে, অথ যদি তত্ সত্যম্ (যাহা বলিব তাহা যদি সত্য)। আরমতিঃ চ্যৌত্নৈঃ অষম্ দেবাঞ্জয়তি (শ্রদ্ধা কর্মদ্বারা ধর্মকে বিভূষিত করে)। তেভ্যঃ বহুমনসা ক্ষথ্রং অচিনস্ (তাহাদিকে প্রজ্ঞা অনপেক্ষা আনিয়া দেয়)। কেভ্যঃ অজীং গাং রাণ্যস্কৃতিং অতসঃ (যে-কেহর জন্য সজীব জগত্কে আনন্দময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ)।

অনুবাদ :—

হে অহুর তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি আমাকে সত্য করিয়া বল, আমি যাহা রটনা করিতে যাইতেছি, তাহা সত্য কিনা। আমি বলি যে সশ্রদ্ধ কর্মনিষ্ঠা থাকিলে তবে ধর্ম শোভা পায়। আর প্রজ্ঞা তাহাদিগকেই অনপেক্ষা শিখায়, এই সজীব জগত্কে আনন্দময় বলিয়া বুঝিয়া লইবার সৌভাগ্য যাহাদের হইবে।

তাত্পর্য :—

যাহার কামনা আছে সেই জনই এই জগতে কষ্ট পায়। যে নিস্কামন হইতে পারিয়াছে, কিসে তাহাকে কষ্ট দিতে পারে? বিশ্বনাথের লীলাভূমি সংসার তাহার নিকট আনন্দ কানন। "নাম-রসে ডুবে থাকি, ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর দেখি, বিশ্বে বহে প্রেম নদী, সুধাধারা অবিরাম।"

টীকা :—

যে জি = যে হি। অঞ্জ—অঞ্জয়তি দীপ্তৌ। অঞ্জা = দীপ্তিঃ। দেবানাম্ অঞ্জা দেবাঞ্জা। দেবাঞ্জা + ণিচ্, তত্ করোতি তদাচষ্টে ইতি গণসূত্রাত্। দেবাঞ্জয়তি = ভৃশং অলঙ্করোতি। চিনস্ = চিনষ্টি = প্রেরয়তি। চিশ্-প্রেরণে অত্র রুধাদিঃ। চিশ্-লেট্ তি। চিনস্ত্। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু। চিনশ্-সংযোগান্তস্য লোপঃ। মনংহা = মনসা = মনঃ। টাপং চাপি হলন্তানাং। চিনষ্টি ইত্যস্য কর্তা। আজীং সজীবাং। অজতি প্রজননে। রাণ্যা (রমনীয়) কৃতিঃ যত্র। পারস্করাদিত্বাত্ সুট্। মহে রণায় চক্ষসে (ঋগ্বেদ—১০-৯-১)

সূক্ত-৪৪-৭

(৭) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কে বেরেখধাঁম্ তাস্ত্ খ্যথ্রা মত্আর্মইতীম্।
কে উজেমেম্ চোরেত্ ব্যানয়া পুথ্রেম্ পিথ্রে।
অজেম্ তাইশ্ থ্বা ফ্রথ্ষণে অবামী মজ্দা।
স্পেন্তা মইন্যু বাস্প্যানাম্ দাতারেম্॥

অন্বয় :—

অহুরা তত্ ত্বা পৃসে মে ঋম্ বচ (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি আমাকে সত্য করিয়া বল)। কঃ ক্ষথ্রা স্মত্ বৃদ্ধাং আরমতিং অতসত্ (অনপেক্ষার সহিত মহতী শ্রদ্ধাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?)। কঃ ব্যানয়েন পুত্রং পিত্রে উজমং চারয়েত্ (কে মনীষা দ্বারা পুত্রকে পিতার অনুরূপ করিয়া প্রবর্তিত করিয়াছেন?)। অহং তৈঃ ত্বাম্ প্রক্ষে অবৈমি (আমি এগুলি নিয়া জানিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি)। স্পেন্তেন মন্যুনা বিশ্বানাং ধাতারম্ (সত্বগুণ দ্বারা, বিশ্বের ধারণ কর্তাকে)।

অনুবাদ :—

তাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, হে অহুর আমাকে সত্য করিয়া বল, কে অনপেক্ষার সহিত মহতী শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিয়াছে? কে মনীষা দ্বারা পুত্রকে পিতার অনুরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে? এই সব প্রশ্ন নিয়া আমি সত্বগুণময় জগত্পাতা তোমার নিকট জানিবার জন্য আসিয়াছি।

তাত্পর্য :

বিশ্বে একটা শৃঙ্খলা আছে, পুত্র পিতার অনুরূপ হয়, কার্য-কারণের অনুরূপ হয়। অগ্নি তাপই দেয়, একদিন তপ্ত করে, একদিন সিক্ত করে, এমন হয় না। তাহা যদি না হইত, কার্য কারণ শৃঙ্খলা যদি স্থির না থাকিত, তবে মানুষের পক্ষে একদিন ও বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না। এই কার্য কারণ শৃঙ্খলা মহেশ্বর মজ্দারই দান।

টীকা :—

বৃহ+ক্ত=বৃদ্ধ। বৃদ্ধা=মহতী। তস-তসতি-সৃষ্টৌ। লুঙ্ অতস্ত। বহুলং অমাঙ্ যোগেঽপি=তস্ত। ক্ষথ্রা=ক্ষথ্রাং। সু পাং সু ইতি দ্বিতীয়া-লোপঃ উজ্জতি আদরে ছান্দসঃ। উজ্+অম (উণাদি) উজমঃ=অনুগতঃ। বি+আ+নী+অচ্ ব্যানয়ঃ=বিনয়ঃ, শিক্ষা। অব অবতি গমনে। মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতাঃ মেঘাঃ প্রাবন্ত পৃথিবীম্ অনু (আঙ্গিরসবেদ ৪-১৫-৪)। স্পেন্তামন্যু = স্পেন্তং মন্যুং =কল্যাণ গুণ। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে সবর্ণদীর্ঘত্বম্।

সূক্তম্—৪৪-৮

(৮) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
মেন্দইথ্যাই যা তোই মজ্‌দা আদিস্তিস্।
যা চা বোহূ উখ্‌ধা ফ্রষী মনংহা,
যা চা অষা অংহেউস্ অরেম্ বএথ্যাই।
কা মে উর্বা বোহূ উর্বাষত্ আগমেত্ তা॥

অন্বয় :—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, আমি তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। মন্—দধ্যৈ যা তে মজদা আদিষ্টিঃ (হে মজ্‌দা, তোমার যাহা উপদেশ, তাহা আমি বারবার ধ্যান করিব)। যথা চ বহু মনসা উকৃথং পৃসে (যেন প্রজ্ঞার দ্বারা উকৃথ আলোচনা করিতে পারি)। যথা চ অষয়া অসোঃ অরম্ বিদ্যৈ (যেন ধর্মদ্বারা জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে পারি)। কা মে উর্বা বসু উর্বাসত্ আগমেত্ তত্ (কেমনে আমার আত্মা শুভ শান্তি লাভ করিতে পারে তাহা)।

অনুবাদ : —

হে অহুর মজ্‌দা, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, আমাকে সত্য করিয়া বলিয়া দাও; তোমার যাহা উপদেশ তাহা আমি নিদিধ্যাসন দ্বারা মনে রাখিব। আমি কেমনে প্রজ্ঞাদ্বারা উকৃথ (শাস্ত্রানুশাসন) বুঝিয়া লইতে পারিব, ধর্মদ্বারা কেমনে জীবনের পূর্ণতা লাভ করিব, আমার আত্মা কেমনে পরম শান্তি লাভ করিবে, এই সব বলিয়া দাও।

তাত্‌পর্য :—

উর্বাষত্=শান্তি। উর্বা (আত্মা) সীদতি (উপবিশতি) যত্র। শান্তিই জীবের কাম্য, কেবল মজ্‌দাই ইহা দিতে পারেন।

টীকা :—

মন্+ধ্যৈ+লোট্ ঐ। মন্=ভৃশং। ধ্যৈ—দধ্যাতি (জুহোত্যাদিঃ) নিদিধ্যাসেয়ম্। উগ্‌ধা=উকৃথং=শাস্ত্রানুশাসনং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। প্রসী=পৃসে=পৃচ্ছে=পৃচ্ছয়া জানামি। অরং=অলং=ভূষণং, পর্য্যাপ্তিং, পূর্ণতাং। বিদ—বেত্তি—জ্ঞানে। ছন্দসি দিবাদিঃ, বিদ্যতে। লোট্ ঐ বিদ্যৈ। উরু (বহু) অনিতি (জীবতি) ইতি উর্বন্=আত্মা।

সূক্তম্—৪৪-৯

(৯) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কথা মোই যাম্ যওশ্ দ এ নাং যওজ্দানে।
যাঁম্ হুদানাউশ্ পইতিশে সখ্যাত্ খ্ষথ্রহ্যা,
এরেশ্বা খ্ষথ্রাথ্বাবাঁস্ অসীস্তীশ্ মজ্দা।
হদেমোই অষা বোহূ চা ষ্যাঁস্ মনংহা ॥

অন্বয় :—

তত্ ত্বাং পৃসে ঋষ্ মে বচ অহুরা (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। কথং অহং ইয়ং যোশ্ ধেনাং যুধ্যানি (কেমনে আমি এই পবিত্র ধর্ম-পদ্ধতি লাভ করিতে পারিব)। যাং সুদানুঃ ক্ষথ্রস্য পদিশে শস্যাত্ (যাহা সুবিজ্ঞজন ক্ষথ্রের উত্পত্তির জন্য শিখান)। অসিষ্ঠঃ ঋষ্বঃ ক্ষথ্রেণ ত্বাবান্ ভবতি (ধর্মনিষ্ঠ সাধু অনপেক্ষাদ্বারা ত্বাদৃশ হইয়া যান)। অষয়া বসু মনসা চ সদমে ক্ষয়ন্ (ধর্ম আর প্রজ্ঞার সহিত একগৃহে বাস করিয়া)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল, আমি কেমনে সেই শুভ দীন (ধর্ম পদ্ধতি) লাভ করিব, যাহা সুবিজ্ঞজন অনপেক্ষার উত্পত্তির নিমিত্ত শিখাইয়া থাকেন। হে মজ্দা, ধর্মনিষ্ঠ সাধু ক্ষথ্রের বলেই ত্বাদৃশ হইয়া যায় (তোমার সাযুজ্য লাভ করে), আর ধর্ম ও প্রজ্ঞার সহিত একই লোকে বাস করে।

তাত্প :—

ক্ষথ্রের বলেই মানুষ সুখের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া দেবত্ব লাভ করে। এই ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) যে শিখায়, সেই ধর্মপদ্ধতিই (Religion) শ্রেষ্ঠ।

টীকা :—

যোস্=পবিত্রং। যজমানায় শং **যোস্** (ঋগ্বেদ—১-৯৩-৭)। যুধ্যানি=গচ্ছানি (নিঘটু ২-১৪) ক্ষি+ কসুন্ (৩-৪-১১)=ক্ষয়স্। উগিদচাং নুম্। সুদানুঃ=বিজ্ঞঃ। দা—দানাতি জ্ঞানে ছান্দসঃ। দানিস্তান পারসীকে। দা+নু (উণাদি) দানুঃ। পদ্+ইস্ (উণাদি ২৭৩)=পদিস্=উত্পত্তিঃ। সখ্যাত=শস্যাত্=উপদিশেত্। সং—স=জেং—খ। ঋষ্বঃ=মহান্ (নিঘণ্ট—৩-৩)। ক্ষথ্র=ক্ষথ্রেণ। সুপাং সু ইতি তৃতীয়া স্থলে আ। দম=গৃহ।

সূক্তম্—৪৪-১০

(১০) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
তাঁম্ দএনাঁম্ যা হাতাঁম্ বহিস্তা।
যা মোই গএথাও অষা ফ্রাদোইত্ হচেম্না,
আরমতোইশ্ উগ্‌ধাইশ্ ষ্যওথনা এরেশ্ দইছ্যত্।
মখ্যাও চিস্তোইশ্ থ্বা ঈস্তীশ্ উসেন্ অহুরা ॥

অন্বয় :—

হে অহুর, তত্ ত্বা, পৃসে মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। তাম্ ধেনাম্ যা সতাং বহিষ্ঠা (সেই ধর্ম-পদ্ধতিকে, যাহা বর্তমান সকলের শ্রেষ্ঠ)। যা মে গয়থাঃ অষাঃ চ সচমানঃ প্রদায়াত্ (যাহা আমাকে জগত্ ও ধর্ম একসঙ্গেই দিবে)। আরমতেঃ উক্থৈঃ ঋষ্ চ্যৌত্নং দধ্যাত্ (শ্রদ্ধার অনুশাসনে শুভ কর্ম ধরিয়া রাখিবে। হে অহুর, মস্য শিষ্টেঃ তব ইষ্টিং উশানি (হে অহুর, আমার নির্দ্ধারণের জন্য তোমার অভিপ্রায় আমি জানিতে চাই)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল, কোন দীনটী (ধর্ম পদ্ধতিটী) সকল দীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে দীন যুগপত্ অর্থ ও পরমার্থের সাধন অনুমোদন করে, আর শ্রদ্ধার নির্দেশে শুভ কর্মে লাগিয়া থাকে, (এমন দীনের বিষয় আমি জানিতে চাই)। হে মজ্‌দা, আমার নিজকে পরিচালন করিবার জন্য, আমি তোমার নির্দেশ জানিতে চাই।

তাত্পর্য :—

ধর্মলাভের জন্য সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে ইহা ভ্রান্ত মত। গৃহে থাকিয়াই পরমার্থ লাভ করা যায়। কামনাকে ছাড়িতে হইবে—সংসারকে নহে।

টীকা :—

দএনা=ধেনা=ধর্মধারা। ধেনা=শাস্ত্র (নিঘণ্টু ১-১১)। হাতাং=সতাং=সর্বেষাং। দয়—দয়তে দানে। প্র+দয়+লিঙ্ দ। প্রদায়েত। সচম্+সচমান। বচ+ক্ত=উক্তং। নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। ঋষ্=সত্যং। চ্যৌত্নং ইত্যস্য বিশেষণম্। চ্যৌত্না=চ্যৌত্নং=কর্ম। দধ্যাত্ ইত্যস্য কর্মণি দ্বিতীয়া। সুপাংসু-লুক ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। মখ্যা=মস্য=মম। সং—'স'=জেং 'খ'। চিস্তিঃ=পরাবিদ্যা। চিস্ (কিস্) প্রচোদনে। বি যদ্ বাচং কীস্তাসঃ ভরন্তে (ঋগ্বেদ—৬—৬৭—১০)। চিস্তেঃ—৪র্থী স্থলে ষষ্ঠী।

সূক্তম্—৪৪-১১

(১১) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কথা তেংগ্ আ বীজম্যাত্ আরমইতিশ্।
যএইব্যো মজ্দা থ্বোই বষ্যেতে দএনা।
অজেম্ তোই আইশ্ পওঁরুয়ো ফ্রবোইবীদে।
বীস্পেংগ্ অন্যেংগ্ মন্যেউশ্ স্পস্থা দ্বএষংহা॥

অন্বয় ঃ—তত্ত্বাংপৃসে ঋষ্ মে বচ অহুর, (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। কথং আরমতিঃ তাঃ আ বিজম্যাত্ (কেমনে শ্রদ্ধা তাহাদের নিকট আসিবে)। যেভ্যঃ মজ্দা, তব ধেনা বশ্যতে (হে মজ্দা যাহাদের নিকট তোমার দীন [ধর্মপদ্ধতি] ভাল লাগে)। অহং ত্বাং এভিঃ পৌর্ব্যং প্রবিবিদে (আমি তোমাকে এই সকলের তুলনার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি)। বিশ্বং অন্যং স্বস্থ মন্যুনা দ্বিষসে (অপর সকলকে স্বীয় অন্তরের সহিত প্রত্যাখ্যান করি)।

অনুবাদ ঃ—

তাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, হে অহুর, আমাকে সত্য করিয়া বল, যাহারা তোমার দীন (ধর্মপদ্ধতি) গ্রহণ করে, তাহারা কেমনে শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠে ? আমি তোমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। অপর সকলকে সর্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করি।

তাত্পর্য ঃ—যিনি মজ্দা-প্রাপ্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলিয়া মনে করেন, মজদার পূজা ছাড়া অন্য কাজ কি তাহার ভাল লাগতে পারে ? "ত্বত-কর্মতো বা করবাণি নান্যত্"।

টীকা ঃ—

জম—জমতি গমনে (নিঘণ্টু ২৷৷—১৪)। বশ্যতে=রোচতে। বশা—কামনায়াং। অহম্=অজম্। হ=জ। আইস্=এভিঃ। তুল্যার্থৈর্ (২—৩—৬২) ইতি তৃতীয়া। প্র+বি+বিদ্+লট্এ=প্রবিবিদে। দ্বিষ্+লেট্ এ=দ্বিষসে। সিব্ বহুলং লেটি।

সূক্তম্—৪৪-১২

(১২) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কে অষবা যা ইশ্ পেরেসাই দ্রেগ্বাও বা।
কতরেম্ আ অংগ্রো বা হেবা বা অংগ্রো,
যে মা দ্রেগ্বাও থ্বা সবা পইতী এরেতে।
চ্যংহ্বত্ হেবা নোইত্ অয়েম্ অংগ্রো মইন্যেতে॥

অন্বয়ঃ—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে, ঋষ্ মে বচ (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। কঃ অষবান্; যা ইস্ পৃসে, দ্রুগ্বান্ বা (কে পুণ্যবান? ইহাই জিজ্ঞাসা করি, কিম্বা পাপাশয়?)। কতরং আ অংগ্রো বা (কোন জন বা তামস?)। যঃ দ্রুগ্বান্ মাং তব সবাত্ প্রতি-ঈরতে (যে পাপাশয় আমাকে তোমার প্রেম হইতে বিচলিত করে) স্বঃ বা অংগ্রঃ (সেই কি তামস?)। স্বঃ চ্যস্—বত্ (সে কীদৃশ?)। নোইত্ অয়ং অংগ্রং মন্যতে ([যদি] সে নিজেকে তামস বলিয়া মনে না করে)।

অনুবাদ ঃ—

তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, হে অহুর, আমাকে সত্য বল, কে ধার্মিক আর কে অধার্মিক, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞসা করিতেছি। কাহাকে পাপ স্বরূপ বলিয়া মনে করিব? যে পামর আমাকে তোমার প্রেম হইতে বিচলিত করে সেই কি পাপস্বরূপ নয়? সেই বা কেমন, যে নিজকে পাপী বলিয়া মনে না করে?

তাত্পর্য ঃ—ঈশ্বরকে বাদ দিয়া শান্তি পাইবার উপায় নাই। তাই যে জন আস্তিক্য বুদ্ধিতে বাধা দেয়, সে মহত্ অনিষ্ট করে। ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা (Individual Conscience) অনেক সময় বিভ্রান্তি জন্মায়, সমাজ-গত প্রজ্ঞা (Social Conscience) দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

টীকা ঃ—

কতরং=কতরঃ। অমু চ ছন্দসি (৫—৪—১২) ত্বা=তব। সবাত্= যোগাত্। সু—সুনোতি বন্ধনে। সুপাংসু-লুক্ ইতি পঞ্চমী স্থলে আ। ঈরতি=চালয়তি। অন্তর্ভাবিত ণিচ। চশ—বত=কস্—বত=কীদৃশঃ।

সূক্তম্—৪৪-১৩

(১৩) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কথা দ্রুজেম্ নীশ্ অহ্মত্ আ নীশ্ নাষামা।
তেংগ্ আ অবা যোই অস্রুস্তোইশ্ পেরেনাওংহো
নোইত্ অষহ্যা আ দীব্যেইন্তী হচেন্না।
নোইত্ ফ্রসয়া বংহেউশ্ চাখ্নরে মনংহো॥

অন্বয় ঃ—

হে অহুর তত্ ত্বাং পৃসে, মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। কথং দ্রুজং নাশ্ অস্মত্ নীশ্ নাশয়ামঃ (কেমনে পাপকে আমাদের নিকট হইতে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারিব)। তাস্ আ অব (তাহাদিগকে রক্ষা কর)। যে অশ্রুতেঃ পূর্ণাঃ (যাহারা অবিদ্যায় পূর্ণ)। নোইত্ অষস্য সচমানা তে আ দীব্যন্তি (ধর্মকে সেবা করিবার যে আনন্দ, তাহারা তাহা পায় না)। নোইত্ প্রসয়া বসোঃ মনসঃ চক্ষিরে (আলাপ দ্বারা প্রজ্ঞাকেও আস্বাদন করে না)।

অনুবাদ ঃ—

হে অহুরা, তাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি আমাকে সত্য করিয়া বল, কেমনে আমাদের নিকট হইতে পাপকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পারিব। যাহারা অবিদ্যায় পূর্ণ তাহাদিগকে ত্রাণ কর। ধর্মকে সেবা করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, তাহাও তাহারা উপভোগ করে না, প্রজ্ঞার সহিত আলাপের যে আনন্দ, তাহাও তাহারা আস্বাদন করে না।

তাত্পর্য ঃ—

যখন ধর্মপথে চলিতে গিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে, কেবল তখনই মনে করা যায় যে ধর্মে একটু প্রবৃত্তি হইয়াছে—১০

টীকা ঃ—

নিস্=নিতরাং (নির্ ইতি সংস্কৃতে)। নিত্য বীপ্সেয়োর্ ইতি দ্বিত্বম্। অব=রক্ষ। অ++লোট হি। পূর্ণাস=পূর্ণাঃ। আজ্জসের অসুক্ (৭-১-৫০) দিব—দিব্যতি হর্ষে। চষ—চষতি আস্বাদনে। অত্র ক্র্যাদিঃ—চষ্ণাতি।

সূক্তম্—৪৪-১৪

(১৪) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কথা অযাই দ্রুজেম্ দ্যাম্ জস্তয়ো।
নী হীম্ মেরাংঝ্ঘ্যাই থ্বহ্যা মান্থ্রাইশ্ সেংগ্হহ্যা,
এমবতীং সিনাম্ দাবোই দ্রেগ্বসূ।
আ ঈশ্ দ্বফ্ষেংগ্ মজ্দা অনাষে আঁস্তাংস্ চা॥

অন্বয় :—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। কথা দ্রুজম্ অযাই হস্তয়োঃ দত্থাম্ (কেমনে পাপকে ধর্মের নিকট সমর্পণ করিব, তাহার দুই হস্তে)। হীম্ নিমৃন্জধ্যৈ (উহাকে ধ্বস্ত করিব)। ত্বস্য শংসস্য মন্ত্রৈঃ (তোমার অনুশাসনের মন্ত্রদ্বারা)। অমাবতীং সিনাং দাভি, দ্রুগ্বত্সু (বলবত্ স্নায়ু দাও আমাকে, দুরাচারদিগকে প্রতিহত করিবার জন্য)। আ ইশ্ ধীপ্সাং মজ্দা, নাশয়েয়ম্ আঁস্তান্ চ [উহার ছলনা যেন নাশ করিতে পারি, পীড়নকেও]।

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি আমাকে সত্য করিয়া বল, আমি কেমনে পাপকে ধর্মের হাতের মুঠায় আনিয়া দিব। তোমার অনুশাসনের বাণীদ্বারা আমি পাপকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চাই। পামরদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বলবত্ শৌর্য্য আমাকে দাও ; উহাদের ছলনা ও পীড়ন যেন নষ্ট করিতে পারি।

তাত্পর্য :—

শাস্ত্রের অনুশাসন সর্বদা মনন করিলে পাপের প্রলোভন অন্জসা দমন করা যায়।

টীকা :—

দত্থাম্=ত্থাম্। অত্র লোপঃ তাহা স্য (৭-৪-৫৮) ইতি যোগবিভাগাত্। মৃজ—মার্জতি শোধনে। মুচা [illegible] (৭-১-৫৯) নুম্। ক্রিয়া সমভিহারে লোট্, লোটঃ ধ্যৈ (৩-৪-২)। দাভি=দেহি। 'হৃ-গ্রহোর্ ভ' ইতি যোগ-বিভাগাত্। ধীপসা=বঞ্চনা। দভ্—দম্ভোতি+সন্ (পাণিনি ৭—৪·৫৬) আনাশে=নাশয়েয়ম্। অন্তর্ভাবিত-ণিচ্। দ্রুগ্বত্সু—নিমিত্তাত্ কর্মসংযোগে ইতি বার্তিকাত্ সপ্তমী। সিন=অন্ন (নিঘণ্টু ২-৭)=শক্তি।

সূক্তম্—৪৪-১৫

(১৫) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
যেজী অহ্যা অষা পোই-মত্ খ্‌ষয়েহী।
য্যত্ হেম্ স্পাদা অনওচংহা জমএতে,
অবাইশ্ উর্বাতাইশ্ যা তূ মজ্‌দা দীদরেঝো।
কুথ্রা অয়াও কহ্মাই বননাঁম্ দদাও॥

অন্বয় ঃ—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্ বচ (অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। যদ্ হি অষয়া অস্য পবি স্মত্ ক্ষয়সি (যদি তুমি ধর্মবলে এই সকলের প্রভু হইয়া থাক)। যদা অনূচসৌ স্পাদৌ সংজমেতে (যখন দুইটী নিনাদশীল সেনা পরস্পর সম্মুখীন হয়)। অবৈঃ উর্বাতৈঃ যত্ ত্বং মজ্‌দা দীদৃহসি (যেই সকল বিধানের সহিত, হে মজ্‌দা, যাহা তুমি দৃঢ় করিয়াছ)। কুত্র অয়াস্ কস্মৈ বননাম্ দদাস্ (তুমি কোন পক্ষে যাও, কাহাকে বিজয় দাও)।

অনুবাদ ঃ—

তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, হে অহুর, আমাকে সত্য করিয়া বল, ধর্মদ্বারা তুমি এই সকলের উপর প্রভুত্ব কর কিনা। যখন দুইটী সেনা (পাপপক্ষ ও পুণ্যপক্ষ) আস্ফালন করিতে করিতে পরস্পর সম্মুখীন হয়, তখন হে মজ্‌দা তুমি কোন দিকে যাও? তোমার স্থাপিত বিধানদ্বারা কোন পক্ষকে জয়যুক্ত কর?

তাত্পর্য ঃ—

"যতো ধর্মস্ ততো জয়ঃ" এই নীতি যে ব্যর্থ হইবার নয়, তাহা যেন বুঝিতে পারি। "তুমি যে শিব,,তাহা বুঝায়ে দিও"।

টীকা ঃ—অষা=অষয়া, ধর্মেণ। সুপাং সু-লুক্ ইতি তৃতীয়ায়াঃ লুক। পবতে বহতে সর্বত্র ইতি পবিঃ=সর্বঃ, কৃত্স্নঃ। পবি মত্=সর্বস্মাত্। পবি=পবিং। কর্মপ্রবচনীয় যুক্তে দ্বিতীয়া। সুপাং সুলুক্ ইতি দ্বিতীয়ায়াঃ লুক্। মত্=স্মত্ অপাদানার্থকঃ নিপাতঃ। ক্ষয়সি=প্রভবসি। ক্ষয়তি ঐশ্বর্য্যে। স্পাদঃ=যোদ্ধা সিপাহি ইতি পারসীকে। শ্বঠতি দুর্বাক্যে। নহো ধঃ। অনু+বচ+কসুন্ (৩-৪-১৭)=অনূচস্=স্পর্ধমানঃ। সংজমতে=সংগচ্ছতি। উর্বাতং=ব্রতং। দৃহ—দর্হতি। দৃহ্+যঙ্=দিদৃহতি। বন—বনয়তি উপকারে (গণদর্পণ)।

সূক্তম্—৪৪-১৬

(১৬) 'তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কে বেরেথ্রেংজা থ্বা পোই সেংগ্হা যোই হেন্তী।
চিথ্রা মোই দাঁম্ অহূম্-বিশ্ রতূম্ চীঝ্দী,
অত্ হোই বোহূ স্রওষো জন্তু মনংহা।
মজ্দা অহ্মাই যহ্মাই বষী কহ্মাই চীত্॥

অন্বয়ঃ—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি আমাকে সত্য করিয়া বল)। কঃ বৃত্রংহা, ত্বম্ পবিং শংস যে সন্তি (কে বৃত্রঘ্ন? তাদের সকলের কথা বল, যাহারা আছেন)। মে চিত্রং দ্নাম্ অহুম্-বিশং রতুম্ চিশ্-ধি (আমার জন্য বিচিত্র বিজ্ঞ আত্মজ্ঞ পুরুষ পাঠাও)। অত্ বসু-মনসা সঃ শ্রোষঃ জমতু (তাই প্রজ্ঞাবশতঃ ভক্তি যাউক)। অস্মৈ মজ্দা, যস্মৈ কস্মৈ চিত্ বশসি (তাহার নিকট মজ্দা, যাহাকে যাহাকে তুমি ইচ্ছা কর)।

অনুবাদ ঃ—

তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, হে অহুর, আমাকে সত্য করিয়া বলিয়া দাও, কে বৃত্রঘ্ন বটেন? তাহাদের সকলের কথাই বলিয়া দাও (তুমি ব্যতীত আর কেহ যদি বৃত্রকে হনন করিতে পারেন তাহা বলিয়া দাও)। একজন বিচিত্র তত্ত্বজ্ঞ আত্মদর্শী গুরু আমাকে দাও। হে মজ্দা, তুমি যে কেহকে ইচ্ছা কর, তাহার নিকট প্রজ্ঞা ও শ্রোষ (ভক্তি) যাউক।

তাত্পর্য ঃ—

পাপকে নির্মূল করিতে পারেন কেবল ঈশ্বরই। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তাহার চিত্তে ভক্তির উদয় হয়, পাপের প্রভাব উঠিয়া যায়। "যম্ এবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য:"—মুণ্ডক।

টীকা ঃ—

বৃত্র+হন্+খ=বৃত্রংহা—অরুর্ দ্বিষদ্—অজন্তস্য মুম্। (৬-৩-৬৭)। পবিং =সর্বং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া লোপ। সংথ=শংস=ব্রুহি। স=খ। চিত্রা=চিত্রং=বিচিত্রং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়ায়াঃ লুক্। দনা—জ্ঞানে দানিস্তান্ ইতি পারসীকে। দ্নাং=বিজ্ঞং। অসু+বিশ্+খ=অসুং-বিশ্। (৬-৩-৬৭) আত্মজ্ঞ। চিশ+লোট্হি=চিষ্ধি=প্রেরয় শ্রু+যন্=শ্রুষতি। অত্র লোপো অভ্যাসস্য (৭-৪-৫৮)। জম্+লোট্ তু=জন্তু। অত্র অদাদিঃ।

সূক্তম্—৪৪-১৭

(১৭) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
কথা মজ্দা জরেম্-চরানী হচা খ্য্মত্।
আস্কেতীম্ খ্ষ্মাকাম্ য্যত্ চা মোই খ্যাত্ বাখ্ষ্ অএষো,
সরোই বূঝ্যাই হউর্বাতা অমেরেতাতা।
অবা মান্থ্রা যে রাথেমো অষাত্ হচা॥

অন্বয় :—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি আমাকে সত্য করিয়া বল)। কথা মজ্দা, যুষ্মত্ সচা, স্মাকাং আস্কিতিং চরং-চরাণি (হে মজ্দা, কেমনে তোমার সঙ্গে তোমার প্রেমকে নিরন্তর সমু-পাচরণ করিতে থাকিব)। যথা চ এব মে স্যাত্, তত্ বাক্ষ্ (যাহাতে ইহা আমার হইবে তাহা বলিয়া দাও)। সূর্বতায়াঃ অমৃতাতেঃ চ শিরে ভূধ্যৈ (আধ্যাত্মিকতা আর অমৃতত্বার আধিপত্যে যেন যাইতে পারি)। অবেন মন্ত্রেণ যত্ অষাত্ সচা রাধামঃ [সেই মন্ত্রদ্বারা, যাহা ধর্মনিষ্ঠার সহিত আচরণ করি]।

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল, আমি কেমনে তোমার সঙ্গে প্রেমে নিরন্তর বিলাস করিতে থাকিব। কেমনে আমার ইহা হইবে, তাহা বলিয়া দাও। আমি অনুশাসন ধর্মনিষ্ঠার সহিত আচরণ করিতেছি, তাহাদ্বারা আমি যেন আধ্যাত্মিকতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠার উপর আধিপত্য (দক্ষতা) লাভ করি।

তাত্পর্য :—

মজ্দার "রাসবিলাসে যোগদান" ইহাই তো জীবনের চরম সার্থকতা। মজ্দার আদেশ পালন করিতে করিতেই এই অধিকার লাভ করা যায়।

টীকা :—

চর+যঙ্+চরং—চরতি। জপ—জভ (৭-২-৮৬] ইতি যোগবিভাগাত্ মুম্। স্মত্=যুষ্মত্। সচা=সহ। কিত্—কেততি ইচ্ছায়াং। আ+কিত+ইন্ [উণাদি]=আস্কিতিঃ=প্রীতিঃ পারস্করাদিত্বাত্ সুট্। বচ্+লেট্ সি=বক্ষ্। ইতশ্চ লোপঃ [৩-৪-৯৭]। লিঙর্থে লেট্ [৩-৪-৭] বাক্ষ্=কথয়। শিরে= শিরসি। "স্যাত্তনুঃ তনুসা সার্দ্ধং, ধনুষা চ ধনুং বিদুঃ" ইতি দ্বিরূপেষু বিশ্বঃ। ভূ+লোট্ আনি। ক্রিয়া-সমভিহারে লোট্, লোটঃ ধ্যৈ [৩-৪-২]।

সূক্তম্—৪৪-১৮

(১৮) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা।
কথা অষা তত্ মীঝ্দেম্ হনানি।
দসা অস্পাও অর্ষন্বইতীশ্ উষ্ট্রেম্ চা,
য্যত্ মোই মজ্দা অপিবইতী হউর্বাতা।
অমেরেতাতা যথা হী তএইব্যো দাওংহা॥

অন্বয় :—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্ বচ [হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল]। কথা অযা তত্ মীঢ়ং হনানি [ধর্মে স্থিত থাকিয়া আমি কেমনে এই পুরস্কার প্রার্থনা করিতে পারি ?]। দশ বৃষণ-বতীঃ অশ্বাঃ উষ্ট্রং চ [অশ্বসহ দশটী অশ্বা আর একটী উষ্ট্র] যত্ মজ্দা সূর্বতা অমৃতাতিঃ মে অপি—বেতি (যেহেতু মজ্দা, আধ্যাত্মিকতা ও নিষ্ঠা আমার আসে)। যত্ হি তান্ দাসে (যখন ইহাদিগকে ত্যাগ করি)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল, আমি ধর্মপথে থাকিয়া কেমনে অশ্বসহ দশটী অশ্বা ও একটী উষ্ট্র ইত্যাদি বর প্রার্থনা করিতে পারি। কেননা বিষয় বাসনা পরিত্যাগই সূর্বতা (অধ্যাত্মতা) ও অমৃতাতি (ব্রহ্মনিষ্ঠা) লাভের উপায় বলিয়া কথিত হয়।

তাত্পর্য :—

উপার্জন না করিলে দেহ রক্ষা হয় না, দান না করিলে আত্মা বিকশিত হয় না। অর্জন-ও করিবে, দান-ও করিবে। দানের জন্যই অর্জন করিবে, সঞ্চয়ের জন্য নহে।

টীকা :—

মিহ মেহতি বর্ষণে। মিহ্+ক্ত=মীঢ়ং, পুরস্কারঃ। হন—হনতি গতিকর্মা (নিঘণ্টু ২-৪)। সর্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাঃ স্যুঃ। বৃষন্-বতী=সপুংস্কা। বী—বেতি প্রজননে। অপি বেতি=জায়তে। দা—দানে। ভ্বাদিঃ, দাতি। লেট্ এ। সিব্ বহুলং লেটি। দাসে=দদানি, ত্যজেয়ম্। সংস্কৃত স=জেন্দ্ হ।

সূক্তম্—৪৪-১৯

(১৯) তত্ থ্বা পেরেসা এরেশ্ মোই বওচা অহুরা,
যস্ তত্ মীঝ্দেম্ হনেন্তে নোইত্ দাইতী।
যে ঈম্ অষ্মাই এরেঝুখ্ধাই না দাইতে,
কা তেম্ অহ্যা মইনিশ্ অংহত্ পওঁরুয়ে।
বীদ্বাও অবাঁম্ যা ঈম্ অংহত্ অপেমা॥

অন্বয় :—

হে অহুর, তত্ ত্বাং পৃসে মে ঋষ্ বচ (হে অহুর, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল)। যঃ তত্ মীঢ়ং হনন্তে নোইত্ দায়তি (যে জন যোগ্যপাত্রে এই দান দেয় না)। যঃ না অস্মায় ঋজুক্তায় ইম্ দায়তে (আর যে জন সত্যবাদী আমাদিগকে ইহা দেয়)। কঃ সঃ মনিঃ যঃ অস্য পৌর্ব্ব্যে অসত (কি সে পরিণাম যাহা ইহাদের পূর্বজনের হয়)। বিদ্বাস্ অবং (উহার বিদ্বান্ হইব)। যা ইম্ অসত্ অপমে (যাহা পরবর্তী জনে হয়)।

অনুবাদ :—

হে অহুর, তাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল যে জন যোগ্য পাত্রকে দান দেয় না, আর যে জন সত্যবাদি আমাদিগকে পরিতোষিক দেয়, ইহাদের মধ্যে পূর্ববর্তী জনেরই বা কী পরিণাম, আর পরবর্তী জনই বা কী ফল পায়।

তাত্পর্য :—

যাহারা দান করে না, শুধু অর্জন করে, আর যাহারা দান করিবার জন্য অর্জন করে, ইহাদের কার্যের ফল একরূপ হইতে পারে না। একজনের দৃষ্টি ক্ষুদ্র আমিতে আবদ্ধ, অপরজন বৃহত্ আমির সন্ধান পাইয়াছে।

টীকা :—

মিহ+ক্তঃ=মীঢ়ং, পুরস্কারঃ। হো ঢ়ঃ (৮-২-৩১) সন্—সনতি সংভ ক্তৌ। শতৃ। ঙে উগিদচাং (৭-১-৭০) ইতি যোগ বিভাগাত্ নুম। হনন্তে=যাচমনায়। স=হ। (দায়—দায়তে দানে) না=নরঃ। মি—মিনাতি গতিকর্ম্মা। মি+নি (উনাদিঃ) মিনিঃ=পরিণামঃ। অপমে=পরবর্তিনে। সম্বন্ধ স্থলে অধিকরণ বিবক্ষয়া সপ্তমী।

সূক্তম—৪৪-২০

(২০). চিথেনা মজ্‌দা হুখ্‌ষথ্রা দএবা আওংহরে,
অত্‌ ঈত্‌ পেরেসা যোই পিষ্যেইন্তী অএইব্যো কাঁম্‌।
যাইশ্‌ গাঁম্‌ করপা উসিখ্‌শ্‌ চা অএষেমাই দাতা
যা চা কবা আঁন্মেনে উরূদোয়তা।
মো ইত্‌ হীম্‌ মীজেন্‌ অষা বাস্ত্রেম্‌ ফ্রাদইংহে॥

অন্বয় :—

হে মজ্‌দা, দৈবাঃ চিথেন সুক্ষত্রাঃ আসিরে (**হে মজ্‌দা,** দেবোপাসকগণ কেমনে সুক্ষত্র বটেন)। অত্‌ পৃসে (তাহাই জিজ্ঞাসা করি)। যে পিষ্যন্তি এভ্যঃ কিম্‌ (যাহারা পীড়ন করে তাহাদিগকে কী বলা যায়?)। কর্পাঃ উশিক্‌ চ যৈঃ গাম্‌ উষ্‌মায় দাতি (কর্প ও উশিক্‌গণ যে কর্ম্মদ্বারা জগত্‌কে দাহনে দেয়)। যেন চ কবা অনম্নে ঋধ্যতি (যাহাদ্বারা কবিগণ ক্রূরতায় বর্ধিত হয়)। তৎ বাস্ত্রং অষা নো ইত্‌ প্রাধ্বসং মহন্তি (তাদৃশ কর্মকে ধর্ম কখনও সঙ্গত মনে করে না)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, দেবোপাসকগণ সুক্ষত্র (ধর্মবলে বলীয়ান্‌) ছিলেন, একথা কেমনে বলা চলে? যাহারা নিষ্পেষণ করে, তাহাদিগকে কী বলা যায়? যাদৃশ কর্মদ্বারা কর্পগণ ও উশিজ্‌গণ জগত্‌কে দগ্ধ করিতে, যাহাদ্বারা কবগণের ক্রূরতা বর্ধিত হয়, ধর্ম কখনও তাদৃশ কর্মকে অনুমোদন করে না।

তাত্‌পর্য :—

যাহাদের শক্তি পর-পীড়নে প্রযুক্ত হয়, সেই শক্তি তাহাদিগকে নরকের পথেই লইয়া যায়, স্বর্গের পথে নহে। ভগবদ্‌-দর্শন ও শান্তিলাভ তাহাদের পক্ষে দুরূহ।

টীকা :—

আস—আস্তে। লিট ইরে। ছন্দসি লুঙ্‌—লঙ্‌—লিটঃ (৩-৪-৬) ইতি বর্তমানে লিট্‌। পিষ—পিনষ্টি=পেষণে। অত্র দিবাদিঃ পিষ্যতি। কর্পাঃ= কল্পাঃ। উশিক্ষ্‌=উশিজ্‌। ঈষ্মঃ=সন্তাপঃ। ঈষতি হিংসায়াং (গণদর্পণ) দা—দানে। অদাদিঃ লট্‌ তে=দাতে। কবি+সু। সুপাংসু-লুক্‌ (৭-১-৩৯) ইতি ডা=কবা। অ—নম্নে=ঔদ্ধত্যে। ঋধ্যতে=বর্ধতে। প্রাধ্বং=অনুকূলং।

সূক্তম্—৪৫-১

(১) অত্ ফ্রবখ্‌ষ্যা নূ গূষোদূম্ নূ স্রওতা,
যএ চা অস্‌নাত্ যএ চা দূরাত্ ইষথা।
নূ ঈম্ বীস্পা চিথ্রে জী মজ্‌দাওংহোদূম্
নো ইত্ দইবিতীম্ দুশ্-সস্তিশ্ অহূম্ মেরাংষ্যাত্।
অকা বরণা দ্রেগ্বাও হিজ্বা আবরেতো॥

অন্বয় :—

অত্ প্রবক্ষ্যে নু গূষধ্বম্ নু শ্রবত (এখন আমি বলিব, তোমরা কাণ দাও ও শোন)। যে চ অস্নাত্ যে চ দূরাত্ ইষথ (যাহারা নিকট হইতে আর যাহারা দূর হইতে সমবেত হইয়াছ)। নু ইম্ বিশ্বা-চিত্রং হি মস্—ধ্যায়ধ্বম্ (সর্ব-বিচিত্র এই কথা নিদিধ্যাসন কর)। নো ইত্ দ্বিতং দুশ্-শস্তিঃ অমুং মৃংচ্যাত্ (দুঃশাসন তোমাদের চিত্তকে দ্বিতীয়বার যেন কলুষিত করিতে না পারে)। অকেন বর্ণেন দ্রুগ্বতঃ জিহ্বাং আবরত (এই বাণী দ্বারা পামরের জিহ্বা আচ্ছাদিত করিয়া দাও)।

অনুবাদ :—

যাহারা নিকট হইতে, কিম্বা যাহারা দূর হইতে আসিয়াছ, তাহারা সকলেই মনোযোগ দিয়া আমার কথা শোন। এই আশ্চর্য্য রহস্য ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। কুপরামর্শদাতা যেন অতঃপর আর তোমাদের জীবনকে বিপথগামী করিতে না পারে, তজ্জন্য এই অনুশাসনদ্বারা তাহার জিহ্বাকে স্তব্ধ করিয়া দাও।

তাতপর্য :—

পাপের উৎপত্তি কেমনে হইল, পাপের শক্তি কোথায়, তাহা শুনিয়া রাখিলে তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার আর প্রবঞ্চিত হইতে হইবে না। অতএব সেই কথা শোন।

টীকা :—

আসাত্=অন্তিকাত্ (নিঘণ্টু ২-১৩)। ইষ—ইষ্যতি গমনে (গণদর্পণ)। অত্র তুদাদিঃ। বিশ্বা—চিত্রং=সর্বাশ্চর্য্যং। বিশ্বস্য বসু—রাটোঃ (৬-৩-১২৮) ইতি 'আ'। সুপাংসু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে। মস=নিতরাং। মস্—ধ্যায়ধ্বম্= নিতরাং চিন্তয়। মৃচ্—মৃংচতি নাশে। লিঙ্ যাত্। অকেন=অনেন। অদস্+ক (৫-৩-৭১)। হিজ্বা=জিহ্বা। সুপাংসু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়ায়াঃ লুক্।

সূক্তম্—৪৫-২

(২) •অত্ ফ্রবখ্‌ষ্যা অংহেউশ্ মইন্যূ পওঁরুয়ে,
যয়াও স্পন্যাও উইতী ম্রবত্ যেম্ অংগ্রেম্।
নো ইত্ না মনাও নো ইত্ সেংগহা নো ইত্ খ্রতবো,
নএদা বরণা নো ইত্ উখ্‌ধা নএদা ষ্যওথনা।
নো ইত্ দএনাও নো ইত্ উর্বাণো হচইন্তে॥

অন্বয় :—

অত্ প্রবক্ষ্যে অসোঃ মন্যূ পৌর্ব্যৌ (এই আমি জীবনের আদিম দুইটী মন্যুর কথা বলিব)। •যয়োঃ স্পন্তঃ যঃ অংগ্রঃ তম্ ইতি ম্রবত্ (যাহাদের মধ্যে পুণ্য মন্যুটী, যেটী পাপমন্যু তাহাকে বলিল)। নো ইত্ নঃ মনঃ, নো ইত শংসা, নো ইত্ ক্রতবঃ (না আমাদের মন, না অনুশাসন, না৹ কর্তব্য)। নো ইত্ বরণং নোইত্ উক্তং, নো ই চ্যৌত্নং (না আমাদের রুচি, না বাণী, না কর্ম)। নো ইত্ ধ্যানং নো ইত্ উর্বানঃ, সচন্তে (না চিন্তা, না আত্মা, মিলে)।

অনুবাদ :—

এখন সেই প্রাচীন মন্যু (গুণ) দুইটীর কথা বলিব। ইহাদের মধ্যে পুণ্য মন্যুটী (সত্ব গুণটী) অংগ্র মন্যুকে) বলিল, আমাদের মন, উপদেশ, কর্তব্য, রুচি, বচন, কর্ম, চিন্তা, কিম্বা স্বরূপ, কিছুই মিলেনা।

তাত্পর্য :—

দ্বন্দ্ব না থাকিলে সৃষ্টি হয় না। স্পেন্ত ও অংগ্র মন্যুর ঘাত-প্রতিঘাতেই সৃষ্টির রহস্য। মজ্‌দা হইতে দূরে অপসরণ অংগ্র মন্যুর ফল, আর মজ্‌দাতে প্রত্যাবর্তন স্পেন্ত মন্যুর ফল। তাই এই দুইটী শক্তি সর্ববিষয়েই বিপরীত। একটী সম্যক্ (centrifugal) আর একটী প্রত্যক্ (centripetal)।

টীকা :—

স্পনীয়স্=স্পন্তস্। বহোর্ লোপঃ (৬-৪-১৫৮)। উইতি=ইতি। যৎ অগ্রং=যঃ অংগ্রঃ, তং। সচতে সমবায়ে। সচন্তে=মিলন্তি।

সূক্তম—৪৫-৩

(৩) অত্ ফ্রবখ্‌ষ্যা অংহেউশ্ অহ্যা পঔর্বীম্
যা মোই বীদ্বাও মজ্‌দাও বওচত্ অহুরো।
যোই ঈম্ বে নো ইত ইথা মান্থ্রেম্ বরেষেন্তী,
যথা ঈম্ মেনাই চা বওচা চা।
অএইব্যো অংহেউশ্ অবোই অংহত্ অপেমেম্॥

অন্বয় :—

অত্ প্রবক্ষ্যে অস্য অসোঃ পৌর্ব্যম্ (এখন এই জীবনের মূলকথা বলিব)। বিদ্বাস্ অহুরঃ মজ্‌দাঃ যদ্ মে বচত্ (বিদ্বান্ অহুর মজ্‌দা আমাকে যাহা বলিয়ায়াছেন)। যে ইম্ বৈ মন্ত্রং নো ইত্ ইথা বৃশ্যন্তি (যাহারা এই অনুশাসন তেমন ভাবে আচরণ করিবেনা)। যথা ইম্ মন্যে বচে চ (যেমন আমি জানি, আর বলি)। এভ্যঃ অসোঃ অপমং অবোই অসত্ (জীবনের অন্তে ইহাদের "হায় হায়" হইবে)।

অনুবাদ :—

এখন আমি জীবনের মূলতত্ত্ব বলিব। সর্বজ্ঞ অহুর মজ্‌দা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহা জানি ও বলি, যে জন তাহা অনুসরণ করিবেনা, জীবনের অন্তিমকালে তাহাকে অনুশোচনা করিতে হইবে।

তাত্পর্য :—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" মহাজনদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়। তাহাদের অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিলে, শক্তি ও সময়ের অনেক অপব্যয় হইয়া, লক্ষ্যে পৌঁছান কঠিন হইয়া পড়ে।

টীকা :—

ইথা=ইত্থং। ঈম্=এনং (নিঘণ্টু-৪-২-৮০)—বৃশ্—বৃশ্যতি বরণে (গণ-দর্পণ)। অবোই = (ও+ওই) = অহোঅহো। অপেমং = অন্তিমং = অন্তিমে। কালাধিকরণে ব্যত্যয়েন দ্বিতীয়া।

সূক্ত-৪৫-৪

(৪) অত্ ফ্রবখ্‌ষ্যা অংহউস্ অহ্যা বহিস্তেম্
অষাত্ হচা মজ্‌দা বএদা যে ঈম্ দাত্ ।
পতরেম্ বংহেউস্ বরেজ্যন্তো মনংহো
অত্ হোই দুগেদা হুশ্-ষ্যওথনা আরমইতিস্
নো ইত্ দিব্-ঝইব্যাই বীস্পা-হিষস্ অহুরো ॥

অন্বয় ঃ--

অত্ অস্য অসোঃ বহিষ্ঠং প্রবক্ষ্যে (এখন এই জীবনের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বলিব)। বেধাঃ মজ্‌দাঃ অষাত্ সচা যত্ ইম্ অধাত্ (বিধাতা মজ্‌দা ধর্মের জন্য যাহা বিধান করিয়াছেন)। বসোঃ মনসঃ পিতরং বৃজ্যন্ (প্রজ্ঞাকে পিতা বানাইয়া)। অত্ তস্য দুহিতা সু-চ্যৌত্না আরমতিঃ (আর তাহার কন্যা ক্রিয়াবতী আরমতি)। নো ইত্ দীব্যতি বিশ্বাহিসঃ অহুরঃ (সর্ব-সাহি অহুর কখনও বঞ্চনা করেন না)।

অনুবাদ ঃ—

বেধা মজ্‌দা যেরূপ বিধান করিয়াছেন, এখন জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের কথা বলিব। তিনি বসু-মনসকে (প্রজ্ঞাকে) পিতারূপে স্থাপিত করিয়াছেন, আর কর্মময়ী আরমতিকে (শ্রদ্ধাকে) করিয়াছেন তাহার দুহিতা। সর্বজয়ী অহুর কখনও বঞ্চনা করেন না।

তাত্‌পর্য ঃ—

পরমার্থ লাভের জন্য প্রজ্ঞাই (Conscience) আমাদের শ্রেষ্ঠ আলম্বন ; আর প্রজ্ঞার সার্থকতা শ্রদ্ধায় (আস্তিক্য বুদ্ধিতে)। 'আত্মা আছে' "ঈশ্বর আছেন" এই বুদ্ধি না জন্মা পর্যন্ত প্রজ্ঞার পূর্ণফল পাওয়া যায় না। যিনি প্রজ্ঞা দিয়াছেন সেই অহুর মজ্‌দা সর্বজয়ী—কোনও অভাব তাঁহার নাই, বঞ্চনা করিবার কোনও হেতু তাঁহার নাই। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া প্রজ্ঞা পথে চলিতে থাক, পরম শান্তি অবশ্যই পাইবে।

টীকা ঃ—

সচা=সত্ (নিঘণ্টু-৪-২-৩০)। বেধা=বিধাতা। বৃহ বৃহতি উদ্যমনে। বৃহন্তঃ কুর্বন্তঃ। (ব্যত্যয়েন বহুবচনম্)। দীব্যতি ছলনে। বিশ্বাহিসঃ= বিশ্বাসহি=সর্বজয়ী। সিংহে বর্ণবিপর্যয়:, ইতি সহি স্থলে হিষ। হোই= হে=সে=অস্য। সুপাং সু-লুক্ ইতি ষষ্ঠী স্থলে এ। দুগেদা=দুহিতা।

সূক্ত-৪৫-৪

(৫) অত্ ফ্রবখ্‌ষ্যা য্যত্ মোই ম্রওত্ স্পেন্তোতেমো,
বচে স্রুইধ্যাই য্যত্ মরেতএইব্যো বহিস্তেম্।
যো মোই অহ্‌মাই সেরওষেম্ দান্ চয়স্ চা,
উপাজিমেন্ ইউর্বাতা অমরেতাতা।
বংহেউশ্ মন্যেউশ্ ষ্যওথনাইশ্ মজ্‌দাও অহুরো॥

অন্বয় ঃ

অত্ প্রবক্ষ্যে যত্ স্পেন্ততমঃ মে অব্রবত্ (এখন বলিব যাহা পুণ্যতম আমাকে বলিয়াছেন)। যত্ বচঃ মর্ত্যেভ্যঃ শ্রুধ্যৈ বহিষ্টম্ (যে কথা মানুষের পক্ষে শুনিতে শ্রেষ্ঠ)। যে অস্মৈ মহ্যম্ শ্রুষ্ চয়স্ চ দান্ত্ (যাহারা এই আমাকে ভক্তি ও মনোনয়ন দেন)। উপাজিমন্ত্ সূর্বতাং অমৃতাতিং (অধ্যাত্মতা আর অমৃততা লাভ করিবে)। বসোঃ মন্যোঃ চ্যৌত্নৈঃ মজ্‌দা অহুরা (হে অহুর মজ্‌দা, শুভ মন্যুটির ক্রিয়াদ্বারা)।

অনুবাদ ঃ—

পুণ্যতম অহুর মজ্‌দা আমাকে যাহা জানাইয়া দিয়াছেন, এখন আমি তাহা বলিব। মানুষের পক্ষে এই কথাই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণীয়। যিনি আমার উপদেশ, ভক্তি ও রতির সহিত গ্রহণ করিবেন, হে অহুর মজ্‌দা, শুভ মন্যুর (সত্ত্বগুণের) কর্মদ্বারা তিনি আধ্যাত্মিকতা ও অমৃতত্ব (ব্রহ্মনিষ্ঠা) লাভ করিবেন।

তাত্‌পর্য ঃ—

কেবল কতকগুলি কথা শুনিয়া গেলে লাভ নাই। একটা নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিলে তবে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। ভগবান জরথুস্ত্র একটা বিশিষ্ট পথের নির্দেশ দিতেছেন।

টীকা ঃ—

বচস্=বচ। 'ধনুষা চ ধনুং বিদুঃ'। ইতি অকারান্তঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি এ। শ্রু+ তুমর্থে ধ্যৈ (৩-৪-৯)। শ্রু+সন্=শ্রুষতি। শ্রুষঃ=ভক্তিঃ। অত্র লোপো অভ্যাসস্য (৭-৮-৫৮)। দা+লেট্ অন্তি=দান্। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯) সংযোগান্তস্য লোপ (৮-২-২৩)। চি চয়তি সঞ্চয়ে পূজায়াং চ। চয়=পূজা। সুপাং (সু-লুক্ ইতি দ্বিতায়াস্থলে সু।) অগ্নিং নিচায্য। জমতি গতিকর্মা (নিঘণ্টু)। জম্+লেট্ অন্তি। জমন্ (৭-৪-৫৮+৩-৪-৯) সং—জম্=জেং—জিম।

সূক্ত-৪৫-৬

(৬) অত্ ফ্রবখ্‌ষ্যা বীস্পনাঁম্ মজিস্তেম,
স্তবস্ অষা যে হুদাও যোই হেন্তী।
স্পেন্তা-মইন্যু স্রওতূ মজ্‌দাও অহুরো,
যেহ্যা বন্মে বোহূ ফ্রষী মনংহা।
অহ্যা খ্রতূ ফ্রো মা সাস্তু বহিস্তা॥

অন্বয় ঃ—

অত্ প্রবক্ষ্যে বিশ্বানাম্ মহিষ্ঠং (এখন বলিব সকলের শ্রেষ্ঠ)। স্তবস্ অষাম্ (ধর্মকে স্তব করিতে করিতে)। যে সুধাঃ যে সন্তি—তান্ অপি আর যে যে বিধি আছে—তাহা ও)। স্পেন্ত-মন্যুঃ অহুরঃ মজ্‌দা শ্রবতু (শুদ্ধসত্বময় অহুর মজ্‌দা শুনুন)। বহু মনসা ব্রহ্ম যস্য পৃষ্ম্যম্ (প্রজ্ঞাদ্বারা যিনি ব্রহ্মকে জানিতে চান) অস্য ক্রতুং মাং বহিষ্ঠং প্রশাস্তু (তাহার কর্তব্য কী তাহা আমাকে ভাল করিয়া বলিয়া দিউন)।

অনুবাদ ঃ—

আমি ধর্মের স্তুতি করিয়া যে সব বিধি (নিয়োগ—অমেষা স্পেন্তা) আছে, তাহাদের কথা—শ্রেষ্ঠ কথা, বলিব। শুদ্ধ সত্বময় অহুর মজ্‌দা শুনুন, আর যে জন প্রজ্ঞাদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চায়, তাহার পক্ষে কর্তব্য কী, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিউন।

তাত্‌পর্য ঃ—

প্রজ্ঞার পথে চলিতে চলিতেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। মুখে বড় বড় কথা বলিয়া, কার্য্যে প্রজ্ঞার নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া কেহ ব্রহ্মের নিকট পৌছিতে পারে না। "নাবিরতঃ দুশ্চরিতাত্ নাশান্তঃ না সমাহিতঃ—নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াত্"—কঠ-২-২৩

টীকা ঃ—

মহিষ্ঠং=মজিস্তং। সং'হ'=জেং'জ'।—স্তু+কসুন্ (৩-৪-১৭)=স্তবস্। ব্রহম—সুপাং সু-লুক্ (৭-১=৩৯) ইতি প্রথমা স্থলে এ। প্রসী=পৃস্যং= জ্ঞাতব্যং। ক্রতু=ক্রতুং=কর্তব্যং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে পূর্ব সবর্ণ দীর্ঘত্বম্। শাস্তু=বদতু। বহিষ্ঠা=বহিষ্ঠং যথা তথা। ভেদকে (adverb) দ্বিতীয়া। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ।

সূক্ত-৪৫-৭

(৭) যেহ্যা সবা ইষাওন্তী রাধংহো'
যোই জী জ্বা আওংহরে চা ব্‌বন্তি চা।
অমেরেতাইতী অষাউনো উর্বা অএযো,
উতযূতা যা নেরাঁশ্‌ সাদ্রা দ্রেগ্বতো।
তা চা খ্‌ষথ্রা মজ্‌দাও দাঁমিশ্‌ অহুরো॥

অন্বয় :—

রাধসঃ যস্য সবং ইষ্যন্তি (আরাধকগণ যাহার প্রেম ইচ্ছা করেন)। যে হি হ্বন্‌, আসিরে, ভবন্তি চ (যাহারা আছেন, ছিলেন, বা হইবেন)। অষাবনঃ উর্বা অমৃতাতিং ইয়েষ (ধার্মিকের আত্মা অমৃতাতি লাভ করে)। উত যুতং যে দ্রুগ্বন্তঃ নরাঃ শাদ্রাঃ (আর ক্লেশ পায় যে পামরগণ পীড়নশীল)। তত্র চ মজ্‌দাযাঃ ক্ষথ্রা ধামিঃ, অহুর, (হেঅহুর, তুমি-মজ্‌দার শক্তিই তাহার নিদান)।

অনুবাদ :—

ভূত ভবিষ্যত বর্তমান সকল সাধকগণই যাহার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই মজ্‌দার ক্ষথ্র-ই তাদৃশ বিধানের মূল, যাহার ফলে ধার্মিকের আত্মা অমৃতত্ব, আর হিংসাপরায়ণ পাপীর আত্মা ক্লেশ পাইয়া থাকে।

তাত্‌পর্য :—

মজ্‌দা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, অতএব পাপীকে দণ্ড দেন। পিতা যেমন পুত্রের চরিত্র সংশোধনের জন্য দণ্ড দিলে তাহাতে তাহার প্রেমের অভাব সূচিত হয় না, সেইরূপ দণ্ডধর মজ্‌দাকেও সাধকগণ কেবল প্রেমময় বলিয়াই জানেন।

টীকা :—

=সু-সুনোতি বন্ধনে। সবঃ=প্রীতিঃ সবা=সবং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে আ। রাধ—রাধয়তি সেবায়াম্‌। রাধ+কসুন্‌ (৩৪-১৭) রাধসঃ=সেবকাঃ। জন্‌=জীবন্‌। তনি পত্যোশ্‌ ছন্দসি ইতি উপধালোপঃ। জ্বন্‌+সু (১।১)=জ্বা। আসরে=আংহরে। সং-'স'=জে—ংহ। আস্‌+লিট্‌ ইরে=আসিরে=বভূবুঃ। ভূন্তি=ভবন্তি। অত্র অদাদিঃ। অমৃতাতী=অমৃতাতিং =অমৃতত্বং। ইয়েষ=ইষ্যতি গতৌ, বর্তমানে লিট্‌। সাদ্রাঃ=পীড়কাঃ।

সূক্ত-৪৫-৮

(৮) তেম্ নে স্তওতাইশ্ নেমংহো আ বীবরেষো,
নূ চীত্ চশ্মইনী ব্যাদরেসেম্।
বংহেউশ্ মন্যেউশ্ শ্যওথনহ্যা উখ্ধখ্যাচা,
বীদুশ্ অষা যেম্ মজ্দাম্ অহুরেম্।
অত্ হোই বস্মোংগ্ দেমানে গরো নিদামা॥

অন্বয় :—

স্তুতৈঃ নমস্তস্ তং নু বিবরিষ্যে (স্তুতি দ্বারা নমস্কার করিতে করিতে তাহাকে বরণ করিব)। নূচিত্ চক্ষনি ব্যাদর্শেয়ম্ (অপিচ চক্ষুদ্বারা দেখিব)। বসোঃ মনসঃ চ্যৌত্নেন উক্তেন চ (শুভ মন্যুর কর্ম ও বচনদ্বারা)। অষা যং অহুরং মজ্দাং বিদুঃ (ধর্ম যে অহুর মজ্দাকে জানিতে পারে); অত্ তং ব্রহ্মং গিরঃ ধাম্নি নিধামঃ (তত্পর সেই ব্রহ্মকে সঙ্গীতের নিলয়ে অর্চনা করিব)।

অনুবাদ :—

শুভ সত্বগুণের কর্ম ও বচনদ্বারা ধর্ম যাঁহাকে জানিতে পারে, আমি স্তবদ্বারা প্রণাম করিতে করিতে সেই অহুর মজ্দাকে বরণ করিব, চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিব। তারপর সেই ব্রহ্মকে সঙ্গীতের নিলয়ে অর্চনা করিব।

তাত্পর্য :—

মজ্দার দর্শন পাইলে পর জীবন সঙ্গীতময় (আনন্দময়) হইয়া যায়, দুঃখময় এই সংসার আনন্দ কাননে পরিণত হয়। ব্রহ্ম স্বরূপ কেবল আনন্দময়— "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈত্তিরীয় ২-৯-১)। ব্রহ্মধামকে তাই সঙ্গীত নিলয় বলা হইল।

টীকা :—

বৃ=যঙ্=বিবরতে। বিবৃ। লেট্ এ। সিব্ বহুলং লেটি (৩-১-৩৪) বিবরসে=বৃণোসি ভৃশং। ব্রহ্ম শব্দঃ অকারান্তোঽপি অস্তি। 'সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মম্ এতদ্" শ্বেতাশ্বতর (১-১২)। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়াযাঃ লুক্। নিধাম ইত্যস্য কর্মণি দ্বিতীয়া। হে=সে=তম্। সুপাং সু লুক্ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে এ। দেমানে=দমনি=ধাম্নি। নিধাম=আরাধয়াম। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। নি+ধা+লেট্ মস্ স উত্তমস্য (৩-৪-৯৮) ইতি সকারস্য লোপঃ।

সূক্ত-৪৫-৯

(৯) তেম্ নে বোহূ মত্ মনংহা চিখ্ষ্নুষো,
যে নে উসেন্ চোরেত্ স্পেন্ চা অস্পেন্ চা।
মজ্দাও খ্ষথ্রা বরেজী নাও দ্যাত্ অহুরো,
পসূশ্ বীরেংগ্ অহ্মাকেংগ্ প্রদথাই আ।
বংহেউশ্ অষা হওজান্থাত্ আ মনংহো॥

অন্বয় ঃ—

বহু মনসা মত্ তং নু চিক্ষুষে (প্রজ্ঞাদ্বারা আমি তাঁহাকে খুসি করিব)। যঃ ন উসনি স্পেনং চ অস্পেনং চ আ চারয়তি (যিনি শুভকে এবং অশুভকে আমাদের রুচির উপর রাখিয়াছেন)। অহুরঃ মজদাঃ নঃ বর্য্যাং ক্ষথ্রাং দায়াত্ (অহুর মজ্দা আমাদিগকে বরণীয় অনপেক্ষা দিউন)। অস্মাকং পশূন্ বীরান্ প্রদধে (আমাদের পশু আর জনবল রক্ষা করুণ)। অষয়া বসোঃ মনসঃ সুজনতাত্ (ধর্মদ্বারা আমাদের প্রজ্ঞাকে সঞ্জীবিত করুন)।

অনুবাদ ঃ—

শুভ কিম্বা অশুভ পথ গ্রহণ করা বিষয়ে, যিনি আমাদের ইচ্ছাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, আমি প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার তুষ্টি বিধান করিব। অহুর মজ্দা আমাকে বরণীয় ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) দিউন, আমাদের গোধন ও জনবল রক্ষা করুন, আর ধর্মের মাধ্যমে আমাদের প্রজ্ঞাকে সঞ্জীবিত করুন।

তাত্পর্য ঃ—

ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of the will) মানুষকে মজ্দা দিয়াছেন। তাই মানুষ ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে পুণ্যও করিতে পারে। ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে ব'লিয়াই (অর্থাত্ পাপ করিবার সামর্থ্য থাকা সত্বেও) যে মানুষ পাপ করে না, মজ্দা তাহার উপর এত প্রীত হন।

টীকা ঃ—

ক্ষু+সন্=চিক্ষুষতি। বশন্=ইচ্ছায়াং। সুপাং সু-লুক্ ইতি সপ্তম্যাঃ লুক্। বশ+অন্ (উনাদি ১৬২)=বশন্। স্বন্ স্বনয়তি অবতংসনে। স্বন্+কিপ্= স্বন্=স্পন=শুভং। অভ্যাসস্য লোপঃ (৭-৪-৫৮)। দধ—দধতে ধারণে। প্র+ দধ+লোট ঐ। পুরুষ ব্যতযঃ। জনয়তি। লের্ লুক্ (৩-৪-১১৭)। জন+ লোট তাত (৭-১-৩৫) সু-জন্তাত্।

সূক্ত-৪৫-১০

(১০) তেম্ নে যস্নাইশ্ আরমতোইশ্ মিমঘ্ঝো,
যে আন্মেনী মজ্দাও স্রাবী অহুরো।
য্যত্ হোই অষা বোহূ চা চোইশ্ত্ মনংহা
খ্ষথ্রোই হোই হউর্বাতা অমেরেতাতা।
তঙ্কাই স্তোই দাঁন্ তেবীষী উত যূইতী ॥

অন্বয় :—

তম্ নু আরমতেঃ যস্নৈঃ মিমহে (তাহাকে শ্রদ্ধার পূজা দ্বারা সংবর্ধিত করিব)। য আ নাম্নি অহুরঃ মজদাঃ অশ্রাবি (যিনি নামে অহুর মজ্দা বলিয়া শ্রুত হন)। যত্ স অষাং বসু মনসাং চ চেষ্টি (কেননা তিনিই ধর্মকে কিঞ্চ প্রজ্ঞাকে প্রেরণ করেন)। তস্য ক্ষথ্রে সূর্বতা অমৃতাতিঃ চ—স্তঃ (আধ্যাত্মিকতা ও অমৃতত্তা তাহার ক্ষথ্রে অবলম্বিত)। স অস্মায় স্তি তবিষীং উত যূ তিং দাস্ত্ (তিনি আমাদিগকে ধ্রুব শক্তি ও নিরাপত্তা দিউন)।

অনুবাদ :—

যিনি "অহুর মজ্দা" নামে বিখ্যাত আমি সশ্রদ্ধ পূজাদ্বারা তাহাকে সংবর্ধিত করিব। কেননা ধর্ম ও প্রজ্ঞা তিনিই দিয়াছেন। তাহার ক্ষথ্রের বলেই আধ্যাত্মিকতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ সম্ভবপর হয়। তিনি আমাদিগকে শাশ্বত শক্তি ও স্বস্তি দিউন।

তাতপর্য :—

অহুর মজ্দাই অন্তরে আদর্শরূপে বর্তমান থাকিয়া মানুষকে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নত করিয়া তুলিতেছেন। আদর্শের প্রেরণা না থাকিলে মানুষ পশুই থাকিয়া যাইত, কখনও দেবত্ব লাভ করিতে পারিত না। মজ্দার কৃপার কথা সতত স্মরণ রাখা কর্তব্য।

টীকা :—

মহ—মহতি পূজায়াং। মহ+যঙ=মিমহ্তি=মিমঘ্যতি। বা দ্রুহ-মুহ (৮-২-৩৩)। ইতি ঘ। লট্এ মিমঘ্যে। নাম্নি=নাম্না। হে=সে=সঃ প্রথমাস্থলে এ শিষ—শেষতি ত্যাগে। চিষ=চেষতি। চেষ্টি। দান্—দা+লেট্ অস্তি। ইতশ্চ লোপঃ (৩·৪·৯৭)। সংযোগান্তস্য লোপঃ (৮-২-২৩)। লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)। দান্=দদাতু। তবিষী=বলং (নিঘণ্টু ২-৯)। উত=কিংচ= and উতি-যূতি-জুতি (৩-৩-৯৭)। যূতী=যূতী=যূতিং=দৃঢ়তাং। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে সবর্ণ দীর্ঘত্বম্।

পূর্ব্ব-৪৫-১১

(১১) যস্ তা দএবেংগ্ অপরো মষ্যাংসঁ্ চা,
তরে-মাংস্তা যোই ঈম্ তরে-মন্যন্তা।
অন্যেংগ্ অহ্মাত্ যে হোই অরেম্ মন্যাতা,
সওষ্যন্তো দেংগ্-পতোইশ্ স্পেন্তা-দএনা
উর্বথো বরাতা প্তা বা মজ্দা অহুরা॥

অন্বয় :—

দৈবাঃ অপরে মষ্যাশ্চ যে তম্ তিরো—অমংস্ত (দেবোপাসক এবং অন্যান্য মনুষ্য যাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে)। যে ইম্ তিরো—মন্যন্তে (যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে)। যে তম্ উরীমন্যতে (যাহারা তাহাকে স্বীকার করে)। [তাদৃশাত্] অস্মত্ অন্যাঃ (তাদৃশ আমাদিগ হইতে পৃথক)। সোষ্যন্, ধিয়াং-পতিঃ, স্পেন্ত—দীনঃ, (যোগবিদ্, জ্ঞানেশ্বর, পুণ্যধর্মা)। উর্বথঃ ভ্রাতা পিতা বা, হে মজ্দা অহুরা (হে অহুর মজ্দা, তুমি সুহৃত্ ভ্রাতা কিঞ্চ পিতা)।

অনুবাদ :—

দেবোপাসক কিঞ্চ অন্যান্য মনুষ্যগণ, যাহারা তোমাকে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং অস্বাকার করেন, তোমাকে স্বীকার করি এমন আমাদিগ হইতে পৃথক যাহারা, হে মহাযোগি, সর্বজ্ঞ, পুণ্যধর্মা অহুর মজ্দা, তুমি তাহাদেরও সুহৃদ্ ভ্রাতা কিঞ্চ পিতা।

তাতপর্য :—

নাস্তিকগণ জানুক আর নাই জানুক, মজ্দাই তাহাদেরও রক্ষাকর্তা। তাঁহার প্রেম সকলের জন্যই সমভাবে প্রবাহিত—আস্তিকগণ ইহা জানেন, নাস্তিকগণ জানেন না, এইমাত্র প্রভেদ।

টীকা :—দৈবাস্=দৈবাংহ্=দেব-পূজকাঃ। সং—স্=জেং—ংহ্। তিরো অমংস্ত =ন স্বীকুর্বন্তি। তিরো অন্তর্ধৌ (১-৪-৭১)। মন্+লুঙ্ত=অমংস্ত। অন্যেষাং (৬-৩-১৩৭) ইতি দীর্ঘত্বং। উরী-মন্যতে=উরী-মন্যামহে। ব্যত্যয়ো বহুলং (৩-১-৮৫) ইতি পুরুষে ব্যত্যয়। উরী=অঙ্গীকৃতৌ ইত্যমরঃ। ধিয়াংপতে— ষষ্ঠ্যাঃ অলুক (৬-৩-২৪)। উর্বন্=আত্মা। উর্বথ=আত্মীয়।

সূক্ত-৪৬-১

(১) কাঁং নেমোই জাঁম্ কুথ্রা নেমোই অয়েনী,
পইরী খএতেউশ্, অইর্যমনস্ চা দদইতী।
নো ইত্ মা খ্ষ্ণাউশ্ যে বেরেজেনা হেচা,
ন এদা দখ্যেউশ্ যোই সাস্তারো দ্রেগ্বন্তো
কথা থ্বা মজ্দা খ্ষ্ণওষাই অহুরা॥

অন্বয় :—

কাং জ্যাং নমে (কোন দেশে যাইব ?)। নম্য কুত্র অয়ানি (গিয়া কোথায় পৌছিব ?)। খেতুন্ অর্য্যমনশ্চ পবিদধত্ (বৈশ্য ও ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে নিয়া)। যে বৃজনাঃ হি চ, তে নোইত্ মাং ক্ষায়ুঃ (যাহারা ক্ষত্রিয়, তাহারাও আমাকে প্রীতি দেয় না)। নো ইত্ আ যে দ্রুগ্বন্তঃ দখ্যোঃ শাস্তারঃ (না তাহারা, জনপদের দুষ্ট শাসক যাহারা)। হে অহুর মজ্দা, কথা ত্বাং ক্ষ্ণুষে (হে অহুর মজ্দা, কেমনে তোমাকে খুসি করিব ?)।

অনুবাদ :—

বৈশ্য ও ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে গিয়া আমি কোন দিকে যাইব, কোথায় গিয়া উপস্থিত হইব ? যে সব ক্ষত্রিয় এখানে আছেন, কিম্বা যে দুরাচারগণ দেশের শাসক, তাহাদিগকে আমার ভাল লাগেনা। হে অহুর মজ্দা, কেমনে তোমার তুষ্টি সাধন করিব ?

তাত্পর্য :—

যখন সমাজে বিশৃঙ্খলা আসে। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, নিজের ধর্মের (Duty) দিকে দৃষ্টি দেয় না, কেবল নিজের অধিকারের (Rights) দিকেই দৃষ্টি দেয়। এক মহেশ্বর মজ্দা ব্যতীত আর কে এই বিশৃঙ্খলা দূর করিতে পারে, মানুষের মনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারে ?

টীকা :—

নম—নমতি নমতে প্রহ্বে (to bend)। (i) নেমোই নমে=ঝুঁকিব, যাইব। নম—লট্ এ। ভবিষ্যতে লট্ (বর্তমানসামীপ্যে—৩-৩-১১) জাম্=জ্যাম্=ক্ষিতিং, দেশং। (ii) নেমোই=নম্য=ঝুঁকিয়া। নম্+ল্যপ্। সমাসে (৭-১-৩৭) অত্র যোগবিভাগাত্। অয়ানি=গচ্ছানি। দধ্তি=দধত্। সুপাংসু-লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে ই। হে চা=হি চ। নিপাতস্য চ (৬-৩-১৩৬) ইতি দীর্ঘত্বম্। ক্ষাউস্=তোষয়ন্তি। ক্ষ্ণু+লিট্ উস্। ছন্দসি লুঙ্-লঙ্—লিটঃ (৩-৪-৬) ইতি বর্তমানে লিট্। দখ্যুঃ=দেশঃ। ক্ষ্ণুষে+তর্পয়ামি। ক্ষ্ণু+লেট্ এ। সিব্ বহুলং লেটি (৩-১-৩৪) ইতি মকারাগমঃ।

সূক্ত-৪৬-২

(২) বএদা তত্ যা অহ্মী মজ্দা অনএষো
মা কম্না-ফ্ষ্বা য্যত্ চা কম্না-না অহমী।
গেরেজোই তোই আ ঈত্ অবএনা অহুরা
রফেধ্রেম্ চগ্বাও য্যত্ ফ্র্যো ফ্র্যাই দইদীত্।
আখ্সো বংহেউশ্ অষা ঈস্তীম্ মনংহো॥

অন্বয় :—

হে মজদা, তদ্ বেদ, যদ্ অহম্ অনীশঃ অস্মি (যে মজ্দা, ইহা জানি যে আমি দুর্বল)। যদ্ অহং কম্ন-পশুঃ কম্ন-না চ অস্মি (যে হেতু আমার পশু ও মানুষ কম বটে)। হে অহুর, তুভ্যং গৃজে, আ ইত্ আবেণ (হে অহুর তোমার নিকট চীত্কার করিতেছি, আমাকে দেখিও)। রফধ্রং চগ্বয় যত্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায় দদ্যাত্ (আনন্দ উদ্রিক্ত কর, যাহা প্রিয় প্রিয়কে দেয়)। বসোঃ মনষঃ ইষ্টিং অষাং আশ্স (প্রজ্ঞার অভীষ্ট যে ধর্ম, তাহা আমাকে বলিয়া দাও)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা আমি জানি যে আমি দুর্বল—কারণ আমার গোধন কিংম্বা জনবল কমই আছে। হে অহুর তোমার নিকট কাতরে যাচ্ঞা করিতেছি, আমার দিকে দৃষ্টি দাও। প্রিয় প্রিয়কে যে আনন্দ দেয়, সেই আনন্দ আমাকে দাও। প্রজ্ঞার লক্ষ্য যে ধর্ম, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।

তাতপর্য :—

মহেশ্বর মজ্দাতে যাহার বিশ্বাস আছে। নিঃস্ব হইলেও তাহার আনন্দের অভাব হয় না। মজ্দার সহিত জীবের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ, প্রিয়ের সহিত প্রিয়ের সম্বন্ধ। ইহাই "চিস্তি"—ইরাণীয় রাগমার্গ।

টীকা :—

অনীশঃ=অনাথঃ। কম্ন ইতি অল্পার্থে ছান্দসঃ। গৃজ—গর্জতি শব্দে গৃজে=প্রার্থয়ামি। বেন—বেনতি দর্শনে। আবেন=পশ্য। রফ্—রফ্নাতি প্রীণনে ছান্দসঃ। রফধ্রং=আনন্দং। চক—চকতি প্রতিঘাতে। চক্+নিচ=চগ্বয়তি। স্ফায়োবঃ (৭-৩-৪)। চক—দীপ্তৌ ছান্দসঃ। চকিদান্ ইতি পারসীকে। চগ্বয়=উদ্দীপয়। আখ্শ=ব্রূহি। খ্যা=কৃশা=চক্ষ=কথনে (চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্ —২-৪-৫৪)। ইষ্টিং=ইষ্টং=লক্ষ্যং।

সূক্ত-৪৬-৩

(৩) কদা মজ্দা যোই উখ্ষাণো অস্নাঁম্
অংহেউশ্ দরেথ্রাই ফ্রো অষহ্যা ফ্রারেন্তে।
বেরেজ্দাইশ্ সেংগ্হাইশ্ সওষ্যন্তাম্ খ্রতবো
কএইব্যো উতয়ে বোহূ জিমত্ মনংহা
মইব্যো থ্বা সাঁস্ত্রাই বেরেণে অহুরা॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্দা যে অস্নাং উক্ষাণঃ (হে মজ্দা যাহারা চিত্তের প্রক্ষালক)। তে কদা অসোঃ ধরত্রায় অষস্য প্র প্রেরন্তে (তাহারা কবে জীবনের ও ধর্মের রক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করিবে?)। বৃন্তৈঃ শংসৈঃ সোষ্যন্তাম্ ক্রতবঃ (যোগিদিগের ব্রত, কর্মে ও বাক্যে)। বসুমনসা কেভ্যঃ উগায়ৈ জমেত্ (প্রজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত কাহাদের নিকট যাইবে?)। হে অহুর মভ্যঃ শাস্ত্রায় ত্বাং বরাণি (হে অহুর, আমাদের অনুশাসনের জন্য তোমাকে বরণ করিতেছি)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, যাহারা চিত্তকে ধুইয়া নির্মল করিয়াছেন, সেই যোগীগণ, সকলের জীবন ও ধর্মের পুষ্টির জন্য কবে চেষ্টাশীল হইবেন? কর্মে ও বাক্যে যোগিদের আদর্শ, তাদের রক্ষার নিমিত্ত, প্রজ্ঞার সাহায্যে, কাহাদের নিকট যাইবে? (কাহারা নিজদের পরিত্রাণের নিমিত্ত, প্রজ্ঞার সাহায্যে, কর্মে ও বাক্যে যোগিদের আদর্শ গ্রহণ করিবেন?)। হে অহুর, এই সব তত্ব আমাদিগকে শিখাইবার জন্য তোমাকে গুরু-রূপে বরণ করিতেছি।

তাত্পর্য ঃ—

যুগে যুগেই মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া সদাচার শিক্ষা দেন। তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করিলে সমাজ উন্নত হইতে থাকে।

টীকা ঃ—

উক্ষতি সেচনে। অস্নাং=অস্নাম্। অস্থি দধি (৭-১-৭৫) ইতি। ধৃ+অত্র (উনাদি ৩৯৪)=ধরত্রং=ধারণং। প্রেরন্তে=চেষ্টয়িষ্যন্তি। ঈরতে—চেষ্টায়াম্। বিভাষা কদা কর্হ্যো (৩-৩-৫) বৃন্তং=কর্ম। নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। শংসৈঃ=বচসি। প্রসিতোত্-সুকাভ্যাম্ (২-৩-৪৪) ইতি অধিকরণে তৃতীয়া।

সূক্ত-১৬-৪

(৪) অত্ তেংগ্ দ্রেগ্বাও যেংগ্ অষহ্যা বঝ্দ্রেংগ্ পাত্
গাও ফ্রোরেতোইশ্ ষোইথ্রহ্যা বা দখ্যেউস্ বা।
দুঝ্জোবাও হাংস্ খাইশ্ ষ্যাওথনাইশ্ অহেমুস্তো,
যস্ তেম্ খ্ষথ্রাত্ মজ্দা মোইথত্ জ্যাতেউশ্ বা।
হ্বো তেংগ্ ফ্রো গাও পথ্মেংগ্ হুচিস্তোইশ্ চরাত্॥

অন্বয় :—

অত্ তে দ্রুগ্বন্তঃ যে অষস্য বাস্ত্রং পাতয়ন্তি (পরন্তু সেই পামরগণ যাহারা ধর্মের বিধান বিচলিত করে)। গোঃ প্রার্তেঃ' ক্ষেত্রস্য বা দখ্যোঃ বা (জগতের পীড়নের জন্য, কিম্বা গ্রামের বা দেশের)। দুরাজবঃ সন্ স্বৈঃ চ্যৌত্নৈঃ অহুমুস্তঃ (দুরাচার হইয়া নিজ কর্মদ্বারা আত্মঘাতী)। হে মজ্দা, যস্ তম্ ক্ষথ্রাত্ জ্যাতেঃ বা মেথেত (হে মজ্দা, যে জন তাহাকে শক্তি ও গতি হইতে বিচ্যুত করে)। স্বঃ তাঃ সুশিষ্টেঃ প্রগায়ে পথস্মিন্ চারযতি (সে তাহাকে সদাচারের প্রশস্ত পথে স্থাপন করে)।

অনুবাদ :—

যে পাপাশয় ধর্মের বিধান লঙ্ঘন করিবা, গ্রামের দেশের কিম্বা জগতের পীড়া জন্মায়, দুরাচার হইয়া নিজের কর্মদ্বারাই সে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হারায়। যে জন এমন পামরের গতি ও শক্তি হরণ করে, সে তাহাকে সদাচারের প্রশস্ত পথে স্থাপন করিয়া তাহার মঙ্গলই করে।

তাত্পর্য :—

'স্বকর্মণা হতং হন্তি, হত এব স হন্যতে" (শান্তিপর্ব ১০৯-৩২) নিজের কর্মদ্বারাই যে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে কোন ও পাপ হয় না।

টীকা :—

তাস্=তাংহ্। তাঃ=তে। সুপ্ তিঙ্ উপগ্রহ ইতি লিঙ্গ ব্যত্যয়ঃ। বাস্ত্রং= নির্দেশঃ। বাশ বাশতি শব্দে। বজ্ত্রং=আচারঃ। বজতি গতৌ। পাত= পাতয়ন্তি। মন্ত্রে ঘস-হ্বর (২-৪-৮০) ইতি যোগবিভাগত্ লের্ লুক্। প্রার্তেঃ= প্রার্তয়ে। প্র+আর্ত্তি=প্রার্তিঃ। চতুর্থ্যর্থে (২-৩-৬২) ষষ্ঠী। দুর্জবঃ= দুরাচারঃ। জু-জবতি গমনে। উষ-ওষতি দাহে। অহুম্-উষ্টঃ। অসুং দহতি যঃ। অরুর্-দ্বিষদ্ (৬-৩-৬৭) ইতি মুম্। মেথ-মেথতি হিংসায়াং। মেথত ভ্রংশয়েত্। চরেত্=চারযেত। অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থেন।

সূক্ত-৪৬-৫

(৫) যে বা খ্ষয়াংসঁ অদাংস্ দ্রীতা অয়ন্তেম্
উর্বাতোইশ্ বা হুজেন্ত্শ্ মিথ্রোইব্যো বা।
রষ্ণা জ্বাংস্ যে অষবা দ্রেগ্বন্তেম্
বীচিরো হাঁস্ তত্ ফ্রো খএতবে ম্রূয়াত্
উজ্ইথ্যোই ঈম্ মজ্দা খ্রূণ্যাত্ অহুরা ॥

অন্বয় ঃ—

যঃ বা ক্ষয়ন্ দৃতৌ আয়ান্তম্ অদাঁস্ (শক্তিমান্ যিনি, বিদারণের জন্য আগমনকারিকে কাটিয়া ফেলেন)। সুজন্তঃ, উর্বাতোঃ মিত্রেভ্যঃ বা (সজ্জন, আত্মীয়ের অথবা বন্ধুর)। রম্নেন জীবন্ যঃ অষাবান্ দ্রুগ্বন্তম্ (ন্যায়ানুসারে জীবন ধারণ করিয়া যে ধার্মিক পামরকে)। বিচিরঃ সন্ তত্ স্বেতবে প্রম য়াত (বিচারশীল হইয়া উহাকে সুপথ বলিয়া বলিবে)। ইম্ ক্রণ্যাত্ উদ্-অত্যয় (ইহাকে অপরাধ হইতে মুক্ত কর)।

অনুবাদ ঃ—

যে শক্তিমান্ সজ্জন, আত্মীয়ের অথবা মিত্রের বধার্থ আগত আততায়িকে হত্যা করে, যদি ধার্মিক জন ন্যায় পথে থাকিয়া কোনও পাপাশয়কে নিহত করে, বিচার করিয়া দেখিলে ইহা সত্পথই বলিতে হইবে। হে মজ্দা, যদি তাহার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে উহাকে মুক্ত কর।

তাত্পর্য ঃ—

আততায়িকে হত্যা করিলে পাপ হয় না; তাহাকে হত্যা না করিলেই কর্তব্যের পরিহার করা হয়। "অহিংসা সকলো ধর্মঃ হিংসা ধর্মস্ তথা হিতঃ"—শান্তি পর্ব ২৭৮-২০

টীকা ঃ—

ক্ষয়ম্=ক্ষয়স্=প্রভবন্। ক্ষি+কসুন্ (৩-৪-১৭)। ক্ষয়তি ঐশ্বর্য্যে অদাংস্=দা দাতি লবনে (to cut)। লুঙ্ দ্। বিভাষা চিণ (৭-১-৬৯) ইতি নুম্। দৃতৌ=দৃতয়ে। দৃ+ক্তি। উর্বাতোঃ=আত্মীয়স্য। চতুর্থ্যর্থে (২-৩-৬১) ষষ্ঠী। রস-রসতি শব্দে। রস্+ন=রস্নং=শাস্ত্রবিধিঃ। রস্না=রস্নেন। জ্বংস্=জীবংস্=জীবন্। বিচ-বিনক্তি-বিচারে। বিচ+কিরচ্=বিচিরঃ। ওজীরঃ ইতি পারসিকে। উদ্+অতি+অয়=উদত্যয়=উত্থাপয়। ক্রণ্যং=অপরাধঃ।

(৬) অত্ যস্ তেম্ নোইত্ না ইসেম্নো আয়াত্ ।
দ্রুজো হেবা দাঁমান্ হইথ্যা গাত্ ।
হেবা জী দ্রেগ্বাও যে দ্রেগ্বাইতে বহিস্তো
হেবা অষবা যহ্মাই অষবা ফ্র্যো ।
যাত্ দএনাও পওরুয়্যাও দাও অহুরা ॥

অন্বয় :—

অত্ যঃ না তম্ নোইত্ ঈষমাণঃ আয়াতি (আর যে নর তাহাকে সাহায্য করিতে আসে না)। স্বঃ দ্রুজঃ ধামন্ সত্যং গাতি (সে সত্যই পাপের নিলয়ে যায়)। স্বঃ হি দ্রুগ্বান্ যঃ দ্রুগ্বতে বহিষ্ঠঃ (সেও পাপী, যে পাপীর অনুকূল)। স্বঃ অষাবান্ যস্মৈ অষাবান্ প্রিয়ঃ (সে ধার্মিক, যাহার নিকট ধার্মিক প্রিয়)। হে অহুর, যথা পৌর্য্যায় দীনায় ধার্সি (হে অহুর, ইহা প্রধান ধর্মনীতি বলিয়া তুমি বিধান দিয়াছ)।

অনুবাদ :—

আর যে নর ইহাকে সাহায্য করিতে আসেনা, সে নিশ্চিতই পাপের নিলয়ে যায়। যে জন পাপীর সহায়তা করে সে পাপী ; যে ধার্মিকের সহায়তা করে সেও ধার্মিক। হে অহুর, ইহাকেই তুমি প্রধান ধর্মনীতি বলিয়া স্থাপিত করিয়াছ।

তাত্পর্য :—

"জানন্ অপি চ যং পাপং শক্তিমান্ ন নিযচ্ছতি। ঈশঃ সন্ সোহপি তেনৈব কর্মণা সং-প্রযুজ্যতে।" আদিপর্ব ১৮০-১১ যিনি অত্যাচার হইতেছে দেখিয়াও, উহার প্রতিরোধে অগ্রসর হয় না, তিনি ও ঐ পাপের অংশ পান।

টীকা :—

না=নরঃ। ঈষ-ইষতি দানে। আত্মনেপদং শানচ্। ইষমানঃ=উপকুর্বন। গাতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪)। গা+লেট্ তি=গাত। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। দীনা=ধেনা=ধর্মধারা। ধেনা জিগাতি দাশুষে (ঋগ্বেদ ১-২-৩) দাস=অদদাস্। বহুলং ছন্দসি অমাঙ যোগে হপি (৬-৪-৭৫)

সূক্ত-৪৬-৭

(৭) কেম্ না মজ্‌দা মবইতে পায়ুম্ দদাত্
যাত্ মা দ্রেগ্বাও দীদরেষতা অএনংহে।
অন্যেম্ থ্বহ্মাত্ আথ্রস্ চা মনংহস্ চা
যয়াও ষ্যওথনাইশ্ অষেম্ থ্রওস্তা অহুরা।
তাঁম্ মোই দাঁস্তাঁম্ দএনয়াও ফ্রাবওচা॥

অন্বয় :—

হে মজ্‌দা, ক ইম্ ন্য মাবতে পায়ুম্ দদাত্ (হে মজ্‌দা কোন নর আমাকে রক্ষা দিবে)। যত্ ঐনসঃ দ্রুগ্বান্ মাং দীধর্ষতি যখন দুরাচার পামর আমাকে পীড়ন করে)। ত্বস্মাত্ অত্রেঃ চ অন্যত্ (তোমার অত্রি ও বসু-মনস্ ব্যতীত)। হে অহুর, যৈঃ চ্যৌত্নৈঃ অষাম্ অতস্ত (হে অহুর, যে সকল ক্রিয়া দ্বারা ধর্মকে গঠিত করিয়াছ)। তাং দাষ্টাং মম ধেনায়ৈ প্রবচ (সেই নিয়ম আমার ধর্মপদ্ধতির জন্য আমাকে বলিয়া দাও)

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, এই যে পাপাশয় দুর্জন আমাকে পীড়ন করিতেছে, ত্বদীয় অগ্নি ও অধিচিত্ত ব্যতীত আর কোন জন আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারে। যে সকল ক্রিয়াদ্বারা ধর্ম গঠিত, সেই সব নিয়ম আমার ধর্মপদ্ধতির জন্য আমাকে বলিয়া দাও।

তাত্পর্য :—

দুঃখ দৈন্যের ভিতর মানুষকে শক্তি কিংচ সান্ত্বনা দিতে পারে কেবল যজ্ঞাগ্নি (কর্তব্য নিষ্ঠা) পরাত্মা (সাক্ষি আত্মা) আর মজ্‌দা (ঈশ্বরে বিশ্বাস)।

টীকা :—

কিং=কঃ। সুপ=তিঙ্ উপগ্রহ ইতি লিঙ্গ ব্যতয়ঃ। না=নরঃ। দীধর্ষতে=ক্লিশ্নাতি। ধৃষ-ধর্ষতি হিংসায়াং। ধৃষ+যঙ্। ঐনসে=ঐনসঃ=পাপাশয়। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমাস্থলে এ। এনঃ=পাপম্। এনস্+অঞ্=ঐনস। পা+যু (উনাদি ৩০৭) পাযু=রক্ষা। ত্বর্সতি রচনায়াং ছান্দসঃ। লঙ ত অত্বর্স্ত। অমাঙ্‌ যোগেহ্‌গি (৬-৪-৭৫)। দাস্-দাসতি দানে, বিধানে চ। দাস্+কনিপ্ (উনাদি ৫৬৩+৫৬৪) =দাস্বং=বিধানং।

সূক্ত-৪৬-৮

(৮) যে বা মোই যাও গএথাও দজ্‌দে অএনংহে,

নো ইত্‌ অহ্যা মা আথ্রিশ্‌ শ্যাওথনাইশ্‌ ফ্রোস্যাত্‌।

পইত্যাওগেত্‌ তা অহ্‌মাই জসোইত্‌ দ্বএষংহা

তন্বেম্‌ আ যা ঈম্‌ হুজ্যাতোইশ্‌ পায়াত্‌।

নো ইত্‌ দুঝ্‌-জ্যাতোইশ্‌ কাচীত্‌ মজ্‌দা দ্বএষংহা॥

অন্বয় :—

যত্‌ বা ঐনসঃ মে যাঃ গয়থাঃ ধত্তে (কিঞ্চ পাপাশয় আমার বিরুদ্ধে যে সব ব্যাপার করে)। অস্য আথ্রিঃ নোইত্‌ মাং প্রুষ্যাত্‌ (উহার অর্চি স্বীয় ক্রিয়াদ্বারা আমাকে যেন দগ্ধ না করে)। প্রত্যগাত্‌ তদ্‌ অস্মৈ (উহা তাহার নিকট ফিরিয়া যাউক)। দ্বিষসং জূষয়েত্‌ (বিদ্বেষ্টাকে পীড়ন করুক)। যা ইয়ম্‌ সুজ্যাতেঃ তনুঃ, তাম্‌ আ পায়াত্‌ (সজ্জনের এই যে প্রাণ তাহাকে যেন রক্ষা করে)। হে মজ্‌দা, নোইত্‌ কদাচিত্‌ দ্বিষসঃ দুজ্যাতেঃ (কখনও দুঃশীল বিদ্বেষ্টা দিগের, নহে)।

অনুবাদ :—

দুরাচারজণ আমার বিরুদ্ধে যে সব চক্রান্ত করে, তাহার জ্বালা যেন আমাকে দগ্ধ না করে। উহা তাহার নিকটই ফিরিয়া যাউক, কিঞ্চ বিদ্বেষ্টাকে আহত করুক। হে মজ্‌দা, সাধুদিরের প্রাণ যেন এই তাপ হইতে রক্ষা পায়, অসাধুদিগের প্রাণ কখনও রক্ষা না পায়।

তাত্‌পর্য :—

যার যার কর্মফল সে নিজে ভোগ করে। যে নর পরের অনিষ্ট করিতে যায়, সে নিজের অনিষ্টই করে। কারণ পাপের ফল তাহাকে ভুগিতে হইবেই। আশু দেখা যায় বটে, যে তাহার লাভ হইল, এবং অপরের ক্ষতি হইল, কিন্তু ইহা হইতে "কর্মফল নাই, জগতের নিয়ন্তা কেহ নাই," এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না।

টীকা :—

গয়থা=কূট ক্রিয়া। গৈ বিস্তারে। দজ্‌দে=ধত্‌তে=বিদধাতি। ধ=দ। ত=জ দ। ঐনসে=ঐনসঃ=পাপী। অত্রিঃ=অগ্নিঃ। অত্রিঃ=অর্চিঃ। প্রুষ= প্রোষতি দাহে। প্রতি+ই+লুঙ্‌ দ্‌=প্রত্যগাত=প্রতি গচ্ছেত্‌। ছন্দসি লুঙ্‌ (৩-৪-৬)

সূক্তম্-৪৬-৯

(৯) কে হেবা যে মা অরেদ্রো চোইথত্ পওঁরুয়ো,
যথা থ্বা জেবীস্তীম্ উজেমোহি ।
ষ্যওথনোই স্পেন্তেম্ অহুরেম্ অষবনেম,
যা তোই অষা যা অষাই গেউশ্ তষা ম্রওত্,
ইষেন্তী মা তা তোই বোহূ মনং হা ॥

অন্বয় :—

কঃ স্বঃ পৌর্ব্যঃ ঋগ্রঃ যঃ মাং চেথয়েত্ (কে সেই শ্রেষ্ঠ সাধক যিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন)। যথা ত্বাং হবিষ্ঠং উহেমসি (যেন তোমাকে পূজ্যতম বলিয়া বুঝিতে পারি)। চ্যৌত্নে স্পেন্তম্ অষাবনং অহুরং (কর্মে শুভ, ধর্মময় প্রভু)। যা তে অষা, যস্মৈ অষায়ৈ গোঃ তসা অম্রবত্ (তোমার ধর্ম যাদৃশ, যে ধর্ম বিষয়ে জগত্-স্রষ্টা আমাকে বলিয়াছেন)। অহং বসু মনসা তত্ তে ইষামি (আমি প্রজ্ঞাদ্বারা তোমা হইতে তাহা পাইতে ইচ্ছা করি)।

অনুবাদ :—

কোথায় সেই শ্রেষ্ঠ সাধক, যিনি আমাকে এমন শিক্ষা দিবেন যে তোমাকে পূজ্যতম বলিয়া বুঝিতে পারি ? আর বুঝিতে পারি যে তুমি কল্যাণকারী ধর্মধর প্রভু। যে ধর্ম তোমার অনুমোদিত, যে ধর্মের সম্বন্ধে জগত্-স্রষ্টা আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি প্রজ্ঞার সাহায্যে তোমা হইতে তাহা পাইতে ইচ্ছা করি।

তাত্পর্য :—

একজন প্রকৃত সাধুর সংস্পর্শে আসিলে ভগবদ্ভক্তি যেমন সহজে উদ্রিক্ত হয়, আর কিছুতেই তেমন হইতে পারে না।

টীকা :—

ঋগ্রঃ ঋগ্নোতি পরিচরণে (নিঘণ্টু)। ঋগ্রঃ=ভক্তঃ। চিথ চেথতি জ্ঞাপনে (ছান্দসঃ) উজ্ উজতি—অর্চনায়াং ছান্দসঃ। উজ+লট্ মি। ইদন্তো মসি (৭-১-৪৬)। তোই=তে=তব ইষন্তি=ইচ্ছামি। সুপ্-তিঙ্ উপগ্রহ ইত্যাদিনা পুরুষ-বচন-ব্যত্যয়ঃ। মা=অহম্। সুপ্ তিঙ্ উপগ্রহ ইতি প্রথমা স্থলে দ্বিতীয়া। তা=তদ্। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে ডা। তোই=তে=তব=ত্বস্মাত। বিবক্ষা বশাত্ পঞ্চমী স্থলে ষষ্ঠী।

সূক্ত-৪৬-১০

(১০) যে বা মোই না গেনা বা মজ্‌দা অহুরা,
দায়াত্ অংহেউশ্ যা তূ বোইস্তা বহিস্তা।
অষীম্ অষাই বোহু খ্‌ষথ্রেম্ মনং হা
যাঁস্ চা হখ্‌যাই খ্‌ষ্‌মাবতাঁম্ বহ্‌মাই আ।
ফ্রো তাইশ্ বীস্পাইশ্ চিন্বতো ফ্রফ্রা পেরেতূম্॥

অন্বয় ঃ—

হে অহুর মজ্‌দা মে যঃ (হে অহুর মজ্‌দা, মদীয় যে কেহ)। না বা গ্না বা (নরই হউক, আর নারীই হউক)। ধায়াৎ যৎ এং অসোঃ বহিষ্ঠং অবেথ (ধারণ করে, যাহা তুমি জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া বুঝাইয়াছ) অষায়ৈ অষীম্, বহু মনসা, ঋতম্ (ধর্মের জন্যই ধর্ম, প্রজ্ঞা আর অনপেক্ষা) যান্ চ সক্ষে ক্ষ্মাবতাং আ বহ্মায় (যাহাদের সহিত মিলিত হই যুষ্মাদৃশের পূজার জন্য)। প্র তৈঃ বিশ্বৈঃ চিন্বতঃ পরেতুং প্রক্রে (তাহাদের সকলের সহিত যেন চিন্বত্-সেতু পার হই)।

অনুবাদ ঃ—

হে অহুর মজ্‌দা, জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ বলিয়া যাহা বল, অর্থাৎ (১) ধর্মের জন্যই ধর্ম, (২) প্রজ্ঞা, আর (৩) অনপেক্ষা, আমার সহচরদের মধ্যে, নরই হউক, নারীই হউক, যাহার ইহা আছে, আর তোমার পূজার জন্য যাহাদের সহিত মিলিত হই, তাহাদের সকলকে নিয়া যেন চিন্বত্ সেতু (=বৈতরণী) পার হইতে পারি।

তাত্‌পর্য ঃ—

"কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করিবে, লাভের জন্য নহে" (Duty for Duty's sake)—এই নীতি যাহারা পালন করেন, তাহারা অক্লেশেই ভবসাগর পার হন।

টীকা ঃ—

গ্না=নারী (নিঘণ্টু ৩-২৯)। বোইস্তা=বেত্থ=জ্ঞাপয়সি। অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থেন। স্তু=স্ত। অস্-অসতি আদানে। অসী=ধৃতেঃ। যদ্বা শক্ষৈ= আহ্বয়মি। শচতি আহ্বানে। ব্রহ্মায়=পূজায়াং। ব্রহ্ম শব্দঃ অদন্তোঽপ্যস্তি। স্নসোর অন্ত্যয়োর্ লোপ ইতি বক্তব্যাত্। প্রা—প্রতি—পূরণে। প্র+প্রা+ লেট্ এ। চি—চিনোতি—পৃথক্ করণে। শতৃ চিন্বত্। ষষ্ঠী। পরা+ই+ তু=পরেতুঃ=সেতুঃ। সুবিতস্য মনামহে অতি সেতুস্ দুরাব্যম্ (ঋগ্বেদ ৯-৪১-২)। চিন্বত্ পরেতু=যে সেতু পাপী ও পুণ্যবানের পরীক্ষা। পাপী যাহা পার হইতে পারে না। [চিন্বত সেতুকে কোরাণ সিরত সেতু বলিয়াছেন। আরবীতে 'চ' শব্দনাই। ণ=র।]

সূক্তম্‌-৪৬-১১

(১১) খ্‌ষথ্রাইশ্‌ যুজেন্‌ করপণো কাবয়স্‌ চা,
অকাইশ্‌ য্যওথনাইশ্‌ অহুম্‌ মেরেঙ্গেইত্যাই মষীম্‌।
যেংগ্‌ খে উর্বা খএচা খ্রওদত্‌ দএনা,
য্যত্‌ অইবী গেমেন্‌ যথ্রা চিন্বতো পেরেতুশ্‌।
যবোই বীস্পাই দ্রুজো দেমানাই অস্তয়ো॥

অন্বয় ঃ—

করপণাঃ কাবয়ঃ চ ক্ষথৈ্রঃ যুজন্‌ (কর্পগণ আর কবিগণ ক্ষথে্রর সহিত যুক্ত হউক)। অকৈঃ চ্যোথ্নৈঃ মষ্যম অহুম্‌ মৃন্‌জধ্যৈ (পাপকর্ম দ্বারা তাহারা মনুষ্যদিগ হইতে আত্মাকে ভ্রষ্ট করে।) স্বঃ উর্বা স্বা ধ্যানা চ যান্‌ ক্রুধ্যতি (নিজের আত্মা এবং নিজের ধ্যান যাহাদিগকে তর্জন করে)। যত্‌ অভিগমন্তি যত্র চিন্বতঃ পেরেতুঃ (যখন তথায় যায় যথায় চিন্বত্‌ সেতু)। বিশ্বায় যবায় দ্রুজঃ দমনি অস্তয়ঃ (চিরদিনের জন্য মিথ্যার আলয়ে বাসেন্দা)।

অনুবাদ ঃ—

কল্প ও কবির অনুচরগণ ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) অর্জন করুক। পাপকর্ম দ্বারা তাহারা মানুষের জীবনটাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। তাই তাহাদের উর্বা (আত্মা) ও ধ্যান (বুদ্ধি), তাহাদিগকে ভর্ত্‌সনা করিতে থাকে, যখন তাহারা চিন্বত্‌ পরেতুর (নির্বাচক-সেতু =বৈতরণী নদী) সম্মুখীন হয়। তাহারা চিরদিন মায়ার রাজ্যেই বাস করে।

তাতপর্য ঃ—

ক্ষথ্র যাহার আছে, সে পাপও করেনা (কারণ পাপ করিবার হেতু তাহার নাই) ভগবদ্‌ ধাম হইতে বঞ্চিতও হয় না।

টীকা ঃ—

ক্ষথৈ্রঃ=অনপেক্ষয়া। যুজন=যুঞ্জন্তু। লিঙর্থে লেট্‌ (৩-৪-৭)। যুজ্‌ লেট্‌ অন্তি। ইতশ্চ লোপঃ। সংযোগান্তস্য লোপঃ। মৃগ-মৃগ্যতি অন্বেষণে ক্বচিত্‌ হত্যায়াং। অত্র তুদাদিঃ। শে মুচাদীনাম্‌ (৭-১-৫৯) মৃঙ্গতি। ক্রিয়া সমভিহারে লোট ধ্যৈ (৩-৪-২) মৃঙ্গধ্যৈ=ঘ্নন্তি। মষীম্‌=মষ্যং=মনুষ্যং মৃঙ্গধ্যৈ ইত্যস্য গৌণে কর্ম্মণি দ্বিতীয়া। ক্রুধ্যতি তর্জয়তি। অত্র তুদাদি। লেট্‌ তি। গমতি গতিকর্মা নিঘণ্টু (২-১৪) অস্‌+তি (উণাদি ৬২৯)= অস্তিঃ=স্থিতিশীল=নিবাসী। চিন্বত-পরেতু=বৈতরণী (সেতু)=সিরত উল্‌ মুস্তকিম (কোরাণ) আরবীতে 'চ' অক্ষর নাই, আর ন 'র'তে পরিবর্তিত হইয়াছে। চিন্বত্‌=সিরত্‌। 'দীন' (ধর্ম্ম) আর 'চিন্বত্‌' এই দুইটি শব্দ কোরাণ গাথা হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

সূক্ত-৪৬·১২

(১২) য্যত্ উস্ অষা নপ্ত্যএষ্ নফ্ষু চা,
তূরহ্যা উজ্জেন্ ফ্র্যাণহ্যা অওর্জ্যএষ্।
আর্মতোইশ্ গএথাও ফ্রাদো থ্বখ্ষংহা,
অত্ ঈশ্ বোহূ হেম্ অইবী মোইস্ত্ মনংহা।
অএইব্যো রফেধ্রাই মজ্দাও সস্তে অহুরো॥

অন্বয় ঃ—

তুরস্য প্রয়ানস্য অযাজ্যেযু নপত্যেযু নপ্তৃযু যত্ উস্ অষা উজ্-জন্ (তুরাণবংশায় প্রয়াণের ব্রাত্য পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে যখনই ধর্মের উদ্ভব হয়)। আরমতেঃ ত্বক্ষসা গয়থাঃ প্রাতুঃ (শ্রদ্ধার প্রভাবে তাহাদের বিষয় ও বাড়িতে থাকে)। অত্ বসু মনসা ইস্ সম অভি মেথতি (তখনই প্রজ্ঞা আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়)। এভ্যঃ অহুরঃ মজ্দাঃ রফধ্রায় শস্তে ইহাদিগকে অহুর মজ্দা, তাহাদের আনন্দ বর্ধন করিয়া উপদেশ দেন)।

অনুবাদ ঃ—

তুরাণবংশীয় প্রয়াণের আচার বর্জিত পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে যখনই ধর্মের সঞ্চার হয়, অমনই শ্রদ্ধার প্রভাবে তাহাদের বিষয় বৈভবও বাড়িতে থাকে। আর প্রজ্ঞা তাহাদের সঙ্গে আসিয়া জোটে। অহুর মজ্দা তখন নিজেই তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া তাহাদের আনন্দ বর্ধন করেন।

তাত্পর্য্য ঃ—

কে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা না খুঁজিয়া কাহাতে ধর্মনিষ্ঠা প্রবল তাহাই অনুসন্ধান করিবে। ব্রাত্যগণকে শুদ্ধ করিয়া লইয়া ধর্মচক্রের অন্তর্ভুক্ত করিবে।

টীকা ঃ—

নপত্য=অপত্য। নফ্সু=নপ্তৃযু। নপ্তৃ=নাতি। উদ্+জন+লিট্ অ= উদ্-জন্। লের্ লুক্ (৩·৪-৬) ইতি লিটঃ লুক্। গয়থাঃ=বিষয়াঃ। প্র+ অত্+লুঙ্দ=প্রাতস্। চ্লেঃ সিচ্ (৩-১-৪৪)। লের্ লুক্ (২-৪-৮০)। প্রাদস্=প্রাতস্=প্রথন্তে=বর্ধন্তে। ত্বক্ষস্=বলং (নিঘণ্ট-২-৯)। ইস্=ইমম্। অভিমেস্ত্=অভিমেত্ত=অভিমিলতি। মিথ মিথতি মেলনে। অদাদি। লেট্ তি মেত্তি। ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেযু (৩-৪-৯৭) মেও্। সং-ত্ত্=জেং স্ত। শস্তে=শাস্তি=উপদিশতি।

সূক্ত-৪৬-১৩

(১৩) যে স্পিতামেম্ জরথুস্ত্রেম্ রাদংহা,
মরেতএষূ খ্ষ্ণাউশ্ হেবা না ফ্রাস্রুইদ্যাই এরেধ্বো।
অত্ হোই মজ্দাও অহূম্ দদাত্ অহুরো
অহ্মাই গএথাও বোহূ ফ্রাদত্ মনংহা।
তেম্ বে অষা মেহমইদী হুশ্-হখাইম্॥

অন্বয় ঃ—

স্পিতামম্ জরথুস্ত্রং রাধস্ (স্পিতাম জরথুস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া)। যঃ মর্ত্যেষু ক্ষায়ুঃ (যিনি সকল মানুষে প্রীতি করেন)। স্বঃ না প্রশ্রুত্যৈ ঋধ্বঃ (সেই নর প্রশংসার যোগ্য)। অত্ অহুরঃ মজ্দা তস্মৈ অসুম্ দদাত্ (তাই অহুর মজ্দা তাহাকে সুবুদ্ধি দিউন)। বসুমনসা অস্মৈ গয়থাঃ প্রাধাত্ (প্রজ্ঞাদ্বারা উহার প্রদেশ রক্ষা করুন)। অষা তং সুসথায়ং মন্-মহতি (ধর্ম তাহাকে সুষখা বলিয়া মনে করুক)।

অনুবাদ ঃ—

যিনি স্পিতম জরথুস্ত্রের অনুসরণে সকল মানুষকে ভালবাসেন, কেবল তিনিই প্রশংসার পাত্র। অহুর মজ্দা তাহাকে সুবুদ্ধি দিউন, প্রজ্ঞা তাহার প্রভাব বাড়াউক, ধর্ম তাহাকে সুহৃদ্ বলিয়া মনে করুক।

তাত্পর্য ঃ—

যিনি মানুষকে ভালবাসেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ নর। তিনি না চাহিলেও অহুর মজ্দা তাহাকে গৌরব দেন। প্রেম (ভগবত্ প্রেম এবং জীবপ্রেম) গাথার প্রধান শিক্ষা। পরবর্তী কালে ইরাণের দুইজন শ্রেষ্ঠ সন্তান, জালাল-উদ্-দীন এবং বাহাউল্লা, এই প্রেমমার্গ বিলক্ষণ বিকশিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবত্ প্রেম বিকশিত করিয়াছেন মহা-সূফী জালাল-উদ-দীন, এবং জীবপ্রেম বিকশিত করিয়াছে নব-সূফী বাহাউল্লা। গাথাই কিন্তু আকর গ্রন্থ।

টীকা ঃ—

রাধ রাধয়তি সেবায়াং। রাধ+কসুন্ (৩-৪-১৭)=রাধস্। সুপাং ইতি প্রথমা স্থলে আ। ঋধ্বঃ=যোগ্যঃ। ঋধ্যতি আদরে। অসু=প্রজ্ঞা (নির্ঘণ্টু ৩-৯)। প্র+আ+দা+লেট তি=প্রাদাত্। ইতশ্চ লোপঃ। লিঙর্থে লেট্। মহ-মহতি পূজায়াম্। ষঙ্ মন্মহতি। সুসথায়ং। পারস্করাদিত্বাত্ সুট্।

সূক্তম্-৪৬-১৪

(১৪) জরথুস্ত্রা কস্ তে অষবা উর্বথো,
মজোই মগাই কেবা ফ্রাস্রুইথ্যাই বস্তী।
অত্ হ্বো কবা বীস্তাস্পো যাহী
যেংগস্ তূ মজ্দা হদেমোই মিনশ্ অহুরা,
তেংগ্ জুয়া বংহেউশ্ উখ্ধাইশ্ মনংহো॥

অন্বয় : জরথুস্ত্রা, কঃ অষাবান্ তে উর্বথঃ (হে জরথুস্ত্র, কোন ধার্মিক তোমার প্রিয়) কঃ বা মহায় মঘায় প্রশ্রুত্যৈ বষ্টি (কেই বা এই মহত্ সংঘের নিমিত্ত যশ আকাঙ্ক্ষা করে)। অত্ স্বঃ যাসী কবঃ বিষ্টাশ্বঃ (এই সেই বীর কবি বিষ্টাশ্বই এমন বটে)। মজ্দা অহুরা যান ত্বং সদমে মনসি (যাহাদিগকে তুমি সলোকে ইচ্ছা কর)। তাঃ জবয় বসোঃ মনসঃ উক্তৈঃ (প্রজ্ঞার বাণীদ্বারা তাহাদিগকে ত্বরান্বিত কর)।

অনুবাদ :—

হে জরথুস্ত্র কোন ধার্মিক নর তোমার প্রিয়? কেই বা এই মহান্ সংঘকে গৌরবান্বিত দেখিতে চায়? বীর কবি বিষ্টাশ্বই এমন জন। হে অহুর মজ্দা, যাহাদিগকে তুমি সালোক্য মুক্তি দিতে চাও, তাহাদিগকে সত্বর প্রজ্ঞার বাণী শুনাইও।

তাত্পর্য :—

কেবল নিজে সুশীল হইলেই চলিবেনা। যিনি ধর্মচক্রের জয় আকাঙ্ক্ষা করেন তিনিই যথার্থ ধর্মবীর।

টীকা :—

অষ+বনিপ্। ছন্দসি ঈ বনিপৌ বক্তব্যৌ। অষবন্। বতুপি অষবান্ স্যাত্। মজোই=মজৈ=মহৈ=মহতে। সং—এ=জেং—ওই। সং—হ=জেং—জ। মহতঃ টের্ লোপঃ। মহে রণায় চক্ষসে—(ঋগ্বেদ-১০-৯-১) মগায়= মঘায়=অসুরোপাসকানাম্ সংঘায়। পুনর্ মঘেষু অবস্থানিভূরি—(আঙ্গিরস বেদ ৫-১১-৭।) কে=কঃ। সুপাং সু-লুক ইতি প্রথমাস্থলে এ। যসতি যস্যতি প্রযত্নে। যাসী=বীরঃ। দম=গৃহ (নিঘণ্টু ৩-৪)। ম্না—মনতি (৭-৩-৭৮) চিন্তায়াম্। ম্না+লেট্ সি। ম্নাস্। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। মিনস্= ইচ্ছসি। জুয়=জবয়=চালয়। জবতি গতিকর্মা (নিঘণ্ট্-২-১৪) তনিপত্যোর ছন্দসি-৬-৪-৯৯ ইত্যত্র যোগবিভাগাত্।

সূক্তম্-৪৬-১৫

(১৫) হএচত্-অস্পা বখ্‌্য্যা বে স্পিতমাওং হো,
[বীস্পা তা যা বে স্রুইঘ্যাই বহিস্তা]
য্যত্ দাথেংগ্ বীচয়থা অদাথাংস্ চা,
তাইশ্ যূশ্ য্যওথনাইশ্ অষেম্ খ্‌ষ্‌মইব্যা দদুয়ে।
যা ইশ্ ধাতা ইশ্ পঔরুয়াইশ্ অহুরহ্যা॥

অন্বয় ঃ—

হে স্পিতমাসঃ সেচদ্-অশ্বাঃ বঃ বক্ষ্যে (হে স্পিতম-গোত্রীয় সেচদশ্বগণ, তোমাদিগকে বলিতেছি)। বিশ্বং তদ্ যদ্ বৈ শ্রুত্যৈ বহিষ্ঠ, (সই সব যাহা শুনিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ)। যদ্ ধাতং বিচয়থ অধাতং চ (যেহেতু তুমি ন্যায় এবং অন্যায় বাছিয়া চল)। যূষ্ তৈঃ চ্যৌত্নৈঃ ঋ্‌মভ্যঃ অষং দদে (তোমার সেই কর্মের দরুণ তোমাকে ধর্ম দেওয়া হইয়াছে)। যা ইস অহুরস্য পৌর্য্যাঃ ইস্ ধাতাঃ ইস্ (যাহাই অহুরের শ্রেষ্ঠ দান)

অনুবাদ ঃ—

হে স্পিতম সেচদস্ব, তোমাকে এই শ্রেষ্ঠ শ্রবণীয় বলিতেছি, যেহেতু তুমি 'উচিত' আর 'অনুচিতে'র পার্থক্য রক্ষা করিয়া চল, তোমার তাদৃশ কর্মদ্বারা তুমি ধর্ম অর্জন করিয়াছ। আর ধর্মই মজ্‌দার শ্রেষ্ঠ দান।

তাত্‌পর্য ঃ—

যিনি অশুভ বাসনাকে দূরে সরাইয়া শুভ বাসনাকে লালন করেন, তিনিই ধার্মক।

টীকা ঃ—

শ্রুধ্যৈ=শ্রোতুম্। শ্রু+তুমর্থে ধ্যৈ (৩-৪-৯)। ধা+ক্ত=ধাতং=হিতং। বিচ—বিনক্তি পৃথক্ করণে। স্বার্থে ণিচ্ বিচয়তি। দস্তে=দত্তে। দদ—দদতে দানে। কর্মণি যক্। লট্ তে। লোপস্ত (৭-১-৪১)। ধা+থ (উণাদি ১৩৭)=ধাথঃ+বিধানং। ধাতা ইস্=ধাতা বৈ।

সূক্তম্-৪৬-১৬

(১৬) ফেরষওস্ত্রা অথ্রা তূ অরেদ্রাইশ্ ইদী,
হ্বোগ্বা তাইশ্ যেংগ্ উস্মহী উস্তা স্তোই।
যথ্রা অষা হচইতে আরমইতিশ্,
যথ্রা বংহেউশ্ মনংহো ঈস্তা খ্ষথ্রেম্।
যথ্রা মজ্দাও বরেদেমাঁম যএইতী অহুরো॥

অন্বয় :—

হে স্বগ্ব পৃষোষ্ট্র, যান্ স্তি উস্তান্ উস্বহি (হে স্বগ্ব গোত্রীয় পৃষোষ্ট্র, যাহাদিগকে চিরপ্রিয় বলিয়া আমরা দুজনে মনে করি)। তৈঃ ঋধ্রৈঃ তূ অত্র এধি (সেই আরাধকদের সহিত তুমি এখানে এস)। যত্র আরমতিঃ অষেণ সচতে (যথায় শ্রদ্ধা ধর্মের সহিত মিলিত আছে)। যত্র বসোঃ মনসঃ ইষ্টং ক্ষথ্রং (যথায় প্রজ্ঞার অভীষ্ট জিষ্ণুতা আছে)। যত্র অহুরঃ মজ্দাঃ ভূরিতমম্ শেতে (যথায় অহুর মজ্দা অত্যন্ত শয়ান আছেন)।

অনুবাদ :—

হে স্বগ্ব পৃষোষ্ট্র, যে সকল ভক্ত আমাদের দুজনেরই চিরপ্রিয়, তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়া তুমি এখানে এস, যথায় শ্রদ্ধা ধর্মের সহিত মিলিত, যথায় প্রজ্ঞার সহিত অনপেক্ষা বর্তমান, আর যথায় অহুর মজ্দা নিরন্তর বিরাজ করেন।

তাত্পর্য :—

যে নরে অনপেক্ষা এবং শ্রদ্ধা আছে, তাহার ভক্তিই যথার্থ ভক্তি। অন্য ভক্তি ছলনা মাত্র। [ভগবান জরথুস্ত্রের জন্মভূমি রজিনগরে তীর্থযাত্রার ইঙ্গিত এখানে আছে]।

টীকা :—

পৃষন্ (ধাবন্) উষ্ট্রঃ যস্য পৃষোষ্ট্রঃ। পৃষো-দরাদীনি (৬-৩-১০৯)। ঋধ্নোতি=পরিচরতি (নিঘণ্টু ৩-৪)। ঋধ্+র। স্বগ্বঃ—সুষ্ঠু গাবঃ যস্য। স্বগুর্ অস্মত্সু হিরণ্যঃ সু-অশ্বঃ (ঋগ্বেদ-১-১২৫-২)। বশ-বষ্টি ইচ্ছায়াং=বশ্+লট বস। ইদন্তোমসি (৭-১-৪৭) ইতি যোগবিভাগাত্ বসের্ অপি। সচতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু-২-১৪) ঈষ—ঈষতে দর্শনে। ঈষ+ক্ত=ঈষ্টঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি আ।

সূক্তম্-৪৬-১৭

(১৭) যথ্রা বে অফ্‌ষ্‌মানী সেংগহানী,
নো ইত্‌ অনফ্‌য্‌মাঁম্‌ দে-জামাস্পা হেবাখা।
হদা বেস্তা বহে্‌মংগ্‌ সেরওষা রাদংহো,
যে বীচিনওত্‌ দাথেম্‌ চা অদাথেম্‌ চা।
দংগ্রা মন্ত অষা মজ্‌দাও অহুরো॥

অন্বয় ঃ—

হে স্বগ্ব অধি- যমাশ্ব, যত্র বঃ অপ্স্মানি শংসানি নো ইত্‌ অন্-অপ্স্মং (হে সুগ্ব গোত্রীয় অধি-যমাশ্ব, যেহেতু তোমাদিগকে কুশল কথাই বলিতেছি, অকুশল কথা নহে)। অত্‌ শ্রদ্ধয়া রাধস্‌ সদা ব্রহ্মং বেত্‌থ (অতত্রব ভক্তির সহিত আরাধনা করিয়া সর্বদা ব্রহ্মকে জান)। হে অহুর মজ্‌দা, যঃ দাথং অদাথং চ বিচিনোতি (হে অহুর মজ্‌দা, যিনি নিত্য আর অনিত্যকে পৃথক্‌ করেন)। স অষাং দস্রং মন্ত (তিনি ধর্মকে উত্তমরূপে জানেন)।

অনুবাদ ঃ—

হে সুগ্ব-বংশোদ্ভব অধি-যমাশ্ব, আমি তোমাকে কুশল কথাই বলিতেছি, অকুশল কথা নহে। অনুরাগের সহিত সাধনা করিয়া ব্রহ্মকে অবগত হও। যে নর নিত্য অনিত্যের পার্থক্য করে, সেই জনই ধর্মকে যথার্থরূপে জানিতে পারে।

তাত্‌পর্য ঃ—

নিত্যানিত্য বিচার করিতে থাকিলেই, অনিত্য ভোগসুখের আকর্ষণ কমিয়া যায়, শাশ্বত শান্তির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শান্তি কেবল মজ্‌দার নিকটেই আছে ; ধর্মই শান্তি লাভের একমাত্র উপায় ; নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা ধর্মে রতি জন্মে।

টীকা ঃ—

অপস্‌=কর্ম (নিঘণ্টু-২-১)। অপস্‌+ম=অপস্ম। (কর্মণ্য, practical অনপস্ম=দুঃসাধ্য, impracticable। অধি—যমাশ্ব=মহা যমাশ্ব। ব্রহ্মং=পরং ব্রহ্ম। বেত্‌থ ইত্যস্য কর্মণি দ্বিতীয়া। ব্রহ্ম শব্দঃ অত্র অকারান্তঃ। স্নোর্‌ অন্তযোর্‌ লোপঃ ইতি বচনাত্‌। তথাচ শ্বেতাশ্বতরে "সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মম্‌ এতত্‌।" ধাতং=নিত্যং, যত্‌ চিরং দধাতি। ধা+ক্ত=ধাত। মহাবিভাষয়া 'দধাতের্‌ হিঃ' (৭-৪-৪২) ইত্যস্য প্রয়োগঃ নাস্তি। বেস্ত=বেত্ত=জানীহি। দ্ব্যচো অতস্‌ তিঙঃ (৬-৩-১৩৫) ইতি অন্তস্বরস্য দীর্ঘত্বম্‌। সং—ত্ত=জেং স্ত। দস্রা=দস্রং=তীব্রং। ভেদকে দ্বিতীয়া। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি দ্বিতীয়াস্থলে আ। মন্তঃ=মন্তা=জ্ঞাতা।

সূক্ত-৪৬-১৮

(১৮) যে মইব্যো যওশ্ অহ্মাই অস্ চীত্ বহিস্তা,
মখ্যাও ইস্তোইশ্ বোহু চোইষেম্ মনংহা।
আঁস্তেংগ্ অহ্মাই যে নাও আংস্তাই দইদীতা
মজ্দা অষা খ্ষ্ নাকেম্ বারেম্ খ্ষ্ ণওষেম্নো
তত্ মোই খ্রতেউশ্ মনংহস্ চা বীচিথেম্॥

অন্বয় :—

যঃ মভ্যঃ জোষং (যে আমাকে সুখ দেয়)। অস্মৈ অস্ চিত্ বহিষ্ঠং (তাহাকে উহার চেয়েও অনেক বেশী)। মস্য ইষ্টয়ে (আমার কল্যাণের নিমিত্ত)। বসু মনসা চেশামি (প্রজ্ঞার অনুমোদন অনুসারে প্রেরণ করি)। আস্তং অস্মৈ যঃ নঃ আঁস্তায় দধীত (ক্লেশ তাহাকে, যে আমাদিগকে ক্লেশে স্থাপন করে)। মজ্দা, অষয়া ক্ষানাকং বারম্ ক্ষুষামঃ (হে মজ্দা, আমি ধর্ম্মদ্বারা তোমার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করিব)। তত্ মে ক্রতোঃ মনসং চ বীচিথং (ইহাই আমাব কর্ত্তব্যের ও মনের উচিত)।

অনুবাদ :—

যে আমাকে সুখ দেয়, প্রজ্ঞার নির্দেশানুযায়ী, আমার কল্যাণের জন্য, আমি তাহাকে তাহার চেয়েও বেশী সুখ দেই। আর যে আমাকে ক্লেশ দেয়, তাহাকে ক্লেশ দেই। হে মজ্দা আমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া তোমার অভিপ্রায় সাধন করিব—আমার কর্তব্যবুদ্ধি ও মন (রুচি), উভয়েরই ইহা উচিত।

তাত্পর্য্য :—

যে যেমন, তাহার সহিত তেমন ব্যবহার করিবে।

টীকা :—

যোস্=কল্যাণং। শং যোঃ অভিস্রবন্তু নঃ (আঙ্গিরসবেদ-১-৬-১)। যদ্বা জুষ্—জোষতি পরিতর্পণে। অস্=অস্মাত্। ইষ্টৈঃ=ইষ্টয়ে=কল্যণায়। চতুর্থীস্থলে ষষ্ঠী। চতুর্থ্যর্থে (২-৩-৬২)। মখ্য=মস্য=মম। সং—স=জেং-থ। চিশ্—চেশতি প্রেরণে (ছান্দসঃ)। অংস—অংসয়তি বিভাজনে। অংস+ক্ত=আংস্তম্=ক্লেশঃ দধ—দধতে—ধারণে। লিঙ্—ঈত। বারং= অভিপ্রায়ং। ক্ষুষামঃ=সাধয়ামঃ। (৩৪-৯৭)। বিচিথং=উচিতং। বি +চি+থ (উনাদি)

সূক্ত-৪৬-১৯

(১৯) যে মোই অষাত্ হইথীম্ হচা বরেষইতী,
জরথুস্ত্রায় য্যত্ বস্না ফ্রষোতেমেম্।
অহ্মাই মীঝ্দেম্ হনেন্তে পরাহূম্
মনে বিস্তাইশ্ মত্ বীস্পাইশ্ গাবা অজী।
তা চীত্ মোই সাঁস্ ত্বেম্ মজ্দা বএদিস্তো॥

অন্বয় :—

যঃ অষাত্ সত্যং সচা বৃশ্চতি (যিনি ধর্মবশতঃ সত্যের সহিত নিষ্পন্ন করেন) যা বস্না মে জরথুস্ত্রায় প্রেষ্যতমা (যে ইচ্ছা আমি-জরথুস্ত্রের অত্যন্ত প্রিয়)। অস্মৈ পরাস্থঃ মীঢ়ং হন্যতে (তাহাকে পরাত্মা পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়)। মনো-বিত্তয়া বিশ্বয়া অজয়া গবা মত্ (সমগ্র মনোজ্ঞ সজীব জগতের সহিত)। মজ্দা, তত্ চিত্ মে শংস—যতঃ ত্বম্ বেদিষ্ঠঃ (হে মজ্দা, তাহাও আমাকে বলিয়া দাও, কেননা তুমি বিজ্ঞতম)।

অনুবাদ :—

আমি—জরথুস্ত্রের যাহা প্রিয়তম অভিলাষ, যিনি ধর্মপথে থাকিয়া যথার্থভাবে তাহা আচরণ করেন, তিনি পুরস্কার স্বরূপ অধি-আত্মা এবং মনোজ্ঞ জগত্ উভয়ই পাইবেন। হে মজ্দা, তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি বলিয়া দিলে, এই প্রত্যয় দৃঢ় হইবে।

তাত্পর্য :—

পরমার্থ লাভের জন্য সংসার ছাড়িতে হইবেনা। গুরুর শাসনে থাকিয়া সংসার ধর্ম পালন করিয়া গেলেই পরমার্থ লাভ হয়। শুভ বাসনা ত্যাগের প্রয়োজন হয় না।

টীকা :—

মোই=মে=মহ্যম্=মাং প্রাণয়িতুং। সত্যং সচা=সত্যেন really। বৃশ্— বৃশ্চতি বরণে। জরথুস্ত্রায়= জরথুস্ত্রং অভিপ্রেত্য (১-৪-৩২)। বশ্+ন (উণাদি)=বশ্নঃ=বাসনা। মিহ+ক্ত=মীঢং=ফলং। হনতি=গচ্ছতি (নিঘণ্ট ২-১৪)। সর্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থা স্যুঃ। পরঃ (উত্তরঃ) অসুঃ=পরাহুঃ। মনে-বিত্তৈঃ=মনোজ্ঞৈঃ। কণে মনসি (১-৪-৬৬) ইতি গতিত্বং। বী—অজতি— প্রজননে। অজ্যা=সজীবা। বেত্তা+ইষ্ঠ=বেদিষ্ঠ। তুর্ ইষ্ঠে (৬-৪-১৫০)।

স্পেন্ত-মন্যু (সত্বগুণ)
নমো বে গাথাও অষওনীশ্ সূক্ত-৪৭-১

(১) স্পেন্তা মইন্যু বহিস্তা চা মনংহা,
হচা অষাত্ ষ্যওথনা চা বচংহা চা।
অহ্মাই দাঁন্ হউর্বাতা অমেরেতাতা,
মজ্দাও খ্ষথ্রা আরমইতা অহুরো॥

অন্বয় ঃ—

স্পেন্তেন মন্যুনা। (সত্ব গুণ দ্বারা) বহিষ্ঠাং মনসাং (উত্তম প্রজ্ঞাকে) চ্যৌত্নেন বচসা চ অষাত্ সচা (কর্মে এবং বচনে, ধর্ম সহ)। অস্মার দান্ত স্বতাং অমৃতাতিং (আমাদিগকে দিউন অধ্যাত্মতা আর অমৃতাতি)। মজ্দাঃ অহুরঃ ক্ষত্রেণ আরমত্যা চ (অহুর মজ্দা অনপেক্ষা ও শ্রদ্ধার সহিত)।

অনুবাদ ঃ—

সত্বগুণের সহায়তায়, অহুর মজ্দা আমাকে দিউন (১) উত্তম প্রজ্ঞা (২) কর্মে ও বচনে ধর্মপরায়ণতা (৩) অধ্যাত্মতা (৪) ব্রহ্মনিষ্ঠা (৫) অনপেক্ষা কিংচ (৬) শ্রদ্ধা।

তাত্পর্য ঃ—

সপ্তম নি-য়োগ শ্রোষ (ভক্তি) ব্যতীত, অপর ছয়টী নি-যোগের উল্লেখ এই শ্লোকে আছে। ইহারা 'নিতরাং যোগঃ'—উত্কৃষ্ট যোগ (উপায়)। ইহারা যথাক্রমে (১) অষ=ধর্ম (২) বহিষ্ঠং মনঃ=পরিপ্রজ্ঞা (Absolute conscience) (৩) ক্ষত্র=জিষ্ণুতা (অনপেক্ষা) (৪) আরমতি=শ্রদ্ধা (৫) স্বর্বতাতি=অধ্যাত্ম-নিষ্ঠা কিঞ্চ (৬) অমৃতাতি=ব্রহ্মনিষ্ঠা।

সত্বগুণ থাকিলে এই পুণ্য নি-য়োগগুলি (স্পেন্ত অমেষাগুলি) আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা ধাপে ধাপে মজ্দার নিকট পৌছাইয়া দেয়।

টীকা ঃ—

মন্যু=মন্যুনা। হেতৌ তৃতীয়া। তৃতীয়াস্থলে অন্ত্যস্বরের দীর্ঘত্ব (৭-১-৩৯) বহিষ্ঠা মনসা=বহিষ্ঠাং মনসাং। 'দান্'—এই ক্রিয়ার কর্ম। দ্বিতীয়ার লোপ (৭-১-৩৯)। দান্=দদাতু। দা+লেট্ অন্তি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)= দান্ত্। সংযোগান্তস্য লোপঃ (৮-২-২৩)=দান্। লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)। অষাত—সচা শব্দযোগে পঞ্চমী। সচা—সহার্থকঃ নিপাতঃ (নিঘণ্টু-৪-৩০)। 'আজ্' ইতি পারসীকে। স্বর্বতাং=অধ্যাত্মতাং। সুপাংসু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া লুক্।

সূক্ত-৪৭-২

(২) অহ্যা মন্যেউশ্ স্পেনিস্তহ্যা বহিস্তেম,
হিজ্বা উখ্‌ধাইশ্ বংহেউশ্ এএআনূ মনংহো।
আরমতোইশ্ জস্তোইব্যা ষ্যওথনা বেরেজ্যত্,
ওয়া চিস্তী হেবো প্তা অষহ্যা মজ্‌দাও ॥

অন্বয় :—

অস্য স্পেনিষ্ঠস্য মন্যোঃ যত্ বহিষ্ঠম্ (এই পুণ্যতম গুণের যাহা শ্রেষ্ঠ কলা) অবা অনু (এইরূপে)। জিহ্বয়া বসোঃ মনসঃ উক্তে। (জিহ্বাদ্বারা প্রজ্ঞার বাণীর মাধ্যমে) হস্তাভ্যাম্ আরমতেঃ চ্যৌত্নেন (হস্ত দুইটি দ্বারা শ্রদ্ধার কর্মের মাধ্যমে)। তত্ বৃহেত্ (তাহা বর্ধিত হউক)। অবা চিস্তিঃ (ইহাই পরাবিদ্যা)। স্বঃ মজ্‌দা অষস্য পাতা (সেই মজ্‌দা ধর্মের পরিপালক)।

অনুবাদ :—

উত্তম সত্বগুণের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তাহা এইরূপে, অর্থাত্ (১) চিন্তার মাধ্যমে (২) জিহ্বাদ্বারা বাণীর মাধ্যমে, এবং (৩) হস্ত দুইটীদ্বারা পুণ্য কর্মের মাধ্যমে, বর্ধিত হউক। "অহুর মজ্‌দা স্বয়ং প্রতিপালক" ইহাই চিস্তি (শ্রেষ্ঠ রহস্য—উপনিষদ্)।

তাত্পর্য :—

মজ্‌দাকে "ধর্মাবহং পাপনুদং ভবেশম্" (শ্বেতাশ্বতর-৬-৬) বলিয়া বুঝিতে পারিলে, "পাপ করিতে থাকিলে মজ্‌দাকে পাওয়া যাইবে না", এই ধারণা দৃঢ়মূল হইলে, পাপের শক্তি কমিয়া যায়, মানুষ সহজেই মুক্তি লাভ করে।

[অনেকে মনে করেন যে ব্রহ্ম নির্গুণ, অতএব পাপ কিম্বা পুণ্যের প্রতি সমানভাবেই উদাসীন। এই ভ্রান্তধারণা হইতে তাহারা মুদ্রা মৈথুনাদি নানাবিধ কদাচারকে ধর্মসাধনার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হন। জমদগ্নি জরথুস্ত্র তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যে ব্রহ্ম সগুণও বটেন, (যুগপত সগুণ এবং নির্গুণ)। সগুণ ব্রহ্ম মজ্‌দা, ধর্মের (সাত্বিকতার) প্রতিপালক, ইহা ভুলিয়া গেলে পাপের কবলে পড়িতে হইবে। তাই ইহাকে বলা "চিস্তি" কিম্বা পরম রহস্য। চিস্তিই পরবর্তীকালে সুফীবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

টীকা :—

বহিষ্ঠং=শ্রেষ্ঠং। বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃতং বিশেষণং। বৃহেত্ ইত্যস্য কর্তরি প্রথমা। অবা-অনু=এবমেব। অব=এন (নিঘণ্টু ৩-২৯-২১) বৃহ—বর্হতি বৃদ্ধৌ। বৃহ+লেট্ তি=বৃহত্। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭) লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)। অয়া=অনা=এষা (নিঘণ্টু ৩-২৯-২১)। চিস্তিঃ=পরাবিদ্যা। চিস্ (সংস্কৃত-কিস)—প্রচোদনে। বি যদ্ বাচং কীস্তাসঃ ভরন্তে (ঋগ্বেদ-৬-৬৭-১০)।

সূক্ত-৪৭-৩

(৩) অহ্যা মন্যেউশ্ ত্বেম্ অহী তা স্পেন্তো,
যে অহ্মাই গাঁম্ রাণ্যো-স্কেরেতীম্ হেম্-তষত্।
অত্ হোই বাস্ত্রাই রামা দাও আর্মইতীম্
য্যত্ হীম্ বোহূ মজ্দা হেম্-ফ্রস্তা মনং হা॥

অন্বয় :—

অস্য মন্যোঃ ত্বম্ অসি তাবত্-স্পেন্তঃ (এই গুণপ্রবাহের মধ্যে যাহা কিছু শুভ তাহা তুমিই)। যঃ অস্মায় রাণ্য-স্কৃতিং গাং সম্ অতসঃ (যে তুমি আমাদের জন্য এই শোভাময় জগত্ সৃষ্টি করিয়াছ)। অত্ অস্মৈ বাস্ত্রায় আরমতিং রামায় দাস্ (তাই সেই সাধককে শান্তির জন্য শ্রদ্ধা দাও)। হে মজ্দা, যস্ তাম্ বসু মনসা সংপ্রষ্টা (হে মজদা, যে ইহাকে প্রজ্ঞাদ্বারা প্রার্থনা করে)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, এই গুণ-প্রবাহের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, তাহা তুমিই। তুমিই আমাদের জন্য এই শোভাময় জগত্ সৃষ্টি করিয়াছ। যে জন প্রজ্ঞাদ্বারা ইহাকে (শ্রদ্ধা) পাইতে চায়, সেই সাধককে, তাহার শান্তির জন্য তুমি শ্রদ্ধা দিও।

তাত্পর্য্য :—

রামানুজের ভাষায় বলা যাইতে পারে "মজ্দা হেয়-প্রত্যনীক এবং কল্যাণ গুণাকর।" ব্রহ্মস্বরূপে তাঁহাতে সত্ব ও তমস্ দুই গুণই আছে, (কিম্বা কোনও গুণই নাই) আর ঈশ্বর স্বরূপে তিনি কেবল শুদ্ধ সত্বময় (স্পেন্ত)।

টিকা :—

তাবত্—স্পেন্তঃ=সর্বশুভঃ। ঈষদ্ অকৃতা (২-২-৭) ইতি ভেদকেন সহ বিশেষণস্য কর্মধারয়ঃ। রাণ্যা (রমনীয়া) কৃতিঃ (আকৃতিঃ) যস্য। পারস্করাদিত্বাত্ সুট্। বাস্—বাসযতি—উপসেবায়াম্। বাস্+ত্র=বাস্ত্র=কর্তা। রামায়=আনন্দায়। সুপাং সু লুক্ ইতি চতুর্থী স্থলে আ। দা+লেট্ সি=দাস্ =দেহি। সীম্=এনাং (নিঘণ্টু-৪-২-৮১)। সং-সং (৮-১-৬) দ্বিরুক্তি :

সূক্ত-৪৭-৪

(৪) অহ্মাত্ মন্যেউশ্ রারেষ্যেইন্তী দ্রেগ্বন্তো,
মজ্দা স্পেন্তাত্ নো ইত্ ইথা অষাওনো।
কসেউশ্ চীত্ না অষাওনে কাথে অংহত্
ইস্বাচীত্ হাংস্ পরওশ্ অকো দ্রেগ্বাইতে॥

অন্বয় ঃ—

মজ্দা, অস্মাত্ স্পেন্তাত্ মন্যোঃ দ্রুগ্বন্তঃ রারেষ্যন্তি (হে মজ্দা, এই সত্বগুণ হইতে পামরগণ সরিয়া যাইবে)। নো ইত্ ইথা অষাবনঃ (কিন্তু পুণ্যবানগণ সেরূপ নয়)। কসোঃ চিত্ না অষাবতে কাথে অসত্ (অল্পের [প্রভূ] মানুষও ধার্মিকে দাক্ষিণ্যবান্ হয়)। পরোঃ চিত্ ঈশ্বঃ সন অকঃ দ্রুগ্বায়তে (বহুর অধিপতি হইয়াও পিশুন পাপ করিতেই থাকে)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, পামরগণ সত্বগুণ হইতে দূরে পলাইয়া যায়। ধার্মিকগণ এরূপ করে না। অল্পের মালিক হইয়াও পুণ্যবান্ নর ধার্মিকের সাহায্যে অগ্রসর হয়; বহুর প্রভু হইয়াও পামরগণ পাপ করিতেই থাকে।

তাত্পর্য ঃ--

মনের বলই বল। দরিদ্র হইলে ও ধার্মিকজন ন্যায্য কাজ হইতে বিরত হয় না। অর্থশালী হইয়াও পাপাশয় লোভ ও ভয় বশতঃ পাপই করিতে থাকে।

টীকা ঃ—

রিষ—রেষতি পতনে। যঙ্। রারেষ্যতি। অষবনঃ। অষ+বনিপ্। ছন্দসি ঈ-বনিপৌ ইতি বার্তিকাত্। বতুপ্পি তু অষবতঃ স্যাত্। কসোঃ= অল্পস্য। কিছু ইতি বঙ্গীয়ে। কন-কনতি স্নেহে। কন্+থ (উনাদি-১৬৭) কাথঃ=প্রীতিঃ। ঈশ্+বন্ (উনাদি ১৫৯) ঈশ্বঃ=প্রভুঃ। হাংস্=সস্=সন্। পরুঃ=বহুঃ। পিপর্তি পূরণে।

সূক্ত-৪৭-৫

(৫) তা চা স্পেন্তা মইন্যু মজ্‌দা অহুরা,
অষাউনে চোইশ্‌ যা জী চীচা বহিস্তা।
হনরে থ্বহ্‌মাত্‌ জওষাত্‌ দ্রেগ্বাও বখ্‌ষইতী
অহ্যা ষ্যওথনাইশ্‌ অকাত্‌ আষ্যাংস্‌ মনংহো॥

অন্বয় :—

হে অহুর মজ্‌দা তৎ চ স্পেন্তং মন্যুং অষাবনে চেষ্‌ (হে অহুর মজ্‌দা সেই স্পেন্ত মন্যুকে ধার্মিকের নিকট প্রেরণ কর)। যঃ হি চ-চ বহিষ্ঠঃ (যাহা এটা ওটা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ)। ত্বস্মাত্‌ জোষাত্‌ দ্রুগ্বন্তঃ হনরং ভক্ষয়তি (তোমার প্রসাদে পাপশয় প্রতিফল ভোগ করিবে)। অস্য চ্যৌত্নৈঃ অকাত্‌ মনসঃ আক্ষয়ন্‌ (তাহার কর্মের দরুণ পাপবুদ্ধিতে বিচরণ করিয়া)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্‌দা, যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ সেই সত্বগুণ ধার্মিককে দাও। পাপাশয় দুর্জন পাপবুদ্ধিতে চালিত হইয়া যে যে কর্ম করে, তোমার বিধান অনুযায়ী তাহার ফল সে ভুগুক।

তাতপর্য্য :—

মজ্‌দা যে দুর্জনকে দণ্ড দেন, তাহাও তাহার করুণা। দণ্ডদ্বারা পাপীর চিত্ত শুদ্ধ করিয়া লইয়া ক্রমে তাহাকে স্বর্গে যাইবার যোগ্য করিয়া তোলেন।

টীকা :—

তম্‌=তা। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে ডা। চ=চা। নিপাতস্য চ (৬-১-১৩৬)। শিষ শেষতি ত্যাগে। চিশ-চেশতি প্রেরণে (ছান্দসঃ) লোট হি। লের্‌ লুক্‌ (২-৪-৮০)। সন-সনতি সংভক্তৌ। সন+র=সনরঃ= ভাগধেয়ং। সনরং=হনরং=হনরে। সুপাং সু লুক্‌ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে এ। জোষাত্‌=প্রমাদাত্‌। আক্ষয়ন্‌=বিরাজমানং। তা=তম্‌। সুপাং সু-লুক্‌ ইাত দ্বিতীয়া স্থলে ডা। চ চ=সর্বস্মাত্‌। নিপাতস্য (৬-১-১৩৬) ইতি দীর্ঘত্বম।

(৬) তা দাও স্পেন্তা মইন্যু মজ্‌দা অহুরা,
আথ্রা বংহাউ বীদাইতে রাণোইব্যা।
আর্‌মতোইশ্‌ দেবাঞ্জহা অষখ্যা চা,
হাজী পওরুশ্‌ ইষেন্তো বাউরাইতে॥

অন্বয় :—

মজ্‌দা অহুরা, তদ্‌ বসৌ বিদধতে রাণয়ে, স্পেন্তেন মন্যুনা (হে অহুর মজ্‌দা, সত্বগুণের সদ্ভাবহেতু, শ্রেয়সের জন্য চেষ্টমান সাধককে)। আরমতেঃ, দেবাঞ্জষায়াঃ অষায়াঃ চ অত্রিং দাস্‌ (শ্রদ্ধা আর দিব্যজ্যোতি অষার, প্রভা দাও)। স হি [অত্রিঃ] পূর্‌ন্‌ ইষ্যতঃ বাবরতে (সেই প্রভা বহু আগন্তুককে আবর্তিত করিবে)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজদা, সত্বগুণের সদ্ভাব-বশতঃ যে সাধক শুভ কর্মে নিযুক্ত আছে, তাহাকে শ্রদ্ধা আর দিব্য-জ্যোতি ধর্মের প্রভা দান কর। সেই প্রভার বলে সে বহু আগন্তুককে কুপথ হইতে ব্যাবৃত্ত করিয়া, সদ্‌-ধর্মে দীক্ষিত করিবে।

তাত্‌পর্য :—

যাহাতে ধর্মভাব ও শ্রদ্ধার প্রাচুর্য আছে, তাহার দিকে বহুলোক আকৃষ্ট হইবেই।

টীকা :—

দাস্‌=দেহি। দা+লেট্‌ সি। লিঙর্থে লেট্‌ (৩-৪-৭) বিধাতে—দধাতি ধারণে। অত্র অদাদিঃ। শতৃ। ধাতৃ। চতুর্থী। রণ—রণতি গতৌ, চেষ্টায়াং চ। রাণিঃ=সাধকঃ। দেবানাম্‌ ইব অন্‌জস্‌ (শোভা) চস্য সঃ দেবাঞ্জঃ। তস্য। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি ষষ্ঠী স্থলে আ। ইষ—ইষ্যতি গতৌ। ইষ্যতঃ=আগন্তুকান্‌, জিজ্ঞাসূন্‌। বৃ—বৃণোতি। যঙ্‌—বাবরতে।

দ্রুজ-ব্যংসা (কলুষ-দমন)।

সূক্ত-৪৮-১

(১) যেজী অদাইশ্ অষা দ্রুজেম্ বেংহইতী,
যাত্ আঁসমুতা যা দইবিতানা ফ্রওখ্তা।
অমেরেতাইতী দএবাইশ্ চা মষ্যাইশ্ চা,
অত্ তোই সবাইশ্ বক্ষোম্ বখ্ষত্ অহুরা॥

অন্বয় :—

যাভিঃ হি আধাভিঃ অষা দ্রুজং ব্যস্যতি (যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা ধর্ম পাপকে নিরস্ত করে)। যা আশংসিতা ষা দৈবতীনা প্রোক্তা (যাহা প্রশংসিত আর দিব্য বলিয়া কথিত হয়)। যা দেবায় মষ্যায় চ অমৃতাতিঃ (যাহা দেব আর মনুষ্যের পক্ষে অমৃতস্বরূপ)। অত্ তৈঃ সবৈঃ অহুরঃ ব্রহ্মং বক্ষতু (সেই সকল যোগদ্বারা অহুর ব্রহ্মকে দান করুন)।

অনুবাদ :—

যে সকল আচার দ্বারা ধর্ম পাপকে নিরস্ত করে, যে আচার প্রশংসিত ও দিব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহা দেবতা ও মানুষকে অমৃতত্ব দান করে, সেই সকল যোগদ্বারা, অহুর মজ্দার প্রসাদে আমাদের ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটুক।

তাত্পর্য :—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্য্ অখিলাত্মনি।
সদৃশোহস্তি শিবঃ পন্থাঃ যোগিনাম্ ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥

ভাগবত ৩-২৫-১৯

ভগবদ্ ভক্তিই ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

টীকা :—

ধা-বিদধাতি করণে। আ+ধা+ক্বিপ্=আধা=প্রক্রিয়া। দেবত+খ=দেবতীনঃ। (৪-২-৯৪)। দেবৈঃ=দেবেভ্যঃ। সুপ্-তিঙ-উপগ্রহইতি চতুর্থীস্থলে তৃতীয়া। সু—সুনোতি যোজনে। সবঃ=যোগঃ। যজ্ঞঃ সবো অধ্বরো যাগঃ ইত্যমরঃ। ব্রহ্ম ইতি অকারান্তোহ্পি অস্তি। ত্রিবিধং ব্রহ্মম্ এতত্-শ্বেতাশ্বতর। বক্ষ-বক্ষতি-সংঘাতে। দানে ছান্দসঃ। বখ্শিদান্ ইতি পারসীকে।

সূক্ত-৪৮-২

(২) বওচা মোই যা ত্বেম্ বীদ্বাও অহুরা,
পরা হ্যত্ মা যা মেঙ্গ্ পেরেথা জিমইতী।
কত্ অষবা মজ্দা বেঙ্গ্হত্ দ্রেগ্বন্তম্
হাজী অংহেউশ্ বংউহী বিস্তা আকেরেতিশ্॥

অন্বয় ঃ—

হে অহুর মে বচ, যতঃ ত্বং বিদ্বাস্ (হে অহুর মজ্দা, আমাকে বলিয়া দাও, যেহেতু তুমি জান)। পরা যত্ মে (অতঃপর আমার যাহা হইবে)। যা পুর্থা মাং জমতি (কিরূপ পূর্ণতা আমার নিকট আসিবে)। হে মজ্দা আষাবান্ কত্ দ্রুগ্বন্তং ব্যঁস্তেত্ (ধার্মিক কবে পামরকে পরাভূত করিতে পারিবে)। সা হি অসোঃ বস্বী আকৃতিঃ বিত্তা (ইহাই জীবনের শুভ পরিণতি বলিয়া খ্যাত)।

অনুবাদ—ঃ

হে অহুর, তুমি তো সবই জান, আমাকে আমার ভবিতব্য বলিয়া দাও। আমার পূর্ণতার স্বরূপ কী? হে মজ্দা, ধার্মিক কবে পামরকে পরাভূত করিতে পারিবে? ইহাই (পাপীর পরাভবই) সংসারের শুভ শেষ পরিণতি বলিয়া কথিত হয়।

তাত্পর্য ঃ—

যে জন মজ্দাকে মঙ্গলময় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, সংসার তাহার নিকট আনন্দ-কানন। কারণ সে জানে যে মঙ্গলময় প্রভু কোনও অমঙ্গলের কাজ করিতে পারেন না। যে দণ্ড দেন, তাহাও ভবিষ্যত্ মঙ্গলের জন্যই দেন। যে দুঃখ দেন, তাহাও সুখ আস্বাদনের যোগ্যতা বাড়াইবার জন্য দেন।

টীকা ঃ—

পরং=ভবিতব্যং। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমাস্থলে আ। পূর-পূরতি-পূরণে। পুর্+থ (উনাদি-১৬৭) পুর্থঃ=পূর্ণতা (perfection)। জমতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু)। ভবিষ্যতি লট্ (৩-৩-১৩১)। অস্-অস্যতি-ক্ষেপণে। বি+অস+লেট্ তি। ব্যসত্। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। বিস্তা =বিত্তা=খ্যাতা। সং-স্তু=জেং-স্ত। আকৃতিঃ=পরিণতিঃ।

সূক্ত-৪৮-৩

(৩) অত্ বএদেম্নাই বহিস্তা সাস্ননাঁম,
যাঁম্ হুদাও সাস্তী অষা অহুরো।
স্পেন্তো বীদ্বাও যএচীত্ গুজ্রা সেংগ্হাওং হো,
থ্বাবাঁস্ মজ্দা বংহেউশ্ খ্রত্বা মনং হো॥

অন্বয় :—

অত্ শাস্নানাম্ বহিষ্ঠং বিদায়ৈ (এখন শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানিবে)। স্পেন্তঃ বিদ্বান্ সুধাঃ অহুরঃ যং অষায়ৈ শাস্তি (পুণ্যময় বিজ্ঞ বিধাতা অহুর ধর্মের জন্য যাহা অনুশাসন করেন)। যে চিত্ গূহ্যাঃ শংসাসঃ (আর যাহা নিগূঢ় উপদেশ)। হে মজ্দা, বসোঃ মনসঃ ক্রত্বা নরঃ ত্বাবান্ ভবতি (হে মজ্দা, প্রজ্ঞার ক্রতু দ্বারা মানুষ ত্বাদৃশ হয়)।

অনুবাদ :—

পুণ্যময় সর্বজ্ঞ বিধাতা অহুর ধর্মলাভের জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি এখন সেই শ্রেষ্ঠ অনুশাসন জানিতে চাই। ইহা অতীব গূঢ় অনুশাসন। (তাহা এই যে) প্রজ্ঞাবিহিত কর্তব্য করিতে করিতে সাধক ত্বাদৃশ হইয়া যায়।

তাত্পর্য :—

কর্তব্য পালনই শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাহাদ্বারাই মজ্দার সাযুজ্যলাভ করিতে পারা যায়।

স্বধর্মম্ আরাধনম্ অচ্যুতস্য,
যদ্ ঈহমানঃ বিজহাত্য অঘৌঘম্॥
ভাগবত—৫-১০-২৩

টীকা :—

বিদ্-বেত্তি জ্ঞানে। বিদ্+লেট্ মি=বিদায়ৈ। বৈতো অন্যত্র (৩-৪-৯৬)। ইতি ঐ। শীঙো রুট্ ইতি বত্ কাচিত নুট্ আগমঃ। শাস্+ন (উণাদি)= শাস্নঃ=অনুশাসন। সেংহাওংহো=শংসাসঃ=শাসনানি। আজ্ জসের্ অসুক্ (৭-১-৫০) সং-'শ'=জেং-'স'। সং-'সো'=জেং-'ং হো'।

সূক্ত-৪৮-৪

(৪) যে দাত্ মনো বহ্যো মজ্দা অস্যস্ চা,
হেবা দএনাং স্যওথনা চা বচংহা চা।
অহ্যা জওষেংগ্ উস্তিশ্ বরেণেংগ্ হচইতে,
থ্বহ্মী খ্রতাও অপেমেম্ ননা অহংত্॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্দা, যঃ বহ্যসি অশ্যসি চ মনঃ দধাতি (হে মজ্দা, যিনি বৃহত্ কিম্বা ক্ষুদ্র সর্বত্রই মন দেন)। স্বঃ চ্যৌত্নেন বচসা চ দীনং দধাতি (তিনি কর্ম ও বচনদ্বারা ধর্মধারা রক্ষা করেন)। অস্য জোষঃ উস্তিঃ বরণং সচতে (তাহার প্রীতি ইচ্ছা এবং রুচি মিলিত থাকে)। ত্বস্মিন্ ক্রতৌ অপ্মং নানা অসত্ (ত্বদীয় কর্তব্যে রূপ নানাবিধ)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, যিনি ক্ষুদ্র এবং বৃহত্ সকল কর্মেই সমভাবে মনোযোগ দেন, তাহার বাক্য ও কর্মদ্বারা তিনি ধর্মধারাকে যথাযথ রক্ষা করেন। এরূপ লোকের প্রীতি ইচ্ছা এবং রুচির মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না। তোমার কর্মের রূপ নানাবিধ—বিভিন্ন জনের জন্য বিভিন্ন কর্তব্য।

তাত্পর্য ঃ—

কর্তব্যের মধ্যে ছোট বড় প্রভেদ নাই। যাহার পক্ষে যাহা কর্তব্য ক্ষুদ্র হইলেও সেই কর্তব্য করিয়াই, তাহার পরমার্থলাভ হয়।

টীকা ঃ—

ধা—দধাতি—ধারণে। ধা+লেট্ তি=ধাত্। ইতশ্চ লোপঃ। বহ্যস্=বহ্যসি। সুপাং সুলুক্ ইতি সপ্তম্যা লুক্। অক+ঈয়সু=অকীয়স্=অক্যস্। বহোর্ লোপঃ (৬-৪-১৫৮)। =অচ্যস্=অশ্যস্ (ক্ষুদ্রতরঃ)। =অশ্যসি সপ্তম্যাঃ লুক্। ত্বস্মি=ত্বস্মিন্=ত্বদীয়ে। ক্রতৌ=কর্তব্যে। অপ=ক্রিয়া (নিঘণ্টু ২-১)। অপ+ম=অপমং (৫-২-১০৮)=ক্রিয়া। অস্+লেট তি=অসত্=ভবতি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। নানা=বিবিধা।

সূক্ত-৪৮-৫

(৫) হুখ্‌ষথ্রা খ্‌ষেন্তাম্‌ঁ মা নে দুশে-খ্‌ষথ্রা খ্‌ষেন্তা,
বংহুয়াও চিস্তোইশ্‌ ষ্যওথনাইশ্‌ আর্‌মইতে।
যওঝ্‌দাও মষ্যাই অইপী জান্তেম্‌ বহিস্তা
গবোই বেরেজ্যাতাম্‌ঁ তাঁম্‌ নে খরেথাই ফ্‌ষুয়ো॥

অন্বয় :—

হে আরমতে, নঃ সুক্ষথ্রা ক্ষয়ন্তাম্‌, দুষ্‌-ক্ষথ্রা মা ক্ষয়ন্তে (হে শ্রদ্ধা, আমাদের সুক্ষথ্র বাড়ুক, দুষ্‌-ক্ষথ্র যেন না বাড়ে)। বস্বয়াঃ চিন্তেঃ চ্যৌত্নৈঃ (শুভ পরাবিদ্যার কর্মদ্বারা)। মষ্যায় অভি বহিষ্ঠং জন্তুং জুচ্‌-ধেহি (মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীবন যোগাও)। গবী বৃহতাম্‌ (জগত্‌ বাড়ুক)। নঃ খরথায় তাম্‌ প্‌সূয় (আমাদের দীপ্তির জন্য তাহাকে স্ফীত কর)।

অনুবাদ :—

হে শ্রদ্ধে, শুভ পরাবিদ্যার কর্মের ফলে, আমাদের সু-শৌর্য্য বাড়ুক, কু-শৌর্য্য যেন না বাড়ে। মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ জীবন দাও। জগত্‌ অভ্যুদয় লাভ করুক ; আমাদের প্রভা বাড়াইবার জন্য তাহাকে বিকশিত কর।

তাত পর্য :—

যাহা স্বার্থপরতার দাস, সেই শক্তি দুষ্‌-ক্ষথ্র। যাহা পরার্থপরতার সেবায় নিযুক্ত, তাহা সুক্ষথ্র। আমাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হউক, কেবল নিজের পরিবার কিম্বা নিজের জাতিতে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে।

টীকা :—

ক্ষি—ক্ষিয়তি ঐশ্বর্য্যে। ক্ষয়ন্তাম্‌=প্রভবন্তু। দুশে—ক্ষথ্রা=দুশ্‌—ক্ষথ্রা। পৃষোদরাদিত্বাত্‌ একারাগমঃ। ক্ষেন্তা=ক্ষয়ন্তু। যুজ্‌+ধা+লোট্‌ হি=যুজ্‌—ধেহি=যোজয়। কৃঞ্‌ চানুপ্রযুজ্যতে (৩-১-৪৩) ইতি-বত্‌ "ধা" অপি অনু প্রযুজ্যতে। অলিটি অপি, মহা বিভাষয়া। জন্‌+ত=জান্তং, নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। মহাবিভাষয়া অনুপদাত্ত (৬-৪-৩৭) ইতিবার্ধিতং। বৃহ দিবাদিঃ। লোট্‌ তাম্‌। স্বর—স্বরতি দীপ্তৌ। স্বর+থ (উণাদি ১৬৭)=স্বরথঃ=দীপ্তিঃ। স্বায়—স্বায়তে বৃদ্ধৌ। অত্র পরস্মৈপদং, লোট্‌ হি স্বায়। অন্তর্ভাবিত ণিচ্‌।

সূক্ত-৪৮-৬

(৬) হা জী নে হুষোইথেমা হা নে উত যূইতিম্,
দাত্ তেবীষীম্ বংহেউশ্ মনং হো বেরেখ্ধে।
অত্ অখ্যাই অষা মজ্দাও উর্বরাও বখ্ষত্,
অহুরো অংহেউশ্ জান্থোই পওরুয়েহ্যা॥

অন্বয় ঃ—

বসোঃ মনসঃ বৃধ্বে (প্রজ্ঞার বৃদ্ধির জন্য)। সা হি নঃ আ সুষিতিম্, সা নঃ উত যূতিং তবিষীং‌চ দদাত্ (সেই সুক্ষথ্র আমাদিগকে স্থিতি, অধ্যবসায় ও শক্তি দিউক)। অত্ অহুরঃ মজ্দাঃ অস্মৈ অষায়াঃ উর্বরাঃ বক্ষত্ (অতঃপর অহুর মজ্দা তাহাকে ধর্মের বীজ দিউন)। পৌর্বস্য অসোঃ জন্থৌ (উত্তম জীবনের উত্পত্তির জন্য)।

অনুবাদ ঃ—

প্রজ্ঞার বৃদ্ধির জন্য সুক্ষথ্র আমাদিগকে স্থিতি, ধৃতি আর শক্তি দিউক। তত্পর শ্রেষ্ঠ জীবন লাভের জন্য অহুর মজ্দা তাহাতে ধর্মের বীজ নিহিত করুন।

তাত্পর্য ঃ—

অনপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ শক্তি। ধার্মিকের জীবনই উত্তম জীবন।

টীকা ঃ—

ক্ষি—ক্ষিয়তি নিবাসে। সু+ক্ষি+থ (উনাদি) =সুক্ষিথঃ=আবাসঃ। আ=সম্যক্। উত=কিঞ্চ। যু—যুনাতি বন্ধনে। যূতিং=ঐক্যং। ঊতি=র্যুতি (৩-৩-৯৭) ইতি দীর্ঘত্বম্। বৃহ্+ক্তঃ=বৃদ্ধং=বর্ধনম্। নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। উর্বরঃ=অঙ্কুরঃ। উদ্ভিদ্। উর্বার ইতি উপস্থায়াং, arbour ইতি লাতিনে। বক্ষতি-দানে (ছান্দস) জন্+তু=জন্তুঃ=উত্পত্তিঃ।

সূক্ত-৪৮-৭

(৭) নী অএ্রষেমো নীদ্যাতাঁম্ পইতি রেমেম্ পইতী
স্যোজদূম,
যোই আ বংহেউশ্ মনংহো দীদ্রঘ্জোদুয়ে
অষা ব্যাঁম্।
যেহ্যা হিথাউশ্ না স্পেন্তো,
অত্ হোই দামাঁম্ থ্বহ্মী আদাঁম্ অহুরা॥

অন্বয় :—

যদা হি নি-ঈষামঃ তদা নিদ্যতম্ (যদি হিংসা করি তবে আমাদিগকে প্রতিহত করিও)। যদা প্রতি-রমাম তদা প্রতি স্যধ্বম্ (যদি অঘাত করি, আমাদিগকে প্রতিরোধ করিও)। যঃ হি বসোঃ মনসঃ দীদ্রহ্যধ্যৈ অষাং ব্যানতি (যিনি প্রজ্ঞাকে দৃঢ় করিবার জন্য ধর্মকে নির্দেশ দেন)। যস্য হিতোঃ না স্পেন্তঃ (যাহার প্রেরণায় মানুষ পুণ্যবান্ হয়)। অত্ তস্মিন্ ত্বয়ি ধামং আদামি (তাদৃশ তোমাতে আমি আশ্রয় নিতেছি)।

অনুবাদ :—

আমরা হিংসা করিতে উদ্যত হইলে বাধা দিও ; আমরা আঘাত করিতে উদ্যত হইলে রোধ করিও। অধিচিত্তকে দৃঢ় করিবার জন্য যিনি ধর্মকে স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহার প্রেরণায় মানুষ পুণ্যবান্ হয়, তাদৃশ তোমাতে আমি আশ্রয় নিতেছি।

তাত্পর্য :—

তৈস্তান্ অঘানি পূয়ন্তে তপো-দান-জপাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্ হৃদয়ং তদ অপীশাংঘ্রি সেবয়া॥

ভাগবত ৬-২-১৭

তপো=দান—জপদ্বারা কৃত পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু মজ্দার অনুগ্রহ ব্যতীত হৃদয়ের পরিবর্তন হয় না—পাপ প্রবৃত্তি নির্মূল হয় না।

টীকা :—

ঈষ—ঈষতি হিংসায়াং। নি=ঈষামঃ=হিংস্যেম। দো দ্যতি খণ্ডনে। যদ্বা দৈ=দ্যায়তি শুক্ করণে। নিদ্যতম=নিরুন্ধি। রম—রম্নাতি হিংসায়াম্। প্রতি=রমামি=দ্রুহ্যামি। সো স্যতি বিনাশে। প্রতি-স্যধ্বম=প্রতিরুন্ধি। দৃহ—দর্হতি বৃদ্ধৌ। দৃহ্+যঙ্=দীদৃহ্যতি। তুমর্থে ধ্যৈ (৩-৪-৯)। অম—অমতি সেবায়াম্। বি+আ+অম্+লেট্তি=ব্যাম্। লের্লুক্ (২-৪-৮০)। হি হিনোতি প্রেরণে। হিতুঃ=প্রেরণা। ধামং=শরণং। আ+দা+লেট্মি=আদাম=গৃহ্লামি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-২৭)।

সূক্ত-৪৮-৮

(৮) কা তোই বংহেউশ্‌ মজ্‌দা খ্‌ষথ্রহ্যা ঈস্তিশ্‌,
কা তোই অষোইশ্‌ থ্ব্খ্যাও মইব্যো অহুরা।
কা থ্বোই অষা আকাও অরেদ্রেংগ্‌ ইষ্যা,
বংহেউশ্‌ মন্যেউশ্‌ হ্যওথননাঁম্‌ জবরো॥

অন্বয় ঃ—

মজ্‌দা, কা তে বসোঃ ক্ষত্রস্য ঈষ্টিঃ (হে মজ্‌দা, তোমার শুভ ক্ষত্রের শক্তি কেমন)। অহুরা, মভ্যঃ তে অসেঃ ত্বিষ্যা কা (হে অহুর, আমাদের জন্য তোমার ধৃতির দীপ্তিই বা কেমন ?)। কা তে আষায়াঃ আকাস্‌ (তোমার ধর্মের প্রকাশই বা কেমন ?)। রধ্রং ইষ্যে (প্রচুর পরিমাণে পাইতে ইচ্ছা করি)। হে বসোঃ মন্যোঃ চৌত্নানাং জবর (হে শুভগুণের কর্মের বিচারক)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্‌দা তোমার প্রিয় ক্ষত্রের (অনপেক্ষার) শক্তিই বা কেমন ? হে অহুর, আমাদের জন্য তোমার প্রিয় অসীর (ধৃতির) দীপ্তিই বা কেমন ? তোমার অষার (ধর্মের) প্রকাশই বা কেমন ? হে শুভ গুণের কর্মের বিচারক, আমি এই সম্পদ্‌গুলি প্রচুর পরিমাণে পাইতে চাই।

তাত্‌পর্য ঃ—"ঊর্ধমূলো অবাক্‌শাখ এষো অশ্বত্থঃ সনাতনঃ"—মানুষের মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌ রহিয়াছে, তাহা সে ঊর্দ্ধ (মজ্‌দা) হইতেই পাইয়াছে।

টীকা ঃ—

ঈশ—ঈশতে—প্রভবে। ঈষ্টিঃ=শক্তিঃ। অস্‌—অসতি আদানে। অসীঃ=ধৃতিঃ। ত্বিষ্‌—ত্বেষতি দীপ্তৌ। ত্বিষ্যা=দীপ্তিঃ। কাস—দীপ্তৌ। আ+কাস্‌+ক্বিপ্‌=আকাস্‌=প্রভা। রধ্রং=প্রচুরং। রধ্রস্য চোদিতা (ঋগ্বেদ ২-১২-৬)। ইষ—ইচ্ছতি। অত্র দিবাদিঃ লট্‌এ ইষ্যে। জূ—জোতি পরিমাণে। উতি—যূতি—জূতি (৩-৪-৯৭)। জূ+অর (উণাদি ৪১৯)= জবর=বিচারকঃ

সূক্ত-৪৮-৯

(৯) কদা বএদা যেজী চহ্যা খ্ষয়থা,
মজ্‌দা অষা যেহ্যা মা আইথিশ্‌ দ্বএথা।
এরেশ্‌ মোই এরেঝূচাঁম্‌ বংহেউশ্‌ বফুশ্‌ মনংহো,
বীদ্যাত্‌ সওষ্যাঁস্‌ যথা হোই অষিশ্‌ অংহত্‌॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্‌দা, কদা অষাযৈ বেদ, যত্‌ হি চস্য ক্ষিয়থ (হে মজ্‌দা, কবে ধর্মবুদ্ধির দৃঢ়তার জন্য বুঝিব যে তুমি সর্বত্র বিরাজ কর)। যস্যা মে দ্বিথায়া অস্তিঃ স্যাত্‌ (যাহা হইতে আমার দ্বৈতভাবের অবসান হইবে)। ঋষ্‌ মে ঋষ্‌ উচাম্‌ (আমাকে ঠিক ঠিক বল)। বসোঃ মনসঃ বপুঃ (প্রজ্ঞার রূপ)। সোষ্যন্‌ বিদ্যাত্‌ যথা তস্য আশিষ্‌ অসত্‌ (যোগী জানুক যাহাতে তাহার কল্যাণ হইবে)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্‌দা তুমি যে সর্বভূতে বিরাজ কর, ন্যায়নিষ্ঠার মূলস্থানীয় এই তত্ত্বটী আমি কবে বুঝিতে পারিব? তবেই না আমার সকল দ্বৈতবুদ্ধির অবসান হইবে। প্রজ্ঞার রূপটী কী, তাহা আমাকে ঠিক ঠিক বলিয়া দাও, যেন এই যোগী (আমি) জানিতে পারে, কিসে তাহার কল্যাণ হইবে।

তাত্‌পর্য ঃ—

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই ন্যায়-নিষ্ঠার নিদান। ইহাদ্বারা পারক্য-বুদ্ধি নষ্ট হয়, অপরকে ঠকাইয়া নিজের লাভ করিবার ইচ্ছা আর থাকে না। কারণ সকলেই তখন নিজ হইয়া যায় (আত্ম-পর মোহ থাকে না)। তত্র কঃ শোকঃ কো মোহঃ একত্বম্‌ অনুপশ্যতঃ (ঈশোপনিষত্‌)। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিস্থানীয় এই পরম সত্যটী জমদগ্নি জরথুস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চাহিতেছেন।

টীকা ঃ—

চস্য = কস্য=যস্য কস্য=সর্বেষাম্‌=সর্বত্র। সুপ্‌—তিঙ্‌ ইত্যাদিনা সপ্তমী-স্থলে ষষ্ঠী। সংস্কৃত "ক"=জেন্দ "চ"। ক্ষি—ক্ষিয়তি—নিবাসে। অষা= অষায়ৈ=ধর্মানুসরণায়। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি চতুর্থ্যাঃ লুক্‌। যস্য=যস্মাত্‌। আইথিঃ=অস্তিঃ=অন্তঃ। দ্বিথা=দ্বিথাষাঃ=দ্বৈতস্য। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি ষষ্ঠ্যাঃ লুক্‌। ঋষ—ঋষ্‌ (ঋজ্‌) নিত্যবীপ্‌সযোঃ (৮-১-৪) ইতি দ্বিত্বম্‌। বচ+লোটতাম্‌ (আত্মনেপদ) =উচাম্‌। লোপস্ত আত্মনেপদেষু (৭.১-৪১)। পুরুষে ব্যত্যয়ঃ। বপুম্‌=রূপম্‌।

সূক্ত-৪৮-১০

(১০) কদা মজ্‌দা মাম্ নরোইশ্ নরো বীশেন্তে,
কদা অজেন্ মূথ্রেম্ অহ্যা মগহ্যা।
যা অংগ্রয়া করপনো উরূপয়েইন্তী,
যা চা খ্রতূ দুশে-খ্‌ষথ্রা দখ্যুনাম্‌া

অন্বয় :—

হে মজ্‌দা, কদা নরোইস্ নরঃ মাং বিশতে (হে মজ্‌দা, কবে নরের নর আমাতে প্রবেশ করিবে?)। কদা মূর্তিম্ অস্য মঘস্য অহন্ (কবে এই সংঘ হইতে মূর্তিকে অপসারিত করিতে পারিব;)। যাঃ অংগ্রাঃ কর্পণাঃ আরোপয়ন্তি (তামসিক কর্পপন্থীগণ যাহা উদ্ভাবন করিয়াছে)। যা চ দুষ্-খষথ্রাণাং দস্যূনাং ক্রতুঃ (যাহা কু-শৌর্য্য দস্যুদিগের ক্রিয়া)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, নরের নর (পুরুষোত্তম) কবে আমাতে আবিষ্ট হইবেন? কবে আমি এই মঘ (পার্শী-সংঘ) হইতে মূর্তিপূজা দূর করিতে পারিব? যে মূর্তিপূজা তামসিক কল্প-পন্থীগণ উদ্ভাবন করিয়াছে, আর যে কাজ কেবল দুর্দান্ত অনার্যদিগেরই যোগ্য।

তাত্পর্য :—

মূর্তিপূজার প্রধান দোষ এই যে মানুষ মূর্তিতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, রুদ্র যে সর্বব্যাপী—সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, তাহা ভুলিয়া যায়, তাই জমদগ্নি জরথুস্ত্র মূর্তিপূজা পরিহার করিতে বলিলেন।

টিকা :—

নরোইশ্ নরঃ=নরুঃ নরঃ=নরস্য নরঃ=নরোত্তমঃ। নৃ=নর। বিশন্তে =প্রবেক্ষ্যতি। বর্তমান সামীপ্যে (৩-৩-১৩১) ইতি ভবিষ্যতি লট্। সুপ্-তিঙ্-উপগ্রহ ইত্যাদিনা বচনব্যত্যয়াত্ বহুবচনম্। হন্+লুঙ্ অম্=অহন্= অজন্। অহন্=হনানি=দূরীকুর্য্যাম্। চ্ছন্দসি লুঙ-লঙ-লিটঃ (৩-৪-৬) ইতি আশংসায়াম্ লুঙ্। মন্ত্রে ঘস-হ্বর (২-৪-৮৩) ইতি লের্ লুক্। প্রত্যয়লোপে প্রত্যয় লক্ষণম্ (১-১-৬২) ইতি অডাগমঃ।]

মূর্তং=মূর্তিম্। অংগ্রয়া=অংগ্রাঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমাস্থলে যা। রূপ-রূপয়তি-কল্পনায়াং। দুষ্+ক্ষথ্=দুষে-ক্ষথ্র। পৃষোদরাদিত্বাত্। সুপাং সু-লুক্ ইতি ষষ্ঠীস্থলে আ।

সূক্তম্-৪৮-১১

(১১) কদা মজ্দা অষা মত্ আরমইতিশ্ জিমত্,
খ্ষথ্রা হুষেইতিশ্ বাস্ত্রবইতী ।
কোই দ্রেগ্বোদেবীশ্ খ্রূরাইশ্ রামাঁম্ দাওন্তে,
কেংগ্ আ বংহেউশ্ জিমত্ মনংহো চিস্তিশ্ ॥

অন্বয় :—

হে মজ্দা, কদা অষা আরমতিং মত্ জমেত্ (হে মজ্দা, কবে ধর্ম শ্রদ্ধার সহিত আগমন করিবে ;)। সুষিতিঃ বাস্ত্রবতী ক্ষথ্রা (সালয় ও সকর্মক অনপেক্ষা)। কঃ ক্রূরেভ্যঃ দ্রুগ্বদ্ভ্যো রামাং দাস্যতি (ক্রুর পামরদিগকে কে প্রশমন দিবে)। বসোঃ মনস চিস্তিঃ কম্ আজমেত্ (অধি চিত্তের পরা বিদ্যাই বা কাহার নিকট আসিবে)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, কবে ধর্ম শ্রদ্ধার সহিত আমার নিকট আসিবে? গার্হস্থ্যনিষ্ঠ কর্মময় ক্ষথ্রই (অনপেক্ষাই) বা কবে আসিবে? ক্রূর পামরদিগকে কে ঠাণ্ডা করিতে পারিবে? অধি-চিত্ত কাহাদিগকে পরাবিদ্যা শিখাইবে?

তাত্পর্য :—

মজ্দা-যস্ন সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে। ইহা গৃহস্থ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। অতএব ইহাতে গৃহত্যাগের বিধান নাই, বরং শত্রু দমনের বিধান আছে। ত্যাগ মনে মনে,—বাহিরে কর্ম, নিষ্কাম কর্ম।

টীকা :—

মত্=স্মত্=সহ। জমতি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু ২-১৪) ক্ষি-ক্ষিয়তি নিবাসে। সুক্ষিতি=গৃহযুক্তা। রম্নাতি=বধকর্মণি (নিঘণ্টু ২-১৯) রামাং=প্রশমনং। দায়—দায়তে দানে। দায়স্তে=দাস্যন্তি (বর্তমানসামীপ্যে ৩-৩-১৩১) ভবিষ্যতি লট্। কিস্-দীপ্তৌ। সং-ক=জেংচ। কিস্তিঃ=বোধিঃ। দ্রুগ্বদ্ভিঃ= কগ্বদ্ভ্যো। সংজ্ঞো অন্যতরস্যাম (২-৩-৩২) ইতি যোগবিভাগাত্ কর্মণি তৃতীয়া।

সূক্তম্-৪৮-১২

(১২) অত্ তোই অংহেন্ সওষ্যন্তো দখ্যূনাঁম্,
যোই খ্ষ্ণুম্ বোহূ মনংহা হচাওন্তে।
ষ্যওথনাইশ্ অষা থ্বহ্যা মজ্দা সেংগ্হহ্যা
তোই জী দাতা হমএস্তারো অএষেম্ মহ্যা ॥

অন্বয় :—

অত্ তে অসন্ দখ্যূনাম্ সোষ্যন্তঃ (এই, তাহারাই দেশে দেশে যোগীপুরুষ বটেন)। যে বহু মনসা ক্ষুম্ সচন্তে (যাহারা প্রজ্ঞাদ্বারা আনন্দ আস্বাদ করেন)। হে মজ্দা, ত্বস্য অষা শংসস্য চ্যৌত্নৈঃ (হে মজ্দা, তোমার পুণ্যময় অনুশাসনের কর্মদ্বারা) সমস্তারো তে হি মহ্য এষং দাতা (জিতেন্দ্রিয় তাহারাই আমার ইষ্ট দিবেন)।

অনুবাদ :—

দেশে দেশে তাহারাই যথার্থ যোগী, যাহারা প্রজ্ঞাপথে থাকিয়া আনন্দ আস্বাদ করেন। হে মজ্দা, তোমার পুণ্যময় অনুশাসনের কর্মদ্বারা, জিতেন্দ্রিয় তাহারা আমার ইষ্টপ্রাপ্তি করাইবেন।

তাত্পর্য :—

যাহারা নিজে আত্মসাক্ষাত্কারের আনন্দ লাভ করিয়াছেন, কেবল তাহারাই যথার্থ ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন। এইরূপ গুরুর সংস্পর্শে আসিলেই পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস অনন্জসা উপজাত হয়। প্রদীপ্ত অনল হইতে প্রদীপ জ্বালান সহজ।

টীকা :—

তোই=তে। সং-এ=জেং-ওই। অস্-লেট্ অস্তি=অসন্=ভবন্তি। ইতশ্চ লোপঃ। সংযোগান্তস্য লোপঃ। সু-সবতি-প্রসবে। সু+স্যতৃ=সোষ্যন্= নবজীবন-দাতা। দাতা=দাস্যন্তি=দদতু। আশংসায়াং লুট্। সুপ্-তিঙ্-উপগ্রহ ইতি বচন ব্যত্যয়ঃ। অস-অস্যতি-ক্ষেপণে। নিরস্যতি ইন্দ্রিয়াণি ইতি সমস্তা=জিতেন্দ্রিয়ঃ। ঐশং=ঈশিতং জিতেন্দ্রিয়ত্বম্, ইষ্টং বা। মহ্য=মম= মহ্যম্। চতুর্থীস্থলে ষষ্ঠী (২-৩-৬২)।

বেন্দ্ব-হতিঃ (বুন্দ-জয়)

সূক্ত-৪৯-১

(১) অত্ মা যবা বেন্দ্বো পক্রে মজিস্তো
যে দুশ্-এরেথ্রীশ্ চিখ্য্ণুষা অষা মজ্দা।
বংউহী আদ্ আ গইদী মোই আ মোই অরপা,
অহ্যা বোহূ অওষো বীদা মনং হা॥

অন্বয় ঃ—

অত্ যুবা বেন্দ্বো মাং মহিষ্ঠং পপ্রে (জোয়ান বেন্দ্ব আমাকে দারুণ পীড়ন করিতেছে)। হে অষা মজ্দা, যঃ দুষ্-অরিত্রৈঃ চিক্ষ্যতি (হে পুণ্যময় মজ্দা, যে দুরাচরণ দ্বারাই প্রীতি পায়) । মে বৃসৌ আদ্ আগধি (আমার কল্যাণের জন্য তাই শীঘ্র এস)। আ মে আ-রফ (আমাকে আনন্দিত কর)। বসু মনসা অস্য ওষং বিধে (বসু মনসের সাহায্যে উহার পীড়নকে প্রতিবিহিত করিব।

অনুবাদ ঃ—

হে ধর্মধর মজ্দা, বলোন্মত্ত বেন্দ্ব আমাকে নিতান্ত পীড়া দিতেছে। দুষ্কর্মেই সে প্রীতি পায়। আমার কল্যাণের জন্য শীঘ্র আসিয়া আমাকে উত্ফুল্ল কর। আমি প্রজ্ঞার বলে উহার আঘাত যেন প্রতিহত করিতে পারি।

তাত্পর্য ঃ—

অহং নাগোব সংগ্গামে চাপতো পতিতং শরং।
অতিবাক্কং তিতিথ্সং দুষ্শীলো হি বহুজ্জনো॥

ধনপদ-২৩-১

জগতে দুরাচার লোকের অভাব নাই। অপরকে পীড়া দিয়াই, তাহারা আনন্দ পায়। অধিচিত্তের বলে, সহ্য করিয়াই দুঃখকে জয় করিতে হইবে।

টীকা ঃ—

যবা=যুবা। আদের্ যো জঃ (বররুচি-২-৩১)। যদ্বা জবঃ (বেগবান্)। প্রজনী জবনঃ জবঃ ইত্যমরঃ। প্রা—প্রাতি প্রত্যুদ্গমনে (to come across)। লিট্-এ। ছন্দসি লুঙ্=লঙ্=লিটঃ (বর্তমানে লট্)। মহত্+ইষ্ঠ=মহিষ্ঠ। ঋ-ইয়র্তি গতৌ। ঋত্রং=চরিত্রং। ক্ষু+সন্=চিক্ষুষতি। লট্ তে। লোপস্ত আত্মনে পদেষু (৭-১-৪৭)। আ+গম্+লোট হি=আগহি। অনুদাত্তোপদেশ (৬-৪-৩৭) ইতি সকারস্য লোপঃ। শ্রু-শৃণু (৬-৪-১০২) ইত্যাদিনা হের্ ধিং। রফ্লাতি প্রীণনে। আ+রফ+হি। উষ-উষতি-রুজায়াং। বিধে=প্রতি কুর্য্যাম্। ধা-ভ্বাদি লেট্ এ। লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)

সূক্তম্-৪৯-২

(২) অত্ অহ্যা মা বেন্দ্বহ্যা মানয়েইতী,
ত্কএষো দ্রেগ্বাও দইবিতা অষাত্ রারেষো।
নো ইত্ স্পেন্তাঁম্ দোরেস্ত্ অহ্মাই স্তোই
আরমইতীম্,
ন এদ্ আ বোহূ মজ্দা ফ্রস্তা মনংহা॥

অন্বয় ঃ—

অত্ দ্রুগ্বতঃ অস্য বেন্দ্বস্য উত্-কেসঃ মাং মানয়তি (এই পামর বেন্দ্বের দীক্ষা আমাকে কুণ্ঠিত করে)। দেবিতা স অষাত্ রারেষ (প্রবঞ্চক সে ধর্ম হইতে পলাইয়া যায়)। নো ইত্ অস্মৈ স্তি স্পেন্তাং আরমতিং ধর্তি (সে নিজের জন্য নিত্য শুভ শ্রদ্ধা ধারণ করে না)। মজ্দা, ন এদ্ আ বস্থ মনসা প্রষ্টা (হে মজ্দা, কিম্বা মোটেই প্রজ্ঞার সহিত আলাপ করে না)।

অনুবাদ ঃ—

পামর এই বেন্দ্বের রীতি-নীতি আমাকে পীড়া দেয়। শঠ বেন্দ্ব ধর্ম হইতে পলাইয়া ফিরে। নিজের হিতের জন্য, না আছে তাহার শুভ ধ্রুব আস্তিক্যবুদ্ধি (শ্রদ্ধা), না করে সে প্রজ্ঞার সহিত আলাপ।

তাত্পর্য ঃ—

যাহারা অধিচিত্তের খবর রাখেনা, তাহারা নিজেরাও শান্তি পায় না, অপরকেও কষ্ট দেয়।

টীকা ঃ—

বুন্দস্য—তন্নামকস্য দানবস্য। আ বুন্দং বৃত্রহা দদে ঋগ্বেদ (৮-৪৫-৪)-মানয়তি=নিরুণদ্ধি। মান-মানয়তি স্তম্ভে। ইতি পারসীকে। ত্কেশঃ =দীক্ষা। রীতিঃ। সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ দ্রুহ্+ক্বসু=দ্রগ্বস্=পামরঃ। দিব -দীব্যতি ছলনায়াং। রিষ-রেষতি ভ্রংশে। লিট্ অ=রারেষ। স্তি=অস্তি= ever. চাদয়ো অসত্বে (১-৪-৫৭) ইত্যত্র অস্তি ইতি নিপাতঃ পঠ্যতে। মন্ত্রেষু আঙ্ (৬-৪-১৪১) ইতি যোগবিভাগাত্ অকার লোপঃ। ধৃ-ধরতি ধারণে। অত্র অদাদি। লেট্ তি ধর্স্তি। সিব্ বহুলং লেটি (৩-১-৩৪) ইতি সকারাগমঃ। =ধর্স্ত্। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। প্রষ্টা=জিজ্ঞাসুঃ প্রস্+তৃচ্।

সূক্তম্-৪৯-৩

(৩) অত্ চা অহ্মাই বরেণাই মজ্দা নিদাতেম্,
অষেম্ সূইভ্যাই ত্কএষাই রাষয়েংহে দ্রুখ্ষ্ ।
তা বংহেউশ্ সরে ইজ্যাই মনংহো,
অন্তরে বীস্পেংগ্ দ্রেগ্বতো হখ্মেংগ্
অন্তরে ম্রুয়ে ॥

অন্বয় :—

হে মজ্দা, অত্ চ অস্মৈ বরণায় দীক্ষায়ৈ নিধাতম্ (হে মজ্দা, আমাকে সেই বরেণ্য দীক্ষায় স্থাপন কর)। যত্ অষাং সুধ্যৈ, দ্রুক্ষ্ রাসয়সে (যেন ধর্মকে দৃঢ় করি, আর পাপকে তাড়াইয়া দেই)। তা বসো মনসঃ শিরে ঈহে (যেন অধিচিত্তের মাথায় বিচরণ করি)। বিশ্বং দ্রুগ্বতঃ সখ্মং অন্তরে অন্তরে-ম্রবে (পামরের সকল সখ্যকে চিত্ত হইতে অন্তর্হিত করিতে চাই)

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, এখন আমাকে সেই বরেণ্য দীক্ষায় (ব্রতে) স্থাপন কর, যেন ধর্মকে দৃঢ় করিতে এবং পাপকে তাড়াইয়া দিতে পারি। অধি-চিত্তের উপর যেন আমার প্রতিষ্ঠা হয়, পামরের প্ররোচনা যেন হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি।

তাতপর্য :—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"-কে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল পাপ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না, চিত্তকে এমন শুদ্ধ করিতে হইবে, যে পাপ চিন্তার উদয় না হয়। "নাশান্ত-মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈম্ আপ্নুয়াত্" (কঠ)।

টীকা :—

বরণায়=বরণ্যায়। ত্কেষায়=ব্রতায়। নিধাতম্=স্থাপয়। সুপ্-তিঙ্ ইত্যাদিনা 'হি' স্থলে 'তম্'। সু-সুবতি প্রেরণে। সু+লোট্ ধ্যৈ! (৩-৪-২+৭-১-৪২) বর্ধয়েয়ম্। রস—রসতি গতৌ ছান্দসঃ। রসিদান ইতি পারসীকে। রাসয়তি=চালয়তি। রাস+লেট্ এ=রাসয়সে। সিব্ বহুলং লেটি। দ্রুহ -দ্রুহ্যতি। স্বার্থে সন্=দ্রুক্ষতি। দ্রুক্ষ্+কিপ্=দ্রুক্ষ্=দ্রোহঃ। শিরে= শিরসি। শিরশব্দঃ অকারান্তোঅপি অস্তি। স্নোর্ অন্তয়োর্ লোপঃ ইতি বচনাত্ (দ্বান্দস কাতন্ত্রঃ)। সর্ ইতি পারসীকে। ঈহ-ঈহতে চেষ্টায়াম্। অত্র দিবাদিঃ। ঈহে-প্রযতেয়ম্। অন্তর্+ম্রু লট্ এ=অন্তর্-ম্রবে=ন্যক্-করোমি। সখ্মং। সচ-সচতে+ম (উণাদি ১৫০)।

সূক্ত-৪৯-৪

(৪) যোই দুশ্‌-খ্রত্বা অএষেমেম্ বরেদেন্ রামেম্ চা,
খাইস্ হিজুবীশ্‌ ফ্‌ষ্‌য়স্ অফ্‌সূয়ন্তো।
যএষাম্ নোইত্ হ্বর্‌স্তাইশ্‌ বাঁস্ দুঝ্‌-বর্স্তা
তোই দএবেংগ্‌ দাঁন্ যা দ্রেগ্বতো দএনা ॥

অন্বয় ঃ—

যে পশ্যস্ উ অপশ্যন্তঃ (যাহারা দেখিয়াও না দেখিয়া)। দুষ্‌ ক্রত্বা স্বৈঃ জিহ্বাভিঃ ঈষ্মং রামাং চ অবর্ধয়ন্ (দুরভিসন্ধি বশতঃ নিজের জিহ্বা দ্বারা হিংসা ও দ্বেষ বাড়াইয়া থাকে)। যেষাং সু-বৃষ্টৈঃ দু-বৃর্স্তাঃ নো ইত্‌ বাস্যতে (যাহাদের সত্ কর্মদ্বারা দুষ্কর্ম আচ্ছাদিত হয় না)। তান্ দৈবান্ দান্ (তাহাদিগকে দৈবহত বলিয়া জানিবে)। যা দ্রুগ্বতঃ ধেনা (যাহা পামর দিগের ধর্মধারা)।

অনুবাদ ঃ—

যাহারা দেখিয়াও দেখেনা, দুরভিসন্ধিবশতঃ কুবচনদ্বারা হিংসা ও দ্বেষ বাড়াইয়া তোলে, যাহাদের কু-কর্ম এত বেশী, যে সুকর্মদ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হয় না, তাহাদিগকে দৈবহত বলিয়া জানিবে। ইহাই পামরদিগের ধর্মধারা (religion)।

তাত্‌পর্য ঃ—

যাহাদের আত্মানুসন্ধান নাই (ভাল করিয়া দেখিতে জানে না), নিজের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় করিতে গিয়া, তাহারা সমদর্শিতা পরিত্যাগ করিয়া পাপ করিতে থাকে।

টীকা ঃ—

যোই=যে। দুষ্‌-খ্রত্বা=দুষ্‌=কর্মণা। ঈষ্‌—ঈষতে হিংসায়াম্। ঈষ+ম (উনাদি) ঈষ্‌মং=হিংসাং। বৃধ্‌+ণিচ্‌=বর্ধয়তি। ণের্ লোপঃ (৬-৪-৫১)। লেট্‌ অস্তি। ইতশ্চ লোপঃ। সংযোগান্তস্য লোপঃ। বর্ধন্=বর্ধয়তি। রম—রম্নাতি হিংসায়াম্। রামাং=হিংসাং। হিজ্বাস্=জিহ্বাস্। সুপাং সু-লুক্ ইতি তৃতীয়া স্থলে সু। দৃশ্‌+কসুন্ (৩-৪-১৭)=পশ্যস্=পশ্যন্। উ=অপি। (৩-৪-৭)। বৃশ্‌+ক্ত=বৃস্তং=কর্ম। বৃশ্চতি বরণে। বস্-বস্তে আচ্ছাদনে। লুঙ দ্। লের্ লুক্ (২-৪-৮০) বাস্‌। শে মুচাদীনাং, বাংস্। দানাতি জ্ঞানে ছান্দসঃ। অত্র অদাদি, লোট্ হি। লের্ লুক্ (২-৪-৮০) দান্=জানীহি।

(৫) অত্ হেবা মজ্দা ঈঝা চা আজূইতিশ্ চা,
যে দএনাঁম্ বোহু সার্স্তা মনংহা।
আরমতোইশ্ কস্ চাত্ অষা হুজেন্তুশ্,
তা ইশ্ চা বীস্পা ইশ্ থ্বহ্মী খ্ষথ্রোই অহুরা॥

অন্বয় :—

মজ্দা, অত্ স্বঃ ইজ্যঃ চ আহুত্যঃ চ (হে মজ্দা, সেই জন পূজ্য ও মান্য)। যঃ বস্থ মনসা দীনং সার্ষ্টা (যিনি প্রজ্ঞাদ্বারা দীনকে অনুসরণ করেন)। আরমতেঃ কস্ চিত্ অষয়া স্থজন্তঃ (আস্তিক্যবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ই ধর্মবলে সজ্জন) হে অহুর তা ইস্ বিশ্বা ইস্ ত্বস্মিন্ ক্ষথ্রে (হে অহুর, এই সমস্তই তোমার জিষ্ণুতায় [অবলম্বিত])।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা যিনি প্রজ্ঞা (Conscience) অনুসারে দীন (religion) আচরণ করেন, সেই জনই পূজ্য, সেই জনই মান্য। যিনি শ্রদ্ধাশীল, তিনিই যথার্থ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। হে অহুর এই সমস্তই তোমার ক্ষথ্রের উপর নির্ভরশীল।

তাত্পর্য :—

নীতির (morality) সহিত সম্পর্ক যে ধর্মে (Religion) নাই, তাহাই কুধর্ম। ধর্মনীতিই (Ethics) দীনের (Religion) ভিত্তিভূমি। শ্রদ্ধা (ঈশ্বরে বিশ্বাস) থাকিলেই যথার্থ ধার্মিক (pious) হওয়া যায়।

টীকা :—

যজ্+য=ইজ্য। সুপাং সুলুক্ (৭-১-৩৯) ইতি সু স্থলে ডা। ইজ্যা=পূজ্যা। আ+হু+ক্তিঃ=আহুতিঃ=আরাধ্যঃ। কৃত্য ল্যুটো বহুলং) ৩-১-১১৩) ইতি কর্ম বাচ্যে ক্তিঃ। ধেনা=দীনা। ধেনা=বাক্ (শাস্ত্রং) (নিঘণ্টু ১-১১) ধেনা=ধর্মধারা (Religion) ধেনা জিগাতি দাশুষে। "দীনা" কোরাণে গৃহীত হইয়া "দীন" রূপগ্রহণ করিয়াছে। কোনও আরবিক ধাতু হইতে দীন শব্দ ব্যুত্পন্ন করা যায়না। ধর্মজগতের কেন্দ্রস্থানীয় এ শব্দের ঋণ হইতেই ইসলামের উপর মজ্দাযস্নের প্রভাবের গুরুত্ব বুঝা যায়। সর্তা=আচরণশীল। সৃ-অনুসরণে। সৃ+তৃ। র্ত=র্স্ত। কস্=জনঃ। ক্ষথ্রোই=ক্ষথ্রে।

সূক্ত-৪৯-৬

(৬) ফ্রো বাও ফ্রএষ্যা মজ্‌দা অষেম্ চা ম্রূইতে
যা বে খ্রতেউশ্ খ্‌ষ্‌মাকহ্যা আ মনংহা।
এরেশ্ বীচিথ্যাই যথা ঈ স্রাবয়এমা,
তাঁম্ দএনাঁম্ যা খ্‌ষ্‌মাবতো অহুরা ॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্‌দা প্র বঃ প্রেষ্যে (হে মজ্‌দা তোমাকে প্রেষণ করিতেছি)। অষং চ ম্রবতু (ধর্মকে বলিয়া দাও)। যা বৈ মনংহা ক্ষ্মাকস্য আ ক্রতোঃ (যাহা প্রজ্ঞানুয়াযী ভবদীয় ব্রতের জন্য)। ঋষ্ বিচিধ্যৈ, যথা ঈ শ্রাবয়েয়ম্ (আমি ভাল করিয়া বুঝিতে চাই, যেন শুনাইতে পারি)। তাং ধেনাং, যা ক্ষ্মাবতঃ অহুরা। (হে অহুর, সেই দীন যাহা যুষ্মাদৃশের)।

অনুবাদ—ঃ

হে মজ্‌দা, তোমাকে অনুনয় করিতেছি, ধর্মের (rectitude) স্বরূপ কী তাহা আমাকে বলিয়া দাও—যাহা (যে ধর্ম) তোমার ব্রতের নিদান বটে। হে অহুর তোমার যে দীন (religion) তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চাই, যেন তাহা ঠিক ঠিক প্রচার করিতে পারি।

তাত্‌পর্য ঃ—

দীনের (Religion) সহিত ধর্মের (Rectitude) কী সম্বন্ধ, তাহা যে জানে না, সে না বোঝে দীনকে, না বোঝে ধর্মকে। কারণ ধর্মের স্বাভাবিক পরিণতিই দীন—কেবল দীনই (Religion) ধর্মের (Rectitude) উত্‌পত্তির ব্যাখ্যা দিতে পারে।

টীকা ঃ—

প্র+ইষ=প্রৈষ্ প্রেরণা প্রার্থনাদিষু। ম্রূ লেট্‌তে=ম্রবতে। ভবান্ ব্রবীতু। লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭)। ক্রতোঃ=ব্রতায়। তাদর্থ্যে চতুর্থী। চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি (২-৩-৬২) ইতি ষষ্ঠী। বিচিধ্যৈ=জানীয়াম্। বি+চি+ ধ্যৈ। ক্রিয়া সমভি হারে (৩-৪-২) লোট্, লোটঃ ধ্যৈ। শ্রাবয়েযম্=কথয়েয়ম্। শ্রু+ণিচ্+লিঙ যাম্।

সূক্ত-৪৯-৭

(৭) তত্ চা বোহূ মজ্দা স্রওতূ মনংহা,
স্রওতূ অযা গূষহ্বা তূ অহুরা।
কে অইর্যম্না কে খএতুশ্ দাতা ইশ্ অংহত্,
যে বেরেজেনাই বংউহীম্ দাত্ ফ্রসস্তীম্॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্দা, বোহু মনসা তত্ শ্রবতু (হে মজ্দা, প্রজ্ঞা ইহা শুনুন)। অষা শ্রবতু, হে অহুর ত্বং গূষস্ব (ধর্ম শুনুন, হে অহুর তুমি ও কাণে নাও)। কঃ অর্য্যম্না, কঃ খেতুঃ, (ব্রাহ্মণই বা কী, আর বৈশ্যই বা কী?)। ধাতা ইস্ অসত্ (তিনিই যথার্থ রক্ষক)। যঃ বৃজনায় বস্বীং প্রশস্তিং দাতি (যিনি ক্ষত্রিয়কে শুভ দাক্ষিণ্য দেন)

অনুবাদ ঃ

হে মজ্দা, প্রজ্ঞা শুনুক, ধর্ম শুনুক, হে অহুর, তুমি নিজে ও শোন; ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যের কী গুরুত্ব? যিনি ক্ষত্রিয়ের সহায়তা করেন, তিনিই যথার্থ সমাজ রক্ষক।

তাত্পর্য ঃ—

নোদ্বিগ্নশ্চরতে ধর্ম্মং নোদ্বিগ্নশ্চরতে ক্রিয়াম্।
দশ-শ্রোত্রিসমঃ রাজা ইত্যেবং মনুর্ অব্রবীত্॥

আদিপর্ব—৪১-৩১

দেশে শান্তি না থাকিলে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। শান্তি রক্ষা করে বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় দশজন ব্রাহ্মণের সমান।

টীকা ঃ—

শ্রবতু=শৃণোতু। অত্র ভ্বাদিঃ। গূশঃ—কর্ণঃ ছন্দসি। গোশ্ ইতি পারসীকে (যথা খরগোশ্=দীর্ঘকর্ণ=শশক)। গূশস্ব=শৃনু। তু=ত্বম্। কে=কঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে এ। ধাতা=লোকপালঃ। অংহত= অসত্=অসতি=ভবতি। অস্+লেট তি=অসতি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। বংউহীম্=বস্বীং=ভদ্রাং। সং-স=জেং হ। দাত্=দাতি=দদাতি। দা-অত্র অদাদিঃ। দা+লেটতি=দাতি। ইতশ্চ লোপঃ। প্রশস্তিং=দাক্ষিণ্যং।

সূক্ত-৪৯-৮

(৮) ফেবষওস্ত্রাই উর্বাজিস্তার্, অষহ্যা দাও সরেম,
তত্ থ্বা মজ্দা যাসা অহুরা মইব্যা চা।
যাম্ বংহাউ থ্বহ্মী আ খ্ষথ্রোই,
যবোই বীস্পাই ফ্রএস্তাওংহো আওংহামা ॥

অন্বয় :—

হে অহুর মজ্দা, পৃষোষ্ট্রায় অষস্য উর্বাজিষ্ঠং সরং দাস্ (হে অহুর মজ্দা। পৃষোষ্ট্রকে ধর্মের মহিষ্ঠ আধিপত্য দাও)। মভ্যঃ চ (আমাকেও)। তত ত্বাং যাসে (ইহাই তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি)। যত্ আ ত্বস্মিন্ বসৌ ক্ষথ্রে (যেন ত্বদীয় শুভ ক্ষথ্রে)। বিশ্বায় যবায় প্রেষ্ঠাসঃ আসেম (চিরকালের জন্য প্রিয়তম হইয়া থাকি)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, পৃষোষ্ট্রকে এবং আমাকে ধর্মের উপর প্রচুর আধিপত্য দান কর, ইহাই তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন চিরকাল ধরিয়া তোমার শুভ ক্ষথ্রে (অনপেক্ষায়) প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার প্রিয় হইতে পারি।

তাত্পর্য :—

যাহার অনপেক্ষা আছে, সেই ধর্ম লাভ করিতে পারে।

টীকা :—

উর্বাজিষ্ঠং=বহিষ্ঠং=শ্রেষ্ঠং। বৃহ-বৃদ্ধৌ। দাস্=দেহি। দা+লেট্ সি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭) লিঙর্থে লেট্ (৩-৪-৭) শিরস্-বত্ শির শব্দঃ অপি অস্তি। "নভং তু নভসা সার্দ্ধং তপং তু তপসা সহ" ইতি বিশ্বে দ্বিরূপকোশঃ। স্নোর্ অন্ত্যয়োর্ লোপঃ ইতি ছন্দকাতন্ত্রে সূত্রিতম্। শির=সর=আধিপত্য যসতি=যজতি। যাসতি যাজ্ঞায়া ছান্দসঃ। যবায়=কালায়। কালাধ্বনোর্ অত্যন্ত সংযোগে (২-৩-৫) ছন্দসি চতুর্থী। প্রিয়+ইষ্ঠ=প্রেষ্ঠ। প্রিয় স্থির (৬-৪-১৫৭)। আদ্ জসের্ অস্নুক্ (৭-১-৫০)। আস্-আস্তে। অত্র ভ্বাদিঃ। পরস্মৈপদম্। আস্+যাম=আসেম।

সূক্তম্-৪৯-৯

(৯) স্রওতূ সাস্নাও ফষে্ংগ্হো স্যুয়ে তস্তো,
নো ইত্ এরেষ্-বচাও সরেম্ দদাঁংস্ দ্রেগ্বতো।
য্যত্ দএনাও বহিস্তে যূজেন্ মীঝ্দে
অষা যুখ্তা যাহী দে-জামাস্পা ॥

অন্বয় ঃ—

প্সাসস্য স্যুয়ে তস্তাঃ শাস্নাঃ শ্রবতু (প্রগতি সঞ্চারের জন্য গঠিত অনুশাসন শোন)! ঋষ্-বচাঃ নো ইত্ দ্রুগ্বতে শিরং দদাত (সত্যবাদী যেন কখন ও পামরকে প্রাধান্য না দেয়)। যতঃ দীনায় বহিষ্ঠঃ মাঢ়ে যুঞ্জতি (যেহেতু দীনে কুশল জন ফলে যুক্ত হয়)। যাসী অধি-যমাশ্বঃ অষায়াং যুক্তঃ (বীর অধি-যমাশ্ব ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়াছেন)।

অনুবাদ ঃ—

এই ধর্ম পদ্ধতির জন্য যে সকল নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আপনারা শুনুন। সত্যনিষ্ঠ যেন কিছুতেই মিথ্যুকের প্রাধান্য স্বীকার না করে। যেহেতু দীন (religion) পালন করিলে তাহার ফল পাওয়া যায়, এই জন্য বীর অধি-যমাশ্ব (দীন পালন করিয়া) ধর্ম (Rectitude) লাভ করিয়াছেন।

তাত্পর্য ঃ—

যে জন মিথ্যার নিকট নতি স্বীকার করে, সে কখন ও উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

টীকা ঃ—

শ্রবতু=শৃণোতু। অত্র ভ্বাদিঃ। শাস্+ন (উণাদি)=শাস্নঃ=অনুশাসনং। প্সাসঃ=রীতিঃ। প্সাতি গতি কর্মণি (নিঘণ্ট ২-১৪)। প্সা+স (উণাদি ৩৪৯) =প্সাসঃ। সূ-সূবতি প্রেরণে। সূ+য (উণাদি ৫৪৯)=সূয়=বৃদ্ধিঃ। নিমিত্তে সপ্তমী। চর্মণি দ্বিপিনং হন্তি। তস-তসতি-স্পষ্টৌ ছান্দসঃ। শিরস্ বত্ শির শব্দোঽপ্যস্তি। দা+লেট্ তি=দদাস্ত। সিব্ বহুলং লেটি (৩-১-৩৪)। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)=দদাস্ত্=দদাস্। যুজ+লেট্ অন্তি=যুজন্ ইতশ্চলোপঃ। মিহ+ক্ত=মীঢ়ং =ফলং। যসতে-চেষ্টায়াং। যাসী=বীরঃ। অধিকঃ যমাশ্বঃ =অধিযমাশ্বঃ।

সূক্ত-৪৯-১০

(১০) তত্ চা মজ্দা থ্বহ্মী আদাঁম্ নিপাওংহে,
মনো বোহূ উরুণস্ চা অষাউণাঁম্
নেমস্ চা যা আরমইতিশ্ ঈঝা চা,
মাংজা খ্ষথ্রা বজ্দংহা অবেমীরা ॥

অন্বয় :—

হে মজ্দা, তত চ নিপাসে ত্বস্মিন্ আধামি (হে মজ্দা, পালনের জন্য তাই তোমাতে স্থাপন করিতেছি)। বহু মনস্, অষাবতাং উরূণঃ চ (প্রজ্ঞাকে, আর ধার্মিকদিগের আত্মাগুলিকে)। যা আরমতিঃ নমস্যা ঈজ্যা (আর যে শ্রদ্ধা, নমস্যা ও পূজ্য)। মহা ক্ষথ্রা, বস্তসে অবিমরাঃ (আর মহা ক্ষথ্র, যাহা রক্ষণে অমোঘ)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, বিনাশ হইতে রক্ষার জন্য এই সম্পদ্গুলি তোমাতেই গচ্ছিত রাখিলাম—প্রজ্ঞা, পুণ্যবানদের আত্মা, নম্য ও পূজ্য আরমতি (শ্রদ্ধা), আর পরিত্রাণে অমোঘ মহত্ ক্ষথ্র (অনপেক্ষা)।

তাত্পর্য :—

আধ্যাত্মিক সম্পদ্গুলিকে মহেশ্বর মঝ্দা কথন ও বিনষ্ট হইতে দেন না। যোগ্য পাত্র পাইলেই তাহার মধ্য দিয়া তাহারা ফুটিয়া বাহির হয়।

টীকা :—

ত্বহিম=ত্বস্মিন্=ত্বয়ি।আ+ধা+লেট্ মি=আধাম্। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭) নি+পা+তুমর্থে সে (৩-৪-৯) নিপাসে=পালনায়। উর্বন্+শস্=উরূণঃ=আত্মনঃ। কর্মণি-দ্বিতীয়া। নমস্য=নমস্। সুপাং সু-লুক্ ইতি ড। ইজ্যা=ইজা। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে ডা। মংহা=মহতী। মংহতি বৃদ্ধৌ। বস্—বস্তে আচ্ছাদনে। বস্+তস্ (ঊণাদি ৬৫৯)=বস্তস্=রক্ষণম্। অ-বিমরা= অমরা। বিমরঃ=বিশেষেণ মরণশীলঃ।

সূক্ত-৪৯-১১

(১১) অত্ দুশে-খ্ষথ্রেংগ, দুশ্-ষ্যওথনেংগ, দুঝ্-বচংহো,
দুঝ্-দএনেংগ, দুষ্-মনংহো দ্রেগ্বতো।
অকাইশ্ খরেথাইশ্ পইতী উর্বানো পইত্যেইন্তী,
দ্রুজো দেমানে হইথ্যা অংহেন্ অস্তয়ো॥

অন্বয় ঃ—

অথ দুশ্-ক্ষথ্রাঃ দুশ্-চ্যৌত্নাঃ দুশ্-বচসঃ (এই দুর্বীর্য্য দুষ্কর্মা দুর্বচা)। দুষ-দীনাঃ দুর্মনসঃ দ্রুগ্বতঃ (কুতন্ত্র দুর্মনা পামরগণ)। অকৈঃ খরথৈঃ উর্বাণঃ প্রতি এন্তি (অশুচি আহার দ্বারা আত্মাকে ব্যাবৃত্ত করে)। সত্যং দ্রুজঃ ধাম্নি অস্তয়ঃ অসন্তি (নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যার নিলয়ে বাসেন্দা হয়)।

অনুবাদ ঃ—

যাহাদের শক্তি, কর্ম, বচন, দীন (ধর্মবিধি) মন, সকলই পাপ-মলিন, সেই পামরেরা কদাহার (কুচিন্তা) দ্বারা আত্মাকে পাতিত করে। নিশ্চয়ই তাহারা মায়ার রাজ্যেই বাস করিতে থাকে

তাত্পর্য ঃ—

নরকে—মায়ার রাজ্যে—থাকার অর্থ ক্ষুদ্রত্বে থাকা; মানুষ যাহা হইতে পারে, তাহা না হওয়া। পামর দিগের আত্মা মজ্দা হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া সংসারে ফিরিয়া আসে।

টীকা ঃ—

খর-খরতি ভোজনে (ছান্দসঃ)। খুরদান ইতি পারসীকে। খর্+অম (উণাদি ৪০০) খরথঃ=আহারঃ। প্রত্যেন্তি=প্রতিযন্তি। অসন্=ভবন্তি। অস্ +লেট্ অন্তি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭) সংযোগান্তস্য লোপঃ (৮-২-২৩) সং-স=জেং-ংহ। অস্তয়ঃ=জীবাঃ।

সূক্তম্-৪৯-১২

(১২) কত্ তোই অষা জ্বয়েন্তে অবংহো,
জরথুস্ত্রাই কত্ তোই বোহূ মনংহা।
যে বে স্তওতাইশ্ মজ্দা ফ্রীণাই অহুরা,
অবত্ যাসাঁস্ য্যত্ বে ইস্তা বহিস্তেম্॥

অন্বয় ঃ—

কৎ তে অষা জরথুস্ত্রায় অবসঃ জবয়ন্তে (কবে তোমার ধর্ম জরথুস্ত্রকে নিরাপত্তা প্রেরণ করিবে ?)। কত্ তে বসু মনসা (কবে তোমার প্রজ্ঞা ?)। হে অহুর মজ্দা যৈঃ বৈ স্তবৈঃ প্রাণাসি (হে অহুর মজ্দা যে স্তুতিতে তুমি প্রীত হও)। অবতা ষসসে (উহা দ্বারা প্রার্থনা করিব)। যদ্ বৈ বহিষ্ঠং ইষ্টম্ (যাহা শ্রেষ্ঠ ইষ্ট)।

অনুবাদ ঃ—

তোমার ধর্ম, আর তোমার প্রজ্ঞা কবে জরথুস্ত্রকে শান্তি আনিয়া দিবে ? হে অহুর মজ্দা, যে স্তুতি তোমার প্রিয়, সেই স্তুতিদ্বারা আরাধনা করিয়া আমরা শ্রেষ্ঠ ইষ্ট লাভ করিব।

তাত্পর্য ঃ—

রুদ্রের স্তুতিতে মগ্ন থাকাই শান্তিলাভের একমাত্র পথ।

টীকা ঃ—

কত্=কদা। কিমো অত্ (৫-৩-১২) জ্বয়তে=জবয়তে=প্রেরয়তি। তনি-পত্যোশ্ ছন্দসি (৬-৪-৯৯) ইতি যোগবিভাগাত্। বর্তমান সামীপ্যে লট্ (৩-৩-১৩১)। অব—অবতি-রক্ষণে। অব+অস্ (উণাদে) অবস্=ত্রাণং। প্রীণাসি=তুষ্যসি। লোপস্ত (৭-১-৪১) ইতিবত্ সকারস্যাপি লোপঃ। যাসাংস্—যাস্—পূজায়াং। যাস-লেট মি। লেট অড্ আটৌ (৩-৪-৯৪) ইতি আকারাগমঃ। সিব্ বহুলং লেটি (৩-১-৩৪) ইতি সকারাগমঃ। যাস+আ+স+মি। মন্ত্রেঘস-হ্বর (২-৪-৮০) ইতি যোগবিভাগাত্ লের্ লুক্। যাসাস্ শে মুচাদীনাং (৭-১-৫৯) ইতি যোগবিভাগাত্ মুম্। যাসাংস্।

চতুর্দশী

শ্বরণিব

সূক্তম-৫০-

(১) কত্‌ মোই উর্বা ইসে চহ্যা অবংহো,
কে মোই পসেউশ্‌ কে মে না থ্রাতা বীস্তো।
অন্যো অষাত্‌ থ্বত্‌ চা মজ্‌দা অহুরা
অজ্‌দা জুতা বহিস্তা অত্‌ চা মনং হো ॥

অন্বয় ঃ—

কত্‌ মে উর্বা ঈশে (কবে আমার আত্মা সমর্থ হইবে ?)। চস্য অবসা (কাহার রক্ষণদ্বারা) কঃ মাং পশ্যেত্‌ (কে আমাকে দেখিবে ?)। কঃ না মে ত্রাতা বিত্তে (কোন নর আমার ত্রাতারূপে বিদ্যমান ?)। অন্যঃ অষাত্‌ ত্বত্‌ চ মজ্‌দা অহুরা (হে অহুর মজ্‌দা, ধর্ম এবং তুমি ব্যতীত)। অদ্ধা ঋতে বহিষ্ঠাত্‌ মনসঃ (আর বিনা উত্তম প্রজ্ঞা)।

অনুবাদ ঃ—

কবে আমার আত্মা শক্তিশালী হইবে ? কাহার দাক্ষিণ্যে ? কে আমাকে দেখিয়া রাখিবে ? হে অহুর মজ্‌দা, তুমি, ধর্ম আর পরি-প্রজ্ঞা ব্যতীত অন্য কে আমার পরিত্রাতা আছে ?

তাত্‌পর্য ঃ—

প্রজ্ঞা এবং ধর্ম মুক্তির সাধন। পরন্তু তপস্যা করিবার শক্তিও মজ্‌দারই দান, ইহা অবধান করিয়া মহেশ্বর মজ্‌দার কৃপার উপর নির্ভর করাই সুবুদ্ধি।

টীকা ঃ—

টীকাঃ—ঈশ—ঈষ্টে, ঐশ্বর্য্যে। অত্র ভ্বাদিঃ। লেট্‌ তে=ঈশত। লোপস্ত (৭-১-৪১)। ঈশে=প্রভবতি=প্রভবিষ্যতি। বর্তমান সামীপ্যে (৩-৩-৩১) ইতি ভবিষ্যতি লট্‌। চস্য=কস্য। সং—ক=জেং—চ। কু-হোর্শ্চুঃ (৭-৪-৬২)।' পশ্যেয়ুঃ=পশ্যেত্‌। সুপ্‌-তিঙ্‌-ইত্যাদিনা বচন ব্যত্যয়ঃ। বিস্তে =বিত্তে=বিদ্যতে। সং-ত্তে+জেং স্তে। অষাত্‌=ধর্মাত্‌। অন্য শব্দ যোগে পঞ্চমী (২-৩-২৯)। অদ্ধা=সত্যং (নিঘন্টু-৩-১০)। জুতা=ঋতে। জুদা (জুজ্‌) ইতি পারসীকে। বহিষ্ঠা অত্‌=বহিষ্ঠাত্‌। সুপাং সু লুক্‌ (৭-১-৩৯) ইতি পঞ্চমী স্থলে আত্‌।

সূক্ত-৫০-২

(২) কথা মজ্‌দা রাণ্যো-স্কেরেতীম্ গাঁম্ ইষসোইত্,
যে হীম্ অহ্‌মাই বাস্ত্রবইতীম্ স্তোই উস্যাত্!
এরেঝেজীশ্ অষা পওঔরুষু হ্বরে-পিষ্যসূ
আকাস্তেংগ্ মা নিষাঁস্যা দাথেম্ দাহ্বা॥

য় :—

হে মজ্‌দা (সঃ) কথং রাণ্যস্কৃতিং গাং ইষসেত্ (হে মজ্‌দা, সে রণসংকুল ...কে কেমনে পরিচালন করিবে)। যঃ অস্মৈ তাং স্তোই বাস্ত্রবতীং উশ্যাত্ ...য নিজের জন্য ইহাকে সদা কর্ম্মময় ইচ্ছা করে)। অষায়ৈ পুরুষু স্বর-পশ্যসু ...্যযু মাং আকান্তং নিশাংস্য (ধর্মের জন্য বহু সূর্য্যবত্ ভাস্বর আচারে ...াকে স্পষ্ট অনুশাসন করিয়া)। দাথং দাস্ব (বিধি দাও)।

বাদ :—

হে মজ্‌দা, যে জন সর্বদা কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতে চায়, এই ...নস্কুল জগতে সে কেমনে চবিবে? সূর্য্যবত্ ভাস্বর সদাচার ...ন্ধে স্পষ্ট উপদেশ দিয়া আমাকে ধর্মের বিধান বলিয়া দাও।

...ত্‌পর্য :—

"ধর্মস্য নিষ্ঠা স্বাচারস্ তমেব আশ্রিত্য ভোত্‌স্যসে" (শান্তিপর্ব ২৬৫-৬)। ...র প্রাণ, এবং আচার তাহার দেহ স্বরূপ। ধর্ম কী তাহাও জানিতে হইবে, ...বার ধর্ম পালনের বিধি ও জানিতে হইবে।

...কা :—

রাণ্যা (রণবহুলা) কৃতিঃ (রচনা) যস্যা ইতি রাণ্যস্কৃতিঃ। পারস্করাদিত্বাত্ ...৬-১-৪৪) সুট্। ইষ-ইষ্যতি গতৌ। ণিচ্। ণের্ লোপঃ (৬-৪-৫১)। ...লট্ তি। ইষসত্=চারয়েত্। শিব্ বহুলং লেটি (৬-১-৩১) ইতশ্চ লোপঃ ...ীম্=এনাং (নিঘণ্টু-৪-২)। বশ্-বষ্টি ইচ্ছায়াং। লিঙ্ যাত্। ঋজ ...র্জতি গতৌ। ঋজ্যাস্=আচারঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি সপ্তম্যা লুক্। ঋজ্যেষু ...=আচারেষু। স্বরঃ=সূর্য্যঃ। স্বর ইব পশ্যঃ=স্বরে-পশ্যঃ=উজ্জ্বলঃ। কাশ- ...প্তৌ। আকান্তং=স্পষ্টং। নিশাংস্য=উপদিশ্য। ধা+থ (উণাদি) ধাথং= ...বধানং। দাহ্ব=দাস্ব=দেহি।

সূক্ত-৫০-৩

(৩) অত্ চীত্ অহ্মাই মজ্দা অষা অংহইতী,
ষাঁম্ হোই খ্ষথ্রা বোহূ চা চোইস্ত্ মনং হা।
যে না অষোইশ্ অওজংহা বরেদয়এতা
যাঁম্ নজ্দিস্তাঁম্ গএথাং দ্রেগ্বাও বখ্‌ষইতী॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্দা, অত্চিত্ অস্মৈ অষা অসতি (হে মজ্দা, তাই তাহারই ধর্মলাভ হয়)। যং সা ক্ষথ্রা বহু মনসা চ চেস্তি (যাহাকে সেই অনপেক্ষা ও প্রজ্ঞা উদ্দীপিত করে)। যঃ না অসেঃ ওজসা বর্ধয়তি (যে নর ধৃতির বলে বর্ধিত করে)। যাং নেদিষ্ঠাং গয়থাং দ্রুগ্বাস্ ভক্ষয়তি (যে নিকটতম প্রদেশকে পামর ভক্ষণ করিয়াছে)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, তোমার অনপেক্ষা এবং প্রজ্ঞা যাহাকে প্রেরণা দেয়, তাহারই ধর্মলাভ হয়। আর ধর্মলাভ হয় তাহার, যে জন (দূর-প্রসারী কল্পনায় মগ্ন না থাকিয়া নিকটতম কর্তব্যটী করে) দুর্বৃত্তদের ভক্ষণ (ধ্বংসলীলা) হইতে নিকটতম প্রদেশকে ধৈর্য্য ধরিয়া বাচায়।

তাত্পর্য ঃ—

কল্যাণের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা যে জন করে, দূরবর্তী দেশকে না পারিলেও নিকটবর্তী কেশকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, তাহার ধর্মলাভ হয়।

টীকা ঃ—

অসতি=ভবতি। অস্+লেট্ তি। সং-স্=জেং-ংহ। হে=সে=সা। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমাস্থলে এ। চিশ্+লেট্ তি=চেশ্ত। ইতশ্চ লোপঃ। অস্-অসতি আদানে। অস্+ই (উণাদি ৫৬৭)=অসিঃ=ধৃতিঃ। ওজংহা=ওজসা। নজ্দিস্তাং=নেদিষ্টাং=নিকটতমাং। অন্তিক-ইষ্ঠ=নেদিষ্ঠ (৫-৩-৬৩)। এ=য=জ। নে=নয্=নজ। গয়থাং=বিষযং।

সূক্ত-৫০-৪

(৪) অত্ বাও যজাই স্তবস্ মজ্দা অহুরা,
হদা অষা বহিস্তা চা মনংহা খ্‌ষথ্রা চা।
যা ঈষো স্তাওংহত্ আ পইথী
আকাও অরেদ্রেংগ্ দেমানে গরো সেরওষাণে॥

অন্বয় :—

মজ্দা অহুরা, অত্ বঃ স্তবস্ যজে (হে অহুর মজ্দা, এখন স্তব করিতে করিতে তোমাকে অর্চনা করিব)। সধা অষয়া বহিষ্ঠেন মনসা ক্ষত্রেণ চ (ধর্ম উত্তম-প্রজ্ঞা আর অনপেক্ষার সহিত) যত্ ইষে স্থাসত্ আ পথি (যেহেতু ইচ্ছাকরি তিষ্ঠমান এই পথে)। আকাস্ ঋধ্রস্ শ্রুষণঃ গিরঃ ধাম্নি (স্পষ্ট পরিচরণশীল এবং ভজনশীল হইয়া সঙ্গীতের নিলয়ে)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্দা, এখন স্তব করিতে করিতে, ধর্ম, উত্তম-প্রজ্ঞা, আর অনপেক্ষা দ্বারা তোমার অর্চনা করিব। কারণ আমি এই পথ ধরিয়া, স্পষ্ট পরিচরণশীল এবং ভজনশীল হইয়া, সঙ্গীতের নিলয়ে (বৈকুণ্ঠে) থাকিতে চাই।

তাত্পর্য :—

বিশ্বসংসারে বিশ্বনাথের লীলা দেখিয়া, মুখে তাহার স্তব করিতে করিতে জীবন কাটাইয়া দেওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।

টীকা :—

স্তু+কসন্ (৩-৪-১৭)=স্তবম্=স্তবন্। সধা=সহ। স্থা+সন্=স্থাসতি। স্থাস্+শতৃ=স্থাসত্ (তিষ্ঠাসতি লোকে—৭-৪-৬)। কাস=দীপ্তৌ। আকাস্ -স্পষ্টং। শ্রুষণঃ=ভক্তেঃ। শ্রু+সন্=শ্রুষতি। অত্র লোপো অভ্যাসস্য (৭-৪-৫৮)। শ্রুষ্+কনিন্ (উণাদি ১৬২)=শ্রুষণ। শ্রুষবত্ শ্রুষন্ শব্দোঽপ্যস্তি। স্নোর্ অন্ত্যয়োর্ লোপঃ। ঋধ্—ঋধ্নোতি পরিচরণে ঋধ+র=ঋধ্রঃ=ভজনশীলঃ

সূক্ত-৫০-৫

(৫) আরোই জী খ্‌ষ্‌মা মজ্‌দা অষা অহুরা,
যাত্‌ যূষ্‌মাকাই মান্‌থ্রাণে বওরাজথা।
অইবী দেরেস্তা আবীষ্যা অবংহা,
জস্তাইশ্‌ তা যা নাও খাথ্রে দায়াত্‌॥

অন্বয় ঃ—

মজ্‌দা অহুরা, ক্ষ্মা অষয়া আরয় হি (হে অহুর মজ্‌দা, আপনি ধর্মের সহিত নামিয়া আসুন)। যাত্‌ যুষ্মাকায় মান্ত্রণে বর্হথ (যদি আপনার উদ্গাতার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন)। অপি দৃঢ়েন অবসা আবিষ্য (আর দৃঢ় রক্ষণের সহিত আবির্ভূত হউন)। তৈঃ জস্তৈঃ যে নঃ খাত্রে ধায়াত (সেই হস্তদ্বারা যাহা আমাদিগকে পবিত্রতায় স্থাপিত করিবে)।

অনুবাদ ঃ—

হে অহুর মজ্‌দা, আপনি যদি এই মন্ত্র দ্রষ্টার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ধর্মের সহিত নামিয়া আসুন। আপনার হস্তে দৃঢ় রক্ষণ লইয়া আবির্ভূত হউন, আর আমাদিগকে খাত্রে (পবিত্রতায়) প্রতিষ্ঠিত করুন।

তাত্‌পর্য ঃ—

মহেশ্বর মজ্‌দার দর্শন লাভই জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা। চিত্তশুদ্ধিই তাহার প্রধান সাধন।

টীকা ঃ—

ঋ-ইয়র্তি গতৌ। ঋ+স্বার্থে ণিচ্‌=আয়তি। লোট্‌ হি—আরয়—আগচ্ছ। লোকে তু অর্পয়তি (৭-৩-৩৩)। ক্ষ্মা=যুষ্মা=ত্বম্‌। শুমা ইতি পারসীকে। মন্‌=তৃণ্‌ (উণাদি ২৫৯)=মন্ত্রন্‌=উদ্গাতা। বর্হথ ইত্যস্য কর্মণি, বিবক্ষয়া চতুর্থী। বৃহ-বর্হতি স্নেহে। বর্হত=স্নিহ্যত। সং-হ—জেং, জ। দৃস্ত=দৃঢ়। সং-ঢ়=জেং-স্ত। দৃস্তং ইতি ভেদকে দ্বিতীয়। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। দৃহ্‌+ক্ত=দৃঢ়। আবিস্‌+ক্যষ্‌ (৩-১-১৩)—আবিষ্যতি। আবিষ্য+লোট্‌ হি=আবিষ্য=প্রাদুর্ভব। অন্যেষাম্‌ অপি (৬-৩-৩৭) ইতি দীর্ঘত্বম। খাত্রে=শুচিতায়াং=চিত্তশুদ্ধৌ। স্বাত্র=পবিত্রতা (নিঘণ্ট ৪-২-১৪)। ধা-দধাতি ধারণে। অত্র ভ্বাদিঃ—ধায়াত।

সূক্ত-৫০-৬

(৬) যে মান্থ্রা বাচেম্ মজ্‌দা বরইতী,
উর্বথো অষা নেমংহা জরথুস্ত্রো।
দাতা খ্রতেউশ্‌ হিজ্বো রইথীম্ স্তোই,
মহ্যা রাজেংগ্‌ বোহূ সাহীত্‌ মনংহা॥

অন্বয় :—

মজ্‌দা, যঃ মান্ত্রা বাচম্ ভরতি (হে মজ্‌দা, যে উদ্‌গাতা স্তব উচ্চারণ করিতেছে)। অষয়া নমস্যন উর্বথঃ জরথুস্ত্রঃ (ধর্মহেতু নমস্কার করিতে করিতে, সুহৃদ্ জরথুস্ত্র)। ক্রতোঃ ধাতা তস্মৈ স্তি রথ্যাং জিহ্ব (কর্তব্যের বিধাতা তুমি, তাহাকে সনাতন্ পথ বলিয়া দাও)। বসু-মনসা, মহ্যম্ রহস্ শসেত্‌ (প্রজ্ঞা আমাকে রহস্য বুঝাইয়া দিউক)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, মন্ত্রদ্রষ্টা তোমার প্রিয় জরথুস্ত্র, পবিত্রভাবে নমস্কারের সহিত তোমার স্তব করিতেছে। কর্তব্যের বিধাতা তুমি, তাহাকে সনাতন পথ দেখাইয়া দাও ; প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমাকে সকল রহস্য বুঝাইয়া দাও।

তাত্‌পর্য :—

রুদ্র ই গুরুশক্তিরূপে কাজ করেন। মজ্‌দা যাহার উপর প্রীত হন জগতের কোন ও রহস্যই তাহার অবিদিত থাকেনা।

টীকা :—

মন্ত্র-মন্ত্রয়তে। মন্ত্র+কনিন্ (উনাদি ১৬২)=মন্ত্রা=উদ্গাতা। ভরতি= উচ্চরতি। ভৃ-ভরতি ধারণে। অষা=অষেণ। সুপাং সুলুক্ ইতি তৃতীয়া স্থলে আ। নমসস=প্রণমন্। নমস্+ক্বিপ্=নমসতি। সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিপ্ বা ইতি বার্তিকাত্‌। নমস্+কসু (৩-৪-১৭)=নমসস্। ক্রতু=প্রজ্ঞা (নিঘণ্টু-৩-৯)। জিহ্ব=ক্রুহি। জিহ্ব+ক্বিপ্=জিহ্বতি। সিংহে বর্ণবিপর্যয়ঃ। রাজেস্=রহস্, গুহ্যস্। সং-হ=জেং-জ। শাসেত্‌=ব্রুয়াত্‌। শ=স। স=হ।

সূক্ত-৫০-৭

(৭) অত্ বে যওজা জেবিস্ত্যেংগ্ অউর্বতো,
জ্যাইশ্ পেরেথ্রুশ্ বহ্মহ্যা যুষ্মাকহ্যা।
মজ্দা অষা উগ্রেংগ্ বোহূ মনংহা,
যাইশ্ অজাথা মহ্মাই খ্যাতা অবংহে॥

অন্বয় ঃ—

অত্ উর্বতা বঃ জবিষ্টং যজে (এই মনদ্বারা তোমাতে দৃঢ়তম যুক্ত হইর্তেছি)। যুষ্মাকস্য ব্রহ্মস্য প্রৈতুং জয়াস্ (ব্রহ্মস্বরূপ তোমার মিলন যাইব)। মজ্দা অষা বহুমনসা অগ্রম্ (হে মজ্দা, ধর্ম প্রজ্ঞাদ্বারা অগ্রসর হউক)। যৈঃ অজথ, মহ্মে অবসে স্যেত (যাহা দিয়া চালাও, তাহা আমাদের স্বস্তির নিমিত্ত হউক)।

অনুবাদ ঃ—

আমি এখন মন তোমাতে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতেছি। ব্রহ্ম স্বরূপ তোমার মিলন সুখ আস্বাদন করিব। হে মজ্দা, প্রজ্ঞাদ্বারা ধর্ম বর্ধিত হউক। যে পথে চালাও, তাহাই আমাদের মঙ্গল করুক।

তাত্পর্য ঃ—

মাং চ যো অব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

গীতা ১৪-২৬

মহেশ্বর মজ্দায় ভক্তি করিয়াই ব্রহ্ম লাভ করিতে হয়। কারণ "অন্যোহন্যাধ্যাসং অত্রাপি জীব কূটস্থয়োর্ ইব" (পঞ্চদশী-৬-১৯০)—যিনি মজ্দা তিনিই ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্ম তিনিই মজ্দা। উভয় লিঙ্গত্বাদ্।

বে=বঃ=ত্বয়ি। সুপ-তিঙ্—উপগ্রহ ইত্যাদিনা সপ্তমী স্থলে দ্বিতীয়া। উর্বতা=উর্বতং=মনঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। যোজে—যুনজ্মি। জি জয়তি=গচ্ছতি (নিঘণ্টু-২-১৪)। জি+লেট সি—জয়াস্। সুপ-তিঙ্-উপগ্রহ ইত্যাদিনা মি স্থলে সি। প্র+ই+তু (উণাদি ৭২)—প্রৈতুঃ=সংযোগঃ। জয়াস্ ইত্যস্য কর্মণি দ্বিতয়া। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে সু। ব্রহ্মস্য=ব্রহ্মময়স্য। যুষ্মাকস্য=তব। অগ্র+ক্বিপ=অগ্রাতি। লেট্ অন্তি, অগ্রন্। মহ্মৈ=মহ্যম্। স্যেত=ভবেত।

সূক্ত-৫০-৮

(৮) মত্ বাও পদাইশ্ যা ফ্রস্রুতা ঈঝয়াও,
পইরিজসাই মজ্দা উস্তান জস্তো।
অত্ বাও অষা অরেদ্রখ্যাচা নেমংহা,
অত্ বাও বংহেউশ্ মনংহো হুনরেতাতা॥

অন্বয় ঃ—

পদৈঃ মত্ (সেই পদগুলির দ্বারা) যে ইজায়ৈ প্রশ্রুতাঃ (যাহারা পূজার জন্য প্রসিদ্ধ)। মজ্দা, উত্তানজস্তঃ বঃ পরিজসে (হে মজ্দা, উত্তানহস্ত হইয়া হইয়া আপনাকে পরিচারণ করিতেছি)। অত্ বঃ ঋধ্রস্যাঃ অষায়াঃ নমস্যন্ (আর আরাধ্য তোমার ধর্মকে নমস্কার করিতে করিতে)। অত্ বঃ বসোঃ মসসঃ সূনৃতাতিং (আর তোমার প্রজ্ঞার লীলাকে)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, বন্দনীয় তোমার ধর্মকে, আর তোমার প্রজ্ঞার সৌষ্ঠবকে নমস্কার করিতে করিতে, যে সকল স্তব পূজায় প্রশস্ত, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, তাহা দ্বারা তোমার পরিচারণা করিব।

তাত্পর্য ।—

তস্মাত প্রণম্য প্রণিধায় কায়ম্।
প্রসাদয়ে ত্বান্ অহম্ ঈশম্ ঈড্যম্॥

গীতা-১১-৪৪

মজ্দার গুণগানই যাহার একমাত্র কাজ, তাহার সংস্পর্শে জগত্ পবিত্র হইয়া যায়।

টীকা ঃ—

মত্=স্মত, সহ। যজ্+অল্। স্ত্রিয়াং আপ্—ইজা। ঘচি-ঘপি (৬-১-১৫) ইতি ই। জসতি গতিকর্মা (নিঘন্টু ২-১৪)। অষা=অষস্য। কর্মণি ষষ্ঠী (২-৩-৫২)। ঋধ্র—পূজ্য। ঋধ্নোতি পরিচরণ কর্মা (নিঘন্টু)। ঋধ্+র (উণাদি ১৭৮)। নমস্+ক্বিপ্=নমসতি। ভাবলক্ষণে কসুন্ (৩-৪-৭) নমসম্=প্রণমন্। নৃ—নৃণাতি-নয়নে। সু+নৃ+ক্বিপ্=সুনৃ (সুনেতা)। সুনৃ+তাতিল্ (৫-৪-৪১)=সুনৃতাতিঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে ডা।

সূক্ত-৫০-৯

(৯) তাইশ্ বাও যস্নাইশ্ পইতি স্তবস্ অয়েনী,
মজ্দা অষা বংহেউশ্ খ্যওথনাইশ্ মনংহো।
যদা অষোইশ্ মখ্যাও বসে-খ্ষয়া,
অত্ হুদানাউশ্ ইষষাঁস্ গেরেজ্দা খ্যেম্॥

অন্বয় ঃ—

তৈঃ যস্নৈঃ স্তবস্ বঃ প্রতি অয়ানি (সেই সকল পূজা সহ স্তব করিতে করিতে তোমার নিকট আসিব)। মজ্দা অষয়া বসোঃ মনসঃ চ্যৌত্নৈঃ (হে মজ্দা, প্রজ্ঞার কর্মদ্বারা ধর্মসহ)। যথা মস্য অসেঃ বশে-ক্ষয়ে (যেন ধৃতির উপর আমার প্রভুতা থাকে)। অত্ সুদানোঃ ইষ্যংস্ গর্তা স্যাম্ (তাই বিজ্ঞান ইচ্ছা করিয়া স্তোতা হইবে)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, আমি প্রজ্ঞার কর্মদ্বারা ধর্ম আশ্রয় করিয়া, পূজার নিমিত্ত স্তব করিতে করিতে তোমার নিকট আসিব। যেন ধৃতি আমার বশে থাকে এই অভিপ্রায়ে, বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমি স্তব করিতে থাকিব।

তাত্পর্য ঃ

সত্বগুণ, এবং তাহার ফল বিজ্ঞান, কামনা করিবে। সত্বগুণের আধিক্য না থাকিলে নিষ্কামন হইতে পারা যায় না।

টীকা ঃ—

স্তবস্=স্তু+কসুন্ (৩-৪-৯৭)। অস—অসতি আদানে। অস্+ই (উণাদি)=অসিঃ=ধৃতিঃ। মস্য=মম। বশঃ=ইচ্ছা। ক্ষয়তি ঐশ্বর্যে। বশে-ক্ষয়তি=প্রভবতি। সাক্ষাত প্রভৃতীনি (১-৪-৭৪) ইতি গতিত্বম্। দনা—দানাতি জ্ঞানে। দা+নু (উনাদি ৩১৯) দানুঃ—জ্ঞানং।

সূক্ত-৫০-১০

(১০) অত্ যা বরেষা যা চা পইরি-আইশ্ ষ্যওথনা,
যা চা বোহূ চষ্মাঁম্ অরেজত্ মনংহা।
রওচাও খেংগ্ অস্নাঁম্ উখ্ষা অএউরুশ্
খ্ষ্মাকাই অষা বক্সাই মজ্দা অহুরা॥

অন্বয় ঃ—

অত্ যত্ বৃশে (এখন আমি যাহা করি)। যত্ চ চ্যৌত্নং পরি-ঐস্ (যে কর্ম আমি পরি-গমন করিব)। বহু মনসা যত্ চ অর্হত্ চক্ষামি প্রজ্ঞাদ্বারা যাহাকে মূল্যবান্ বলিয়া দেখি)। রোচাঃ, স্বং অহ্নাম্, উক্ষা, উড্রুঃ (কিরণ, সূর্য্য দিবস, উষা, তারা)। হে অহুর মজ্দা, ক্ষ্মাকায় অষায় ব্রহ্মায় (হে অহুর মজ্দা, তাহারা তোমার পুণ্যময় গৌরবের নিমিত্ত আছে)।

অনুবাদ ঃ—

হে অহুর মজ্দা, আমি যে সকল কর্ম করিতেছি, এবং করিতে যাইতেছি, আর প্রজ্ঞাদ্বারা যাহাদিগকে মুল্যবান্ বলিয়া বুঝি— যথা জ্যোতি, সূর্য, দিবস, উষা, নক্ষত্র—তাহারা সকলেই তোমার পুণ্যময় গৌরব খ্যাপন করে।

তাত্পর্য ঃ—

যদ্ যদ্ বিভূতিমত্সত্ত্বং শ্রীমদ্ উর্জ্জিতম্ এব বা।
তত্ তদ্ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজো অংশ সম্ভবম্॥

গীতা-১০-৪১

প্রথম প্রথম উর্জিত বস্তুতেই রুদ্রকে দেখিতে হয়; পরে সর্বত্রই দেখা যায়।

টীকা ঃ—

বৃশ-বৃশ্চতি-করণে। অত্র তুদাদি। পরি—ইস্=পরিয়ামি (come a cross)। পরি+ই+লুঙ্ অম্। লের্ লুক্ (২-৪-৮০)। ছন্দসি লুঙ লঙ্ -লিট ঃ ইতি বর্তমানে লুঙ্। চক্ষ্মম্=চশ্ম—পশ্যতি কর্মা (নিঘণ্টু-৩-১১)। লেট্ মি। ইতশ্চ লোপঃ চশ্মাম্। অর্হত্=যোগ্যাং। রোচাঃ=কিরণং। স্বম্=স্বর্=সূর্য্যম্। অহ্নাম্=অহন্। সুপ্ তিঙ্ উপগ্রহ ইতি বাত্যয়েন প্রথমা স্থলে ষষ্ঠী। উক্ষা=উষা। উড্রুঃ=তারকা। ব্রহ্মায়=গৌরবায়।

সূক্তম্-৫০-১১

(১১) অত্ বে স্তওতা অওজাই মজ্দা আংহা চা,
যবত্ অষা তবা চা ইসাই চা।
দাতা অংহেউশ্ অরেদত্ বোহূ মনংহা,
হইথ্যা-বরেস্তাঁম্ যত্ বস্না ফ্রযোতেমেম্॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্দা, অত্ বঃ স্তোতা আবজ্যে, আসে চ (হে মজ্দা, আমি তোমার স্তোতা হইব, ও থাকিব)। যাবত্ অষয়া তবে চ ঈশে চ (যত দিন ধর্মের বলে আমি পারিব, ও সক্ষম থাকিব) অসোঃ ধাতা বহু-মনসা তদ্ ঋধ্যতু (জীবনের স্রষ্টা প্রজ্ঞাদ্বারা তাহা সফল করুন)। সত্য-বৃস্তানাম্ যত্ যস্নং প্রসতমং (সত্য কর্মা দিগের যে বাসনা উদারতম)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, ধর্মবলে আমি যতদিন পারিব ও সমর্থ হইব, তোমার স্তব করিব ও করিতে থাকিব। হে জীবনের বিধাতা, সত্য-পরায়ণ-দিগের যাহা শ্রেষ্ঠ বাসনা, প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাহা সফল কর।

তাত্পর্য ঃ—

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—মজ দার অনুগ্রহেই এমন শ্রেষ্ঠ লাভ পাওয়া যায়।

টীকা ঃ—

বজ-বজতি গমনে। ধাতুনাম্ অনেকার্থত্বাত্ অত্র সত্তায়াং। দিবাদিঃ আত্মনে পদম্ লট্ এ। আবজ্যে=ভবিষ্যামি। বর্তমানসামীপ্যে বর্তমান বত্ (৩-৩-১৩১)। আস্-আস্তে স্থিতৌ। আসে=স্থাস্যামি। ভবিস্যতি লট্ (৩-৩-১৩১) তু-তবীতি-বৃদ্ধৌ। অত্র শক্তৌ। তোবানিস্তান্ ঈতি পারসীকে। ঈশ—ঈষ্টে। ঐশ্বর্য্যে। ভ্বাদিঃ। ঋধ্—ঋধ্যতি—বৃদ্ধৌ। ণিচ্। ণের্ লুক্। লেট্ তি। বৃস্তং=কর্ম। বস্+ন (উণাদি) বস্নঃ=ইচ্ছা॥ প্রস—প্রসতে বিস্তারে। প্রস্+অল্=প্রসঃ=উদার। ,অর্শাদিত্বাত্ অচ্।

নমো বে গাথাও অষওনীশ্। সূক্ত-৫১-১

বহু ক্ষথ্রম্।

(১) বোহূ খ্ষথ্রেম্ বইরীম্ বাগেম্

অইবী বরিস্তেম্।

বীদীষেন্না ইশ্ ঈঝা চীত্ অষা,

অন্তরে চরইতী।

ম্যাওথনাইশ্ মজ্দা বহিস্তেম্

তত্ নে নূচীত্ বরেষাণে॥

অন্বয় ঃ—

বর্য্যং ভাগং অভিবরিষ্ঠং বহু-ক্ষথ্রং (বরেণ্য সম্পদ্ সর্বশ্রেষ্ঠ শুভ ক্ষথ্রকে)। বিধিষিম্না ইশ্ ঈহয়া চিত্ অষা অন্তরে চারয়তি (আবর্তিত চেষ্টাদ্বারাই ধর্ম অন্তরে স্থাপন করে।) হে মজ্দা, নঃ বহিষ্ঠং তত্ নু চ্যৌত্নৈঃ চিত্ বৃশানি (হে মজ্দা, আমাদের হিততম উহাকে কর্মদ্বারাই অধিগত করিতে চাই)।

অনুবাদ ঃ—

শুভক্ষথ্র একটি বরেণ্য সম্পদ্—সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। অবিরত চেষ্টা দ্বারাই ধর্ম এই ক্ষথ্রকে অন্তরে স্থাপিত করে। হে মজ্দা, আমি স্বীয় কর্ম দ্বারাই এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ লাভ করিতে চাই।

তাত্পর্য ঃ—

তিতিক্ষুতা অর্থাত্ উপেক্ষাদ্বারা দুঃখকে জয় করিবার যে শক্তি, তাহাই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান সম্পদ্। যে জন দুঃখকে ভয় করেনা, সুখ তাহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। অতএব পাপ করিবার কোনও হেতু তাহার নাই। We sin because we fear to suffer, we suffer be cause we sin.

টীকা ঃ—

বিধিষিম্না=নিশ্চলা। ধি-ধিয়তি ধারণে। ধি+সন্=ধিসতি। অত্র লোপঃ অভ্যাসস্য ইতি দ্বিরুক্তিঃ নাস্তি। ধিস্+শানচ=ধিষমানা। তনি—পত্যোশ্ ছন্দসি (৬-৪-৯৯) ইতি যোগবিভাগাত্। উপধালোপঃ। ধিষিম্না (persistent) ইশ্=এব। ঈহা=চেষ্টা। সং—হ=জেং—জ। বৃশানি =আহরাণি। বৃশ-বৃশ্চতি বরণে।

সূক্তম-৫১-২

(২) তা বে মজ্‌দা পওর্বীম্‌,
অহুরা অষাই চা যেচা।
তইব্যা চা আরমইতে,
দোইষা মোই ইস্তোইশ্‌ খ্‌ষথেম।
খ্‌ষ্‌মাকেম্‌ বোহু মনংহা,
বহ্‌মাই দাইদী সবংহো॥

অন্বয় :—

হে অহুর মজ্‌দা, তদ্‌ যত্‌ বঃ পৌর্ব্যং, অষায়ৈ চ, যা চ (হে অহুর মজ্‌দা, তাই, যাহা তোমার শ্রেষ্ঠ দান, ধর্মের নিকট ও যাহা শ্রেষ্ঠ)। তুভ্যং চ আরমতে (হে আরমতি, তোমার নিকটও)। মে ইষ্টেঃ ক্ষথ্রং দিশ (ইষ্টলাভের জন্য আমাকে ক্ষথ্র দাও)। বসু মনসা ব্রহ্মায় স্মাকম্‌ সবসঃ দাধি (ব্রহ্ম লাভের জন্য, প্রজ্ঞাদ্বারা, ত্বদীয় প্রেম দাও)।

অনুবাদ :—

হে অহুর মজ্‌দা, তাই, যাহা তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ, যাহা ধর্মের নিকটও শ্রেষ্ঠ, হে আরমতে (শ্রদ্ধা) তোমার নিকটও শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত আমাকে সেই জিষ্ণুতা (অনপেক্ষা) দাও। ব্রহ্ম লাভের নিমিত্ত, প্রজ্ঞার সহায়তায়, আমাকে তোমার প্রেম দাও।

তাত্‌পর্য :—

"নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্‌ নিঃশ্রেয়সম্‌ অনল্পকম্‌" (ভাগবত ১২-২০-৩৫) অনপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌।

টীকা :—

যে চা=যত্‌ চ। দিশ=দেহি। দিশতি—আজ্ঞায়াং দানে চ। দ্ব্যচো অতস্‌ তিঙঃ (৬-৩-১৩৫) ইতি আ। ইষ্টেঃ=ইষ্টয়ে। চতুর্থ্যর্থে বহুলং ষষ্ঠী। ব্রহ্মায়=ব্রহ্‌ম লাভায়। ব্রহ্‌মশব্দঃ অকারান্তোঽপ্যস্তি। সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মম এতত্‌। দাধি=দেহি। শ্রু-শৃণু—পৄ (৬-১০২) ইতি ধি।

সূক্ত-৫১-৩

(৩) আ বে গেউষা হেম্যন্তূ,
যোই বে শ্যওথনাইশ্ সারেন্তে।
অহুরো অষা হিজ্বা,
উখ্ধাইশ্ বংহেউশ্ মনং হো।
যএষাঁম্ তূ পওরুয়ো,
মজ্দা ফ্রদখ্স্তা অহী॥

অন্বয় ঃ—

আ বৈ গোশেন শাম্যন্তু (তাহারা কাণ দিয়া শুনুক)। যে বৈ চ্যৌত্নৈঃ সরন্তে (যাহারা কর্মদ্বারা অগ্রসর হয়)। হে অহুর, বসোঃ মনসঃ উক্তৈঃ অষাং জিহ্ব (হে অহুর, প্রজ্ঞার বচন দ্বারা ধর্মকে বলিয়া দাও)। হে মজ্দা যেষাং ত্বং পৌর্ব্যঃ প্রদক্ষিতা অসি (হে মজ্দা, যাহাদের তুমি আদি প্রেরক)।

অনুবাদ ঃ—

যাহারা প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনা করেন, তাহারা কাণ দিয়া শুনুন। হে অহুর, প্রজ্ঞার বাণীদ্বারা ধর্মের স্বরূপ কী তাহা বলিয়া দাও। হে মজ্দা, প্রজ্ঞার বাণীর আদি অনুপ্রেরয়িতা তো তুমিই।

তাত্পর্য ঃ—

প্রজ্ঞার যাহা বাণী, তাহা ঈশ্বরেরই বাণী।

টীকা ঃ—

গোশঃ=কর্ণঃ। নিশাম্যতি শ্রবণে। স্থ—সরতি চলনে। অত্র আত্মনেপদম্। ষ্ঠিবু-ক্লমু-চমাং (৭-৩-৭৫) ইতি বৃদ্ধিঃ সারতে। জিহ্ব=রু হি। জিহ্বা+ক্বিপ্। সর্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ক্বিপ্ বা বক্তব্যঃ। জিহ্বতি। জিহ্বতি=কথয়তি। লোট্ হি=জিহ্ব। দ্ব্যচো অতস্ তিঙঃ (৬-৩-১৩৬) ইতি বৃদ্ধিঃ। জিহ্ব। সিংহে বর্ণ ও বিপর্যয়ঃ। হিজ্বা। দক্ষ—দক্ষতে শীঘ্র প্রেরণে। দক্ষিতা=প্রেরয়িতা।

সূক্ত-৫১-৪

(৪) কুথ্রা আরোইশ্ আফ্সেরতুশ্,

কুথ্রা মেরেঝ্দিকা অখ্শ্তত্।

কুথ্রা যসো খ্যেন্ অষেম্,

কূ স্পেন্তা আরমইতিশ্।

কুথ্রা মনো বহিস্তেম্,

কুথ্রা থ্বা খ্ষথ্রা মজ্দা॥

অন্বয় ঃ—

কুত্র আরোঃ আস্ফুরতুঃ (কোথায় সামঞ্জস্যের বিকাশ?)। কুত্র মৃষ্টিকা অক্ষতাত্ (কোথায় মার্জনা প্রবাহিত হয়?)। কুত্র অষা স্বং জসতি (ধর্ম কোথায় স্ব-রূপে যায়?)। ক স্পেন্তা আরমতিঃ (কোথায় শুভ শ্রদ্ধা?)। কুত্র বহিষ্ঠং মনঃ (উত্তম-প্রজ্ঞা কোথায়?)। কুত্র তব ক্ষথ্রা মজ্দা (হে মজ্দা, তোমার জিষ্ণুতা কোথায়?)।

অনুবাদ ঃ—

সামঞ্জেস্যের পূর্ণ বিকাশ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? ক্ষমা কোথায় প্রবাহিত হয়? ধর্ম কোথায় স্বরূপে অবস্থান করে? শুভ শ্রদ্ধা কোথায় থাকে? উত্তম-প্রজ্ঞাই বা কোথায় থাকে? তোমার ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) কোথায়,—তাহা জানিলেই সব প্রশ্নের উত্তর হইয়া যায়।

তাত্পর্য ঃ—

যথায় অনপেক্ষা—আছে, পূর্ণতা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি তথায় আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

টীকা ঃ—

ঋ—ইয়র্তি ঋচ্ছতি গতৌ। ঋচ্ছন্তি সর্বে যত্র ইতি আরুঃ=সামঞ্জস্যং। (ঋ+ক্তুন্ (উণাদি) আরু)। স্ফুর+অথুচ্ (৩-৩-৮৯)। সিংহে বর্ণ বিপর্য্যয়ঃ। ফস্ুরতু। মৃজ—মার্জতি—শোধনে। মৃজ্+ক্তিঃ=মৃষ্টি। স্বার্থে ক। স্ত্রিয়াং আপ্। মৃষ্টিকা=ক্ষমা। অক্ষ—অক্ষতি ব্যাপ্তৌ। লোট্ তু স্থলে তাতঙ্ (৭-১-৩৫)। জস্—জসতি গতৌ (নিঘণ্টু)। লুঙ্—দ্। লের্ লুক্—অজসস্। বহুলং ছন্দসি অমাঙ্যোগে হপি (৬-৪-৭৫)। জসস্। অষং=ধর্মঃ। অষঃ অষী অষম্ ত্রিষ্বপি লিঙ্গেস্থু বর্ততে। স্বম্=আত্মানম্।

সূক্ত-৫১-৫

(৫) বীস্পা তা পেরেসাঁস্,
যথা অষাত্ হচা গাঁম্ বীদত্।
বাস্ত্র্যো ম্যুওথনাইশ্ এরেষ্বো,
হাঁস্ হুখ্রতুশ্ নেমংহা।
যে দাথএইব্যো এরেশ্ রতূম্,
খ্ষয়াংস্ অষিবাও চিস্তা॥

অন্বয় ঃ—

বিশ্বং তদ্ পৃসাস্ (সেই সকল প্রশ্ন করি)। যথা অষাত্ সচা গাম্ বিদেত্ (যেমনে ধর্মদ্বারা জগত্কে জানিবে)। বাস্ত্র্যঃ চ্যৌত্নৈঃ ঋষঃ (কর্মে কুশল সাধক)। সুক্রতুঃ নমসস্ সন্ (সুকর্মা ও বিনম্র থাকিয়া)। যঃ দাথেভ্যঃ ঋষ্—রতুং (যে বিধির জন্য, সত্য গুরুকে)। ক্ষয়স্ অসীবান্ কিত্তে (সমর্থ ধৃতিমান থাকিয়া অনুসন্ধান করে)।

অনুবাদ ঃ—

কর্মনিষ্ঠ সেই সাধক ধর্ম রক্ষা করিয়া এই জগতে কেমনে চলিবে এইসব কথা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি—যে সমর্থ ও ধৃতিমান্ সাধক, সুকর্মা ও বিনম্র হইয়া, বিধি-নিষেধ জানিবার জন্য সত্য গুরুর নিকট যায়।

তাত্পর্য ঃ—

কর্ম-নিষ্ঠা (গার্হস্থ্য-নিষ্ঠা) যে পরমার্থের পরিপন্থি নহে, সত্যগুরু তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন।

টীকা ঃ—

বিশ্বা—সুপাং সু—লুক্ (৭-১-৩৯) ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। পৃস্—পৃসতি পৃচ্ছায়াং ছান্দসঃ। লেট্ সি। ইতশ্চ লোপঃ=পৃসাস্। শে মুচাদীনাং পৃসাংস্। পুরুষ ব্যত্যযাত্ মি স্থলে সি। বিদ—বেত্তি জ্ঞানে। আচরণেন জানীয়াত্। অত্র তুদাদিঃ লিঙ্ যাত্। ঋষ=মহত্ (নিঘণ্টু) সন্স=সন্। নম্+কসু (৩-৪-১৭)=নমস্। সুপাং সু—লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে আ। নমসা=প্রণমন্। ধা+থ (উণাদি ১৬৭) ধাথ=বিধিঃ। ক্ষি+কসু=ক্ষয়স্। ইদিতো নুম্= ক্ষয়ংস্। অসি=ধৃতিঃ। অসি+ব (৫-২-১০৯) অসিবঃ=ধৃতিমান্। চিন্তে =জানাতি=গচ্ছতি। সর্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ স্যুঃ।

সূক্ত-৫১-৬

(৬) যে বহ্যো বংহেউশ্ দজ্দে,

যস্ চা হোই বারাই রাদত্।

অহুরো খ্ষথ্র্যা মজ্দাও অত্

অহ্মাই অকাত্ অশ্যো।

যে হোই নো ইত্ বীদাইতী

অপেমে অংহেউশ্ উর্বএসে ॥

অন্বয় :—

যঃ বহোঃ বহীয়স্ ধত্তে (যে জন শুভ হইতে শুভতর বিধান-করে)। যশ্চ তস্ম বরায় রাধতি (আর যিনি তাহার শ্রেয়সের জন্য চেষ্টা করেন)। অত্ অহুরঃ মজ্দাঃ ক্ষথ্রং (উহাকে অহুর মজ্দা জিষ্ণুতা)। অস্মৈ অকাত্ অঘীয়স্ (উহাকে অঘ হইতে অঘতর)। যঃ তত্ ন বিধাতি (যে তাহা করে না)। অসোঃ অপমে উর্বয়সে (জীবনের অন্তিম কালে)।

অনুবাদ :—

যিনি শ্রেয়স্ লাভের জন্য শুভ হইতে শুভতর কর্ম করেন, অহুর মজ্দা তাহাকে জীবনের অন্তিম ভাগে ক্ষথ্র (অনপেক্ষা) দান করেন। আর যিনি এরূপ করেন না, তাহাকে মন্দ হইতে মন্দতর ফল দেন।

তাত্পর্য :—

জিষ্ণুতা (অনপেক্ষা) না থাকিলে কর্তব্য পথে স্থির থাকা যায় না, আবার কর্তব্যে লাগিয়া থাকিলে অনপেক্ষা ক্রমেই বর্ধিত হয়। অনপেক্ষা যতই বাড়িবে, বুঝিতে হইবে আধ্যাত্মিক পথে ততই অগ্রগতি হইতেছে।

টীকা :—

বহ্যস্=বহীয়স্। বহোর্ লোপঃ (৬-৪-১৬৮)। ধত্তে=বিদধাতি। ত্তে=জ্দে। হে=সে=তস্ম। সুপাং সু—লুক্ ইতি ষষ্ঠী স্থলে এ। রাধ—লেট্ তি রাধত্। ইতশ্চ লোপঃ। অশ্যস্=অঘীয়স্=অকীয়স্=হীনতরঃ। বিধাতি =বিদধাতি। অত্র অদাদিঃ বিধাতি। উর্বয়সঃ=কালঃ। উরু (বহু) অয়তি গচ্ছতি, ইতি উরু+অয়+অস্ (উনাদি ৪০৪)। অপমে=চরমে। অপ+তম =অপম। 'তমে তাদেশ্চ' ইতি তকার—লোপঃ।

সূক্তম-৫১-৭

(৭) দাইদী মোই যে গাম্ তষো,
অপস্ চা উর্বরাওস্ চা।
অমেরেতাতা হউর্বাতা
স্পেনিস্তা মইন্যু মজ্দা।
তেবীষী উত যূইতী
মনংহা বোহূ সেঁঙ্হে ॥

অন্বয় ঃ—

দাধি মে (দাও আমাকে)। যঃ গাম্ অতসঃ (যে তুমি জগত্কে সৃষ্টি করিয়াছ)। অপঃ চঃ উর্বরাঃ চ (জল আর উদ্ভিদ্কেও)। অমৃতাতিং সূর্বতাং (অমৃতত্ব আর অধ্যাত্মতা)। মজ্দা, স্পেনিষ্ঠেন মন্যুনা (হে মজ্দা পুণ্যতম গুণদ্বার)। তবিষীং উত যূতিং (শক্তি আর অধ্যবসায়)। বসু মনসাং শংসে (অধি--চিত্তকে প্রার্থনা করি)।

অনুবাদ—ঃ

যে তুমি পৃথিবী সলিল ও উদ্ভিদ্ করিয়াছ, সেই তুমি, হে মজ্দা, উত্তম সত্বগুণের সাহায্যে আমাকে আধ্যাত্মিকতা ও অমৃতত্ব (ব্রহ্মনিষ্ঠা) দাও। শক্তি, অধ্যবসায় আর প্রজ্ঞা ও আমি প্রার্থনা করি।

তাত্পর্য ঃ—

যিনি বহির্জগত্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই অন্তর্জগতে প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠাতা। প্রজ্ঞার শাসনদ্বারা তিনি জীবকে ব্রহ্মবিদ্যা দিয়া মুক্তি ধামে পৌছাইয়া দেন।

টীকা :—

দাধি=দেহি। শ্রু—শৃণু (৬-৪-১০২) ইতি ধি। অতসঃ=অসৃজঃ। বহুলং ছন্দসি অমাঙ্ যোগহগি (৬-৪-৭৫) অমৃততাং—সুপাং সু—লুক্ ইতি দ্বিতীয়ায়াং লুক্। মন্যু—সুপাং সুলুক্ ইতি তৃতীয়া স্থলে পুর্ব সবর্ণ দীর্ঘত্বম্। তবিষী=শক্তি (নিঘণ্টু-২-৯)। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়ায়াঃ লুক্। সংহে=শংসে=প্রার্থয়ামি। সং শ=জেং স। সং স=জেং হ।

সূক্ত-৫১-৮

(৮) অত্ জী তোই বখ্ষ্যা মজ্দা,
বীদুষে জী না মুয়াত্ ।
য্যত্ অকোয়া দ্রেগ্বাইতে,
উস্তা যে অষেম্ দাদ্রে ।
হেবো জী মান্থ্রা খ্যাতো,
যে বীদুষে মবইতী ॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্দা, অত্ হি তে বক্ষ্যে (হে মজ্দা তাই তোমাকে বলি)। বিদুষে হি নু ব্রুয়াত্ (জিজ্ঞাসু আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক)। দ্রুগ্বতে যত্ অকস্ (পাপীর যে অকল্যাণ)। অষম্-ধাত্রে যদ্ ইষ্টম্ (ধর্ম ধরের যে কল্যাণ)। স্বঃ হি মান্ত্রা শ্বেত (সেই শাস্তাই সফল হন)। যঃ বিদুষে মবতি (যিনি জিজ্ঞাসুকে বলিয়া দিতে পারেন)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা তোমাকে প্রার্থনা করি আমাকে বলিয়া দাও, পুণ্যবানের কী লাভ, আর পাপাশয়ের কী ক্ষতি হয়। সেই শাস্তাই সফল হন, যিনি জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দিতে পারেন (এই জন্য আমি তোমা হইতে জানিয়া লইতে চাই, যেন জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দিতে পারি।)

তাত্পর্য ঃ—

পাপ যে পরিণামে অনিষ্টকর, ইহা বুঝিতে পারিলেই আর পাপে প্রবৃত্তি হইবেনা।

টীকা ঃ—

বচ্+লৃট্ স্যে=বক্ষ্যে। ক্ষিপ্র বচনে লৃট (৩-৩-১১৭)। ম্র—ম্রবতি কথনে ছান্দসঃ। অকয়া=অকঃ। ' সু পাং সু-লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে আ। ধাত্রে=ধারকায়। চতুর্থী চাশিষি (২-৩-৬৫) ইতি চতুর্থী। স্বঃ=সঃ। ত্বদ্—ত্যদ্—ত্বদ্—সমার্থকাঃ। শ্বেত=নন্দতু। শো—শ্বতি তেজনে।

সূক্ত-৫১-৯

(৯) যাম্ খ্‌ষ্ণুতেম্ রাণোইব্যা দাও,
থ্বা আথ্রা সুখ্রা মজ্‌দা।
অয়ংহা খ্‌ষুস্তা অইবী
অহ্বাহু দখ্‌শ্‌তেম্ দাবোই।
রাষয়েংহে দ্রেগ্বন্তেম্
সবয়ো অষবনেম্॥

অন্বয় :—

রাণিভ্যঃ যত্ ক্ষুতম্ দাস্ (সাধক দিগকে যে আসন্দ দাও)। মজ্‌দা তব শুক্রেণ অত্রিণা (হে মজ্‌দা, তোমার শুভ্র প্রভাদ্বারা)। অয়সা ক্ষুত্তেভ্যঃ অভি (লোহদ্বারা বিদ্ধদিগকে ও)। তদ্ দ্বয়োঃ অস্বোঃ দক্ষিতং দাপয়তি (তাহা দুইটী চিত্তের লক্ষণ দিয়া থাকে)। ত্বম্ দ্রুগ্বন্তম্ রাসয়সে (তুমি পাপীকে তিরস্কার করিও)। অষবন্তং সবসে (পুণ্য বানকে উত্‌সাহিত করিও)।

অনুবাদ :—

হে মজ্‌দা, তোমার শুভ জ্যোতির প্রসাদে, লোহশলাকাবিদ্ধ হইয়াও সাধকগণ যে আনন্দই উপভোগ করে, তাহা দুইটী চিত্তের (চিত্তের আর অধিচিত্তের—lower self and higher self) সূচনা দেয়। [অর্থাত্ দুঃখ চিত্তকে স্পর্শ করিলেও, অধিচিত্তকে স্পর্শ করিতে পারেনা]। তুমি পাপিদিগকে ভর্ত্‌সনা করিও আর পুণ্যবান্‌দিগকে উত্‌সাহিত করিও।

তাত্‌পর্য :—

যাহারা সাক্ষি-আত্মাতে অবস্থান করিতে জানেন, তাহারা বিপদের মধ্যেও আনন্দে থাকেন।

টীকা :—

ক্ষুতম্=হর্ষং। ক্ষু—ক্ষৌতি তেজনে। রাণিঃ=সাধকঃ! রণতি গতৌ, চেষ্টায়াং। দাস=দদাস। দা+লেট্ সি। ইতশ্চ লোপঃ। ক্ষুত্তঃ=বিদ্ধঃ। ক্ষুদ্—ক্ষুণত্তি পেষণে, খননে। ত্ত=স্ত। অভি=পরিতঃ। অহ্বাহু=অহু+অহু, অস্বোঃ=চিত্তদ্বয়স্য! দক্ষিতং=লক্ষণং। দক্ষতে গতৌ, লক্ষণে চ। দভ—প্রেরণে। দভতে। লোপস্ত আত্মনেপদেষু। দভতে=দভে=দদাতি। রাসয়সে=বিতাড়য়। রাস—লেট সে। লিঙর্থে লেট্। সু—সবতি—ঐশ্বর্য্যে। সবয়=বর্ধয়।

সূক্ত-৫১ ১০

(১০) অত্ যে মা না মরেখ্ষইতে,
অন্যথা অহ্মাত্ মজ্দা।
হেবা দামোইশ্ দ্রুজো হুনূশ্,
তা দুঝ্দাও যোই হেন্তী।
মইব্যো জ্বয়া অষেম,
বংহুয়া অষী গত্ তে॥

অন্বয় ঃ—

হে মজ্দা যঃ না মাং অস্মাত্ অন্যথা মৃক্ষতে (হে মজ্দা, যে নর আমাকে ইহা হইতে অন্যত্র চালিত করে)। স্বঃ ধামেঃ দ্রুজঃ সুনুঃ (সে জন্মদ্বারা কলুষের পুত্র)। যে দুর্ধাঃ সন্তি, (তে) তাঃ (যত কুকর্মা আছে, তাহারাই তাহা) মভ্যঃ অষং জবয় (আমার জন্য ধর্মকে ত্বরিত কর)। যত্ তে বসুয়া অশী (যাহা তোমার শুভ আশিষ্)।

অনুবাদ ঃ—

হে মজ্দা, যে জন আমাকে এই পথ হইতে বিচলিত করে, সে জন্মে (জাতিতে) কল্মষের পুত্র, এরূপ বলা চলে। ইহারাই যত দুষ্কৃতকারী। তোমার শুভ আশীর্বাদ যে ধর্ম, তাহা আমার নিকট সত্বর পাঠাও।

তাত্পর্য ঃ—

ধর্মের প্রয়োজন সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে যাহারা শিখায়, মানুষের মহত্ অনিষ্ট তাহারাই করে। কারণ ধর্মজ্ঞানই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

টীকা ঃ—

মা না=মাং নু। মৃক্ষতে=চালয়তি। মৃক্ষ—মৃক্ষতি সংঘাতে। আত্মনে পদম্। স্বঃ=সঃ। তদ্-ত্যদ্-ত্বদ্—সমার্থকাঃ। ধ্মা—ধমতি—শ্বাসে। ধ্মা+ইঞ্ (উণাদি ৫৭৪) ইতি ধামিঃ=জন্ম। বিবক্ষাবশাত্ তৃতীয়া স্থলে ষষ্ঠী। দুর্ধা=দুর্বুদ্ধিঃ। জবয়=ত্বরয়। তনি—পত্যোঃ (৬-৪-৯৯) ইতি উপধা লোপঃ। বসুয়া=বস্বী=ভদ্রা। সুপাং সু—লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে আ। অশীঃ =পুষ্টিঃ। অশ্নাতি ভোজনে, ভোগে। অশ্+ঈ—(উণাদি ৪৫৬)। গত্ =জত্=যত্। চোঃ কুঃ (৮-২-৩০)। জ-যয়োর্ ঐক্যম্।

(১১) কে উর্বথো স্পিতমাই,
জরথুস্ত্রাই না মজ্দা।
কে বা অষা আফ্রস্তা,
কা স্পেন্তা আরমইতিশ্।
কে বা বংহেউশ্ মনংহো
অচিস্তা মগাই এরেষ্বো॥

অন্বয় :—

হে মজ্দা, কঃ না স্পিতমায় জরথুস্ত্রায় উর্বথঃ (হে মজ্দা, কোন নর স্পিতম জরথুস্ত্রের প্রিয় ?)। কঃ বা অষাং আপ্রষ্টা (কেই বা ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করে)। স্পেন্তা আরমতিঃ কা (শুভ শ্রদ্ধাই বা কীদৃশ ?)। মঘায় ঋদ্ধঃ কঃ বা বসোঃ মনসঃ অচেত্ত (সংঘের হিতৈষি কেই বা অধি চিত্তকে জানে)।

অনুবাদ :—

হে মজ্দা, কোন মানব স্পিতম জরথুস্ত্রের প্রিয় ? ধর্ম-জিজ্ঞাসাই বা কাহার আছে ? শ্রদ্ধার স্বরূপই বা কেমন ? সংঘের হিতৈষি মহাজন এমন কে আছেন যিনি প্রজ্ঞাকে জানিয়াছেন ?

তাত্পর্য :—

ধর্ম, প্রজ্ঞা ও শ্রদ্ধাকে যিনি জানেন, তিনিই স্পিতম জরথুস্ত্রের প্রিয় হইবেন।

টীকা :—

উর্বন্=আত্মা। উর্বথঃ=আত্মীয়ঃ, প্রিয়ঃ। জরত্—উষ্ট্রায়=জমদ্—অগ্নয়ে। অষং=ধর্মং। আপ্রষ্টা ইতাস্য কর্মণি দ্বিতীয়া। সুপাং সু—লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। আপ্রষ্টা=জিজ্ঞাসুঃ। বসোঃ মনসঃ—অধীগর্থ (২.৩.৫২) ইতি কর্মণি ষষ্ঠী। চিত—চেততি জানে। লঙ্ ত। ছন্দসি লুঙ্—লঙ্—লিটঃ (৩-৪-৬) ইতি বর্তমানে লুঙ্। অচেত্ত=জানাতি। সং [illegible] [illegible] [illegible]। ঋদ্ধঃ—মহান্, সাধুঃ (নিঘণ্টু ৩-৩)

সূক্ত-৫১-১২

(১২) নো ইত্ তা ঈম্ খ্ষ্ণাউশ্,
বএপ্যো কেবীনো পেরেতো জেমো।
জরথুস্ত্রেম্ স্পিতামেম্ য্যত্,
অহ্মী উরুরওস্ত্ অস্তো।
য্যত্ হোই ঈম্ চরতস্ চা
অওদেরেস্ চা জোইষেণূ বাজা।

অন্বয় ঃ ...

বেপ্যাঃ কবিনঃ নো ইত্ তং ক্ষ্ণুষং পরতঃ ইম্ জমৃস্তি (কম্পমান কবিগণ তাদৃশ আনন্দ পরলোকেও পায়না)। যঃ অস্তঃ স্পিতামং জরথুস্ত্রং অস্মিন্ রিরর্তি (যে অবস্থা ইহলোকেই স্পিতাম জরথুস্ত্রকে যায়)। যত্ স ইম্ বাজেন চরতঃ চ অধ্বরস্য চ জিষ্ণুঃ (কারণ তিনি কিনা শক্তিদ্বারা জঙ্গমের ও স্থাবরের উপর জয়শীল)।

অনুবাদ ঃ—

স্পিতম জরথুস্ত্র ইহলোকেই যাদৃশ শান্তিময় অবস্থা (জীবন্মুক্তি) লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান কবিগণ পরলোকেও সেই আনন্দের আস্বাদ পায়না। কারণ তিনি আত্মশক্তিবলে স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থেরই বিজেতা—সকলের প্রলোভনই তিনি প্রতিহত করিতে পারেন।

তাত্পর্য ঃ—

নিরপেক্ষ হইয়া সাক্ষি-আত্মায় অবস্থান করিতে শিখিলে, সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ পাওয়া যায়। ভবিষ্যত্ আনন্দের আশায় বসিয়া থাকিতে হয় না।

টীকা ঃ—

তা=তম্। সুপাং সু—লুক্ (৭-১-৩৯) ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। ক্ষ্ণুষম্=হর্ষং। সুপাং সু—লুক্ ইতি দ্বিতীয়ায় যাঃ লুক্। বেপ্যাঃ=সংশয়াকুলাঃ। বেপ—বেপতে, কম্পনে। কবিনঃ=কবয়ঃ। ইকো অচি (৭-৩-৭৩) ইতি যোগ বিভাগাত্ নুম্। জম=গচ্ছতি নিঘণ্টু ২-১৪। লিট্ উস্। ছন্দসি—লুঙ্—লঙ্—লিটঃ ইতি বর্তমানে লিট। রিরতি=উপৈতি। ঋতীয়তে কৃপায়াং গতৌ চ। যঙ্। অস্তং=দশা। অস্তম্=গৃহ (নিঘণ্টু-৩-৪)। অধ্বরস্য=স্থাবরস্য। বাজ=বল (নিঘণ্ট ২-৯) তৃতীয়া স্থলে আ।

সূক্ত-৫১-১৩

১৩) তা দ্রেগ্বতো মরেদইতী,
দএনা এরেজাউশ্ হইথীম্।
যেহ্যা উর্বা খ্রুওদইতী,
চিন্বতো পেরেতাও আকাও।
খাইশ্ য্যওথনাইশ্ হিজ্বস্ চা,
অষহ্যা নাংস্বাও পথো॥

অন্বয় ঃ—

তদ্ দ্রুগ্বন্তঃ মর্ধন্তি ঋজ্বোঃ সত্যম্ ধ্যানম্ (এইতো পামরগণ হিংসা করে, সাধুর সত্য আস্থা)। যস্য উর্বা ক্রুধ্যতি, চিন্বতঃ পরেতোঃ আকে (যাহার আত্মা চীত্কার করে, চিন্বত্ সেতুর নিকটে)। স্বৈঃ চ্যোত্নৈঃ জিহ্বয়া, অষসঃ পথঃ নস্বস্ (নিজের কর্ম ও জিহ্বাদ্বারা, ধর্মের পথ হইতে সরিয়া গিয়া)।

অনুবাদ ঃ—

পামরগণ সাধুর অকপট আস্থা বিচলিত করিয়া দেয়। নিজের কুকর্ম ও কুবচন দ্বারা তাহারা ধর্মের পথ হইতে সরিয়া যায়। ফলে যখন চিণ্বত্ সেতুর (বৈতরণীর) নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের আত্মা (ভবিষ্যত্ পরিণাম দেখিতে পাইয়া) চীত্কার করিতে থাকে।

তাত্পর্য ঃ—

পাপ করিবার সময় মানুষ পরিণামের কথা ভাবেনা। পরিণাম যখন উপস্থিত হয়, তথন তাহাদিগকে ক্রন্দন করিতে হয়।

টীকা ঃ—

মৃধ=মর্ধতি হিংসায়াম্। দীনা=দীনাং=ধর্মং। সুপাংসু ইতি=দ্বিতীয়ায়াঃলুক্। ক্রুধ্যতি ক্রোশতি। আকে=অন্তিকে (নিঘণ্ট্-১-১৬), হিজ্বস= জিহ্বস্=জিহ্বায়া। সুপাংসু-লুক্ ইতি তৃতীয়া স্থলে সু। চা=চ। নিপাতস্য চ (৬-৩-১৩৬) ইতি দীর্ঘত্বম। নস্বস্=অপগচ্ছন্। নসতে=গচ্ছতি (নিঘণ্ট্-২-১৪)। নস্+ক্বসু। সুপাং সু-লুক।

১৬) তাঁম্ কবা বীস্তাস্পো,
মগহ্যা খ্‌ষথ্রা নাংশত্‌।
বংহেউশ্‌ পদেবীশ্‌ মনংহো
যাঁম্ চিস্তীম্ অষা মন্তা।
স্পেন্তো মজ্‌দাও অহুরো
অথা নে সজ্‌দ্যাই উস্তা॥

অন্বয় ঃ—

কবঃ বিষ্টাশ্বঃ মঘস্য ক্ষথ্রায় তাং চিস্তিং অনংসত্‌ (কবি বিস্টাশ্ব এই সংঘের প্রভাবের জন্য সেই পরাবিদ্যা লাভ করিয়াছে)। বসোঃ মনসঃ পদৈঃ অষা যাং চিস্তিং মন্তা (প্রজ্ঞার অনুসরণ দ্বারা ধর্ম যে পরাবিদ্যা সংকলিত করিয়াছে)। স্পেন্তঃ অহুরঃ মজ্‌দাঃ অথ নঃ উস্তং শস্ধ্যৈ (পুণ্যময় অহুর মজদা আমাদিগকে কল্যাণ বলিয়া দিউন)।

অনুবাদ ঃ—

যে পরাবিদ্যা ধর্মময় এবং এবং অধিচিত্তের নির্দেশে রচিত, কব বিষ্টাশ্ব সেই উপনিষত্‌ লাভ করিয়া সংঘের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে। পুণ্যময় অহুর মজ্‌দা আমাদের যাহাতে কল্যাণ হয়। তাহা শিখাইয়া দিউন।

তাত্‌পর্য ঃ—

ধর্মপ্রচারের জন্য সংঘ গঠনের প্রয়োজন আছে। একটি ধর্মচক্র প্রবর্তিত থাকিলে বিষ্টাশ্বের ন্যায় আরও অনেকের পক্ষে পরাবিদ্যা লাভ অঞ্জসা হয়।

টীকা ঃ—

কবা=কবিঃ। সুপাং সু-লুক্ ইতি সু-স্থলে ডা। নংসত্‌=অনংসত্‌। নস -নসতে গতিকর্মা। গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ স্যুঃ। লঙ-দ্। বহুলং ছন্দসি অমাঙ্‌ যোগেঽপি (৬-৪-৭৫)। শে মুচাদীনাম্। পদেভিঃ=আচরণৈঃ (৭-১-১০) ইতি ভিসঃ ঐস্ নাস্তি। কিস্-চিস্-জ্ঞানে বৈদিকঃ। চিস্+ক্তি। চিস্তিঃ =পরাবিদ্যা। মন্তা=শাস্তা। শস্ধ্যৈ=শাস্ত। শস্+ধ্যৈ—ক্রিয়া সমভিহারে লোট্, লোটঃ ধ্বম্ (৩-৪-২) ধ্বমো ধ্বাত্‌ (৭-১-৪২)। ধ্যৈ অপি বক্তব্যম্। উস্তা=উস্তং=কল্যাণং। সুপাং-সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। বশ+ক্ত= উস্তং।

সূক্ত-৫১-১৭

১৭) বেরেখ্‌ধাঁম্ মোই ফেরষওস্ত্রো,

হ্বো-খ্বো দএদোইস্ত্‌ কেল্‌পেম্।

দএনয়াই বংহুয়াই,

যাঁম্ হোই ইষ্যাঁম্।

দাতূ খ্‌যযাঁস্ মজ্‌দাও অহুরো,

অষহ্যা আঝ্‌দ্যাই গেরেজ্‌দূম্ ॥

অন্বয় :—

সুগ্বঃ পৃষোষ্ট্রঃ মে বৃগ্ধাং কল্পাম্ দীধেস্তি (সুগ্ব বংশীয় পৃষোষ্ট্র আমাকে মহত্‌ সংহতি দেখাইয়াছেন)। বস্বুয়ৈ দীনায় যাং অস্মাত্‌ ইষ্যামি (এই শুভ দীনের জন্য যাহা আমি তাহা হইতে চাই)। ক্ষয়স্ অহুরঃ মজ্‌দাঃ ধাতু (শক্তিমান অহুর মজ্‌দা বর্তমান থাকুন)। অষস্য আজ্‌ধ্যৈ গৃজ্‌ধ্বম্ (ধর্মের আগমনের জন্য বারম্বার চীত্‌কার করিতেছি)।

অনুবাদ :—

সুগ্ব পৃষোস্ট্র আমার প্রীতির জন্য বিলক্ষণ সংগঠন শক্তি দেখাইয়াছেন। এই শুভ দীন (ধর্মপদ্ধতি) প্রচারের জন্য আমি তাহা হইতে ইহাই আশা করিয়াছিলাম। সর্বশক্তিমান্‌ অহুর মজ্‌দা চিরদিন বিরাজমান থাকুন। ধর্মের আবির্ভাবের জন্য বারম্বার চীত্‌কার করিতেছি।

তাত্‌পর্য :—

যোগ্য উত্তর সাধক পাইলে সংঘ স্থাপন অঞ্জসা হয়।

টীকা :—

বৃহ+ক্ত=বৃগ্ব=মহত্‌। দাদের্ ধাতোর্ ঘঃ (৮-২৩২)। দীধী—দীধতে দীপ্তৌ। লেট্ তি। দীধস্তি দর্শয়তি। সিব্‌বহুলং লেটি (৩-২-৩৪ ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭)। কল্পাং=সংহতিং। কৢপ্ কল্পয়তি নির্মাণে বিন্যাসে। corpus ইতি লাতিনে। ইষ+লেট মি। ইষ্যামি। ইতশ্চ লোপঃ ইষ্যাম্। দাতু=দদাতু। অত্র অদাদিঃ। ক্ষি+কুম্নন্=ক্ষয়স্=প্রভবন্। উগিদচাং (৭-১-৭০) ক্ষয়ন্স্‌। অজ—অজতি গমনে। আ+অজ্‌+তুমর্থে ধ্যৈ। গৃজ—গর্জতি শব্দে প্রার্থনায়াং চ। অদাদিঃ। ক্রিয়া সমভিহারে লোট্ লোটঃ ধ্বম্ (৩ ৪-২)। ভৃশং প্রার্থয়ামি।

১৮) তাঁম্ চিস্তীম্ দে-জামাস্পো,
হ্বোগ্বো ইস্তোইশ্ খরেণাও।
অষা বরেন্তো তত্ খ্‌ষথ্রেম্
মনংহো বংহেউশ্ বীদো।
তত্ মোই দাইদী অহুরা,
য্যত্ মজ্‌দা রপেন্ তবা॥

অন্বয় ঃ—

ইষ্টেঃ সরণায় সুগ্বঃ অধি-যমাশ্বঃ তাম্ চিস্তিং অষয়া বরতে (অভীষ্ট লাভের জন্য সুগ্ব-বংশীয় অধি-যমাশ্ব ধর্মদ্বারা সেই পরাবিদ্যা বরণ করে)। বসোঃ মনসঃ বিদঃ, তত্ ক্ষথ্রম্ (প্রজ্ঞায় অভিজ্ঞ, সেই অনপেক্ষাকে)। অহুরা তত্ মে দাধি, হে মজ্‌দা যত্ তব রপন্ (হে অহুর, তাই আমাকে দাও, হে মজ্‌দা যাহা তোমার খুসি)।

অনুবাদ ঃ—

প্রজ্ঞানিষ্ঠ সুগ্ব অধিযমাশ্ব ধর্মপথে থাকিয়া সেই পরাবিদ্যাকে সেই ক্ষথ্রকে, বরণ করিতেছে। তাহা এই "হে অহুর মজ্‌দা, তোমার যেমন ইচ্ছা আমায় তাহাই কর।"

তাত্‌পর্য ঃ—

বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া ভক্ত যখন রাগাত্মিকা ভক্তিতে উপনীত হয়, কেবল তখনই সে বলিতে পারে "হে প্রভু, তোমার ইচ্ছা আমাতে পূর্ণ হউক।" ইহারই নাম চিস্তি (সূফীবাদ)।

টীকা ঃ—

চিস্তিং=পরাবিদ্যাং। কিস্—চিস্—প্রচোদনে। সরণায়=প্রাপ্তয়ে। সরতি চলনে। সর্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাঃ স্যুঃ। অষা=অষেণ হেতৌ তৃতীয়া। সুপাং সু—লুক্। বরন্তে=ভজতি। সুপ্—তিঙ্ উপগ্রহ ইতি বচন ব্যত্যয়ঃ। বিদঃ=অভিজ্ঞঃ। দাধি—দেহি। শ্রু—শৃণু (৬-৪-১০২) ইত্যাদিনা হি স্থলে ধি। রফ—রফ্লাতি প্রীণনে। রফ+কনিন (উণাদি ১৬২)=রফন্ প্রীতিঃ। সুপাং সু—লুক্ (৭-১-৩১) ইতি প্রথমায়াঃ লুক্। তবা=তব। অন্যেষাম্ অপি দৃশ্যতে (৬-৩-১৩৭) ইতি দীর্ঘত্বম্।

সূক্তম-৫১-১৯

১৯) হেবা তত্ না মইদ্যোমাওংহো
স্পিতমা অহ্মাই দজ্দে।
দএনয়া বএদেম্নো,
যে অহূম্ ইষসাঁস্ অইবী।
মজ্দাও দাতা ম্রওত্,
গয়েহ্যা য্যওথনাইশ্ বহ্যো॥

অন্বয় ঃ—

দীনয়া বিদিম্নঃ স্বঃ না স্পিতমঃ মধ্যমাসঃ (দীনে অভিজ্ঞ সেই নেতা স্পিতম মধ্যমাস)। অস্মৈ তদ্ দধে (এই সংঘের জন্য ইহা করিয়াছেন)। যত্ অহুম্ ইষসাং অভি (আত্মলাভ ইচ্ছুকদের নিকট)। মজ্দায়াঃ ধাতং অব্রবত্ (মজ্দার বিধি বলিয়া বলিয়াছেন)। চ্যৌত্নৈঃ গয়স্য বহীয়স্ (কর্মদ্বারা জগতের শ্রেয়ম্-সাধন)।

অনুবাদ ঃ—

দীনে (Religion) অভিজ্ঞ প্রথিত নেতা স্পিতম মধ্যমাস, এই সংঘের জন্য এই উপকার করিয়াছেন, যে আত্মান্বেষী দিগকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন। যে কর্মদ্বারা জগতের কল্যাণ সাধনই অহুর মজ্দার বিধি (আইন)।

তাত্পর্য ঃ—

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সংসারকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই।

টীকা ঃ—

স্বঃ=সঃ। তদ—ত্যদ্—ত্বদ্ সমানাঃ। অস্মায়=মহ্যম্। মাং প্রীণয়িতুং—ক্রিযার্থোপপদস্য। ধত্তে=বিদধাতি=করোতি। ধেনয়া=ধর্মধারয়া—ধর্মধারায়াং। প্রসিতোত্সুকাভ্যাম্ (২-৩-৪৪) ইতি বিদিম্ন ইত্যস্য অধিকরণে তৃতীয়া। বিদিম্নঃ=বিজ্ঞঃ। বিদ্+ইমনিচ (উনাদি—৫৯৮)। ইষ+লেট্ তি ইষসতি। সিব্ বহুলং লেটি। কস্থ (৩-৪-১৭) ইষসস্। ষষ্ঠী ইষসাং। অভি=প্রতি। ধাথা=ধাথং=বিধানং। ধা+থ (উনাদি—১৬৭) সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। ম্রবত্=অব্রবত্। বহুলং ছন্দনি অমঙ্যোগেহপি (৬-৪-৭৫)। গয়=গৃহ (নিঘণ্টু ৩৪) বহ্যস্=বহীয়স্=শ্রেয়স্। কর্মণি দ্বিতীয়া।

২০) তত্ বে নে হজওষাওংহো,
বীস্পাওংহো দইঘ্যাই সবো।
অষেম্ বোহূ মনংহা,
উখ্ধা যা ইশ্ আরমইতিশ্।
যজেম্নাওংহো নেমংহা,
মজ্দাও রফেধ্রেম্ চগেদো॥

অন্বয় ঃ—

তত্ নঃ বিশ্বে সজোষসঃ বঃ সবং দধ্যৈ (তাই আমরা সকলে সানন্দে তোমাকে প্রেম দান করিব)। অষম্, বসুমনসাং, উগ্ধা যা ইস্ আরমতিঃ তাং চ (ধর্মকে, প্রজ্ঞাকে, আর যাহা প্রশংসিতা শ্রদ্ধা, তাহাকে)। যজম্নাসঃ নমসসঃ (যজন করিতে করিতে আর নমস্কার করিতে করিতে)। মজ্দাঃ রফধ্রং চগ্ধি (হে মজ্দা, আনন্দ উদ্দীপিত কর)।

অনুবাদ ঃ—

ধর্মকে, প্রজ্ঞাকে আর প্রশংসিতা শ্রদ্ধাকে অর্চনা ও প্রণাম করিতে করিতে, আমরা সকলে মিলিয়া সোল্লাসে তোমাকে প্রেম দান করিব। হে মজ্দা, আনন্দ উদ্দীপিত কর।

তাত্পর্য ঃ—

"মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ"। ভক্তরা যথায় মিলিত হইয়া কীর্তন করে, মহেশ্বর মজ্দা তথায় যান।

টীকা ঃ—

বঃ=তব। নঃ=বয়ং। সুপ্-তিঙ্-উপগ্রহ ইতি বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ। সমানঃ জোষঃ (প্রীতিঃ) যেষাম্ ইতি সজোষসঃ। জুষ—জুষতে প্রীতৌ। বিশ্বাস =বিশ্বে। আদ্ জসের অসুক্ (৭-১-৫০) দধ্যৈ-ধা-দধাতি-লিঙ্ ঐ। সবং= উত্সবং। উক্তৈঃ=বচনৈঃ। যজমানাসঃ—আদ্ জসের অসুক্ (৭-১-৫০)। তনিপত্যোর্ ছন্দসি। নম+কসুন্=নমসস্। জস্। নমসঃ=প্রণমন্তঃ। রফ— রফ্লাতি—প্রীণনে। রফ+অত্র (উণাদি ৩৯২) রফত্রং=আনন্দং। চগ্ধি= উদ্দীপয়। চকতে কান্তিকর্মা (নিঘণ্টু ২-৬)। অদাদি। লোট্ হি। হু ঝল্ভ্যো হের ধিঃ (৩-৪-১০১)।

সূক্ত-৫১-২১

২১) আরমতোইশ্ না স্পেন্তো,
হেবা চিস্তী উখ্ধাইশ্ ষ্যওথনা।
দএনা অষেম্ স্পেন্বত্,
বোহূ খ্ষথ্রেম্ মনংহা।
মজ্দাও দদাত্ অহূরো,
তেম্ বংউহীম্ যাসা অষীম্ ॥

অন্বয় ঃ—

আরমতেঃ না স্পেন্তঃ (শ্রদ্ধার নর পুণ্যবান্)। স্বঃ উক্থৈঃ চ্যৌত্নৈন চিস্তী (যে বচনে ও কর্মে রহস্যবিদ্)। দীনেন অষম্, বহুমনংহা ক্ষথ্রং, স্বন্বত্ (ধর্ম পদ্ধতি দ্বারা ধর্মকে, প্রজ্ঞাদ্বারা অনপেক্ষাকে শোভিত করিয়া)। মজ্দাঃ অহুরঃ তম্ বস্বীং অসীম্ দদাত্ ইতি যাসে (অহুর মজ্দা তাহাকে শুভ ধৃতি দিউন এই প্রার্থনা করি)।

অনুবাদ ঃ—

শ্রদ্ধাশীল মানুষই পুণ্যবান্। দীন (Religion) দ্বারা ধর্মকে (Rectitude), আর প্রজ্ঞাদ্বারা অনপেক্ষাকে শোভিত করিয়া তিনিই বচনে ও কর্মে সিদ্ধি লাভ করেন। অহুর মজ্দা তাহাকে শুভ ধৃতি দিউন, এই প্রার্থনা করি।

তাত্পর্য ঃ

শ্রদ্ধাই সিদ্ধির প্রধান হেতু। শ্রদ্ধাদ্বারাই ধর্ম এবং অনপেক্ষা মহলে আয়ত্ত হয়।

টীকা ঃ—

চিস্—কিস্—প্রচোদনে। চিস্+ক্তি=চিস্তিঃ=পরাবিদ্যা। চিস্তি+ইন্। ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ (৫-২-১১৬=চিস্তিন্=চিস্তী। ব্রহ্মবিত্ (সূফী)। বচ+ক্ত= উক্থ। দাদের্ ধাতোর্ ঘঃ (৮-২-৩১) ইতি যোগবিভাগাত্। ধেনা=ধেনায়া। সুপাং সু-লুক্ ইতি তৃতীয়ায়াঃ লুক্। স্বন্বত্=শোভয়ন্। স্বনয়তি অবতংসনে। অত্র তনাদিঃ স্বনোতি। শতৃ—স্বন্বত্। সুপাং সু-লুক্। দা+লেট্ তি দদাত্। লিঙর্থে লেট্। অসীং=ধৃতিং। অসতি আদানে (holding)। যাসে= প্রার্থয়ে। যাসতি যাচ্ঞায়াং।

সূক্ত-৫১-২২

(২২) যেহ্যা মোই অষাত্ হচ্যা,
বহিস্তেম্ যেস্নে পইতী।
বএদা মজ্দাও অহুরো,
যোই আওংহরে চা হেন্তি চা।
তাঁন্ যজাই খাইশ্ নামেনীশ্,
পইরি চা জসাই বন্তা॥

অন্বয় ঃ—

যে হি, আ মে যস্নে, অষাত্ সচা বহিষ্ঠং প্রৈতি (যাহারা ধর্মবশতঃ আমার যজ্ঞে উত্তমভাবে আসেন) হে মজ্দা অহুরা, যে আসিরে সন্তি চ, তদ্ বিদে (হে অহুর মজ্দা যাহারা ছিলেন এবং আছেন, তাহাদিগকে জানিতে চাই)। তান্ স্বৈঃ নাম্নৈঃ যজে, বন্তা চ পরিজসে (তাহাদিগকে নিজ নিজ নামে যজন করিব, কিঞ্চ প্রেমিক হইয়া পরিচরণ করিব)।

অনুবাদ ঃ—

ধর্মে অনুরাগ বশতঃ যাহারা ঐকান্তিকতার সহিত আমার পূজায় আসেন, হে অহুর মজ্দা তাদৃশ যাহারা ছিলেন বা আছেন, আমি তাহাদিগকে জানিতে চাই। তাহাদিগকে নিজ নিজ নামে ডাকিব, আর অনুরাগের সহিত অভ্যর্থনা করিব।

তাত্পর্য ঃ—

স্বকীয় ধর্মপদ্ধতিতে যাহারা অনুরক্ত তাহাদের অভ্যর্থনাই ধর্মচক্রে বলবৃদ্ধির হেতু।

টীকা ঃ—

প্রৈতি=আগচ্ছতি। বিদে=জানীয়াম্। বিদ—বেত্তি। আত্মনেপদম্। লেট—এ। লিঙর্থে লেট্। আস-আস্তে-লিট্ ইরে আসিরে=অভবন্; নাম্নৈঃ=নামভিঃ। পরিজসে=পরিক্রামামি। জসতি=গচ্ছতি। আত্মনেপদং লট্—এ। বন্তা=স্নিহ্যন্। বন্+তৃচ্। বনতি—শ্রদ্ধায়াম্।

সূক্ত-৫৩-১

বহিস্তা ইস্তি (শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা)

(১) বহিস্তা ঈস্তিশ্ স্রাবী জরথুস্ত্রহে স্পিতামহ্যা,
যেজী হোই দাত্ আয়প্তা।
অষাত্ হচা অহুরো মজ্দাও,
যবোই বীস্পাই আ হ্বংহ্বীম্।
যএ চা হোই দবেন্ সঙ্কেন্ চা
দএনয়াও বংহুয়াও উখ্ধা শ্যওথনা চা॥

অন্বয় :—

স্পিতামস্য জরথুস্ত্রস্য বহিষ্ঠা ইষ্টিঃ অশ্রাবি (স্পিতাম জরথুস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রুত হইয়াছে)। যদ্ হি তস্মৈ অদাত্ আপ্তং (যেজন্য তাহাকে দিয়াছেন সিদ্ধি)। অহুরঃ মজ্দাঃ অষাত্ সচা (অহুর মজ্দা ধর্ম নিমিত্ত)। বিশ্বায় যবায় আ স্বস্বীং (চিরদিনের জন্য দিব্য-জীবন)। যে চ তম্ অদেবন্ (যাহারা তাহাকে উপহাস করিত)। উক্তেন চ্যৌত্নেন চ (বচন ও কর্মদ্বারা) ষস্কন্তি চ বস্থয়াঃ দীনায়াঃ (শুভ দীনের জন্য অনুসরণ করে)।

অনুবাদ :—

স্পিতম জরথুস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রুত হইয়াছে। কেননা তাহার ধর্মভাব দেখিয়া অহুর মজদা তাহাকে চিরদিনের নিমিত্ত দিব্য-জীবন পুরস্কার দিয়াছেন। যাহারা তাহাকে উপহাস করিত, এখন শুভ দীনের (Religion) নিমিত্ত, তাহারা তাহার অনুসরণ করে।

তাত্পর্য :—

ঈশ্বর ও সিদ্ধি, নির্বোধের কল্পনা মাত্র নহে—সিদ্ধ মহাপুরুষদের অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য। ধর্মপথে লাগিয়া থাকিলে অমৃতত্ব লাভ সুনিশ্চিত।

টীকা :—

শ্রাবি=অশ্রাবি=অশ্রূয়ত। শ্রু+কর্মণি যক্+লুঙ ত। জরথুস্ত্রহে=জরথুস্ত্রহ্য=জরথুস্ত্রস্য। যে হি=যত্ হি=যতঃ। দাত=অদদাত্। বহুলং ছন্দসি অমাঙ্ যোগেহপি (৬-৪-৭৫)। আপ্তং=সিদ্ধিঃ। আপ+নপুংসকে ভাবে ক্ত সুপাং সু ইতি দ্বিতীয়া স্থলে আ। য়াফ্তান্ ইতি পারসীকে। সচা=অপ (নিঘণ্টু ৪-২-৩০)। আজ্ ইতি পারসীকে। স্বস্বী=অধ্যাত্মতাং। বিশ্বায় যবায়=চিরায় কালায়। ব্যাপ্ত্যর্থে চতুর্থী। সু+অসু+ঈ। হে=সে=তম্। দিব—দেবয়তি পীড়নে। অদেবন্=অপীড়য়ন্। ষস্কন্তি=আগচ্ছন্তি=অনুনয়ন্তি। ষস্কতি গতিকর্মা (নিঘণ্ট ২-১৪)। ষস্ক+লেট্ অন্তি। ইতশ্চ লোপঃ (৩-৪-৯৭) সংযোগান্তস্য লোপঃ (৮-২-২৩)।

সূক্ত-৫৩-২

(২) অত্ চা হোই স্চন্তু মনংহা,
উখ্ধাইশ্ শ্যওথনাইশ্ চা।
খ্য্ণুম্ মজ্দাও বহ্মাই,
আ ফ্রওরেত্ যস্নাঁস্ চা।
কব চা বীস্তাস্পো জরথুস্ত্রিশ্
স্পিতামো ফরেষওস্তরস্ চা।
দাওংহো এরেজূশ্ পথো,
যাঁম্ দএনাঁম্ অহুরো সওশ্যন্তো দদাত্॥

অন্বয় :—

অত্ চ তে শচন্তু মনসা উক্তৈঃ চ্যৌত্নৈঃ চ (তখন তাহারা মনে বাক্যে ও কর্মে লাভ করুক)। ব্রহ্মণঃ মজ্দায়াঃ ক্ষ্ণুম্ (ব্রহ্ম-স্বরূপ মজ্দার আনন্দ)। যম্নং চ প্রবরতু (কিঞ্চ যজ্ঞকে বরণ করুক)। কবিঃ চ বিষ্টাশ্বঃ, জারথুস্ত্রিঃ স্পিতামঃ, পৃষোষ্ট্রঃচ (কবি বংশীয় বিষ্টাশ্ব জরথুস্ত্রানুরক্ত-স্পিতাম, আর পৃষোষ্ট্র) ধাস্ব ঋজুং পথং (এই সরল পথকে ভৃশ ধারণ করুক)। যাং দীনাং সোষ্যন্ অহুরঃ দদাত্ (যে দীন যোগেশ্বর অহুর দিয়াছেন)।

অনুবাদ :—

এখন কবি বিষ্টাশ্ব, জরথুস্ত্রে অনুরক্ত স্পিতাম বংশীয় মধ্যমাস, আর পৃষোষ্ট্র, ইহারা সকলে কায়-মনো-বাক্যে ব্রহ্মস্বরূপ অহুর মজ্দার আনন্দ উপভোগ করুক, আর তাহার পূজা অবলম্বন করুক। যোগেশ্বর অহুর মজ্দা যে দীন (Religion) দিয়াছেন, তাহা ধরিয়া থাকুক।

তাত্পর্য :—

অথর্বান্ জরথুস্ত্র প্রবর্তিত ভক্তিযোগের পথ অহুর মজ্দার অভিপ্রেত। এই পথে সাধন করিয়া মজ্দার সাক্ষাত্কার পাওয়া যায়।

টীকা :—

হে=সে=সঃ=তে। সুপাং সু-লুক্ ইতি প্রথমা স্থলে এ। শচন্তু=প্রাপ্নুবন্তু। শচতি—অনুসরণে বৈদিকঃ। ক্ষ্ণুম্=আনন্দং। ক্ষ্ণৌতি-তেজনে। ব্রহ্মায়=ব্রহ্মস্য=ব্রহ্মণঃ। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থীতি বাচ্যম্ ইতি বার্তিকাত্। সর্বত্র ল-ব-রাম্ (বররুচি) ইতি রকার লোপঃ।

সূক্ত-৫৩-৩

(৩) তেম্ চা তূ পওঁরুচিস্তা হএচত্-অস্পানা,
স্পিতামী যেজিবী দুগেদ্রাম্ জরথুস্ত্রহে।
বংহেউশ্ পইত্যাস্তেম্ মনংহো অষহ্যা,
মজ্দাওস্ চা তইব্যো দাত্ সরেম্।
অথা হেম্-ফেরস্বা থ্বা খ্রথ্বা
স্পেনিস্তা আর্মতোইশ্ হুদান্ বরেস্বা॥

অন্বয় ঃ—

হে সেচদ্ অশ্বানা যহ্বী স্পিতমী পুরুচিস্তে (হে সেচদ্ অশ্ববংশোদ্ভবা স্পিতম গোত্রিয়া মহতী পুরুচিস্তা)। বসোঃ মনসং, অষস্য, মজ্দায়াং চ প্রত্যস্তাং জরথুস্ত্রস্য দুহিতরং তাম্ ত্বাম্ (প্রজ্ঞায় ধর্মে আর মজ্দায় অনুরক্ত, জরথুস্ত্রের দুহিতা তোমাকে)। তেভ্য সরং অদাত্ (তাহাদিগকে অগ্রণীরূপে দিয়াছে।) অথ তব ক্রত্বা সংপৃস্ব (তাই তোমার কর্তব্যদ্বারা প্রীত হও)। আরমতেঃ স্পেনিষ্ঠান্ সুদান্ বরস্ব (শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ কর)।

অনুবাদ ঃ—

হে পুরুচিস্তে, তুমি সেচদ্-অশ্বের বংশে, স্পিতম শাখায় সম্ভূতা মহিলা। তুমি জরথুস্ত্রের দুহিতা, কিন্তু প্রজ্ঞা ধর্ম আর মজ্দাতে একান্ত অনুরক্তা। তোমাকে ইহাদের সমুখে আদর্শরূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। তুমি কর্তব্যকে ভাল বাসিয়া, শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিও।

তাত্‌পর্য ঃ—

পার্শীতন্ত্র অনুসরণ ও প্রচার বিষয়ে মহিলাদেরও সমান অধিকার আছে।

টীকা ঃ—

তু=ত্ব=ত্বাম্। সুপাং সু-লুক্ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে ড। যহ্ব=মহত্ (নিঘণ্টু -৩-৩)। প্রত্যস্তাং=প্রপন্নাং। প্রতি+অস্+ক্ত। দাত্=অদদাত্। অদাদিঃ। বহুলং ছন্দসি অমাঙ্‌ যোগেহপি (৬-৪-৭৫)। সংপৃস্ব=মোদস্ব। পৃ-পৃণোতি, পিপর্তি। অত্র অদাদিঃ। সুদঃ=ভোগঃ। সূদঃ স্যাদ্ ব্যঞ্জনে অপি ইত্যমরঃ।

বরস্ব+ভজস্ব।

সূক্ত-৫৩-৪

(৪) তেম্ জী বে স্পরেদানী বরানী,

যা ফেধ্রোই বীদাত্ পইথ্যএ চা।

বাস্ত্রএইব্যো অত্ চা খএতওবে অষাউনী অষবব্যো,

মনংহো বংহেউশ্ খেন্বত্ হংহুশ্ মেম্ বেএদ্ উশ্।

মজ্দাও দদাত্ অহুরো দএনয়াই বংহুয়াই,

যবোই বীস্পাই আ॥

অন্বয় :—

তং হি বৈ স্পৃহাণি বরাণি (তাহাকেই স্পৃহা করি, বরণ করি)। যঃ পিত্রে বিধাতি পত্যৈ চ (যিনি পিতা হন, পতি হন)। বাস্ত্রেভ্যঃ, অত্ খেতবে, অষাবতে, অষাবদ্ভ্যঃ চ (শ্রমিক হন, বৈশ্য হন, ধার্মিকজন হন, ধার্মিকসংঘ হন)। বসোঃ মনসঃ স্বন্বত্ (প্রজ্ঞাকে উজ্জ্বল করিয়া)। মাম্ হংসুং উশ্ বীয়াত্ (আমাকে পরমাত্মা দেখাইয়া দিবেন)। অহুরঃ মজদাঃ বস্যুয়ৈ দীনায়ৈ বিশ্বায় যবায় আ দধাত্ (এই পবিত্র দীনের নিমিত্ত অহুর মজ্দা চিরদিন ধরিয়া অটল থাকুন)।

অনুবাদ—ঃ

আমি তাহাকেই চাই, তাহাকেই অভিনন্দন করি, যিনি আমাদের নিকট পিতারূপে, পতিরূপে, শ্রমিকরূপে, বণিক্রূপে, ধার্মিকরূপে, ধার্মিক-সংঘরূপে উপস্থিত হন। প্রজ্ঞাকে উজ্জ্বল করিয়া তিনি আমাকে পরমাত্মা দেখাইয়া দিবেন। অহুর মজ্দা এই পবিত্র দীনের (Religion ধর্মপদ্ধতি) হিত সাধন চিরদিন অটল থাকুন।

তাত্পর্য ঃ—

যিনি সর্বত্রই ঈশ্বরকে দেখিতে জানেন, পিতার মধ্যে পতির মধ্যে, শ্রমিকের মধ্যে, ধনিকের মধ্যে, রুদ্রের প্রকাশ উপলব্ধি করেন, সাংসারিক প্রেমকে ভগবত্ প্রেমে পরিণত করেন, পরমেশ্বর রুদ্র তাহাকে অচিরেই দেখা দেন।

টীকা ঃ—

স্পৃধানি=স্পৃহানি। ধা-দধাতি—কল্পতে, ভবতি। অদাদিঃ। বি+ধা+লেট তি=বিধাতৃ। পিত্রে, পত্যৈ—ক্পি সম্পদ্যমানে চ ইতি চতুর্থী।

সূক্তম্-৫৩-৫

(৫) সাখেনী বজ্যন্নাব্যো কইনিব্যো ম্রওমী,
খ্ষ্মইব্যা চা বদেম্নো মেন্‌চা ঈ মাঁজ্‌-দজ্‌দুম্।
বএদোদুম্ দএনাবীশ্‌ অব্যস্তা,
অহূম্ যে বংহেউশ্‌ মনংহো।
অষা বে অন্যো অইনীম্ বীবংগ্‌হতূ,
তত্‌ জী হোই হুষেণেম্ অংহত্‌॥

অন্বয় :—

বহিম্নেভ্যঃ কণীয়েভ্যঃ চ শস্বানি ব্রবীমি (জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দিগকে কথাগুলি বলিতেছি)। স্মভ্যং চ বেদয়মানঃ (তোমাদিগকেও জানাইতে জানাইতে)। তত্‌ চ মন্ মস্‌-ধ্যায়ধ্বম্ (তাহা বেশ ভাল করিয়া নিদিধ্যাসন কর)। দীনৈঃ অভ্যস্তাঃ, যত্‌ বসোঃ মনসঃ অসু তত্‌ বিদধ্বম্ (দীনে কুশল তোমরা, প্রজ্ঞার যাহা প্রাণ তাহা জানিয়া লও)। অষা বৈ অন্যোহন্যাং বিবসতু (ধর্মই পরস্পরকে রক্ষা করুক)। তত্‌ হি তেষাং সুসিণং অসত্‌ (তাহাই তাহাদের মানদণ্ড হউক)।

অনুবাদ :—

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ তোমাদের সকলকেই জানাইবার জন্য আমি এই কথা বলিতেছি ; এই কথা সকলেই ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। যাহারা দীনে (Religion-ধর্মপদ্ধতি) নিপুণ, তাহারা প্রজ্ঞার প্রাণ কী তাহা জানিয়া রাখ—ধর্মই তোমাদের পরস্পরকে রক্ষা করুক, তাহাই তোমাদের পরস্পরের ব্যবহারের মানদণ্ড হউক।

তাত্‌পর্য :—

ন্যায় নিষ্ঠাই ধর্মের প্রাণ। সকল মানুষকে আত্মবত্‌ দর্শনের নাম ন্যায়। ন্যায়নিষ্ঠা থাকিলে অপরের উপর অত্যাচার করা চলে না। ন্যায়নিষ্ঠাই পরস্পরকে পরস্পরের অত্যাচার হইতে বাঁচাইতে পারে।

টীকা :—

শচানি=বচনানি। শচ-শচতে কথনে। সুখন্ ইতি পারসীকে। বহিম্নঃ=বৃদ্ধঃ। বৃংহতে বৃদ্ধৌ। বেদয়মানঃ=বিদিয়্ন। মন্=সং। মস -ধ্যাধ্বম্=নিদিধ্যাসত। মস্=পূর্ণং। দীনৈঃ প্রসিত (২-৩-৪৪) ইতি ৩ম্না।

সূক্তম্-৫৩-৬

(৬) ইথা ঈ হইথ্যা নরো অথা জেনয়ো,
দ্রুজো হচা রাথেমো যেমে স্পষুথা ফ্রাইদীম্।
দ্রুজো আয়েসে হোইশ্ পিথা তন্বো পরা,
বায়ু-বেরেদুব্যো দুশ্ খরেথেম্ নাংসত্ খাথ্রেম্।
দ্রেগ্বোদেব্যো দেজীত্ অরেতএইব্যো,
অনাইশ্ আ মনহীম্ অহূম্ মেরেংগেদুয়ে ॥

অন্বয় ঃ—

হে নরা অথ জনয়ঃ (হে নর ও নারীগণ) ইথ দ্রুজঃ রাথে (এথায় পাপের রাস্থায়) যমং ঈ, সত্যাং ৈপ্রতিং স্পশথ (সংযমকেই যথার্থ নিস্কৃতি বলিয়া দেখিও)। দ্রুজঃ আয়সে তন্বঃ পরা পিঠা ভবতি (পাপের অনুবর্তনে আত্মার অত্যন্ত হানি হয়)। বায়ু-ভৃদ্ভ্যঃ দ্রুগ্-বদ্ভ্যঃ (দুরাশা-ধারক ধর্মদাহক পামরদের)। দুষ্-থরথং খাত্রং নশ্যতি (কদাহার পবিত্রতা নষ্ট করে)। অনৈঃ মানসীং অসুং মৃঞ্জধ্যৈ (এইরূপে তাহারা মানস অসুকে বধ করে)।

অনুবাদ ঃ—

হে নরনারীগণ, সংযমকেই পাপের পথ হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া জানিবে। কল্মষের পথে চলিতে থাকিলে চিত্তের পরম হানি হয়। কদাহার (কুচিন্তা), ভোগলুলোপ ধর্মভ্রষ্ঠ পামরদিগের খাত্র শুচিতা নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে তাহারা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম মনকে (আনন্দময় কোষকে) ধ্বংস করিয়া ফেলে।

তাত্পর্য ঃ—

ভোগ বাসনাই সাধকের প্রধান শত্রু।

টীকা ঃ—

জনিঃ=বধূঃ। জনয়ঃ যথা—পতিম্ (ঋগ্বেদ-১০-৪৩১)। রথ্যাস্মিন্=রথ্যায়াম্। স্পশ—দর্শনে। চরঃ স্পশঃ ইত্যমরঃ। ৈপ্রতিঃ=নিস্কৃতিঃ। যস্যতি প্রযত্নে। হোইস্ হএস্=ভবেস্=ভবেত্। পুরুষ-ব্যত্যয়ঃ। পিঠা=বিনষ্টঃ। পিঠ—পেঠতি হিংসায়াং। থরতি ভোজনে ছান্দসঃ। মৃচ—মর্চয়তি হিংসায়াম্।

সূক্ত-৫৩-৭

৭) অত্ চা বে মীঝ্দেম্ অংহত্ অহ্বা মগহ্বা,
যবত্ আঝুশ্ জরজ্দিস্তো বূনোই হখ্তয়াও।
পর চা ম্রওচাঁস্ অওরা চা,
যথ্রা মইন্যুশ্ দ্রেগ্বতো অনাঁসত্ পরা।
ইবীজয়থা মগেম্ তেম্,
অত্ বে বযোই অংহইতী অপেমেম্ বচো ॥

অন্বয় ঃ—

অত্ চ বঃ অস্য মখস্য মীঢ়ং অসত্ (তখনই তোমাদের এই যজ্ঞের ফল-প্রাপ্তি হইবে)। যাবত্ সক্তায়াঃ বুধ্নং হৃদিস্থং আজুস্ পরং চ অবরং চ ম্রোচস্ (যখন সকল আসক্তির মূল যে হৃদ্গত লালসা, তাহাকে নিকটে ও দূরে ছুড়িয়া ফেলিবে)। যত্র দ্রুগ্বতঃ মন্যুঃ পরং অনংসত্ (যথায় পিশুনের শক্তি দৃঢ় প্রবেশ করিয়াছে)। তং মখং ইবিজয়থ (এই যজ্ঞ যজন কর)। অত্ বৈ অপম্ "ও-অই" বচঃ অসত্ (অন্যথা অন্তিমে "ও অহো" বচন হইবে)।

অনুবাদ ঃ—

লালসাই (মৈথুনেচ্ছাই) সকল পাপের মূল। পাপের শক্তি লালসাতেই অনুপ্রবিষ্ট। যখন হৃদিস্থ এই লালসাকে যতস্ততঃ ছুড়িয়া ফেলিতে পারিবে, কেবল তখনই এই ধর্মসাধনার ফল পাইবে। [ব্রহ্মচর্য্য রূপ] এই তপস্যা অবলম্বন কর, নতুবা পরিণামে "হায় হায়" বলিয়া অনুশোচনা করিতে হইবে।

তাত্পর্য ঃ—

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ প্রধান সাধনা।

টীকা ঃ—

বঃ=যুষ্মাকং। মীঢং=প্রতিদানং। মিহ মেহতি বর্ষণে। মিহ্+ক্ত=মীঢ়। মখঃ=যজ্ঞঃ। আজুস্=লালসা। হু—জুহোতি অদনে। হু+সন্=হুসতি। অত্র লোপ (৭-৪-৫৮)। আ+হুস্+ক্বিপ্। জৃদিস্তো=হৃদিস্থঃ। তত্পুরুষে কৃতি বহুলং ইতি সপ্তম্যা অলুক্। বুধ্নঃ=মূলং। ঋতস্যা বুধ্নে (ঋগ্বেদ—৩-৬১-৭)। সক্তম্=আসক্তিঃ। স্ত্রিয়াং আপ্ (ছান্দসঃ।) পরং চ অবরং চ—সুদূরে। ম্রুচ-মুচ্-গতৌ। লঙ—স্=অম্রোচস্ ত্যজথ। অনংশত্=ব্যাপ্নোতি নশ্=ব্যাপ্তৌ (নিঘণ্টু—২-১৮)। শে মুচাদীনাং। যজ—ইজ+ণিচ্=ইবিজয়।

সূক্ত-৫৩-৮

৮) অনাইশ্ আ দুঝ্-বরেষ্ণংহো দফ্ষ্ণ্যা হেন্তু,
জখ্যা চা বীস্পাওংহো খ্রওসেন্তাঁম্ উপা।
হুখ্‌ষথ্রাইশ্ জেনেরাঁম্ খ্রূনেরাঁম্ রামাঁম্ চা আইশ্
দদাতূ শ্যেইতিব্যো বীঝিব্যো।
ঈরতূ ঈশ্ দ্বফ্‌ষো হেবা দেরেজা,
মেরেথ্যাউশ্ মজিস্তো মোষূ চা অস্তু॥

অন্বয় :—

দুষ্—বৃশ্নাসঃ অনৈঃ আ দ্বিপাশন্যাঃ সন্তু (দুস্কর্মাগণ এইরূপে দ্বিপাশবদ্ধ হউক)। বিশ্বে জক্ষাসঃ চ উপক্রোশন্তাম্ (সকল যক্ষগণ চীত্‌কার করিতে থাকুক)। আইশ্ সুক্ষথ্রৈঃ জ্ঞানরং ক্রুণরং রামাং চ দদাতু (অনপেক্ষা আছে বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড দিউক)। শ্যিতিভ্যঃ বিশেভ্যঃ (জঙ্গম দিগকে, আর স্থানুদিগকে)। স্বঃ ধীপ্সঃ দ্রুজঃ ঈরতু ইস্ (সেই বঞ্চক পিশুন সরিয়া যাউক)। মহিষ্ঠঃ মৃত্যুঃ অস্তু, মংক্ষু চ (তাহার মহতী বিনষ্টি হউক, আর তাহা সত্বরই)।

অনুবাদ :—

দুরাচারগণ দ্বিপাশ বদ্ধ হউক। যক্ষগণ (লম্পটগণ) চীত্‌কার করিতে থাকুক। যাহাদের সুক্ষথ্র (অনপেক্ষা) আছে, সেই সকল পরিব্রাজক ও গৃহস্থগণকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি কাণ্ড মুলক সাধনা দেওয়া হউক। বঞ্চক পিশুন দূরে চলিয়া যাউক—সত্বর তাহার মহতী বিনষ্টি হউক।

তাত্‌পর্য :—

দুরাচারগণ ক্রমেই মায়াপাশে বদ্ধ হইতে থাকে, আর যাহাদের জিষ্ণুতা (অনপেক্ষা) আছে, তাহারা জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি যোগে নিষ্ঠা লাভ করে।

টীকা :—

বৃশ্নঃ=কর্ম। বৃশ—বৃশ্চতি বরণে। দ্বিপাশ+এন্য (৪-৩-১৭)। জক্ষাঃ= ভোগোন্মত্তাঃ। জক্ষিতি ভক্ষণে। আইস্=এভিঃ। ধীপ্সঃ=বঞ্চকঃ। দম্ভ— বঞ্চনে—দভ্নোতি। দম্ভ্+সন্=ধীপ্সতি (৭-৪-৫৬)। মংক্ষু=সত্বরং। মংক্ষু সপদি ইত্যমরঃ। শ্যৈ—শ্যায়তে গতৌ। শ্যৈ+তি (উনাদি-৬৩২) শ্যিতিঃ =গমনশীলঃ। বিশ্—উপবেশনে। বিশ+ই (উনাদি) বিশিঃ=স্থিরঃ।

সূক্তম্-৫৩-৯

৯) দুঝ্-বরেণা ইস্ বএষো রাস্তী
তোই নরেপীশ্ রজীশ্,
অএষসা দেজীত্-অরেতা পেষো-তন্বো।
কূ অষবা অহুরো,
যে ঈশ্ জ্যাতেউশ্ হেমিথ্যাত্
বসে-ইতোইশ্ চা।
তত্ মজ্দা তবা খ্‌ষথ্রেম,
যা এরেঝে-জ্যোই দাহী দ্রিগওবে বহ্যো॥

অন্বয় ঃ—

দুষ্-বরণাঃ ভূয়স্ ইস্ রেষতি (দুর্মতিগণ বেশীই পীড়ন করে)। তে রজেঃ নৃপং (তোমার রজিনগরের লোক-পালকে) ঐষসঃ, দহত্—ঋতাঃ, পেষ—তনবঃ (কামুক, ন্যায়—দাহক, আত্ম-ঘাতী)। অষাবান্ অহুরঃ ক্ব (ধর্মপালক প্রভু কোথায়?)। যঃ ইশ্ জ্যাতেঃ বশে—ইতোশ্চ সংমিথ্যাত্ (যিনি ইহাদিগকে সঞ্চরণ ও স্বেচ্ছাচার হইতে বঞ্চিত করিবেন)। হে মজ্দা, তত্ তব ক্ষথ্রম্ (হে মজ্দা, ইহা তোমাব শক্তি)। যত্ ঋজু—জ্যবে ধ্রিগবে বহীয়স্ দদাসি (যে অকপটজীবি যতিকে শ্রেয়স্ দিয়া থাক)।

অনুবাদ ঃ—

তোমার অনুগত রজিনগরের বিনায়ককে (আমাকে), দুর্বৃত্তগণ বড়ই পীড়া দিতেছে। তাহারা কামপরায়ণ, ন্যায়ভ্রষ্ট, কিঞ্চ আত্মঘাতী। কোথায় আছেন ধর্মপাল প্রভু, যিনি ইহাদের আস্ফালন ও স্বেচ্ছাচার প্রশমিত করিবেন। হে মজ্দা যতিগণ যে শ্রেয়স্ লাভ করে, তাহা তোমারই শক্তি। (যতিগণের লাভটা [শান্তি] যে বেশী মুল্যবান হয়, তাহা তোমারই মহিমা খ্যাপন করে)।

তাত্‌পর্য ঃ—

বাহ্য সম্পদ্‌ বহু থাকিলেও, দুরাচারগণের অন্তর দৈন্যে পরিপূর্ণ। সম্পদ আহরণ করে তাহারা শান্তির জন্য, কিন্তু শান্তি তাহাদিগ হইতে দূরে পলায়ন করে। জিত-তৃষ্ণ ধার্মিকগণই শান্তির অধিকারী। মজ্‌দার ইহাই বিধান। ধার্মিককে তিনি এই উচ্চতর মর্য্যাদা দিয়াছেন, যে তাহার অন্তর সর্বদা আনন্দে পূর্ণ থাকে।

টীকা ঃ—

ইস্‌=বৈ। রেষ্টি=দ্বেষ্টি। রিষ—রিষতি—হিংসায়াং। অত্র অদাদিঃ। নৃপস্‌=নৃপম্‌=লোকপালম্‌। সুপাং সু-লুক্‌ ইতি দ্বিতীয়া স্থলে সু। ঐষমঃ= কামকারাঃ। এষ=এষতে অন্বেষণে। দহত্‌—ঋতাঃ=ধর্মদাহকাঃ। রাজ-দন্তাদিষু পরং (২-২-৩১)। তন্বং (আত্মানং) পিনষ্টি (চূর্ণয়তি)=তনু—পেষাঃ। রাজদন্তাদিষু পরং। জ্যাতেঃ=শক্তেঃ! জ্যা—জিনাতি জয়ে। সংমিথ্যাত্‌=বঞ্চয়েত্‌ মিথ—মেথতি হিংসায়াম্‌। বশে—ইতুঃ=স্বেচ্ছারঃ। বশঃ=ইচ্ছা। ইতুঃ=গতিঃ। দাসি=দদাসি। অত্র অদাদিঃ।

———

মন্ত্র-সূচী

———

গাথার উপযোগ

শিক্ষিত হিন্দু এবং শিক্ষিত মুসলমান উভয়েই গাথায় আদর করিবেন এমন আশা করা যাইতে পারে। কারণ একদিকে গাথা, 'ছান্দ উপস্থা' অথবা ভার্গব-বেদের সার ভাগ। কোনও বেদের সারতত্বকে প্রত্যাখ্যান করা হিন্দুর পক্ষে সাজে না। অপর পক্ষে মহারতু জরথুস্ত্র এবং হজরত মহম্মদের উদানের (message) মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে—উভয়ে প্রায় অভিন্ন। কতকগুলি আকস্মিক (accretive) আরবিক আচার বাদ দিলে, ইসলামকে মজদা-যস্নের সেমিতিক সংস্করণ বলিয়া মনে হইবে। তাই জরথুস্ত্র এবং মহম্মদের মধ্যে সম্মানের পার্থক্য করিতে যাওয়াও এক প্রকার পৌত্তলিকতা মাত্র। কারণ তাঁহাদের দিব্য উদানই জরথুস্ত্র কিম্বা মহম্মদের পয়ঘম-বরত্বের নিদর্শন। নতুবা কেবল ত্বক্-শ্মশ্রু-কেশ-রোম-দ্বারা বিচার করিলে মহম্মদ এবং মোসেলিমার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। গাথার যাহা দীন (একেশ্বরবাদ প্রভৃতি মৌলিক প্রত্যয়), তাহাই ইসলামের ও দীন ; হজরত মহম্মদ ইহা কোরাণে শিখাইয়াছেন। গাথার মর্যবাণী যে চিস্তি (রাগাত্মিকা ভক্তি) তাহাই ইসলামের স্থফীবাদ ; হজরত মহম্মদ ইহা হজরত আলিকে শিখাইয়াছিলেন। ইসলামের মূলতত্বগুলি সবই গাথায় বিদ্যমান, এই জন্য গাথার প্রতি মুসলমানের একটা শ্রদ্ধা থাকাই স্বাভাবিক ; শ্রদ্ধা না থাকা অসুস্থ মনের পরিচায়ক। গাথাই হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি বন্ধনের সেতু-স্বরূপ হইতে পারে। হজরত মহম্মদকে মহারতু জরথুস্ত্রের সুযোগ্য উত্তর-সাধক বলিয়া গণ্য করিলেই আর কোনও গোল থাকে না।

হজরত মহম্মদ বারবার বলিয়াছেন যে কোনও নূতন তত্ব প্রচার করিতে তিনি আসেন নাই (কোরাণ—৪১-৩, ৪-৬৮)।

আরও বলিয়াছেন যে পূর্ববর্তী নবীগণ যে সকল তত্বকথা বলিয়া গিয়াছেন, আরবদের নিকট আরবিক ভাষায় তাহা বুঝাইয়া বলিবার জন্যই তাহার আগমন (কোরাণ—৪-১৩৪, ৬-৯২, ১০-৩৮, ১২-১, ১২-১১১, ২৮-৫২, ৪১-২, ৪১-৪৩, ৪৬-১২)

এই সকল নবীদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও, কোরাণে নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কাহাকে কাহাকেও নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। (কোরাণ—৪-১৬২, ৪০-৭৮)

প্রত্যেক জাতির ভিতরই পয়ঘম-বর আসিয়াছেন (কোরাণ—১০-৩৮)।

তাহারা সেই সেই জাতির নিজ নিজ ভাষায়ই ভগবত্-তত্ব প্রচার করিয়াছেন (কোরাণ—১৪-৪)।

জাতীয় গুরুগ্রন্থে শ্রদ্ধা রাখিয়াই সকলে পরমার্থ লাভ করিতে পারে (কোরাণ—৪৫-২৭)।

কোরাণের এই যুক্তি পূর্ণ বাণী মানিয়া লইয়া, এবং গাথা-প্রোক্ত দীন এবং চিস্তির সহিত, ইসলামের দীন এবং সূফীবাদের অভেদ লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনের ওকিং মসজিদের প্রসিদ্ধ ইমাম খাজা কামাল-উদ্-দীন বলিয়াছেন "Muhammad *brought again* the wisdom which had become lost after the departure of Zarathustra. He sang the same "praises of Ahura" and re-produced the same "wise sayings fo Mazda" in the shape of the Quran." (Islam and Zaroastrianism p. 38).

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে পার্শী দীনের সহিত ইসলামের কোনও বিবাদ থাকেনা।

জালালের মসনবীর মাধ্যমেই এই সম্প্রীতি স্থাপিত হইতে পারে। মহর্ষি জালাল পারসী ভাষায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, মহর্ষি কবীর আবার হিন্দী ভাষায় তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। মসনবীকে মুসলমানগণ "দ্বিতীয় কোরাণ" বলিয়া মনে করেন। কবীরকে হিন্দুগণ যুগাবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং গাথাকে ভিত্তি করিয়া, জালাল ও কবীরের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইতে পারে।

জালাল ও কবীর, হিন্দুকে একেশ্বরবাদ এবং মূর্তিপূজা রাহিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন; যাহাতে পূজা অর্চা একটা খেলায় পর্যবসিত না হয়। তাঁহারা মুসলমানকে, ব্রহ্মবাদ এবং রাগাত্মিকা ভক্তি শিখাইয়া দিবেন; যাহাতে ধর্মসাধনা একটা বীভত্স গুণ্ডামিতে পরিণত না হয়।

মসজিদে জালালের বাণী আস্বাদিত হয়, গুরুদ্বারায় কবীরের। জালাল ও কবীরের কীর্তন আরও একটু প্রখর করিয়া তুলিতে পারিলে, মসজিদ এবং গুরুদ্বারার দূরত্ব ক্রমেই কমিয়া আসিবে; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সেই কীর্তনে যোগ দিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। যেখানে প্রেম এবং আনন্দ, তথায়ই রুদ্র* বাস করেন,—যথায় বিদ্বেষ এবং বিষাদ, তাহা হইতে তিনি অনেক দূরে। প্রেমানন্দের দিব্যাবদান আমাদের জয়যাত্রার পতাকা হউক)

ওঁ তত্ সত্ হোঁ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

---

*রুদ্র (রুদ্-র) তিনি, যিনি জীবের জন্য রোদন করেন,—পিতা-মাতা-পতি-পত্নীর প্রেমে ব্যাকুল হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন।

ইন্দ্র (ইন্দ্-র) তিনি যিনি এই প্রেম বর্ষণ করেন।

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ"

রুদ্র=ইন্দ্র (ঋগ্বেদ—২. ৩-৩)

OPINIONS.

(1) Gatha (English edition).

K. P. Jayswal.

(Presidential address at the Indian Oriental Conference 1933—Amrita Bazar Patrika 28-12-1933)

Iranian and Hindu are the two pulses of that whole grain, which is known as Aryan civilisation. ......It is a good sign to see Hindu scholars like Mr Jatindra Mohan Chatterjee taking up the study of the Gatha, from the Indian point of view.

Dr Bhagavan Das (Benares 18-9-34)

A fortunate accident introduced me to this fine work. I happened to read in the Modern review for September 1933, a review of Sri Jatindramohan Chatterje's edition of the Gatha of Zarathushtra, with the text in Brahmi (Nagari) script, prose-order in Sanskrit, translation in English, and notes on important words in Sanskrit and English, and also a translation by Sri A. N. Bilimoria in Guzrati. I had never had a chance of reading any of the Gathas in the orginal, though I had three or four times heard some chanted by learned Parsi friends. Here was a chance with the text in Nagari script. I sent off a riquest at once to the Cherag press, Navasari, for a copy. I received uot only a copy of the Gatha, but also a copy of the Ethical Conceptions of the Gatha by Sri J. M. Chatterjee, as a free gift, through the

generous kindness of Sri Bilimoria. A most agreeable gift it proved. The Gatha I studied from time to time, finding the Sanskrit version and the learned notes, interpreting the Zend words by the application of Paninis rules, **as illuminating as astonishing**.

The other book also I read through, slowly but completely, despite pre-occupations and increasing enfeeblement by age. **I found every page interestnig**. I also gained much information, which was entirely new to me, as regards the relationship between Zaroastrianism and Islam, and which the author has gathered through extensive reading on the subject, and improved with his own criticisms, suggestions, and inferences. He has performed excellently the work of showing how Zaroastrianism, branching off from Vedism, acts as a bridge between that and Islam.

Modern Review (September, 1933.)

Though the language of the Gatha has closer affinity to the Veda, than even Classical Sanskrit, it has *hitherto occurred to none* among the scholars to publish an edition of the same, using Devanagari character for the text. The author, Mr. Chatterjee, has not only done this, but much more. He has added a Prose—order (অন্বয়) in Sanskrit.

The cultural similarity, between ancient Iranian and ancient Indian civilizations, both of which are branches of the Aryan Civilization, will thus be apparent to every reader of the book.

The amount of labour, erudition, and research, which have gone to the making of the book, will also be evident. His Sanskrit derivation, prose order, and excellent English translation, fully bear out the author's claim, that a stanza, which would otherwise take an hour to understand, will now be intelligible in five minutes.

The Gatha is the oldest portion of the Yasna (cf যজ্ঞ) section of the Avesta, and being the composition of Zarathushtra himself, is also the most sacred portion. The Gatha represents a most important phase of Aryan culture, *viz*, non-idolatry in religion, and in this respect its affinity to Islam deserves attention. The so called dualism of the Avesta is based on a mistaken notion, as Mr. Chatterjee is, we believe, *the first to point out*.

The purity and the nobility of the ethical conceptions of the Gatha (See Mr. Chatterjee's volume on The Ethical Conceptions of the Gatha, Cherag office, Navsari, 1932) places it among the best religious books of the world, like the Dhammapada and the Gita. The Gatha was *hitherto caviare to the general*, for few could follow the Zend Script or understand the meaning of the Zend words, without their Sanskrit equivalents. By making the Gatha available in Devanagari Script with Sanskrit prose rendering and English translation, the author has placed it within the reach, not only of scholars but of lay readers as well.

———

7. K. Natarajan.

(The Indian Social Reformer, 23-10-37.)

My notes (what I believe) have brought some letters which to me are of permanent value. One of these is from Mr. Fakirji Bharucha whom I do not remember to have met. Mr. Bharucha did not write to me directly. He wrote a letter to the Bombay Centinel calling my attention to the Life and Teachings of Zaroaster, and recommending as a good exposition of them "The Ethical Conceptions of the Gatha" by Jatindra Mohan Chatterjee. I wrote to him asking for the name of the publishers. He promptly replied by sending me, with the characteristic Parsi generosity, a copy of the book. I have now rapidly perused it. I am deeply impressed by **the wide range, the deep insight, and the monumental erudition of the author,** which are evident in almost every page. He is equally at home in Hindu, Gathic and Koranic literature, between which he finds an intimate relation in many essentials. The teachings of Zaroaster he holds to be basic, that is to say, the source of inspriation to them all. The arguments with which he supports his main thesis, that the Pancharatra or Bhakti school of Hindu religious philosophy, the most popular school, is directly traceable to the teachings of Zaroaster, are extremely cogent. I do not know whether any scholar has attempted to answer them. The book not only presents the Persian Prophet in a light that is altogether new to me, and perhaps, to many others but it is a model of the synthetic

method which holds the key to the problems of discordant world. It is a great event in one's life when one comes across a good book. I am grateful to Mr. Bharucha for introducting me to "The Ethical Conceptions of the Gatha."

P. D. MARKER,

(Market Building. Bombay, 1-3-33.)

You have rendered a great service to Zaroastrianism and to the intelligentsia of Bengal in particular, and the country in general by placing with conspicuous ability the Ethical Principles of the Gathas before the reading public.

M. R. Vidyarthi, M. A., B SC,, LL, B.,

Advocate, Bombay High Court.

Ahmedabad, 25-10-32.

It is really a thought-provoking original work, and is a very valuable contribution to the philosophic and religious literature of the East. The author has rendered to the Parsis of India *a service which they cannot repay.*

I for one, dare not offer any critical review of the great Book. I sincerely admire the great and noble effort of the very learned author.

A. V. Williams Jackson

(Columbia University.)

I hasten to thank you for your welcome gift. I am glad to have your writtings to add to the collection of works on the subject.

16-12-1933.

POUR-I-DAVOUD.

(Santi Niketan. 15-1-32)

I pray unto Ahura Mazda that may you be successful, in placing before the public, a wider knowledge of the great Zaroastrian Religion and Iranian subjects. I thank you once again for the kind present.

Dr. Bhagavan Das.

It seems to me that this aspect of the living Zaraoastrian religion, as a bridge between Vedism and Islam, has a great practical value at the present time in India. The author has demonstrated this aspect with a great wealth of learning in Zend, Sanskrit, Pali, Persian and modern western literature ; and the manner in which he has done it, makes tt a pleasure to walk with him in the high ways and by-ways of that learning. (16-9-34.)

III—PRISNI—GATHA

Maha-Mahopadhyaya Pandit Vidhu Sekhar Sastri (10-8-37)

The author is an earnest student of Mazda-Yasnian lore and comparative religion, and has written a few books on the subject. His present volume contains a selection of fifteen hymns from the Atharva Veda, as well as an equal number of hymns or Gathas (Yasna) of Zarathustra, in each of the cases there being a prologue and epilogue. The author rightly calls his selection the "cream of the Atharva

Veda," to represent both the Veda of that name, and the Gathas of Zarathustra, who was known as Atharvan (originally Atarvan)—the guardian of the sacred Zire...... The author quotes "Ugra Manyu," from the Atharva Veda (1-10-1) and attempts to show that here Ugra Manyu is nothing but the Angra Manyu of the Avesta. He says that the 'ugra' here is the Sanskritised form of the Avestic 'Angra'. According to him, this very fact shows that the Atharva Veda is later than the Gatha. The conclusion is liable to be challenged, but considering the importance of the issue involved, the matter deserves a thorough discussion,

IV পৃশ্নি

(উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ ১৩৬২)

পৃশ্নি শব্দের অর্থ চয়নিকা। ভারতের প্রাচীনতম ও সর্বোত্তম গ্রন্থ বেদচতুষ্টয়। চতুর্থ অথর্ব বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—ভার্গব শাখা ও আঙ্গিরস শাখা। অথর্ববেদের এই আঙ্গিরস শাখার সার সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার "পৃশ্নি" নামকরণ করিয়াছেন। গ্রন্থটিকে ১৫ অধ্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে যথা:—পুরুষার্থ, কামকার-নিরাস, প্রজ্ঞানিষ্ঠা (কর্মযোগ) অধি-আত্মা (ধ্যানযোগ), বিশ্ব-বিসৃষ্টি, ব্রহ্মনিষ্ঠা (জ্ঞানযোগ), রুদ্র-নিষ্ঠা (ভক্তিযোগ), ইন্দ্রষ্টোম, বিষ্ণুস্তোত্র, দেবী-সূক্ত, সাধনা, দেবযান, ধর্মচক্র, স্বাধ্যায়, বিশ্বামিত্র। প্রথমাংশে শ্লোকাবলী ও পরবর্তী ব্যাখ্যান অংশে ইহাদের অন্বয়, টীকা, বঙ্গানুবাদ, এবং প্রয়োজনীয় মন্তব্য পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রারম্ভে প্রদত্ত অবতরণিকাটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ; ইহাতে, অথর্ব-বেদের ভার্গব শাখাই ইরাণে প্রচলিত "জেন্দ্‌ আবেস্তা", লেখক ইহা যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ধরণের সঞ্চয়ন-গ্রন্থ কমই চোখে পড়ে; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের দ্বারা সমাদৃত হইলে গ্রন্থকারের শ্রমমূলক গবেষণা ফলবতী হইবে।

Rai Bahadur Suresh Chandra Sinha (of Comilla)
Retired District Magistrate and reputed scholar
(28-2-1955)

আপনার প্রদত্ত পৃশ্নি নামক গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। এই গ্রন্থ আপনার অনন্যসাধারণ অনুসন্ধিৎসা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অথর্ববেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে অনাদর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমি পদে পদে লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারা এই বেদকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাদের নিজেদের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি, তাহা বুঝিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। অবশ্য ডাঃ ব্লুমফিল্ড (Bloom Field) অথর্ববেদকে অপেক্ষাকৃত সম্মানের চক্ষে দেখিয়াছেন। আপনার গ্রন্থ হইতে আমার অন্তরে অনেক নূতন আলোক সম্পাত হইয়াছে।

V VAIDIK GITA

Dr. Mahendra Nath Sircar

Mr Chatterjee is well-known to the world of scholars for his valuable services to the comparative study of religions. He has presented to us some of the best riks, which inspire spiritual enthusiasm, and send spiritual thrill in us The author has selected the riks in such a way as can best meet the demands of our being—the aspiration of love, the imperativeness of duty, and the supreme felicity of wisdom. The book can be used as a fit Book of Prayer.

VI. PANCA DASI GITA

Hirendra Nath Dutta

On the whole, having gone through the book, Gita Panca Dasi. I find it fully worth careful reading, and I accordingly

commend it to the reader. There is an interesting introduction covering **144** pages, and this is followed by a synopsis of the **15** chapters into which the Gita has been recast.

Pandit S. D. Satvalekar of Swadhyaya Mandal, Aundh.
17-4-37.

The arrangement is so excellent that I wish to keep this book permanently on my table for ready reference. *Every Hindu must have a copy of this book.*

S. G. Bhalerao of Bharadwaja Asrama Poona (**12-4-37**)

I must say you have displayed in this book your wonted resourcefulness and a great synthetic ability *to make it entirely a new Gita.*

H. L. Chopra., M.A.

Professor, Sanatan Dharma College Lahore.

29-3-37

(now Head of the Department of Islamic culture, Calcutta University)

The work shows a masterly exposition of the real and practical Hindu Religion. I have recommended the book to the Board for Theological Studies for prescription in I.A. and B.A. class in our college.

———

VII উপগীতা

উদ্বোধন—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তুর আদর্শে ঋগ্বেদ, বিভিন্ন উপনিষদ্, মহাভারত এবং কিছু কিছু অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে শ্লোক সংকলিত করিয়া পনরটি অধ্যায়ে প্রাঞ্জল অনুবাদ সহ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিভাগ লেখক একটি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে করিয়াছেন; উহার যুক্তিগুলি ভালই লাগিল। ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যপূর্ণ ভুমিকা এবং স্থানে স্থানে জারথুষ্ট্র ও শিখধর্মের চিন্তাধারার সহিত তুলনামূলক আলোচনা হৃদয়গ্রাহী।

VIII মূলসূত্রম্

আনন্দবাজার—১৭ই জুলাই, ১৯৫০ (২রা আষাঢ়, ১৩৫৭)

'রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র' এবং জরথুস্ত্রের বাণী "গাথা"-কে সংস্কৃত টীকাসহ দেবনাগরী অক্ষরে প্রথম প্রকাশ করিয়া লেখক দেশ ও বিদেশের পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থও লেখকের পূর্বযশ আরও বৃদ্ধি করিবে। এতদ্দ্বারা জৈনদের গুরুগ্রন্থের একটি অংশের বঙ্গানুবাদসহ প্রথম প্রকাশের গৌরবও লেখকের প্রাপ্য। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল এবং বৌদ্ধের ত্রিপিটকের ন্যায় জৈনদের গ্রন্থ হইল 'সিদ্ধান্ত'। সিদ্ধান্ত চারটি ভাগে বিভক্ত—অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণ, মূলসূত্রম্। হিন্দুর নিকট গীতা, বৌদ্ধের নিকট ধর্মপদ, যে সমাদর পাইয়া থাকে, জৈনের নিকট মূলসূত্রের সেই সম্মান। এই পুস্তকে মহাবীর বর্ধমান জিনের উপদেশাবলি সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কথ্যভাষা মাগধীতেই উপদেশ প্রদান করিতেন। মূলসূত্র হইতে উৎকৃষ্ট শ্লোকগুলি চয়ন করিয়া, বিষয় অনুযায়ী তাহাকে ভাগ করিয়া, লেখক বঙ্গানুবাদসহ এই আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের ভুমিকাটি বস্তুতঃ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যবহুল। গ্রন্থখানি প্রকৃতই মূল্যবান বলিয়া পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে লেখক, মহামূল্য এক রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। এই জিন গীতাখানি বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ডাক্তার মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী—১৬-৬-৫০

'মূলসূত্রম্ (জিনগীতা) গ্রন্থখানি পাইয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। কী সুন্দর কথা! যে স্থান পড়ি তাই মধুর লাগে। সহজ সরল নীতিকথাগুলি কী চিত্তাকর্ষী। জরথুস্ত্রীয়, জৈন ও শিখ, এই তিনটি ধর্ম লইয়া আপনার গবেষণা ও অবদান অতুলনীয়। অনেক রত্নকে আপনি সাগর গর্ভ হইতে তুলিয়া আমাদের উপহার দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতেছেন।

বসুমতী—(২৬-২-১৩৫৮)

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে জৈনধর্মের মূলতত্ত্ব। বোধহয় এই জন্যই উত্তরাধ্যয়ন সূত্র "জিন গীতা" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার 'মূলসূত্রে'র শ্রেষ্ঠ শ্লোকগুলি চয়ন করিয়া আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি শ্লোকগুলির যে বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন তাহাও বেশ সহজ বোধ্য হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকাটীও তথ্যবহুল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় জৈনধর্মশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ বঙ্গানুবাদসহ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার ইতিপূর্বে Ram Chandra and Zarathustra গ্রন্থ রচনা করিয়া পণ্ডিত সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত সাধারণের মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু জৈনধর্ম সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলোচনা খুব কম হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়িলে জৈনধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। বইখানি শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

———

ডকটর দীনেশচন্দ্র সেন

"রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র" পুস্তকখানি পড়িয়া লেখকের ভারতীয় সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রের উপর অগাধ অধিকার দর্শনে বিস্মিত হইয়াছি। ধর্মের বহুবিভাগে এরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বান্বেষীর সুচিন্তিত গবেষণামূলক সন্দর্ভের উপর কোনও কথা বলার বলার স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি শিক্ষার্থীর ন্যায় বিনীত ভাবেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। ইহাকে একটী রত্নের খনি বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। বেদ, উপনিষদ্, ব্রাহ্মণ' হইতে মহাভারতাদি পুরাণের সমস্ত তত্ত্ব লেখক যেন নখদর্পণে দেখিয়া বইখানি লিখিয়াছেন।

প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

বাগবাজার বিশ্বকোষ কার্য্যালয়—৬-১-৩৪

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন—

মহাশয়ের কার্ড ও সেই সঙ্গে "রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র" পুস্তিকা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। বাস্তবিক আপনার গবেষণা ও আলোচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রাচীন পারসিক ও বৈদিক আর্য্য সমাজ সম্বন্ধে এরূপ ভাবে দার্শনিক আলোচনা পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এরূপ গ্রন্থের বহু প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বকোষের ২য় সংস্করণ বাহির হইতেছে। এই জাতীয় গ্রন্থে আপনার ন্যায় দার্শনিকের আনুকূল্য প্রার্থনা করি। আকারাদি বর্ণানুক্রমে আপনার অভীপ্সিত শব্দ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। বিশ্বকোষে আপনার নামেই প্রকাশিত হইবে।

বিনীত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

রায় বাহাদুর গণেশচন্দ্র গুপ্ত

বরিশাল—৩-৯-১৯৩৭

গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মৌলিকতা, তত্ত্বানুসন্ধান ও ধর্মানুরাগ আপনার অনন্যসাধারণ দেশ প্রেমকে উজ্জ্বল ও মহিম-মণ্ডিত করিয়াছে। শিখ তন্ত্র সম্বন্ধে শিখদিগের মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। পারসিক, হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, প্রত্যেক জাতির ও তন্ত্রের মূলগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া, তত্‌সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীগণের মত বিবৃত করা, ও নিজের সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা মূল বেদ এবং উপনিষদ্‌ এবং জেন্দাবেস্তা (যস্ন ও গাথা) হইতে তাহা সমর্থন করা, বঙ্গভাষায় নূতন সৃষ্টি। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসিক, জৈন, বৌদ্ধ সকলের পক্ষেই ইহা পরম মঙ্গলজনক। প্রত্যেক প্রাচীন ও নূতন গ্রন্থের মূল শ্লোক অতি সহজ ভাষায় বিবৃত করা, এবং তাহাদের মৌলিকত্ব ও অজ্ঞতাবশতঃ ব্যবহারিক পার্থক্য পরিস্ফুট করায় সর্বধর্মের সমন্বয় অতি সুন্দররূপে সমর্থিত হইয়াছে। কোন ও ধর্মের প্রতি ইহাতে বিদ্বেষভাব নাই। সমস্ত ধর্মের প্রতি প্রচার শ্রদ্ধার সহিত মূলগ্রন্থের আলোচনা করায় গ্রন্থখানি সকলেরই সুপাঠ্য হইয়াছে। কাহারও মতের সহিত অনৈক্য হইলেও অসহিষ্ণু বা ধৈর্য্যচ্যুত হইবার কারণ নাই। বিষয় কঠিন হইলেও ভাষার সরলতা ও প্রত্যেক মূলশব্দের ব্যাখ্যার প্রণালীতে জটিল বিষয়গুলিও সুখবোধ্য হইয়াছে।

বরিশাল সাহিত্য-পরিষদ হইতে আপনাকে "জেন্দ-তত্ত্ব বিশারদ" উপাধি দানের সংকল্প করিয়াছি।

রামচন্দ্র ও জরথুশ্‌ত্র

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ ১৩৪১

* * * জরথুস্ত্র মতবাদের সহিত অন্যান্য ধর্মমতের সম্বন্ধ —বিশেষ করিয়া ইসলাম মতের সহিত জরথুস্ত্র মতের অঙ্গাঙ্গিভাব সম্বন্ধ—এবং সেই সূত্রে হিন্দু ধর্মের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা—এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। * * * গ্রন্থকারের সমস্ত মত ও ব্যাখ্যার

সহিত আমরা একমত হইতে না পারিলেও গ্রন্থখানিকে আমরা আন্তরিক ভাবে প্রশংসা করি। ইহা গ্রন্থকারের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। হিন্দু, মুসলমান ও ইরাণীয় সাহিত্য তিনি তুল্য ভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। * * *

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

3. DESH, 27th Chaitra 1343, 10th April 1937

(Translated)

The main theme of the book is a comparative study of Hinduism and the Religion of Zarathustra, the Prophet of Iran. But from the beginning to the end, the purpose is very patent, that if the Indian Hindus and the Musalmans give up their fanaticism and come to a mutual understanding in the light of the noble truths of the Iranian Religion, they will realise the essential unity that underlies all the three Religions, and be able to live in peace.

How could the author make time to study so many books, seems a mystery. His prodigious labour is simply wonderful, and we may repeat that there is no other book in Bengali which makes a comparative study of the religious philosophy of India and Iran with such zeal and devotion.

X জাপ

আনন্দবাজার [৩১-১২-১৩৫৮]

"রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র" জরথুস্ত্রের বাণী "গাথা", জৈনদিগের গুরুগ্রন্থ "মূলসূত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করিয়া লেখক পণ্ডিত সমাজে বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার পূর্বযশ বৃদ্ধি করিবে। গ্রন্থখানি শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের বাণীর সারসংগ্রহ। যে গুরুগ্রন্থ শিখসম্প্রদায়ের উপাস্য, এবং গুরুদ্বারায় উপাস্যরূপে স্থাপিত, তাহা পঞ্চম গুরু মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক সংকলিত। গোবিন্দ সিংহের নিজের বাণীও ইহার পরিশিষ্টে "দশম-পাতশাহকা গ্রন্থ", সংক্ষেপে "দশমগ্রন্থ" নামে অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই দশমগ্রন্থ হইতে সংকলিত জাপ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম নয়টী অধ্যায়ে তত্ত্বকথার প্রাধান্য, পরবর্তী ছয়টী অধ্যায়ে 'প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার প্রাধান্য'। দশম অধ্যায়টী চক্রপাণি গুরু গোবিন্দ সিংহের আত্মজীবনী, তিনি ইহার নাম দিয়াছেন "বিচিত্র নাটক"। গ্রন্থে মূল, বঙ্গানুবাদ এবং ভাষ্য প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থপাঠে পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, বর্তমানযুগেও সমাজ গঠনে ও রক্ষণে, গুরু গোবিন্দ সিংহের বাণীর কত উপযোগিতা রহিয়াছে। গ্রন্থের মুখবন্ধস্বরূপে যে দীর্ঘ প্রবন্ধটী রহিয়াছে, তাহাতে লেখকের পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, তত্ত্বানুসন্ধান ইত্যাদির বিশেষ পরিচয় পরিস্ফুট। লেখকের সঙ্গে সব বিষয়ে একমত না হইয়াও, তাহার বক্তব্যের গভীরতা ও নূতনত্ব পাঠক-গণকে আকৃষ্ট করিবে! মুখবন্ধটী প্রকৃত মূল্যবান। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের উপদেশ সংগ্রহ, "জাপজী"র এই বাংলা সংস্করণটীর জন্য বহুভাষাবিদ মনস্বী লেখক বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকার ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালী হিন্দুর সমষ্টি-জীবনে সাহস ও শক্তি আনিতে গুরু গোবিন্দের শিক্ষার প্রচুর উপযোগিতা আছে। 'জাপজী'র প্রথম দশটী অধ্যায় গুরু গোবিন্দ সিংহের নিজের রচনা, পরবর্তী পাঁচটী পরিচ্ছেদে গুরুর নিকট হইতে শোনা উপদেশ শিষ্য ও ভক্তগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ। আলোচ্য বইখানিতে প্রাঞ্জল

বাংলা অনুবাদ, টীকা ও বিশদ ব্যাখ্যাদ্বারা মূল গুরুমুখী শ্লোকের অর্থ ও তাত্পর্য্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ তুলনামূলক আলোচনা দেশের সাম্প্রতিক কতকগুলি সমস্যার সমাধানে সুন্দর আলোকসম্পাত করে, যদিও লেখকের কোন কোন স্বাধীন চিন্তার সহিত আমরা একমত নহি।

XI The Gita Govindam

Advance (22-8-37)

The author is a vastly learened scholar who is wellknown in religious circles but he should be appreciated by the general public. It is amazing that he could have made such deep studies in spite of his onerous work as a Government servant. He has already published many books, which bear the stamp of assiduous research, not only on Hinduism, but also on its later developments namely Buddhism and Sikhism. As regards Parsi-ism he is perhaps the only Bengali, who has deeply probed into it and his "Ramachandra and Zarathustra" is a wonderfut exposition of the Sikh cult as the synthesis of Hinduism and Parsi-ism. His "Ethical Conceptions of the Gatha" is an exposition of the philosophy of Mazda-Yasna, He has also made translations of "Gatha or Hymns of Zarathustra" in English and Gujarati. It need not be emphasised that such people are well fitted to pave the way to religious unity in this land.